জে-লে-খা

বা

অলঙ্কারপূর্ণ ঔপন্যাসিক সাহিত্য।

শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

প্রকাশক,—শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র ঘোষ।

ভবানিপুর, কলিকাতা।

সন ১৩১৮ সাল। মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা।

Printed by B. B. Chakraburty, at the Lakshmibilas Press,

12 Narkelbagan Lane, Calcutta.

প্রশংসা পত্র।

আমি, শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক চন্দ্র ঘোষ মহোদয় প্রণীত জেলেখা বা অলঙ্কার পূর্ণ ঔপন্যাসিক সাহিত্যখানি আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিয়া সানন্দ চিত্তে প্রকাশ করিতেছি, যে এরূপ সাহিত্যগ্রন্থ অদ্যাবধি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ইহা সাহিত্যাধ্যায়ী পাঠার্থীদিগের বিশেষ উপকারী।

বিদ্যাবিনোদোপাধিক

কবিরাজ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গুপ্ত

মন্তব্য।

ইহা সর্ব্বজন প্রমুখাৎ শ্রুত, যে বঙ্গভাষার পরিপুষ্টতা হয় নাই—ইহা পঞ্চাশ বৎসরের ভাষা মাত্র। ইহা আরও জ্ঞাত, যে সংস্কৃত, পারস্য এবং ফরাসী ভাষার ন্যায় মিষ্ট ভাষা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না—সেই অভাব দূরীকরণার্থে আমার এতদূর আগ্রহ। কাদম্বরীর পর বাঙ্গালা সাহিত্য আদৌ রচিত হয় নাই, চারুপাঠ ছাত্রবৃন্দের প্রবন্ধ স্বরূপ; ইহা সাহিত্য নহে। বড়ই অনুতাপের বিষয়, যে জেলেখা অতীব কঠিন পাঠ্য পুস্তক, তবে বর্ণনাকাহিনীত্যাগে ইহা নরনারীর এবং সাধারণ ব্যবহারজীবীদিগের পক্ষে সুগম্য এবং প্রাঞ্জল—এক্ষণে সাফল্যলাভেপ্স প্রার্থী।

কোন নূতন পুস্তক প্রচারকালে স্বল্পবুদ্ধি সংবাদপত্রিকা লেখকেরা দৌরাত্ম্য ও যথেচ্ছ মনোভাব প্রকাশেচ্ছু হয়েন; কিন্তু ইহা বাতুলতা-মাত্র; কারণ কৃতবিদ্য পুরুষেরা পৃথিবীর কোন স্থলে পত্রিকালেখক হয়েন না; আর সংবাদপত্রের বাঙ্গালা বা ইংরাজিভাষা পাঠ্য পুস্তকের উপযোগী নহে—উহা কতকটা গ্রাম্যভাষা স্বরূপ; আর রাজনৈতিক ক্ষেত্র ব্যতীত পত্রিকালেখকদিগের মন্তব্য—মন্তব্যের মধ্যে গণ্য নহে। অধুনা সকলকে জলস্রোতের ন্যায় যথেচ্ছ মন্তব্য প্রকাশেচ্ছুক হইতে দেখা যায়, ইহার কারণ কি? ভাষাবিদ্ হওয়া বড়ই কঠিন—মস্কো যুদ্ধে জয়ী হওয়া অপেক্ষা নূতন ভাষার বা অলঙ্কারের গৌরব আছে, সত্য; কিন্তু বঙ্গে বিদ্যোৎসাহী পুরুষেরা কোথায়? ভাষা এবং ধর্ম্মজগতের উন্নতি ব্যতীত জাতীয় ভাব জন্মে না—ইহা মহাধ্রুব সত্য নয়, কি? যে দেশে সুগন্ধি তৈল আবিষ্কারকেরা ও গ্রন্থকর্ত্তারা ধনী জমিদার ও জজদিগের

নিকট হইতে অনুরোধ পত্র সংগ্রহেচ্ছুক হয়েন বস্তুতত্ত্ববিদ্ এবং ভাষাবিদ্ ত্যাগে, সেই সেই দেশের প্রকৃত উন্নতিই বা কোথায়? সে কারণে আমি মহাপণ্ডিতবর্গ ও অধ্যাপকমণ্ডলীর সম্মুখে এই পুস্তকখানি ধৃত করিলাম—উঁহাদের ন্যায় বিচারার্থে। আমি অনুগ্রহ প্রার্থী হওয়া অপেক্ষা বিচারপ্রার্থী হওয়া শ্রেয়ঃ মনে করি। আর এক কথা, কালিদাসের অপেক্ষা এ পুস্তকের সর্ব্বস্থলে অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য ও নূতনত্ব আছে। ইহা সর্ব্বাংশে সত্য হইলে গৌরবের বিষয়; নতুবা চিরকলঙ্ক কালিমার প্রার্থী। প্রতি পৃষ্ঠায় নবভাষা ও অলঙ্কার সন্নিবেশিত। ইহা সমালোচনার অধীন; কিন্তু সকলই সীমাবদ্ধ। আত্মীয় স্বজনের দৌরাত্ম্য নিবারণকল্পে ও তাঁহাদের সংশয় দূরীকরণার্থে আমি ঐরূপ পুরস্কারের ব্যবস্থা করিলাম—ইহা আমার পক্ষে একপ্রকার মহা দুঃসাহসিকতা। বঙ্গে সকলেই সাহিত্যসেবক ও গ্রন্থকর্ত্তা হইতে সমুৎসুক; কিন্তু ভাষা কি ক্রীড়ার সামগ্রী, না বাতুলের প্রলাপ, না রঙ্গালয়ের ক্রীড়া, না দর্শকবৃন্দের অভিরুচিকর? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এ পুস্তকখানি ঐরূপ জনমানবের সমীপে অনাদৃত হইবে। আমি অন্যান্য গ্রন্থকারের ন্যায় সমাপিকা এবং অসমাপিকা ক্রিয়াপ্রয়োগে মনোভাব প্রকাশ করি নাই; ইহাতে স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশিত।

নাটক এবং উপন্যাস রাজপথের আবর্জ্জনাস্বরূপ; কিন্তু উহার পবিত্রতা সংরক্ষণে সেকস্‌পিয়ার এবং মিলটন ক্রমান্বয়ে ১৫০০০, এবং ৮০০০ ধর্ম্মকথা সন্নিবেশিত করিয়াছেন; এবং কালিদাস প্রভৃতি ও সেই পথের পথিক। অধুনা অর্থগৃধ্নু পুস্তক লেখকেরা নূতনত্ব প্রকাশ করা অসমর্থবোধে কেবল সাধারণের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত যথেচ্ছ পুস্তক প্রচারে অর্থাগমের পথ সুগম করেন; সেই স্রোত প্রতিরোধকল্পে আমার এত আগ্রহ।

বঙ্গে বহুল অর্থগৃধ্নু গ্রন্থকারের দৌরাত্ম্য দূরীকরণার্থে আমি ২০০৲ টাকা পুরস্কার প্রচার করিলাম পঞ্চ পৃষ্ঠার জন্য—

Better to be a blazing fire than a smouldering flame.

Mere jingling of words is not Poetry. ইহা কবেরিদং কাব্যং নহে—কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং; সেই নিমিত্ত মদ্বিরচিত গদ্যই পদ্য।

যদি কোন মহাত্মা অন্ততঃ একপৃষ্ঠা লিখিতে সক্ষম হয়েন; তাহা হইলে আমি সমালোচনার প্রার্থী; নতুবা নহি।

অভিনব সাহিত্য কুসুম বিরচিত,
সর্ব্বগুণ বিভূষিত স্থানে স্থানে রম্য;
কেহ বা গর্জ্জিয়া আসে দংশিতে আমায়;
কিন্তু কাল ভুজঙ্গের গতি সমভাবে
ধায়, কোথায় গো মা বাগ্‌দেবি! (কেন) মৌন মুখে,
কে দিয়াছে দুখ তোকে, তাই ভেবে ভেবে
পরিপুষ্ট হও নাই? এই দুখ তোর?
এই দেখ এসেছি মা! ভাবনা কি আর
আজ বারি বরিষণে বাঁচাইব তোকে॥
চিন্তা না করিও আর, ঘুচাব বিষাদ॥
লেখকের ভঙ্গিমায় বীণাযন্ত্র বাজে
তন্ত্রীতে অন্তর সূক্ষ্ম নাচায় ও নাচে
লয়ব্যতিক্রমে স্বর ভিন্ন ভাবে ধায়
কেহ (বা) শিলা হয়ে সলিলে ভাসিতে যাচে।
এ বড় আশ্চর্য্য কথা! পাই মনে (বড়) ব্যথা
সত্য বাক্যে হয় নানা শত্রুঅভ্যুদয়,
কি করিব হায় হায়, (বুঝি) বহু বাক্য ব্যয়
সাহিত্যতরঙ্গে সব লীন প্রায় হয়।
কোথায় সাহিত্য দোব! কোথায় মা! তুমি,
খাদক অভাবে কিরে তুই ক্ষীণকায়া?

আয়না আয়না কাছে বাজাব মা ! তোকে
না পারিলে বিসর্জ্জিব সলিল মাঝারে ।
কে তুমি (মা) বাগ্‌দেবি ! দাঁড়াইয়া একধারে
কেন মা ! মলিনা এত, কিবা দুখ তোর ?
সাহিত্য বিলুপ্তপ্রায়—বুঝেছি বুঝেছি
বঙ্গে পদ্য পুষ্ট ; কিন্তু গদ্য নাহি স্পষ্ট ।

ভূমিকা।

এই অভিনব কাব্য সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। সাধারণতঃ লোকের অন্ধ বিশ্বাস এই, যে বঙ্গভাষা নগণ্য; কারণ কোন মহাত্মা অদ্যাবধি ইহাকে সংস্কৃত ভাষার সমতুল্য করিয়া গড়িতে সক্ষম হয়েন নাই; তবে গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ইহার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। অপিচ সভ্যতার শৈশবাবস্থায় পৃথিবীর সর্ব্বত্র পদ্যের উন্নতি সাধিত হয়; তৎপরে কালের সঙ্গে সঙ্গে ক্রীড়া করিতে করিতে মানবজাতি যত মানসিক চিন্তার প্রাবল্যে ও প্রবলস্রোতে ভাসমান হয়েন; তত অধিক সাহিত্য জগতের ভিত্তিস্থাপন হয়। কোন কোন মহাত্মা মৎসদৃশ লেখককে দাম্ভিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন সত্য; বস্তুতঃ সাধারণ নরনারীবৃন্দের দয়াতে নিক্ষিপ্ত হইতে প্রস্তুত নহি। কি আশ্চর্য্য! সকলেই স্ব স্ব কাব্যটীকে অভিনব বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না;—কেন ইহার কি? তবে কি তমোগুণাবলম্বী মানবজাতি সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিতে দণ্ডায়মান? নিশ্চিতই উহা বড়ই অসহনীয়। আধুনিক সাহিত্যতস্করেরা অন্যান্য তস্করাপেক্ষা সুচতুর; সে কারণে আমি ইহার সংরক্ষণে সচেষ্ট হইয়াছি। আর এক কথা শাস্ত্রীমহোদয়েরা এই কাব্যের ভাষা এবং অলঙ্কার অধিকাংশ স্থলে হৃদয়ঙ্গম, অধিকন্তু পরিমার্জ্জিত, করিতে অসমর্থ,—তবে কি ঈর্ষাবশতঃ, না কঠিনবোধে, না সময়ের স্বল্পতাভাগে আমায় প্রতিমুহুর্ত্তে নৈরাশ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি অন্তরে দুঃসাহসিকতা পোষণ করিয়া অনন্তদেবের কৃপাদৃষ্টিতে কোন কোন মানবের যাবতীয় দৌরাত্ম্য, নিরুৎ-সাহদান, ও অহমিকা অতিক্রমণে দণ্ডায়মান হইয়াছি। যখন নব শক্তিতে

বলীয়ান "মোহনবাগান ফুটবল ক্লব" অসাধ্য সাধন করিয়াছেন; তখন কিরূপে আমি নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে পারি? আমি সংস্কৃত ভাষাপেক্ষা বঙ্গভাষাকে অলঙ্কারপ্রাচুর্য্যে এবং মধুরবাক্যবিন্যাসে সন্নিবেশিত করিয়াছি; সে কারণে সকলেই ঈর্ষার চক্ষে দেখেন, দেখুন; কিন্তু তাতে ক্ষতি কি? এ পুস্তক প্রণয়ন কালে আমি দুইবার শয্যাগত হইয়াছিলাম; আমার মৃত্যু নিশ্চিতবোধে আমার পত্নীকে ইহার মুদ্রাঙ্কণের আদেশ দান করি; এখন ভাবিতেছি, যে এ হেন কঠিন কাব্য কখনই পরিমার্জ্জিত হইত না; সুতরাং সুনীল সাগর সলিলে বিসর্জ্জিত হইত। কি আশ্চর্য্য! আমার আত্মীয় স্বজন, এমন কি ভার্য্যা অবধি প্রতি মুহূর্ত্তে নৈরাশ্যে আমাকে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন; হায়! হায়! বঙ্গজাতির নৈতিকশক্তির কি এতই অপ্রতুল? তবে কি শত্রু, কি মিত্র, সকলেই এক্ষণে দেখুন, যে সংস্কৃত ভাষা ইহার নিম্নে গণ্য হইবার যোগ্য কিনা? আমার একমাত্র সহায় ঈশ্বর ও স্বীয় ক্ষমতাবল; সেই বলে বলীয়ান্। যদ্যপি কেহ এক্ষণে লক্ষাধিক মুদ্রাদানে আমায় প্রলুব্ধ করেন; তথাপি ইহার সমকক্ষ অলঙ্কার আমার নিকট হইতে আশা করা দুরূহ। ইহা আমার প্রথম এবং শেষ উদ্যম; এক্ষণে সাফল্যলাভের প্রার্থী। আমি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট এবং অপর এক অধ্যাপক কুমুদ বাবুর নিকট সাতিশয় ঋণী রহিলাম; আর বঙ্গের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান তার্কিক এবং সাহিত্য ও কাব্যের প্রধান সমালোচনাকারী শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গুপ্ত বিদ্যাবিনোদ কবিরাজ মহাশয়ের নিকট যথেষ্ট ঋণী রহিলাম।

জেলেখা।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাজবাটী।

স্বীয় অট্টালিকার মধ্যে পর্য্যঙ্কে শয়ান বাদশাহ সামসুল আলম্ অন্তঃপুরস্থিত সুন্দরী নর্ত্তকীদিগের হাব ভাব দর্শনে বিমোহিত হইয়া সঙ্গীত-লহরীতে ভাসিতেছেন; কিন্তু সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়াও কিছুতেই পরিতৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব পশ্চিম দিক্ লোহিত বর্ণে রঞ্জিত করিয়া লুক্কায়িত হইবার উপক্রম করিতেছেন; বনস্থলীর উচ্চ উচ্চ শৈলরাজির শিখরদেশে সূর্য্যকিরণ পতিত হওয়াতে যেন স্বর্ণমণ্ডিত বোধ হইতেছে; উড্ডীয়মান বিহঙ্গকুল কলকল রবে আপন আপন কুলায় ফিরিয়া আসিতেছে; কুঞ্জে বনকুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া সন্ধ্যাকালের সমীরণের সঙ্গে আপনাদের সুবাস মিশাইয়া শিরঃসঞ্চালনপূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতেছে। দেখিতে দেখিতে অন্ধকার আসিয়া বন উপবনের শোভা সমাচ্ছন্ন করিল;—কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্রকিরণের সহিত সুশীতল বায়ু আসিয়া বাদশাহের সর্ব্বাঙ্গে ব্যজন করিতে লাগিল। এমন সময়ে রমণীরা শত শত প্রজ্বলিত দীপক হস্তে অল্পে অল্পে বাদশাহের সন্নিকটে প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে

করিতে মনোরঞ্জন করিবার প্রয়াস পাইল; কিন্তু তাঁহার সহাস্য বদন সহসা ঈষৎ মলিনভাব ধারণ করিল। তদ্দর্শনে তাহাদের মনের ভাব মনেই থাকিয়া গেল। বাদশাহের হৃদয়-সমুদ্রে প্রেমের প্রসঙ্গ উত্তরোত্তর চিন্তাতরঙ্গের তুফান উচ্ছলিত করিতে লাগিল। এমন সময়ে এক সহচরী আসিয়া বাদশাহের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া বলিল —"সেলাম জাঁহাপনা! এক দ্বারবান্ আপ্‌কা মোন্‌তাজীর্ খাড়া হ্যায়। বহুৎ জরুরী কাম্ হ্যায়।"

বাদশাহ। আচ্ছা তোমরা কিয়ৎক্ষণ এ স্থান পরিত্যাগ কর, আর দ্বারবান্‌কে হাজির হইতে এখনি আজ্ঞা কর।

সহচরী। যো হুকুম খোদাবন্দ!

ইত্যবসরে দ্বারবান্ বাদশাহের নিকটে উপস্থিত হইয়া যথাযোগ্য কুর্ণিশ করিয়া বলিতে লাগিল, "দোহাই খোদাবন্দ! আমার একটী কথা আছে, যদি অভয় দেন ত বলিতে পারি।"

বাদশাহ। আচ্ছা, আমি অভয় প্রদান করিতেছি, তোমার কি বলিবার আছে শীঘ্র বল।

"জাঁহাপনা! আমি দ্বার রক্ষণে নিযুক্ত, এমন সময়ে এক আজানু-লম্বিত-বাহু, দীর্ঘকায় রক্তবস্ত্র সন্ন্যাসী শিরে দীর্ঘজটাজূটে আবৃত হইয়া ভ্রূকুটিকুটিলনেত্রে ও ঈষৎ ব্যঙ্গোক্তি সহকারে বলিতে লাগিল, "রে দ্বারবান এই পান্থশালাটী কার? "হাম্ বড়ি দূরসে আতা হ্যায়;—হাম্ মনসে কিয়া, কয় রোজ হিঁয়া ঠরকে ভুটিয়ান মেলামে জায়েঙ্গে। কেঁও, বেটা রহেনে দগা? আমি যত বলি, যে ইহা আমাদের বাদশাহের রাজবাটী—"চুপরও এয়সি বাত্ মাৎ বোলো।" সে এই কথায় অধিকতর রুষ্ট হইয়া আমায় প্রহার করিল।—আর তার আসুরিক ক্ষমতা—এই দেখুন আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষত বিক্ষত"; এই বলিয়া দ্বারবান কাঁদিতে লাগিল।

বাদশাহ। কি! এত স্পর্দ্ধা—সে মূঢ় কি জানে না যে তরবারির বলে সমগ্র তাতার দেশের আমি একছত্র বাদশাহ। আমার পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য বিদ্যমান। এক অঙ্গুলির সঙ্কেতে তাতার দেশটিকে ছারখার করিতে পারি। সে কি জানে না, যে আমার কিরূপ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ—সামান্য সন্ন্যাসী হইয়া কি না আমায় হেয়জ্ঞান করে! কি আশ্চর্য্য! ঘোর অরাজকতা! ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ আমায়—আমি কি একদল কাপালিক সন্ন্যাসীকে দমন করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ! উঃ—এ যে মর্ম্মান্তিক জ্বালা—তবে আমার এ রাজ্যে কি প্রয়োজন? এখনি ইহার সমুচিত দণ্ডবিধানে যত্নবান হইব;—কৈ হায়? "উস্ কাফের সন্ন্যাসীকো জল্‌দি পাক্‌ড় লাও!"

এই কথা শ্রবণে নিমেষে পঞ্চাশজন অস্ত্রধারী পুরুষ ঐ সন্ন্যাসীকে ধরিয়া বাদশাহের সমীপে উপস্থিত।

"আর শীঘ্র উজীরকে ডাক"।

সিপাহী। যো হুকুম, খোদাবন্দ! এই সময়ে উজীরও বাদশাহের সম্মুখে কুর্ণিশ করিয়া দণ্ডায়মান।

উজীর। খোদাবন্দ! এ অসময়ে কেন এহেন দাসকে ডাকা। বলুন, কি আজ্ঞা আপনার—সেই আজ্ঞা পালনে চরিতার্থ হই? বলুন, এ দাসকে কি করিতে হইবে?

বাদশাহ। উজীর সাহেব, সন্ন্যাসীকে এখনি কারাগারে বন্দী কর; কল্য সূর্য্যোদয়ের প্রারম্ভে উহার শিরশ্ছেদ হইবে। একি অরাজকতা! যার যা ইচ্ছা, সে তাই করে। আমি বাদশাহ—আমার সিপাহীকে মারধর!—এত বেয়াদবি কি কেহ সহ্য করিতে পারে? কি আশ্চর্য্য! তোমরা কি এই রাজ্যটীকে সুশৃঙ্খলে শাসন করিতে পার না? ধর যদি আমি ম'রে যাই—তা হ'লে কি এ রাজ্য একেবারে অচল হবে? এ ত বড়ই তাজ্জব ব্যাপার! আমি জানি, তোমাদের

কর্ত্তব্যশৈথিল্যেই এত অরাজকতার প্রাদুর্ভাব। এখনি হুকুম দিলাম যে রাজ্যের মধ্যে অপরাধীদিগকে কঠোর শাস্তি বিধানে যত্নবান হইবে। যদি না হও, তাহা হইলে তোমার প্রাণ দণ্ড হইবে।

অনন্তর সন্ন্যাসীর প্রতি রোষকষায়িতনেত্রে বলিলেন "রে কাফের! তুই কিঞ্চিৎ ভিক্ষার প্রার্থী; তবে কেন বৃথা সাহস ও আড়ম্বর প্রদর্শন করিস্।"

সন্ন্যাসী। কৈ আমিত কোন অন্যায় কথা বলি নাই। আচ্ছা এই রাজ অট্টালিকার মালিক আপনি, আপনার পূর্ব্বে আপনার পিতা ইহার মালিক ছিলেন ও তৎপূর্ব্বে পিতামহই এই অট্টালিকার অধিকারী ছিলেন ও আপনার অবর্ত্তমানে আপনার সন্তান সন্ততিগণ এই বিষয়ের মালিক হইবেন; তবে আর কথা কি?

এইটী ভগবদ্দত্ত পান্থশালার ন্যায়—যেমন পান্থশালায় একজনের পর অপরজন আসিয়া উহাতে আশ্রয় লইয়া ক্ষণকাল বিশ্রামলাভানন্তর অন্তর্হিত হয়েন—এই রাজ-অট্টালিকাও তদ্রূপ। আপনিও ইহাতে কিয়ৎকাল বিশ্রাম লাভের পর চলিয়া যাইবেন। সেই জন্যই আমি ইহাকে একটী পান্থশালার ন্যায় মনে করি—ইহাতে আপনার যা কর্ত্তব্য হয় করুন।

বাদশাহ সন্ন্যাসীর সাহসিকতা ও নির্ভীকতা দর্শনে ও তাঁহার যুক্তির সার মর্ম্ম সংগ্রহণে সমর্থ হইয়া প্রহৃষ্টচিত্তে বলিলেন, "ঠাকুর! আমি তোমায় মুক্তিদান করিলাম। এক্ষণে কি প্রার্থনা কর?" এই বলিয়া বহুমূল্য রত্নদানে উদ্যত হইলেন।

সন্ন্যাসী। জাঁহাপনা! আমি ভিক্ষুক,—ভিক্ষাই আমার উপজীবিকা; কিন্তু আপনি নিঃসন্তান; অতএব কিরূপে ঐ দানগ্রহণে সমর্থ হইব? এক্ষণে চলিলাম—আপনার দত্ত বস্তু কিছুতেই স্পর্শ করিতে পারিলাম না; আমার গুরুদেবেরও ঐ প্রকার আদেশ।

এই বলিয়া সন্ন্যাসী গমনোদ্যত। এই সময়ে ঝুলির মধ্য হইতে এক প্রকার সন্তান জন্মাইবার ঔষধ বাদশাহের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক যে কোথায় অন্তর্হিত হইলেন, তাঁহার আর কোন নিদর্শন রহিল না।

সন্ন্যাসীর এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে সামসুল সাতিশয় বিমর্ষভাবে ও সাশ্রুনয়নে তাঁহার মহিষী সুজেফার সমীপে উপস্থিত হইয়া ঔষধটী তাঁহার হস্তে দিলেন ও সন্ন্যাসীর কথায় অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইল।

সুজেফা। জাঁহাপনা! আপনার কেন আজ এত মলিন ভাব? কৈ, কখন ত এরূপ ভাব দেখি নাই। খোদার যদি মর্জ্জি হয়, তাহা হইলে আমার অনেক পুত্রসন্তান লাভ হইতে পারে। আর সন্ন্যাসী বোধ হয় ভণ্ড। প্রতারণাই উহার এক মাত্র উদ্দেশ্য। কৈ, কোথাও ত শুনি নাই যে, সন্তান না থাকিলে ভিক্ষা লইতে নাই? বড়ই আশ্চর্য্য!

ঐ যে উজীর মহাশয় না এদিকে আসিতেছেন? দেখা যাক্, ব্যাপারখানা কি, আর কেনই বা বাদশাহ এত বিমর্ষ! অনন্তর উজীরকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন "বলি উজীর মহাশয়! আজ এসব কথা কি শুনি? শুনিলাম যে, এক ভিক্ষুক আসিয়া রাজদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া কিঞ্চিৎ ভিক্ষার প্রার্থী হয়েন; তৎপরে বাদশাহকে নিঃসন্তান জানিয়া তাঁহার নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণে অস্বীকৃত হয়েন। এই সব দেখিয়া শুনিয়া বাদশাহ ত হতজ্ঞান! এখন অবিরল অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল প্লাবিত। আরও শুনিলাম, তিনি কিছু ঔষধ আমায় দিয়াছেন।

উ। হাঁ; আমিও তাই শুনিলাম। বাদশাহ এখন রাজকার্য্যে আদৌ মন দেন না—যেন সদা ঔদাস্যভাব; অথচ অন্তঃপুরমধ্যেও থাকেন না; বোধ হয়, সন্ন্যাসী কিছু যাদুবিদ্যা জানে; তাই বাদশাহকে যাদু বানাইয়া চলিয়া গিয়াছে। আমার মনে হয়, যদ্যপি সামসুলের

সন্তান না জন্মে—তাহা হইলে সমগ্র রাজ্যটী পরহস্তগত হইবে—ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়! দেখুন বেগম সাহেবা! আমি বয়োবৃদ্ধ; আর এই রাজ্যের উজীর। আমার কথা শ্রবণ করুন। দেখুন বাদশাহের মুখমণ্ডলে এক গভীর চিন্তাকালিমা বিরাজমান—রাজকার্য্যে সদা ঔদাস্য ভাব; বোধ হয়, সন্তানের ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া স্বীয় জীবনকে অতীব দুঃসহ করিয়া তুলিয়াছেন। যাহাতে সকল দিক্ বজায় থাকে, তাহার উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছি। ইস্পাহান দেশীয় কোন এক সর্দ্দারের কন্যা আছেন,তাঁহার নাম ইরাণী—তিনি রূপে গুণে অনুপমা। পরম্পরায় শুনি যে, বাদশাহ অনুক্ষণ ঐ রূপবতী কন্যার বিষয় ভাবেন; বোধ হয়, ইরাণীর পাণিগ্রহণে প্রহৃষ্ট হইতে পারেন। আর দেখুন, আপনি উহাঁর ভার্য্যা—আপনার কর্ত্তব্য যে, স্বামী যাহাতে সুখী হয়েন। এদিকে সব টলটলায়মান—রাজকার্য্য নাই!—প্রজারা রাজ্যের বিশৃঙ্খলতা দর্শনে পুনরায় বিদ্রোহী হইতে পারে। তখন কি করিব,—তাই ভাবিয়া অস্থির! এখন সম্পূর্ণ অরাজকতা—মার ধর লুটতরাজ্ ত লেগেই আছে; আর দস্যু তস্করের প্রাদুর্ভাব কিছু বেশী প্রতীয়মান হয়। একলা কি করি—সৈন্যগণের মানসিক অবস্থা তত ভাল নয়। আমি চলিলাম—আর থাকিতে পারিলাম না।

সুজেফা মনে মনে ভাবিলেন যে, আমার সৌভাগ্যরবি এইবার অস্তমিতপ্রায়। বাদশাহের বিবাহে এত আগ্রহ; আর অদ্যাবধি আমার গর্ভে একটীও সন্তান জন্মিল না, যদ্দ্বারা তাঁর হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করিতে সক্ষম হই। খোদার মর্জ্জি যে, আমি নিঃসন্তান থাকিব—কি করিব—সবই অদৃষ্টের ফল! আচ্ছা স্বামী সুখী হয়েন হউন—তাতে আমার কোন বাধা নাই। খোদা এত কি অসদয় হতে পারেন? না—না। তবে আমি কল্য প্রাতে উজীরকে এই সংবাদ প্রেরণ

করিব। আর বাদশাহ ত আমায় আর তত আদর করেন না—যেন সদা দুঃখের ভাব। আজ প্রায় দুমাস অতীত হইল, কৈ কখন ত হাসি হাসি মুখ দেখি নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

এদিকে উজীর বাদশাহের বিবাহ গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ঢেঁড়া পিটাইয়া জানাইলেন যে, ইস্পাহান দেশীয় পরম রূপলাবণ্যবতী ইরাণীর সহিত আমাদের বাদশাহের বিবাহ হইবে; অতএব সকলে এ বিষয়ে যত্নবান হউন। এই সংবাদ নক্ষত্রবেগে রাজ্যের চারিধারে ছড়াইয়া পড়িল, সকলেই আনন্দসাগরে মগ্ন যে, বাদশাহ নিঃসন্তান—সে কারণে এ বিবাহ-বন্ধনে উজীরের এত আগ্রহ। কয়েক দিবসের মধ্যে মহাড়ম্বরে ঐ শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়া সামসুলের অন্তরে এক নব শক্তির সঞ্চার হইতে লাগিল।

বাদশাহও ইরাণীকে পাইয়া নূতন নূতন কল্পনাবলে ইন্দ্রিয়সুখ-সাগরে সন্তরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েক বৎসর গত হইতে না হইতে সুজেফা গর্ভবতী হয়েন। তদ্দর্শনে ইরাণী প্রহৃষ্টা হওয়া দূরে থাকুক; বরং ক্রোধ ও ঈর্ষানলে দগ্ধপ্রায় হইয়া মণিহারা ফণি-ণীর ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জনে এক অভিনব ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করিলেন। স্বামীর অন্তরে বিষাঙ্কুর রোপণে ও নানা কৌশলে,লাগাইয়া ভাঙ্গাইয়া সুজেফা গর্ভাবস্থায় ইরাণীর প্ররোচনায় দুই শত ক্রোশ দূরস্থ ঝিলন নামে কোন ক্ষুদ্র গ্রামে, নির্ব্বাসিত হইলেন। তথায় জনমানবের সমাগম নাই;

কেবল নিবিড় অরণ্য ও অত্যুচ্চ গিরিশ্রেণী। তথায় ব্যাঘ্র, মত্তহস্তী, সিংহ, ভল্লুক প্রভৃতি নানাবিধ জন্তুর উপদ্রব। এক পরিচারিকা, কিঞ্চিৎ অর্থ ও সিপাহী দ্বারা পরিবেষ্টিতা হইয়া যাত্রা করিলেন; কেন ও কি জন্যই বা বনবাসিনী হইলেন, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা।

এরূপ অবস্থায় নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করা বড়ই ক্লেশকর ও হৃদয়-বিদারক; কিন্তু কি করিবেন, মন্ত্রীর অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও বাদশাহ প্রতিজ্ঞাপালনে বদ্ধপরিকর হইলেন। ইরাণীও আনন্দে অধীরা হইয়া চিন্তিলেন যে,সুজেফা হিংস্রজন্তুকর্ত্তৃক বিনষ্টা হইলে আমার সুখের কণ্টক উন্মূলিত হইবে। এক্ষণে কোন আশঙ্কা নাই—বাদশাহ ত আমার ক্রীড়াপুত্তলী। তাঁর সাধ্য কি যে আমি ভিন্ন একদণ্ড থাকিতে পারেন? আর আমিও সোণার হৃদ্‌পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিয়া দিবানিশি আহার যোগাইব। আর যদি বহুদিবসাবধি জীবিতা থাকিয়া এই অন্তঃপুরে প্রত্যাগমন করে, তাতেই বা কি আসে যায়? ততদিনে মন্ত্রী ও সেনানীকে বশীভূত করিয়া সমগ্র রাজ্যের অধীশ্বরী হইব; আর যদ্যপি সপত্নীর গর্ভে কোন সন্তান জন্মে—সে ত কোন্ ছার; আমার অনুচরবৃন্দ উহাদের প্রাণবধে পরজগতে প্রেরণ করিবে। এইরূপে অন্তরে অন্তরে গরল পোষণে মাসের পর মাস অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। আর বাদশাহও প্রতিদিন নব নব অনুরাগবর্দ্ধনপূর্ব্বক বিবিধভূষণে সজ্জিত হইয়া কখন বা কুঞ্জবনের ময়ূরময়ূরীর সনে, কখন বা মৃগীর সনে বিচরণে এক অপার সুখানুভব করিলেন। এইরূপে প্রেমালিঙ্গনে আসক্ত হইয়া ইরাণীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত আয়োজনের কোন ত্রুটি করিলেন না; আর ইরাণীও প্রতিদানস্বরূপ প্রণয়রজ্জুটী অধিকতর দৃঢ়ীকৃত করিলেন। এই প্রকারে কয়েক বৎসরের পর ইরাণীর গর্ভ সঞ্চার হওয়ায় বাদশাহ বহু অর্থ দান, নানা আমোদ

প্রমোদ, বাজী ইত্যাদি ইত্যাদি বিবিধ বস্তুর আয়োজনে অণুমাত্র ত্রুটি করিলেন না। কালক্রমে এক মৃত সন্তান প্রসবে কষ্টের আর অবধি রহিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বনবাস।

এদিকে সুজেফা ঝিলন নগরে উপস্থিত হইয়া স্বীয় ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে গিরিগহ্বরে পর্ণশয্যাশয়নে নিদ্রাদেবীর শরণাপন্ন হইলেন। পর দিবস প্রত্যুষে অরণ্যবাসী পাহাড়ী স্ত্রীলোকদিগের সনে মিলিত হইয়া, শোকের দুর্ব্বিষহ ভার কিঞ্চিৎ লাঘব করিলেন; আর পরিচারিকাও আশ্বাসবাক্যে তাঁকে তুষ্ট করাইলেন। এইরূপে কয়েক দিবস গত হইলে, পাহাড়ীদিগের সহিত বিশেষ হৃদ্যতা জন্মিল, তাহারাও সুজেফার রূপে গুণে বিমোহিত হইয়া ভাল ভাল সুস্বাদু বন্য ফলমূলাদি আহরণে সুজেফার চিত্ত হরণ করিল, সুজেফাও প্রহৃষ্টচিত্তে উহা ক্রয় করিলেন। এইরূপে দশমাস উপস্থিত—আসন্নপ্রসবা—কি করিবেন—অবশেষে পাহাড়ী ধাত্রীকে আনয়নে ঝী তাঁর সমীপে উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে এক অপূর্ব্বশোভাময়ী পরম রূপবতী কন্যার জন্ম। মাতা কন্যার নাম জেলেখা রাখিলেন; আর কন্যাটীও কখন পাহাড়ীদের ক্রোড়ে কখন বা পরিচারিকার ক্রোড়ে লালিতা হইয়া দিন দিন শারদীয় শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তার সৌন্দর্য্যচ্ছটা সমগ্র দেশে ছড়াইয়া পড়িল; পাহাড়ীরাও বন্য পুষ্প-নিচয়ে, কখন বা

বিচিত্রবর্ণরঞ্জিত পুষ্পসমূহ পরাইয়া তার অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিল। জেলেখাও বালিকাদিগের ন্যায় অঙ্গভঙ্গীসহকারে এক শৃঙ্গ হইতে অপর শৃঙ্গে উল্লম্ফন পূর্ব্বক, অঙ্গসৌষ্ঠব দৃঢ়ীকৃত করিল! ক্রমে ক্রমে দশম বৎসর উপস্থিত।

জেলেখাও বালিকাসুলভচপলতাবশতঃ পিতার নাম জিজ্ঞাসা করেন; আর মাতাও তৎশ্রবণে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। একদিন পাহাড়ীয়া জিজ্ঞাসিলেন, "হাঁ রাণী মা—এ মেয়ের বাপের নাম কি? আমরা সকলেই স্ব স্ব বাপের নাম বলি, কৈ জেলেখা ত কিছুই বলিতে পারে না; তবে উহাকে লইয়া আর খেলা করিব না—এই তোমার জেলেখাকে লও"; ওমা ছিঃ ছিঃ ছিঃ, বাপের নাম জানে না।

হাঁ জেলেখা! তবে কি তোমার বাপ নাই? ও ভাই! জেলেখার বাপ নাই; আর তার সঙ্গে খেলা করিব না—এই চল্লাম। আয় রে ভাই আয়; জেলেখার সঙ্গে আড়ি। তন্মধ্যে অপর এক পাহাড়ী বলিল, না ভাই, জেলেখা বড়ই সুন্দর, ও পাহাড়ে জন্মাইয়াছে, পাহাড়ই ওর বাপ। আচ্ছা, জেলেখা তবে তোমার বাপের নাম পাহাড়। কেমন ভাই জেলেখা?

জেলেখা। হাঁ আমার বাপের নাম পাহাড়। এইবার ত সকলকে আমার সঙ্গে খেলিতে হবে।

সকলে। আয় জেলেখা! আয়, আমরা সকলে খেলা করিতে করিতে ঐ নদীর ধারে ফুল তুলিতে যাই।

———•———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গুপ্ত পরামর্শ।

এ দিকে পাহাড়ী সর্দ্দার তাহার স্ত্রীর সহিত এই গুপ্ত পরামর্শ করিল, ঐ বালিকাকে সঙ্গে লইয়া কোন বাদশাহের সমীপে উপস্থিত হইলে, অনেক পুরস্কারলাভের সম্ভাবনা আছে। এই কল্পনার স্রোতে ভাসমান হইয়া সুজেফাকে মিষ্টভাষায় জানাইলেন, যে জেলেখাকে লইয়া মেলায় যাব ; উহার জন্য খেলনা দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিব। আর এখানে কন্যাটীর রক্ষাকর্ত্তা ত আমিই ; তাই বলি, আপনি নিঃসন্দেহে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকুন। যদি বিপদের আশঙ্কা করেন—সে ত অনেক দূরের কথা। আমরা বিশহাজার পাহাড়ী থাকিতে, কার সাধ্য যে ইহার এক গাছিও কেশ স্পর্শ করে ; এমন কি স্বয়ং রাজা আসিলেও নিস্তার নাই। আমরা যদি ইচ্ছা করি, পঙ্গপালের ন্যায় সমস্ত দেশ গ্রাম ছাইয়া ফেলিতে পারি। আর আমাদের তীর, ধনু, বর্ষাই একমাত্র অস্ত্রবল ; তবে কেবল অর্থের অনটনেই এই অরণ্যমধ্যে হীনবল হইয়া বাস করিতেছি। অর্থহীনতাই আমাদিগের একমাত্র কষ্টের মূল ; অতএব আপনি আমার হস্তে কন্যাকে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকুন।

পরিচারিকা। সর্দ্দারজি ! আমরা বনবাসিনী—এই কন্যাই আঁধারঘরের মাণিকস্বরূপ। রাণীমা উহাকে কেমনে ছাড়িয়া থাকিবেন ?—আপনার ত ছেলে মেয়ে আছে, সুতরাং আপনি ত জানেন যে সন্তান অভাবে সংসার কি কষ্টকর ?

ঝী অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর বলিলেন যে দুই দিবস মাত্র ইহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি ; কেমন সর্দ্দারজি ! আপনি ত রাজি আছেন ?

সর্দার। "রাণীমা কিছু চিন্তা করিবেন না—আপনার কোন আশঙ্কা নাই" এই বলিয়া চিন্তাপূর্ণহৃদয়ে বিদায় লইয়া, মেলায় যাইবার ছলে সামসুলের নিকটে উপস্থিত হইলেন। বাদশাহ ও ইরাণী অসীম আনন্দলাভে কন্যারত্নটীকে বক্ষোপরি ধারণে মুহুর্মুহুঃ চুম্বন করিলেন।

ইরাণী। দেখুন, জাঁহাপনা! এই কন্যাটী ঠিক যেন আপনার মত। আচ্ছা বালিকা, তোমার নাম কি? তোমার কে কে আছে? তোমার বাপের নাম কি? তোমরা কোন্ স্থানে বাস কর? যদি সব বল, এখনি একটী ভাল পাখী ধরিয়া দিব? কেমন?—

বালিকা। আমায় সকলে জেলেখা জেলেখা ব'লে ডাকে। আমার বাড়ী যে কোথায়, তাহা জানি না; তবে পাহাড় আমার বাপের নাম। আমার মা আছে—পাহাড়ীয়া আমায় লইয়া কত খেলা করে। বাপের নাম জানি না—সেই জন্যই মেয়েরা দণ্ডে দণ্ডেই আড়ি করিয়া দেয়; যদি মাকে জিজ্ঞাসা করি—মা হাউ হাউ করিয়া কাঁদেন। এই সর্দারের সঙ্গে মেলা দেখিতে আসিয়াছি; আমায় কত খেলানা কিনিয়া দিবে।

এই কথা বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

বাদশাহ। সাহাজাদী! আমি ত আজ এগার বৎসর সুজেফাকে বনবাসিনী করিয়াছি—এই মেয়েটী কি তাঁহারই?

হাঁ সর্দারজি! এই মেয়েটী তুমি কোথায় পাইলে?

সর্দার। বাদশাহ! আমি বনে বনে থাকি, পাহাড়ে আমার বাস। কখন বা এ পাহাড়ে আর কখন বা অপর এক পাহাড়ে বাস করি, নাম জানি না; কিঞ্চিৎ লাভের আশায় উহার মাতার নিকট হইতে লইয়া আসিয়াছি। আর বিলম্ব করা যুক্তিসিদ্ধ নয়; বাদশাহ! কিঞ্চিৎ অর্থ পাইলে অদ্যকার মত বিদায় হই। শীঘ্র উহার মাতৃসমীপে

উপস্থিত হইব। আর একদিবস আসিব, এই বলিয়া অর্থ লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

এদিকে বাদশাহ সুজেফাকে হৃদয়পটে স্মরণে কত কি ভাবেন; পাছে ছোটরাণী রুষ্টা হয়েন, সেই আশঙ্কায় চিত্তসংযমী হইয়া মন্ত্রীর সহযোগে রাজকার্য্য পুংখানুপুংখরূপে আলোচনা করেন এবং বলেন, "মন্ত্রিবর! দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহণে সুখের মাত্রার বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, বরং আমাকে অতি দীনহীনের ন্যায় জীবনের দুঃসহভার বহন করিতে হইতেছে। তবে কি করি—অন্য উপায় ত দেখি নাই। সুজেফা, আজ প্রায় এগার বৎসর নির্ব্বাসিতা—অদ্যাবধি কোন সংবাদ নাই। তবে কি সে প্রাণে বাঁচিয়া আছে না বন্য হিংস্রজন্তুকর্ত্তৃক কবলিত হইয়াছে। বোধ হয়, সে আর ইহজগতে নাই। এক্ষণে কি ক'রে বা এই সংবাদটুকু পাই?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ঝটিকা আরম্ভ।

এদিকে সর্দ্দার বালিকাকে সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে যাইতে যাইতে আকাশে সহসা মেঘের উদয় হওয়ায় সাতিশয় শঙ্কিত হইল। দেখিতে দেখিতে প্রবল বেগে বারিপাত; আর তার সঙ্গে সঙ্গে হু হু শব্দে ঝটিকা বহিতেছে। কখন কখন বৃহৎ বৃহৎ তুষাররাশি নদীবক্ষে ভাসমান হইয়া নৌকার গতি প্রতিরোধ করিতেছে; আর যে যেখানে আছে, সকলেই দৌড় দৌড় ভোঁ দৌড়। গাভী সকল হাম্বা হাম্বা রবে গৃহাভিমুখে দৌড়াইতেছে, কৃষকেরা লাঙ্গল হস্তে

পলাইতেছে ও ব্যাধেরা তিরধনু লইয়া শিকার করা দূরে থাকুক, বরং প্রাণের ভয়ে দৌড়াইতেছে; কোথাও বা মৃগ মৃগীর সনে, লম্ফ প্রদানে পর্ব্বতশৃঙ্গোপরি আরোহণ করিতেছে, কোথাও বা সন্ন্যাসী ঠাকুরেরা বনস্থলী ছাড়িয়া গিরিগহ্বর অন্বেষণে ব্যস্ত। এক্ষণে সর্দ্দারের প্রাণ আতঙ্কপূর্ণ, তাতে আবার বালিকাকে লইয়া ব্যস্ত—কি করিবেন, কোথায় যাইবেন—সবই অন্ধকারময়—এমন কি দশ হস্ত দূরের দ্রব্যসমূহ আদৌ পরিলক্ষিত হয় না। এদিকে নৌকা টলটলায়মান। এমন সময়ে সর্দ্দার উচ্চৈঃস্বরে মাঝিকে বলিলেন—"দেখ মাঝি! হয় নৌকা নঙ্গর কর, না হয় খর স্রোতে চালাইয়া দাও। আমাদের জীবনের আশা বড়ই অল্প।"

মাঝি। সর্দ্দার! সর্দ্দার! খুব সাবধান, আপনারা অত ব্যস্ত হবেন না—আর ব্যস্ত হ'লে কাজ চলিবে না। ভয় কি, আমি এখনি হাল ঘুরাইয়া তীরদেশে লইয়া যাইতেছি। এ দাঁড়ী! তোমরা খুব জোরে দাঁড় বাও। আমি এখনই তোমাদের বিশ্রাম দিব। ঐ তীরস্থিত আলোক দেখা যাইতেছে না?—হাঁ,-হাঁ—চালাও-চালাও—শীঘ্র লইয়া যাও। এ বিষম ঝড়ে আর নিস্তার নাই; বোধ হয় যাত্রীদের প্রাণ বাচান ভার হবে; আর আমার কি হাত আছে—খোদার মর্জ্জি—আল্লার সবই ইচ্ছা—দোহাই আল্লা! হায়! হায়! শেষ কালে কিনা এক সামান্য নদীর মাঝে প্রাণটা দিতে হবে। কত বড় বড় গাঙ্, খাল পার হইয়া আসিলাম!—হায়! হায়! এ দুঃখ যে আর রাখিবার স্থান নাই; আর মরি—মরিব; কিন্তু ইহাদের জন্যই ত ভাবনা—সর্দ্দার! সর্দ্দার! আপনি কোমরে কাপড় বাঁধুন—প্রস্তুত হউন—ঐ যে এক তুফান আসিতেছে—উঃ গেল—রে—গেল—ওরে দাঁড়ী—আমি আর রাখিতে পারি না। সামাল্! সামাল্! উঃ! বড় চোট্! বড় চোট্! কই—সব যে যায়—খুব টেনে চল্—এখনি পাল নামাইয়া দাও।

ওরে দড়ি নিয়ায়—দড়ি নিয়ায়—দাঁড়ী-দাঁড়ী—দৌড়ে আয় একজন—আয় এখানে শীঘ্র বস্। আমি ভাল করে হালটী বাঁধি।

সর্দ্দার। মাঝি! মাঝি! তুমি কি বলিতেছিলে গা!—হ্যাঁগা—নৌকা এত টলে কেন—হ্যাঁগা—তবে কি নৌকার হাল ফিরাইতে পারিবে না—ঐ না বালিকাটী কাঁদিতেছে—কি করি—হ্যাঁগা কি ক'রে থামাই—ঐ শুন বালিকার ক্রন্দনধ্বনি—আহা আমার বুক যে ফেটে যায়—হ্যাঁগা—কি ক'রে ওর মার কাছে মুখ দেখাইব। ওরে যাচ্চি—যাচ্চি—হায়! হায়! কেনই বা বাদশাহের কথা শুনিলাম না—হা বিধাতঃ!—এত দুঃখ—এত কষ্ট কি আমার কপালে। আর আমার স্ত্রীও আসিবার সময় অনেক নিষেধ করিয়াছিল—কৈ. তার নিষেধ না মেনে কি আমার কপালে এই দুর্গতি। মাঝি! মাঝি! ঐ যে নৌকা টলিল। উঃ—গেলাম—গেলাম—এই বলিয়া সকলে জলমগ্ন। আর নৌকাখানি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া শুষ্কতৃণবৎ ঘুরিতে ঘুরিতে তর্ তর্ করিয়া ভাসিয়া যাইতেছে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! বালিকাটী যেন কিছুমাত্র ভীত না হইয়া ভগ্নকাষ্ঠোপরি শয়িত হইয়া এক মৃন্ময় কলসীর ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে! কখন বা তরঙ্গস্রোতে দোদুল্যমান, আর কখন বা নিম্নভাগে অধঃপতন—এইরূপে ভাসিতে ভাসিতে সহসা এক চড়ায় সংলগ্ন হইল। চড়াটী অতি বৃহৎ—বৃক্ষশাখায় আবৃত,মধ্যে মধ্যে মাঝিরা আসিয়া উহার উপরিভাগে,আহারাদি করিয়া লয়; আর সময়ে সময়ে দস্যুদল আসিয়া একলিঙ্গ ঠাকুরকে নরবলিদানে তুষ্ট করিয়া লুণ্ঠন কার্য্যে বহির্গত হয়; কখন বা নাগা, ভীল, ভুটানী সন্ন্যাসী ও অপরাপর সন্ন্যাসীরা সমাগত হইয়া কুম্ভমেলার পরিদর্শনার্থে তথায় সম্মিলিত হয়েন। কখন বা নিষাদেরা তিরধনু হস্তে লইয়া শিকারার্থে আইসে—আর কখন বা দুঃশীলা স্ত্রীলোকেরা নিশীথসময়ে গুপ্ত নায়ক অন্বেষণে বহির্গত হইয়া মনোবাসনা পুরণে স্ব স্ব গ্রামে

প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই চড়ার নাতিদূরে কোনও তরণীর আলোক দর্শনে বালিকাটী যেন কিঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইয়া ঐ তরণীর প্রতীক্ষায় রহিল। ক্রমে ক্রমে তরণীখানি চড়ার সমীপবর্ত্তী হওয়ায়, তন্মধ্য হইতে কতকগুলি বলিষ্ঠ পুরুষ অবতরণ করিল; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! বালিকাটী অপর কাহাকেও না দেখিয়া দস্যুদিগের সমীপবর্ত্তিনী হওয়ায় উহাদের অন্তরে কিঞ্চিন্মাত্র দয়ার উদ্রেক হওয়া দূরে থাকুক; বরং নরবলির স্পৃহা অধিকতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ব্যাধ যেমন বিহঙ্গ দর্শনে আনন্দসাগরে ভাসমান হয়; দস্যুরাও বালিকার প্রফুল্ল মুখকমল দর্শনমাত্র মনে মনে কালীর কাছে মানসিক করিতে লাগিল।

দস্যুরাজ। ভাইয়া! হাম্‌রা তক্‌দির্‌সে অ্যায়সা মাফিক্ মিল্ গিয়া—খোদাকা মর্জ্জি—হায় রে, খোদা যব্ দেতা তব ছপ্পর্ ফাড়কে দেতা হ্যায়। দস্যুগণ দেখিলে‌ত—কপাল যখন ভাল হয়—তখন শিকার আপনা আপনি আইসে—এই কথা তোমাদের কি বিশ্বাস হয়, না মিথ্যা বলিয়া বিবেচিত হয়?

দস্যুগণ। না দস্যুরাজ!—আমরা দেখিতেছি যে যখন শুভ লক্ষণ ঘটে—তখন সুখের উপর সুখ আইসে। বালিকাটী তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ!

দস্যুরাজ। তবে চল—আমরা সব যাত্রা করি—দেখো খুব হুঁসিয়ার—বোধ হয় এটী রাজকন্যা; হয়তো কোন দুষ্ট লোকে এ স্থানে রাখিয়া পলায়ন করিয়াছে; আর নয়তো নৌকা জলমগ্ন হইয়া এই চড়ায় সংলগ্ন। ইহাকে আচ্ছা ক'রে বাঁধ—দেখো খুব হুঁসিয়ার—প'ড়ে না যায়।

———•———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সুজেফার আক্ষেপ ও মেঘমালার উক্তি।

এদিকে সুজেফা ভাবিয়া আকুল; দরদরিত ধারায় তাঁর অশ্রুবারি প্রবাহিত হইল; তদ্দর্শনে পাহাড়ীরা বুঝাইল, "ভয় কি! সর্দ্দার এখনি তোমার জেলেখাকে সঙ্গে লইয়া আসিবেন"।

সর্দ্দারস্ত্রী। দেখ্ রাণীমা! মেরা শওহর ইস্ মুল্‌কা সর্দ্দার হ্যায়। উস্‌সে বহুত্ রাজ্ উয়ো ওমরা ডর্‌তে হেঁ। বহুদিবস পূর্ব্বে এক রাজা এই দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন; তৎকালে সর্দ্দার ও পাহাড়ীরা তীরধনু ও বর্ষা নিক্ষেপণে যেরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে রাজা রুষ্ট না হইয়া বরং প্রহৃষ্টচিত্তে খেতাব ও কিঞ্চিৎ কাঞ্চন দানে বশীকৃত করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। "ভয় কি! বোধ হয়, তাঁরা কোন দৈবদুর্ব্বিপাকে পতিত হইয়াছেন, তাই কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিতেছে"।

এক্ষণে অধীরা সুজেফা সর্দ্দারস্ত্রীর পাদদ্বয় জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "হে সর্দ্দারস্ত্রী! মেলা কোন্ স্থানে বসে—এখনি তথায় যাব, এস্থান হতে কতদূর বল?"

সর্দ্দারস্ত্রী। দেখ্ রাণীমা! উয়ো বাসন্তীমেলা ইস্ জাগাসে বহুৎ দূর হ্যায়। হামরা মালুম হোতা হ্যায় বড়ি সন্ ও সওকতঁসে ইয়ো মেলা হোতা হ্যায়, জেলেখাকো ওয়াস্তে খেলনেকো চিজ্ উয়ো ঘরকা আসবাব্ খরিদ করকে লাইয়েগা। রাহ্ বহুৎ খারাব হ্যায়। ইস্‌লিয়ে তওয়াক্কুফ্ হোতা হ্যায়।

সু। আজ বহুদিবস গত—কৈ এখন ত কোন সংবাদ পাই নাই; তবে কি কোন অমঙ্গল ঘটিল? জেলেখাকে ছাড়ি নাই,

সর্দ্দার ছিনাইয়া লইয়াছেন। একে নিঃসহায়া স্ত্রীলোক, তায় একাকিনী এ নির্জ্জন অরণ্যে আমি বন্দিনী, কিরূপে প্রতিকূলাচরণ করিতে পারি? বারংবার নিষেধ করিয়াছিলাম, কৈ কেহই ত আমার পক্ষাবলম্বন করিল না। সকলেই বলিল, "সর্দ্দারের সঙ্গে যাইতে ভয় কি? আমাদের মেয়েরা ত সর্ব্বদা যাওয়া আসা করে"।

এইরূপে অনেক কান্নাকাটির পর সর্দ্দারস্ত্রীর অন্তরে কথঞ্চিৎ করুণার সঞ্চার হইল।

সর্দ্দারস্ত্রী। উয়ো বুধানী! তুম্ আবি রওয়ানা হো—দেখো সর্দ্দার কাঁহা, আওর লেড়্কীকো হাজির কর্‌রো। ঘোঁড়া আওর তীর লো। দেখো, খুব হুঁসিয়ার।

এদিকে চিন্তার বেগ অসহ্যবোধে জুলেফা পরিচারিকার সহিত নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। কেবল নৈরাশ্যে এক একবার আকাশপানে নিরীক্ষণ করেন ও মধ্যে মধ্যে নৌকাদর্শনমাত্র যাত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, "হ্যাঁ গা বাসন্তীমেলায় সর্দ্দারের সঙ্গে কি এক মেয়েকে দর্শন করিলে"? সকলেই বলে, "কৈ কাহাকে ত দেখি নাই।" এইরূপে সংশয়পূর্ণচিত্তে খোদার কাছে জানান, "যে হে খোদা! দোহাই তোমার! শীঘ্র আমার প্রাণের পুত্তলিকাকে মিলাইয়া দাও।"—এই বলিয়া তারস্বরে কাঁদেন ও দেখেন, "ঐ বুঝি তাঁর জেলেখা আসিতেছে"; কিন্তু পুনর্ব্বার নিরাশ হয়েন। এখন সন্ধ্যা উপস্থিত—একে স্ত্রীলোক, তায় বন্যদেশ—হয়ত পাহাড়ীরা প্রাণে মারিতে পারে—এই আশঙ্কায় স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। মাসের পর মাস গত, অদ্যাবধি কোন সংবাদ মিলিল না।

জু। হাঁ ঝি! কি আশ্চর্য্য! খোদা এত নির্দ্দয় কেন? কৈ আমি ত কাহার কিছুই অনিষ্টসাধন করি নাই। একে বনবাসিনী—তায় কন্যাহীনা—হায়! হায়! ভাগ্যের যে কতই পরিবর্ত্তন! যাও

কন্যাটীকে লইয়া বাস করিতেছিলাম—সে সুখেও ছাই পড়িল। এইরূপে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদেন। আর ঝির সদা ঔদাস্যভাব—যেন মুষ্টির মধ্যে পুরিয়াছে। কেন যে নির্ব্বাসিতা—তা জানি না—তবে কি ইরাণীর প্ররোচনায় এ সব সম্ভবে? তা হবেই বা? সতীন পরম শত্রু—সেই পাপীয়সীই ষড়যন্ত্রকারিণী—আজ প্রায় একযুগ অতীত, কৈ এখন ত কোন সংবাদ নাই—তবে কি জাঁহাপনার কোন অমঙ্গল ঘটিল; না—কখনই—না—এখনও মোহ অপসারিত নহে। সেই কাল মোহই আমার অন্তরায়স্বরূপ হইল। এখনও মিশ্‌মিশে কালমেঘের বিজলীখেলা চলিতেছে—কেবল চিক্কুড় ভাঙ্গিতেছে; অথচ বারিপাত নাই। সেই কৃষ্ণমেঘরাশি ধীরে ধীরে প্রাচ্যদেশ হইতে অপসারিত হইয়া পশ্চিমে চলিয়া পড়িতেছে। ভানুদেবও প্রখরজ্যোতিঃ বিতরণে পথশ্রান্তিবোধে আকাশনিলীমায় স্তরে স্তরে লোহিতবর্ণে রঞ্জিত করিবার প্রয়াস পাইল। তথায় ঝটিকা নাই; আর নিশাদেবীর উদয়ে বহু বিলম্ব ঘটিবে—সেই অবসরে অসূয়া-বশতঃ ও সপত্নীজাতক্রোধে জলদমালা ধবলগিরির অত্যুচ্চ শৃঙ্গারোহণের সুখ অপরিতৃপ্তবোধে সেই দিবসের সুখাংশ স্খলিতবোধে অরুণাঙ্কে শয়ানা ও তেজঃপুঞ্জ হরণকল্পে পবনদেবের আশ্রয়প্রার্থী হইল; আর মধ্যে মধ্যে গিরিরাজের চিত্তবিনোদনার্থে ও স্পৃহাসম্বর্দ্ধনার্থে চিক্কুড় হানিয়া সঙ্কেতে জানাইতেছে যে, "হে হৃদয়বল্লভ! সঙ্গমকাল অবসানপ্রায়, কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর—এখনি তোমার নবমুকুলিত কামনা-পুঞ্জ নিবৃত্তিকল্পে তপ্তারুণের 'সনে অভিজ্ঞতালাভানন্তর তৎসমীপে উপস্থিত হইব"। এই পবনদেবই আমার সহচররূপে কার্য্য করিবে। যদি অবিশ্বাসিনী বোধে পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হও, উহা দূরীকরণার্থে বহুরূপী ক্রীড়ায়, অভিনব বিজলীখেলায় ও কম্পিত কলেবরে চিক্কুড় হানিয়া তৎগুপ্তস্থানান্বেষণে যত্নবতী হইব। আর যদি বা পথভ্রষ্টা ও

বিপথগামিনী হইতে হয়, তখনি দেবেন্দ্রের বজ্রতুল্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অবিরলধারায় নিঃসৃত করিয়া ভীতিসঞ্চারকল্পে উর্ম্মিমালীবক্ষে পাতিত করিব—দেখিব সে বজ্রতেজ ধারণে কে সক্ষম হয়েন? আর যদি বা বিফলমনোরথে প্রতিনিবৃত্তি হইতে হয়—আমার একমাত্র সহকারী পবনদেব স্বপত্নীবক্ষে তরঙ্গমালা উর্দ্ধোত্থিত করিয়া সাগরমন্থনের ন্যায় আলোড়নকল্পে তোমার অত্যুচ্চ শৃঙ্গরাজি বহিষ্করণে প্রয়াস পাইবে। যদি আর নিশাদেবী আমার শুভদ্রোহী হয়েন, তাহা হইলে বালারুণের সনে প্রেম বিলাইয়া শশিকলার বৃদ্ধি রহিত করাইয়া দিব; আর অরুণদেবও তেজঃপুঞ্জকলেবরে তোমার অদর্শনে স্থানভ্রষ্ট জানিয়া তৎগাত্রপরিশুষ্ক-করণার্থে উপর্য্যুপরি উল্কাবর্ষণ করিবে—সেই অসংঘটিত ঘটনাবলী দর্শনে ব্যথিতহৃদয়ে নিষেধ করিতেছি—"ওরূপ কার্য্যে ব্রতী হইও না—এখনও 'আমার বাক্য শ্রবণ কর, নতুবা সর্ব্বদিকে অমঙ্গল ঘটিবে"। আর যদি স্বপত্নীসঙ্গম উপভোগার্থে গুপ্তস্পৃহা প্রকটিত হয়, সেই দুর্জ্জয় বাসনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ; কারণ, তুমি একক—এই সমস্ত দর্শনে সখ্য স্থাপনে চেষ্টিত হও। যদি ইহাতেও চিত্তাকর্ষণ করিতে নিষ্ফল হই, নিশ্চয় জানিও, যে "সেই মেদিনী-বিদারক-বজ্রধারা দেবেন্দ্রের নিকট হইতে প্রত্যাহরণ পূর্ব্বক স্বীয় অঙ্গপুষ্টীকৃত করিয়া হরধনুভঙ্গশব্দের ন্যায় ঘোর নিনাদে তদঙ্গপ্রত্যঙ্গ দগ্ধীকৃত করিয়া আমার স্বপত্নীর তলদেশে নিমজ্জিত করাইব"। তখন সেই সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কি না হীনমস্তকে কামিনীর ভয়ে লুক্কায়িত থাকিবে? ছিঃ! ছিঃ! তখন তোমার পুরুষত্ব কোথায় রহিবে? তাই বলি, এখনও সময় থাকিতে চিন্তা কর। যদি বল, তোমার একান্ত বাসনা, "যে আমায় সর্ব্বসময়ে প্রাপ্ত হইবে—সে আশা বড়ই দুরূহ।" সেই সমগ্র তেজ ধারণে তোমার বক্ষঃস্থল কম্পিত হইবে; আর তার সঙ্গে সঙ্গে তোমার অস্তিত্ব অবধি লুপ্তপ্রায় হইবে। এই দেখ না

কেন—আমার একবার মাত্র তর্জ্জনগর্জ্জনে তোমার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল ও অভিষিক্ত হয়; আর তুমিও জরাগ্রস্ত যযাতির ন্যায় কম্পিতকলেবরে সুশীতল অঙ্গ উত্তপ্ত করিবার মানসে আমার অপর স্বামী এই অরুণদেবের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা কর। তাই বলি, সে আশা ভরসা কামদগ্ধ যক্ষের ন্যায় অন্তরে পোষণ করা বাতুলতা মাত্র। আমার অমিততেজ, বীরদর্প, মেদিনীবিদারক ঘর্ঘরধ্বনি, শাণিত পাশুপত অস্ত্রের ন্যায় চাকৃচিক্যময় বিজলী, বেত্রাসুরসংহারে সেই মহাপ্রলয়কারী ও ভয়ঙ্কর বজ্রধ্বনি শ্রবণে দেবাঙ্গনারাও অবধি ভয়ে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়াছিল। সেই বজ্রের ভয়ে, দেবেন্দ্রও মৎসমীপে দণ্ডায়মান হইয়া আমার চিত্তবিনোদনার্থ প্রয়াস পান, অরুণদেবকেও গুরুগম্ভীর তর্জ্জনগর্জ্জন শ্রবণে হৃৎকম্প হইতে হয়;—আর আর পৃথিবীস্থ যাবতীয় জীবজন্তুসমূহ মহাপ্রলয়ের উৎপত্তিবোধে দেবতাদিগের নাম গ্রহণ করে। সেই দৃশ্যাবলী দর্শনে আমার অন্তরে কথঞ্চিৎ দয়ার উদ্রেক হয়।

আমি চুম্বনকালে এত সমধিক আতঙ্ক জন্মাই যে, পৃথিবী টলটলায়মান হইবার উপক্রম করে। সেই সমগ্র ধ্বংস নিবারণকল্পে, সেই মহাপ্রলয় রক্ষার্থে দেবেন্দ্র অবধি আমার অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া পবনদেব স্মরণে আমার চিত্তবিকার জন্মাইয়া দেন। হায়! হায়! তাই বলি, "হে প্রাণপতি! আমাতেই তোমার একমাত্র গতি, সেই সদ্গতির বাসনায় আমার দ্বারে দ্বারী হও। হে অভিমানী অত্যুচ্চ গিরিরাজ্! সে আকাশকুসুমের ন্যায় কামনাপুঞ্জ ত্যাগ করিয়া মৎসমীপে হস্তপ্রসারণ কর; আইস একবার তোমার হৃদ্কমলে বসিয়া কমলানন চুম্বনে জীবন সার্থক করি"। তুমি কি জ্ঞাত নও, "যখন সুরেন্দ্র পৃথিবী টলটলায়মান বোধে বজ্র নিক্ষেপণে তোমার পক্ষদ্বয় কর্ত্তনে ভূমে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন—সে বজ্রটী কাহার? আর সেই সময়েই না তোমার দুর্দ্দশার একশেষ ঘটিয়াছিল? তাহা কি কিছু-

মাত্র স্মরণ নাই। সেই শেলসম যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে কাহার আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছিলে? আমিই না ব্যথিতহৃদয়ে অশ্রুধারা বিসর্জ্জনে তোমার তাপিত অঙ্গ শীতল করিয়াছিলাম।” তুমিই না কখন কখন ভয় প্রদর্শনে শাসিত কর যে, স্বপত্নীরতলদেশে নিমজ্জিত হইয়া আমার সঙ্গমত্যাগী হইবে—হায়! হায়! একবার ভাব দেখি—সেই সুনীলসাগরসলিল কাহা হইতে নিঃসৃত? তবে কেন অন্তরে ব্যথা দানে বৃথা চেষ্টিত হও? ও বুঝেছি!—বুঝেছি,—অবিরল সুখে, সুখরাশি মলিনতা প্রাপ্ত হয়—সেই মলিনতা দূরীকরণার্থেই কি তোমার এত আগ্রহ? হে চতুর প্রেমোন্মাদকারী শৈলেশ! আইস,—তোমার সর্ব্ব শরীর সুশীতল করিয়া বক্ষঃস্থল ভেদে কলকল শব্দে আমার আজীবন শত্রু সেই উন্মাদিনী সপত্নীর সহিত সম্মিলিতা হই ও তাহার সলিলরাশি কলুষিত করিয়া তোমার চিত্তবিকার জন্মাই। হে চতুর শৈলেশ্বর! তুমি বোধ হয়, সমভাবে ভোগ উপভোগে আশা-লতাগুলিকে শিথিলীকৃত করিয়াছ! “ভয় কি? আমার কি কোন নব নব অনুরাগ নাই—সেই অনুরাগ অপরিতৃপ্তবোধে কি না উর্ম্মিমালীর দিকে ধাবিত হইবে? এখনি পবনদেবস্মরণে তোমার গাত্রের চতুষ্পার্শ্বে বিচরণে যত্নবতী হইব—দেখিও তখন যেন ক্ষিপ্রকারিতায় আক্ষে-পোক্তিপ্রয়োগে দোষারোপ করিও না”।

হায়! হায়! এখনও কি মোহ অপসারিত হয় নাই—বিপদের উপর বিপদ। অবলা নারীর প্রাণে আর কতই বা সহ্য হবে? নারীরা কখন বা হাস্যমুখী, আর কখন বা রোরুদ্যমানা। মানসিক যন্ত্রণা অত্যধিক হওয়ায় শরীর ক্রমশঃ জীর্ণ শীর্ণ।' সুজেফার সমগ্র রূপরাশি অন্তর্হিতপ্রায়—আছে কেবল দুটী চক্ষুর পার্শ্বে কালিমা—কি আশ্চর্য্য! সময়ের প্রভাবে সবই সহ্য হয়। আর তেমন কঠোর যন্ত্রণা উদ্বেলিত হয় না—এক্ষণে পাহাড়ীদের সনে সময়ে সময়ে রঙ্গরসে মজেন, আর

ঝি যেন জুয়ারের জল—যখন যে দিকে উঠে করে টলমল। হায় রে অদৃষ্টচক্র! কখন বা কাহাকে রাজ্যের অধীশ্বর আর কখন বা ভিখারীর অপেক্ষা অধম করিয়া দিতেছে।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসীর আশ্রম ও জেলেখার রূপ বর্ণনা।

ভুটানের অন্তঃপাতী ট্যাসগঙ্গ গ্রামে এক সন্ন্যাসীর আশ্রম ছিল। আশ্রমটী অতি মনোমুগ্ধকর, গুল্মলতায় আবৃত, পার্শ্বে একটী সুপ্রশস্ত নদী—নদীর পার্শ্বে এক বৃহৎ মন্দির—তন্মধ্যে এক সন্ন্যাসী যোগাসনে আসীন ও পরমার্থচিন্তায় মগ্ন। মাঝে মাঝে বিহগকুল সুললিত কণ্ঠস্বরে নানা ক্রীড়াসক্ত হইয়া কখন কখন মনোহর পুষ্পস্তবককে যেন আলিঙ্গন করিতেছে, কখন বা প্রাণ ভ'রে পরমাত্মার কীর্ত্তিকলাপ ঘোষণা করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছে; কিন্তু হায়! সন্ন্যাসী সদা তপোজপে রত—যেন বুদ্ধদেবের পূর্ণ অবতার—তাঁহার পার্শ্বে এক শিষ্য খাদ্য ও পূজার নৈবেদ্য প্রস্তুতকরণে সদা ব্যস্ত, ত্রস্ত ও ভয়চকিতনেত্রে প্রভুর কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। হঠাৎ রাত্রিকালে শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে ঝটিকা ও তুষারপাত আরম্ভ হওয়ায় শিষ্যের বহু প্রিয়কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মিল।

ঠাকুর ঈষৎ বঙ্কিমনয়নে বলিলেন—"হে শিষ্যপ্রবর! এই অন্ধকারময় গুহায় স্ত্রীলোকের কণ্ঠনিঃসৃত আর্ত্তনাদ কর্ণবিবরে

পুনঃ পুনঃ প্রবেশ করিতেছে। শব্দের দিকে কর্ণপাত না করিয়া সেই জিতেন্দ্রিয় সিদ্ধপুরুষ আবার যোগাসনে আসীন—ক্ষণকাল পরে সেই হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদ—পুনর্ব্বার নিস্তব্ধ, পুনর্ব্বার চীৎকারধ্বনি—ক্রমশঃ সেই আর্ত্তনাদ অপরিস্ফুট। নিশ্চয়ই নিশীথে এই অরণ্য মধ্যে কোন কুলবালা সঙ্কটগ্রস্ত; ইহা স্থিরীকরণে সেই অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক ভুটানী বালককে আদেশ করিলেন—"হে অনিন্দিতবপু ভুটানী বালক! দেখ, এই জনশূন্য পর্ব্বতগহ্বরে ভয়ঙ্কর বজ্রসদৃশ আর্ত্তনাদ কোথা হইতে পুনঃ পুনঃ কর্ণবিবরে প্রবেশ করিতেছে? যতক্ষণ ইহার প্রতিকার বা কোন কারণ নির্দ্দেশ না হয়; ততক্ষণ তুমি অবশ্য অবশ্য ইহার গূঢ় তত্ত্বানুসন্ধানে সদা ব্যস্ত থাকিবে।"

সংযতেন্দ্রিয় ইষ্টদেবের এইরূপ বাক্য শ্রবণে শিষ্য তৎক্ষণাৎ মন্দির হইতে ভয়ব্যাকুলচিত্তে ক্ষিপ্রগতিতে বহির্গত হইলেন। রাত্রি দশদণ্ডের পর চন্দ্রমা একাদশ কলায় সমুজ্জ্বল হইয়া পরিষ্কার নীলাম্বরে দেখা দিল। নিবিড় বনস্থলীর তরুপল্লব ভেদ করিয়া নিদাঘ চন্দ্রমার সুশুভ্র রজতবর্ণ অংশুমালা বনভূমির এক এক স্থান আলোকিত করিল। অন্ধকারে দিঙ্‌নির্ণয়ে অক্ষম হইয়া ভুটানী বালক পদে পদে হতাশ ও অপূর্ণমনোরথ হইতেছিলেন; সেই সময়ে সুধানিধির ধবলোজ্জ্বল অংশুমালাসহায়ে দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ অবধি তিনি ব্যাকুলকণ্ঠনিঃসৃত আর্ত্তনাদ শুনিতে পান নাই। মনে এক প্রকার ভয়বিমিশ্রিত সন্দেহ উত্থিত হইল; তবে কি দুষ্ট লোকেরা কোন নিরাশ্রয়া বিপদ্‌গ্রস্তা রমণীর এই ভীষণ শার্দ্দূলপূর্ণ বিজন অরণ্যে জীবন সংহারে উদ্যত—ইহাই তাঁহার কেবলমাত্র আশঙ্কা।

ভুটান বড়ই সুন্দর দেশ—এস্থানে নানাবিধ তরুগুল্মলতা নানাদিগ্‌দেশ হইতে আগত বিহঙ্গকুল, বহুবিধ তরুরাজি, বহুল

সৌরভবিশিষ্ট পুষ্পস্তবক শীতকালে ক্ষেত্রস্থ গুল্মের অন্তরালে শুভ্রতুষার-মণ্ডিত হইয়া স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যরাশি প্রকাশ করে ; কখন কখন স্থানে স্থানে ধবল ও কৃষ্ণ মেঘরাশি একত্র সম্মিলিত হইয়া তুষারমণ্ডিত বৃক্ষশাখোপরি সূর্য্যরশ্মি বক্ষে ধারণ করত গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলের সৌন্দর্য্যকেও ম্রিয়মাণ করে। ভুটানের এই চিত্তাপহারিণী পুঞ্জীকৃতশোভা কাশ্মীরদেশীয় কল্পনাতীত ভাসমান উদ্যানোপরি অনিন্দিত-বরতনু বেশভূষাবৃত পুষ্পস্তবকমধ্যে প্রোথিত যুবকযুবতীর লুক্কায়িত মধুর মিলনের শোভারাশিকেও পরাভূত করে ; অথবা সরোবরের মধ্যদেশে দোদুল্যমানা হাস্যমুখী নলিনীর ফুল্লাধর চুম্বনোন্মুখ অপরিতৃপ্ত বালারুণের সৌন্দর্য্যরাশিকেও পলকে পলকে অধোমুখ হইতে হয় ; অথবা মন্দাকিনীতটে মঞ্জুহাসিনী শিঞ্জিনীটঙ্কারপ্রদানোন্মুখী দিব্যাঙ্গনা দর্শনে নায়কের দেহ, মন ও প্রাণ যদ্রূপ তন্ময় ও আকৃষ্ট হয়—সেই অনুরাগের উৎসও ইহার নিকটে নতশীর হইয়া থাকে। সেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যগরিমার সুখানুভব করিবার যদি কেহ থাকেন, তাহা হইলে শীঘ্র ভুটান নগরে আসিয়া উপনীত হউন—সেই ইতিহাসবর্ণিত ভুটান নগরটী এই।

ঝটিকার মধ্যে দ্রুতগমনে অগ্রসর হইতেছেন—এমন সময়ে সহসা একদল দস্যুকর্ত্তৃক অপহৃত ও অশ্বপৃষ্ঠে স্থাপিত সেই শিষ্য পঞ্চাশক্রোশ-ব্যাপী জনশূন্য পর্ব্বত ও মরুময় প্রদেশ সমূহ অতিক্রম করিয়া এক অভিনব দেশে উপনীত হইলেন। সঙ্গে এক তাতার রমণী—অশ্বপৃষ্ঠে স্থাপিতা, পূর্ণযৌবনা, অর্দ্ধমৃতা, আলুলায়িতকেশা ; কিন্তু অনূঢ়া—উহাতে যেন যৌবনের পূর্ণ বিকাশ—উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ছয়টী দস্যু উহার অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া মুহুর্মুহুঃ মিলনের আশায় দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেহ, মন ও আত্মাকে যেন কলুষিত করিবার উপক্রম করিতেছে।

দস্যুগণ ভূরি ভূরি ধন সম্ভারে তাহাদের ধনাগার পূর্ণীকৃত করিয়া স্থাপনকর্ত্রী নিয়োগার্থে আপাংগস্তকশুভ্রা তাতারদেশীয় এক রাজকন্যাকে ধৃত করিয়া প্রোথিত দস্যুপুরীমধ্যে আনয়ন করিল।

দস্যুরাজ্। "হে রাজকন্যা—তুমিই অদ্য হইতে মদীয় তোষাগারের রক্ষাকর্ত্রী। কালীর সম্মুখে অসি সঞ্চালনে শপথ গ্রহণ করিতেছি যে অদ্য হইতে তোমার পরিণয় সংঘটনে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইব"—এই বলিয়া সকলে অস্ত্র পরিত্যাগে উদ্যোগী হইল। ইত্যবসরে ভুটানী বালককে ভয় প্রদর্শনে উহার সহচর স্বরূপ নিযুক্ত করাইয়া দিল।

তাতার রাজকন্যাকে ধৃত করিবার বহু দিবস পরে দস্যুরাজ্ স্বদলবলে কালীকে নরবলিদানে তুষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার লুণ্ঠনকার্য্যে বহির্গত হইল। এক্ষণে দস্যুরাজের রাজবাটী বদ্ধ; তন্মধ্যে জেলেখা একাকিনী বসিয়া অশ্রুজাল মুছিতে মুছিতে জেরিমের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিল।

জেলেখা। দেখ জেরিম্! আমার আত্মবিবরণ বড়ই রহস্যময়—আমার অলৌকিক রূপে বিমোহিত হইয়া রাজপুত্রগণ পাণিগ্রহণের প্রার্থী হয়েন; তন্মধ্যে এক চীনরাজপুত্র নির্জ্জন স্থানে দর্শন লাভে কাতরোক্তিসহকারে জানাইলেন—"দেখ জেলেখা! তোমার শশিকলাপূর্ণ অঙ্গসৌষ্ঠব, খঞ্জন নয়নকান্তি, রজতবর্ণতুল্য আলুলায়িতকেশদাম, চারু বিম্বাধর, বঙ্কিম গ্রীবা, উন্নত কুচাগ্র, স্থূল নিতম্ব ও স্থলপদ্ম সদৃশ আরক্তিম পদদ্বয় দর্শনে কাহার মন ও প্রাণ পুলকিত না হয়"।

তাতার রাজকন্যা এক্ষণে তরুণী,এখন বালিকা নয়—তার কৌমারিত্ব অতীত প্রায়—তার মন সরল কিন্তু যৌবনের খরস্রোতে ধাবিত, তার বিস্ফারিত কৃষ্ণনয়নতারা সুস্নিগ্ধ ও ভাদ্রমাসের সুকোমল অংশুমালার ন্যায় উজ্জ্বল; কিন্তু তা' হলে কি হয়—সে যেন কোন সুচতুর নায়ক অন্বেষণে সদা ব্যস্ত; তার কিসলয় সদৃশ বাহুদ্বয় যেন কোন সুরসিক

নায়ককে প্রেমালিঙ্গনদানে উদ্যত ; কিন্তু তা'হলে কি হয়—লজ্জাই মূলাধার ; লজ্জাই যেন রাজকন্যাকে নিবারণ করিতেছে যে, "হে সুহাসিনী কৌমুদীরূপিণী চপলাক্ষি! তোমার সে প্রণয়সম্ভোগের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই—শীঘ্র আসিতেছে, তোমার মধুকর প্রণয় প্রাপ্তির আশায় ব্যস্ত হইবে ও যৌবনরাজ্যে পদার্পণমাত্র পঞ্চশরে বিভূষিত হইয়া সর্ব্বজনবাঞ্ছনীয় বস্তু রতিদেবীর নিকটে সাগ্রহে কৃপাভিক্ষা করিবে—দেহি ভিক্ষাং দেহি ভিক্ষাং বলিয়া—সে কৃপাভিক্ষাটী কি ?

উহার পীনপয়োধর, প্রভাকরসম তেজঃপুঞ্জকলেবর, স্তনভারাবনত-করাগ্রসম্মিতক্ষীণমধ্যদেশ ও স্থলপদ্মসদৃশ আরক্তিম চরণতল দর্শনে ষট্পদবৃন্দ ও লম্পট অলিকুল পদ্মিনীসঙ্গমত্যাগে ঘন ঘন গুঞ্জরণে লোভোদ্দীপিত হইয়া নব নব অনুরাগে মধুপানের প্রয়াস পাইতেছে ; কিন্তু নারীভ্রমে ক্রোধান্ধ হইয়া পার্শ্বস্থ যাবতীয় দ্রব্যসমূহ দংশনে ক্ষত বিক্ষত করিতেছে ; কখন কখন প্রজাপতিরা রামধনুবর্ণসদৃশ চিত্রে বিচিত্র শোভায় মকরন্দপানের আশায় পক্ষসঞ্চালনে জেলেখীর পার্শ্বদেশ উত্যক্ত করিতেছে ; কিন্তু স্ত্রীজাতিভ্রমে প্রত্যাগমনকালে সমীরণভরে দোলায়মানা পঙ্কজিনীর রুষ্টভাব দূরীকল্পে, সেই অদর্শন-সঙ্ঘটিত প্রেমালিঙ্গন দৃঢ়ীকৃত করিবার মানসে যত্নবান হইতেছে। উহার বঙ্কিম নয়নভঙ্গী ও দুর্জ্জয় ভ্রূলতাসঞ্চালনে রতিপতি অবধি ফুলধনুভ্রমে উহা গ্রহণকল্পে ব্রীড়ায় রতির নিকটে স্বীয় দম্ভ চূর্ণীকৃত বোধে কত আক্ষেপ করিতেছেন ; আঁর রাজপুত্রেরাও সময়ে সময়ে উহার কটাক্ষ-ফাঁদ দর্শনকল্পে মোহবশতঃ লতাপুষ্পাচ্ছাদিত কিরাতের ফাঁদে পতিত হইয়া হস্তপদাদি খঞ্জ করিতেছেন। উহার উন্নত নাসিকা দর্শনে ও অমৃতবাণী শ্রবণে যুবকবৃন্দের নির্জীব কামনাপুঞ্জ সহসা উচ্ছলিত হইয়া পুলিনদেশে ঢলিয়া পড়িতেছে।

হিমগিরির উচ্চতা আছে,কিন্তু গভীরতা নাই ; উহার হৃদয়ের উচ্চতা ও সাগরের ন্যায় গভীরতা থাকায় উহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়।

ক্ষীণাঙ্গী তাতার রাজকন্যার নিতম্বদেশ নাভিপদ্মগন্ধে মাতোয়ার অলিকুলকে ও চঞ্চল ভৃঙ্গাবলীকে সদা উৎকন্ঠিত করে। উহার নিতম্বদেশ সাতিশয় মসৃণ, সুস্নিগ্ধ ও সুকোমল। যে স্ত্রীলোকেরা তপ্তকাঞ্চনবৎ নিতম্বদেশ মৃদু মৃদু সঞ্চালন পূর্ব্বক কোন ইন্দ্রিয়সংযমী পুরুষের নিকট দিয়া গমনাগমন করে, সেই পুরুষ যতই জিতেন্দ্রিয় হউক না কেন—ক্ষণেকের তরে তাহাকে কামনারাজ্যের প্রখর স্রোতে ভাসমান করে কি না ? ব্রহ্মা যখন স্বীয় মানসকন্যা সরস্বতীর প্রতি ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য প্রদর্শনে সমুৎসুক হইয়াছিলেন—তখন অপর মনুষ্যের কথা কোন্ ছার ?

তাতার রাজকন্যার নাভিরূপ স্থলপদ্ম অতীব কমনীয়। নারায়ণের নাভিদেশ হইতে পিতামহ ব্রহ্মার উৎপত্তি, যিনি স্বয়ং বিধাতাপুরুষও দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। নারায়ণের মহা অভীপ্সিত বস্তু স্থল-পদ্ম। সেই কারণে অনিন্দিতবপু যুবতীর রূপ তুলনায় যুবতীর গৌরব কোন ক্রমেই হ্রাস পায় না ; বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করে। স্থলপদ্ম এরূপ কমনীয় বস্তু, যে বেল, যুঁই, চাঁপা, কনকচাঁপা, গোলাপ, শতদল, চামেলী, শেফালী, ইত্যাদি ইত্যাদি যত প্রকারের পুষ্প সম্ভবে, সকলের সৌন্দর্য্য একাধারে বিলীন হয়—প্রস্ফুটিত স্থলপদ্মের তুলনায়। শারদীয় জ্যোৎস্নায় স্থলপদ্মের বহির্দ্দেশে শয়ান এক ষট্পদ যদি বাত্যাহত হইয়া দোদুল্যমান হয়, সেই অনুপম রূপলাবণ্য অতীব রমণীয় দেখায় কি না? যদি কোন্ যুবতী স্থলপদ্ম হস্তে পুরুষের প্রতি একবার কটাক্ষপাত করে—সেই পুরুষের অস্থি-পঞ্জর চূর্ণ বিচূর্ণ হয় কি না ও তিনি রতিপতির ক্ষণিক উপাসনা করেন কি না ? উহার নাভিরূপ স্থলপদ্ম সেইরূপ অতীব স্পৃহাবর্দ্ধক।

উহার নিতম্বদেশ বড়ই স্থূল—বোধ হয় বিধাতা কাঞ্চনশোভন-মণিরক্ষাকল্পে এক কনক প্রাচীর নির্ম্মাণে মত্তভৃঙ্গ ও লম্পট অলিকুল নিবারণার্থ স্ত্রীজাতির ধন্য হইয়াছেন। বোধ হয়, তিনি কামনা-রাজ্যের অধীশ্বরের অনুরাগভাব স্ত্রীজাতির প্রতি দ্বিগুণিত করাই-বার জন্য ব্যস্ত; আবার বোধ হয়, সাগরছেঁচা রত্নটী একেবারে তুলিয়া লইলে, নায়কের মনে ততদূর সুখানুভব হয় না ও পুরুষ-রূপভৃঙ্গ বিনা আয়াসে লুণ্ঠন ও উপভোগ করে, তদ্দর্শনে রমণীর কোমল প্রাণে বুঝি বা আঘাত লাগে—সেই ভয়েই হউক, বা সেই কষ্ট দূরীকরণার্থে বোধ হয়, কনকপ্রাচীরের সৃষ্টি। আহা প্রাচীরটী কি রমণীয়—উহা একবারমাত্র দর্শনে লোকে চাতকের ন্যায় দে ফটিকজল দে ফটিকজল বলে ও হৃদি ফাটাইয়া কি কোমল গান গায়। অতএব বিধাতার নির্ম্মাণকৌশল বুঝা মনুষ্যের সাধ্যাতীত—বোধ হয়, তিনি সাগরছেঁচা রত্নটী কাহাকে সহসা দিতে নারাজ; কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, মহীতলে যত গুপ্তরত্নের আবাসস্থল কি গুপ্ত-স্থানে? বোধ হয়, রমণীয় বস্তুর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিকরণার্থ স্বেচ্ছায় সমুদ্রের অতলস্পর্শে, পাহাড়ের গহ্বরে ও কখন বা ভূমির তলদেশে সযতনে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন।

উহার কেশপাশ যে কীদৃশ চিত্তলোলুপ—তাহা বর্ণনাতীত কেশদাম নারীসৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ। স্ত্রীরত্নের রমণীয়তা উপলব্ধি করিবার আশায় আমরা উহাদের ঈষৎ কুঞ্চিত কেশপাশের উপর চক্ষু অর্পণ করি। উহার সৌন্দর্য্য, অনুপম রূপমাধুরী, নয়নের স্নিগ্ধতা, শুভ্র মৃণালগ্রীবা, যৌবনের জ্যোৎস্নাচ্ছটা, সুধাপূর্ণপয়োধর, অধরে কুন্দকুসুমসম দর্শনের শোভায় বোধ হয়, যেন লাবণ্য-সরোবরে হাস্যমুখী নলিনী দণ্ডায়মানা। আহা! কি মধুর মূরতি! যুবতীর কেশে কি রূপের ছটা, উহাতে বড়ই প্রেমের

লেঠা, সুমনোহর বেশে কামিনী যেন ভুবনমোহিনী, উহার মৃদু মৃদু হাসি যেন শরতের পূর্ণশশী, ফুল্লমন্দে স্নিগ্ধ সরোবরকূলে, নানা ছলে প্রেমফাঁদ বিস্তারকল্পে মদনের গুপ্তচরস্বরূপ একপার্শ্বে দণ্ডায়মানা থাকেন; কিছুই জানেন না, যেন এক নবীনা তপস্বিনী, লৌহদর্শনেই অমনি চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণশক্তির প্রকাশ! বলিহারি স্ত্রীজাতির ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যকে; কিন্তু মাধুর্য্যে ও চতুরতায় উহারা এ যাবৎকাল পুরুষের উপর অবাধে শ্রেষ্ঠত্ব লাভে এমন করিয়া প্রেমরাজ্যে চিরবন্ধন করে যে, পরিশেষে, উত্থান শক্তি অবধি রহিত করিয়া দেয়। স্ত্রী শক্তিরূপিণীর এক মহা আধারস্বরূপা।

এইরূপ গুপ্ত আলপনে জেলেখার পারচারিকা চীনরাজপুত্রের বিবাহবন্ধন নিবারণকল্পে এক অভিনব কৌশল উদ্ভাবিত করিয়া বলিল—"দেখুন মহাশয়! স্ত্রীপুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্ জন? ইহার যথাযথ উত্তর পাইলে নিশ্চয় বলিতে পারি, যে "জেলেখা আপনার কণ্ঠদেশে বরমাল্য প্রদানে যত্নবতী হইবেন"।

চীনরাজপুত্র। মহাশয়ে! ইহা সত্য, যে স্ত্রীজাতি রূপে, মধুরতায় ও শান্তি বিতরণে পুরুষাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ; কিন্তু পুস্তকপাঠে ও লোকমুখে শ্রুত—যে স্ত্রীজাতি অবলা—যেন একগাছি লতার ন্যায় আলিঙ্গন ভরে আনতা হয়; অর্থাৎ একাকিনী দণ্ডায়মানা হইতে অসমর্থ। আমি বলি স্ত্রীলোকের অনন্তরূপিণীশক্তি; পুংশক্তি ক্ষণস্থায়ী। সত্য যে, পুরুষ অশ্বারোহনে শত্রুরপ্রতি তরবারি, বর্ষা ইত্যাদি নানা অস্ত্র নিক্ষেপণে কৃতিত্বের পরিচয় দেয়; কিন্তু পরিশেষে শান্তি লাভের প্রয়াস পান। পুরুষ স্বভাবতঃ রুষ্ট; কিন্তু নারীর স্বভাব এতই কোমল যে শিশিরবিন্দু অবধি কোমলতায় করে টলমল। নারীর বাক্যচ্ছটা এতই চিত্তাকর্ষক যে শ্রবণমাত্র পুংজাতি বশ্যতা শৃঙ্খল পরিধানে সমুৎসুক প্রকাশ করে।

পুরুষে তিন গুণ বর্ত্তমান—অহমিকা, উগ্রতা ও ব্যক্তি-গতহিংসা। Vanity, se. ibility, and maliciousness). এই গুণত্রয়ের বশবর্ত্তী হইয়া পুরুষ এ যাবৎকাল বৃথা কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিতেছেন। এই তিন ব্রহ্মাস্ত্রই পুরুষের একমাত্র সম্বল; আর বিদ্যাশিক্ষা পুরুষের নিকটে একচেটে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কবি টেনিসনের মতে—("Woman is the lesser man, and all they passions, matched, with mine Are as moonlight into sunlight, and as water unto wine") রমণীরা শৈত্যে ও স্নিগ্ধতায় সুধাংশুমালা ও সলিলের সমতুল্য; আর পুরুষদিগের সুরাও সূর্য্যালোকের সহিত তুলনায় কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে না। ক্ষুদ্রকায়া নারীরা অবলা। পুরুষ যুদ্ধ-কার্য্যে লিপ্ত, কলহে প্রবৃত্ত, দাসত্ব স্বীকার, ও লুণ্ঠনকার্য্যে ব্যাপৃত হয়েন—যে প্রকারে হউক না কেন, অর্থোপার্জ্জনের পথ সুগম করিয়া দেন; কিন্তু স্ত্রীজাতিকে কখন ঐরূপ কুৎসিত ও নারকীয় কার্য্যে লিপ্ত হইতে দৃষ্ট হয় না; যদি বা হইয়া থাকে, সে কেবল পুরুষের প্ররোচনায়; তবে পুরুষ শ্রেষ্ঠ কিসে? পুরুষেরা ক্ষমতাবলে যা কিছু উপার্জ্জন করে, স্ত্রীলোকেরা ভাগ্যবলে তাহাই উপভোগ করে।

সহচরী। উহাদের মধ্যে সাহসী কোন্ জন?

চীনরাজপুত্র। কেহ কেহ বলেন যে,পুরুষ ক্ষমতাশালী; কিন্তু সাহসী নহে। তর্কের সময় ও সমরে তৎপরতা প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হন না, উহা কেবল এক মুষ্টি অন্ন সংস্থানের জন্য। পুরুষেরা শক্রদিগের প্রাণনাশে পশ্চাৎপদ হয়েন না সত্য; কিন্তু পরাক্রমশালী শক্রদর্শনে পলায়ন করিয়া স্ব স্ব জীবনরক্ষণে যত্নবান হয়েন। রমণীর সতীত্বধর্ম্ম কোন পুরুষ কর্ত্তৃক কলুষিত হইলে, কোন্ কামিনী হাসি হাসি মুখে মৃত্যু আলিঙ্গনে পশ্চাৎপদ হয়েন—ইহা চির সত্য ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নয় কি?

কৈ উহারা ত পুরুষের ন্যায় পুস্তক পাঠে সাহস ও নীতি শিক্ষা করে নাই? তাই বলি পুরুষের প্রাণের মায়া বড়ই বেশী।

পুরুষ বড়ই ভীরু। কোন্ পুরুষ অদ্যাবধি চিতোরের পদ্মিনীর ন্যায় অমানুষিক পরাক্রম প্রদর্শনে সক্ষম হইয়াছেন? কোন্ পুরুষ দুর্ব্বল-চেতা স্ত্রীজাতির ন্যায় প্রজ্বলিত গৃহাভ্যন্তর প্রবেশে স্বীয় জীবন-তুচ্ছবোধে সন্তানদিগের উদ্ধারসাধনে সক্ষম হইয়াছেন? কি আশ্চর্য্য! ঈশ্বরের কি মহিমা, যে ক্ষুদ্রকায়া স্ত্রীজাতির হৃদ্‌কমলে ভালবাসার অঙ্কুর ও প্রগাঢ় অনুরাগভাব এত পর্য্যপ্ত পরিমাণে বিক্ষিপ্ত, যে তার আর সীমা নাই? কৈ, কোন্ কামিনী জ্বলন্ত পাবকে তাহার পুত্রকন্যাদিগকে ভস্মীভূত দর্শনে স্থিরভাবে দণ্ডায়মানা থাকেন? কোন্ পুরুষ স্ত্রীবিয়োগান্তে সন্তান পালনে আগ্রহ অটুট রাখিতে পারেন? কোন্ কামিনী স্বীয় জীবন বিসর্জ্জনে স্বামীর জ্বলন্ত চিতানলের মধ্যদেশে হাসি হাসি মুখে প্রবেশ না করেন্? যেমন সর্পের ক্রূরত্ব চিরপ্রসিদ্ধ, যেমন সিংহীর পরাক্রম শাবকহরণে সমধিক প্রতীয়মান হয়; তদ্রূপ নারীর সাহস ও নৈতিকবল সর্ব্বজনের অনুকরণীয়। ইহা সত্য, যে পুরুষকে ক্ষমতাশালী দেখা যায়—বজ্রের তেজ অতীব ভয়ঙ্কর; কিন্তু সেই নিদারুণ বজ্র যদি ঘোর নিনাদে উর্ম্মিমালার মধ্যে পতিত হয়—কোথায় কোন্ অনন্তশক্তির সহিত মিশ্রিত হয়, যে তাহার চিহ্ন অবধি পরিলক্ষিত হয় না। পবন-দেব সমুদ্রস্থ অম্বুরাশিকে উর্দ্ধে উচ্ছলিত করিয়া তর্জ্জনগর্জ্জন সহকারে নিক্ষিপ্ত ফেনরাশির সহিত সম্মিলিত হইবার আশায় ভাসমান হয়েন; কিন্তু হায়! সেই দৃশ্যাবলী জলবুদ্বুদের ন্যায় কতক্ষণ নিশ্চল থাকে? তাই বলি স্ত্রীশক্তি অনন্তরূপিণী। পদ্মিনীর ন্যায় দুঃসাহসিক কার্য্য কি কোন ইতিহাস বর্ণিত পুরুষরত্নের দ্বারা সাধিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ? কোন্ পুরুষ মারগারেট্ রোপারের ন্যায়

ত্রিশূলটী সজোরে রাক্ষসীর বক্ষঃস্থলে ভেদ করাইয়া দিল—দরদর ধারায় রক্ত প্লাবিত হইল।

দস্যুকামিনী। উঃ—উঃ—গেলাম—গেলাম—মা!—মা!—মা! আর তোর পূজা দিতে পারিলাম না—মনের আশা মনেই রহিল—উঃ গেলাম—গেলাম। দস্যুরাজ! তোমার সঞ্চিত ধনাগারের নিরাপদ বা কোথায়? বোধ হয়, কোন দুষ্টপুরুষ আমাদের সন্ধান পাইয়াছে। উঃ গেলাম—গেলাম—বড় তৃষ্ণা! বড় তৃষ্ণা! জল দাও—জল দাও—জেলেখা!—তোর মনে কি এই ছিল? জেলেখা! জেলেখা! আমার—আমা—এই বলিতে বলিতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। এখন চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ—যেন মহাভয়াবহ দৃশ্য—কালীর কাছে দস্যুকামিনী-হত্যা—বড় ভয়ানক—খুব সাবধান সন্ন্যাসী ঠাকুর?

এদিকে ঠাকুর জেলেখার সহিত পরামর্শে স্থির করিলেন যে, বিশেষ কোন ভয়ের কারণ নাই।

জে। ঠাকুর! এই শব দূরান্তরে প্রোথিত করিয়া কোন জঙ্গলে লুক্কায়িত থাকিবেন; ইত্যবসরে আমি গুপ্ত তথ্যানুসন্ধানে বিশেষ যত্নবতী হইব—দেখিবেন খুব সাবধান—এখনি সৎকারার্থে তৎপর হউন। এই বলিয়া জেলেখা ঠাকুরকে বহিষ্কৃত করিয়া দুর্গের দ্বার রোধ পূর্ব্বক স্বীয় কক্ষে যাইয়া নিদ্রাভিভূতা হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রীকন্যার গুপ্ত রহস্য প্রকাশ।

জেলেখাও পরদিন প্রাতে মন্ত্রীকন্যার সহিত আলাপনে জ্ঞাত হইলেন, যে "ধনাগারের চাবি কালীমাতার চরণতলস্থ এক স্বর্ণকুম্ভে লুক্কায়িত থাকে।" ইহাতে জেলেখা প্রহৃষ্টা হইয়া বলিল,—"দিদি! তবে

উপায় কি ? দস্যুরা কি সত্যসত্যই আমাদের জীবননাশে উদ্যত হইবে ; তবে কিরূপে আমাদিগের উদ্ধার সম্ভবে ? তোমার পায়ে ধরি, মিনতি করি ; আর কোন কথা গোপন করিও না। আচ্ছা ! তোমার মা,ভাই,ও স্বামীর জন্য কি তোমার হৃদয়পটে কোনরূপ চিন্তা উদিত হয় না, না দস্যুরাজের সনে প্রেম বিলাইয়া সব বিস্মৃতা ? সেই দস্যুপতিই যে তোমার বিবাহিত স্বামী ।"

মন্ত্রীকন্যা। দূর্ ! দূর্ ! অমন কথা আর পোড়ার মুখে আনিস্ না। যদিও স্মৃতিপটে অঙ্কিত নাই, তথাপি সৌসাদৃশ্যে অনেকটা আশ্বস্তা হই। দেখ্ ঠাট্টা রাখ্ ; এখনি প্রিয়সঙ্গিনীদের সনে জলক্রীড়ায় ভাসমানা হব।

জে। দিদি ! রাগ করিও না,আচ্ছা যদি তোমার সেই হৃদয়বল্লভকে মিলাইয়া দিই : তবে কি দিবে, অগ্রে সত্য কর ?

মন্ত্রীকন্যা। যাও ! যাও ! ও সব ঠাট্টা রেখে দাও—এই বলিতে বলিতে তাঁর নয়নপ্রান্তে জলরেখার আবির্ভাব হইল।

জে। আচ্ছা দিদি ! ইহাতে চিন্তা কি ?—ঐ দস্যুপতিই তোমার সেই হৃদয়বল্লভ। উনি কত কাতরোক্তি সহকারে জানাইলেন, আমি উহাতে কর্ণপাত না করিয়া, বরং মনসংযোগে সব শুনিয়া লইলাম। তিনি বলিলেন,"আমিই সেই মন্ত্রীকন্যার স্বামী। দস্যুরা আমার ন্যায় এক অভিনব পুরুষকে বলি দিয়া, আমার সর্ব্বাঙ্গে উল্কী পরাইয়া বলিল, "দেখ্ যদি তুই তোর স্ত্রীর নিকটে কোন কথা ব্যক্ত করিস্—তাহ'লে বলিদান দিব"—এতচ্ছ্রবণে আমার সর্ব্বশরীর লোমাঞ্চিত হইল !

মন্ত্রীকন্যা কিঞ্চিৎ হর্ষ ও বিস্ময়ে চিন্তা করিলেন,—"তবেত আমি দ্বিচারিণী নহি—সাংসারিক কামিনীর ন্যায় পরাধীনা,আমার সতীত্বঅক্ষুন্ন, দেহও মন নিষ্কলঙ্কময়। কৈ পরিহাস প্রসঙ্গে এরূপ কথা ত শুনি নাই—

তবে কি হৃদয়বল্লভ আমার দস্যু ভয়ে ভীত ? বোধ হয়, আমায় চঞ্চলা অবলা জানিয়া ও আমার মোহনমূর্ত্তি নিরীক্ষণে ইহা কৌতুকচ্ছলেও ব্যক্ত করেন নাই। এইবার আসিলে জিজ্ঞাসিব, দেখিব কেমনে তিনি নিরস্ত থাকিতে পারেন ? সেইজন্যই কি তিনি নিশীথে মৎপ্রেমালিঙ্গন-লোভে শরীরের সর্ব্বজ্বালা জুড়াইয়া অন্য কামিনীর প্রতি অধিক চিত্ত-সংযমী হইতেন ?

জেলেখা। হাঁ দিদি! এক্ষণে কি দিবে বল ?

মন্ত্রীকন্যা। আমার আর কি অদেয় আছে বল ?

জে। তবে কিরূপে ধনাগারের চাবিটী হস্তগত করা যায় ?

মন্ত্রী। ঐ চাবি সরোবরস্থ ভাসমান কৃত্রিমস্থলপদ্মের অধোদেশে লুক্কায়িত থাকে। বিপদকালে আমরা উহার অধঃস্থিত সুড়ঙ্গদ্বারা এক মায়াপুরে প্রবেশপূর্ব্বক সুখোন্মত্তা হই। ঐ সময়ে দস্যুদিগের মধুমাস উপস্থিত। সেই শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে দস্যুরা এরূপ হাবভাব ও বিলাসে মুগ্ধ করেন, যে তদ্দর্শনে আমরা ত কোন্ ছার, হিন্দুদিগের দেবাঙ্গনারা অবধি দস্যুদিগের গলে বরমাল্য প্রদানে কিছুমাত্র কুণ্ঠিতা হয়েন না। তখন তাঁরা স্ব স্ব স্ত্রীকে আহ্বানপূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ মুখকমল চুম্বন করিয়া প্রেমালিঙ্গন দৃঢ়ীকৃত করিয়া লয়েন; আর আমরাও কমলানন বিস্ফারিত করিয়া মুক্তাদন্তরাজি সহ বিম্বোষ্ঠ ফুলাইয়া বক্ষে কনকপদ্ম ধারণ করত কটাক্ষপাত করিলে, কোন্ নাগর পুষ্পবাহিনীর মধুর হিল্লোলে গাত্রবিধৌত করিতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন ? তদ্দর্শনে তাঁহারা বলেন, "হে বিজ্ঞাতযৌবনা সুপুরুষপ্রয়াসিণী! তোমরা যখন গুরু নিতম্বভরে ক্লান্তিবোধে মকরন্দ-পানকল্পে মৃণালবৎ বাহুলতা বিস্তার কর, তখন কোন্ রসগ্রাহী নাগর পঙ্কজিনীর অধর চুম্বনে উদাসীন হয়েন ? হে মরালবিনিন্দিতকল্পনা-সুন্দরী রমণীগণ! তোমরা যখন নীলোৎপলতুল্যনেত্র সঞ্চালনে মন্মথের

রঙ্গভূমিতে দণ্ডায়মানা হইয়া বহুরূপী ক্রীড়ার কার্য্যকে টঙ্কার প্রদানোন্মুখী হও, তখন কোন্ চতুর ভৃঙ্গাবলী এমন আছে, যে তদ্দর্শনে মধুপান ত্যাগে পদ্মের বহির্দ্দেশে অবস্থানপূর্ব্বক ক্ষুণ্ণমনে বীচি সন্তাড়িত হইতে চায় ও দুর্ল্লভ রত্নরাজি হরণকল্পে পশ্চাৎপদ হয়?" তবে বল বন্ধ ইহাকে মধুমাস বলিব না ত কি বলিব? ইহা দস্যুমুখে শ্রুত, যে ভূরি ভূরি স্বর্ণের তাল পাহাড়ের ন্যায় স্তূপীকৃত ও কত সতীত্ব নাশ ও নরবলি দান সাধিত হইয়াছে, যে তাহার আর ইয়ত্তা হয় না। উহাদের পাপ রাশি চরম সীমায় উপনীত—এখন পতন হইলেই সর্ব্বদিকে মঙ্গল ঘটে; কিন্তু বিধি বাম! এখন চল্লাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা ও জলকেলি।

এদিকে জেলেখা গুপ্তরহস্যাবলী ঠাকুরের কাছে ব্যক্ত করণানন্তর জানাইলেন, আপনি অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া আমাদের উদ্ধারসাধনে যত্নবান হউন; যদি আমাদের উদ্ধার সাধ্যাতীত বুঝেন, তাহা হইলে এ দুরাবস্থার উপর আর কুঠারাঘাত করিবেন না—আমি রমণী হইয়া নিষেধ করিতেছে, যে তুফান উত্থিত হইবার পূর্ব্বে নৌকা নঙ্গর করুন—বড় বড় হিল্লোল ও ঝটিকায় নৌকা নিমজ্জিত হইবে। এখনও সাবধান হউন। এই বলিয়া একগাছি রত্নমালা উন্মোচনে প্রদানোন্মুখী হইল।

সন্ন্যাসী। না মা! আমি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী—ভোগলালসাই আমাদের চিরশত্রু—সকলে রত্নান্বেষণ করে, রত্ন কাহাকেও করেনা—

তুমি স্ত্রীরত্ন; অতএব এ মালা তোমারই শোভার যোগ্য—আর যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ অর্থাৎ 'যোগ্য ব্যক্তির সহিত যোগ্য বস্তুর সম্মিলন ঘটে। এ কলেবরে ভস্মই একমাত্র শোভার সামগ্রী; আমি এক্ষণে জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান—পরিত্রাণের পথান্বেষণ করাই আমার একমাত্র সংকল্প। "হে ভুবনমহিনী! আমি কল্য তোমাদের উদ্ধার সাধন করিব"। আর কালবিলম্বের প্রয়োজন নাই, সঙ্কেত মাত্র জেরিমকে লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইবে; দেখিও যেন চিত্তবিকার প্রকটিত না হয়। নারীদের দুঃসাহসিক কার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষতা আছে। অধিকন্তু বলা নিষ্প্রয়োজন—"যাও, এখনি গোরক্ষনাথের আদেশ পালনে যত্নবতী হও"।

জে। এই চাবিটী লউন, বহুকষ্টে উহা সংগ্রহ করিয়াছি—আর বিলম্ব সহেনা—বোধ হয় দস্যুকামিনীরা এস্থানে আসিতেছে? হাঁ—হাঁ—আপনি পলান! পলান! ইহা শ্রবণে সন্ন্যাসী পলায়ন হইলে পর দস্যুবালারা সঙ্গীততানে তথায় উপস্থিত হইল।

দস্যুবালা। বলি ও জেলেখা! তুমি কি করিতেছিলে গা?

জে। কৈ কিছুই ত নয়? আমি তোমারই প্রতীক্ষায় ছিলাম।

দস্যুবালা। জেলেখা! মোর কপালে আছে লেখা, রসিক নাগর সঙ্গে লয়ে, জলের ঘাটে যাব ধেয়ে। কৈ জেলেখার ত সাড়াশব্দ নাই; তবে কেন মিছে দিশাহারা হই? আমরা হই দস্যুবালা, ফুলখেলে জুড়াই জ্বালা; যদি কভু ভালবাসি, নাগরের সনে এত অধিক মিশি, যে শেষে কাছে দাঁড়াইয়া কেবল হাসি; আর মানুষের বা কত ভালবাসা? এ ত আর গাছের ফল নয়—যে একটা পেড়ে নিলে হয়—বড় শক্ত কথা, বড় বিষম সমস্যা।

আচ্ছা দিলখাই! পুরুষ কি ভাল বাসিতে পারে—না অন্ধের

মত ঘুরে মরে। দেখ্ ভালবাসারূপ বৃক্ষটীতে করাতের ন্যায় এক একটী আঁক্ড়া থাকে, কেন বল দেখি? তাই বলি দিওনা যাকে তাকে!

দিলখাই। ওলো! অমন কথা কি বল্‌তে আছে ভাই! আমি সাদাসিদা যাই—তোরা যেমন ভাবিস্ দিন নাই রাত নাই। দেখ্ ভাই! আমি কাবুলী আঙ্গুর,পেস্তা ও বেদানা পেলে মুখে ফেলে দিই; কোথায় যে মিলাইয়া যায়, তাহার আর চিহ্ন অবধি না পাই, তখন বড় অধীরা হই; তবে এইমাত্র বলিতে চাই, যে চিবাইয়া খেলে কিছু মিষ্ট লাগে—আবার শুধু মিষ্ট নয়—উহার সঙ্গে কিছু অম্লরস মিশ্রিত—সেই জন্যই মিষ্টতাকে কিছু সুতার করিয়া দেয়। আমার অম্ল রোগ আছে—বেশী খাইলে বদ্‌হজম হয়—তাই অত সাবধানে যাই।

দস্যুবালা। ওলো! তোদের যেমন রঙ্গ রসের ঢেউ—কথায় কথায় ঢেউ উঠাস্, আর নাথাস্। দেখ্‌লো! পুরুষকে সম্মুখে পেলে একটু মান করিতে ইচ্ছা হয়—সে মান আর কতক্ষণ টেঁকে বল দেখি—আমরা সরলা প্রেমের হাট বাজারে রূপের ডালি সাজাইয়া চড়াদরে রূপের গরব করি। আর মানের গরব ত লেগেই আছে—তাতে ও মরি; তবে পুরুষের কাছে না করিব কেন? বায়ুর সংস্পর্শে সাগরে যদ্রূপ হিল্লোল উত্থিত হয়, পুরুষ দর্শনেই মোদের হৃদ্‌মাঝারে লম্বা লম্বা ঢেউ উঠিয়া তীরদেশে ঘাতপ্রতিঘাত করিতে থাকে—তাই বলি ভালবাসার যেমন সাজা তার চেয়ে বড় মজা, বেশী মজা।

সিলুজাই। হাঁ পদ্মিনী সমীরণ ভরে ভ্রমরের ফাঁদে অভিমান করে সত্য; কিন্তু সে গরব কতক্ষণের জন্যই বা? যাক্! এখন সেকথা যাক্—করিস্ না কো হাঁক্ পাঁক্।

বলি ও প্রেমলতা জেলেখা? তোমার নাকি মান ভারি—মোদের আছে এক প্রেমের তরী—উঠ্‌বে নাকি তাতে—আকাশের

চাঁদটী দিব হাতে—আইস! হাত ধরাধরি করে—জলের ঘাটে ধাই, নাগপুষ্পিকাভরণে মাতোয়ারা হই।

আচ্ছা জেলেখা! তুমিত ভাই! রাজকন্যা; তবে কি পাওনা যাতনা? এই কথায় জেলেখার গণ্ডস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হইল।

জেলেখা। দেখ্ সিলজাই! দস্যুরা আস্‌বে কবে ভাই?

সিলজাই। শুনেছি আসিবে বহু বিলম্বে। হায়! হায়! বহুদিন নির্জ্জলা উপবাসী আছি—তৃষ্ণায় বুঝি ছাতি ফাটে—দেখতো ভাই! হাত দিয়ে বুকে। বড় ইচ্ছা হয় যে ফুলখেলা করি। একলা একলা ত খেলা হয় না—খেলার সাথী চাই—সেই সাথী পেলে কুসুমহার পরিয়ে গলে মনের ব্যথা জুড়াই; কিন্তু কি করিব ভাই! ভাব্‌ছি তাই।

দস্যুবালা। ওলো দিল্‌খাই; প্রাণ করে কেন আই ঢাই?

দিলখাই। না—না—না—ওকিছু নয়—তবে কেন সবে সাজনা?

সিলজাই। ওঃ বুঝেছি! বুঝেছি! রূপের মাঝে লাগবে প্রেমের ঢেউ—আমার নাই কো কুলে কেউ, তাই বুঝি প্রাণ দিতে এসে, ফিরে যাবে নাগর শেষে। উঃ! উঃ! আর থাকা হবেনা হেথা—কোমল প্রাণে পাবে ব্যথা—তবে কেন লাজে মরি, চালিয়ে দিই না প্রেমের তরি। বলি শুন নাগর কি আছে কেউ—হালটী ধরে সঙ্গে লও—এ সাধের যৌবনতরী, প্রেম লেগে হয়েছে ভারি, শিশিরের ঢেউ লেগে বুঝি প্রাণটী করে আইঢাই, এমন কোথা গেলে তারে পাই।

দিলখাই। সিলজায়ের প্রেমটা বড় ঢল্‌ঢলে; তবে কেউ যাস্‌ না তারে ফেলে, ইচ্ছা হয় হেলেদুলে নাগরের গলে লাগাইয়া দিব ফাঁসী, সে যে মোর পূর্ণশশী।

দস্যুবালা। সে যে মোর পূর্ণচাঁদ, অমাবস্যায় পাতে ফাঁদ—নিরবে বসিয়া থাকে মোর তরে, দেখ দিল্‌খাই! তুই যে খুব্‌ ফাঁসী লাগাচ্ছিস্‌—বলি কাকে? আমায় একটা দেনা ভাই! প্রাণ

জুড়াইয়া শীতল হই! দেখ! সিলুজাই বেশ্ মিঠাকড়ায় মন যোগাতে পারে; আর ওর মনোচোরা ও বড়ই লাজুক—তা হউক—চল, চল এখন ঘাটে গিয়ে. যূথী বকুল সঙ্গে নিয়ে, ফুল খেলা করিগে চল—আচ্ছা! জেলেখা যে নিরব—কেন বল দেখি এত মলিনা—চল ওকে সঙ্গে লয়ে এক মজা করিগে। আহা! দেখ্‌তে যেন স্থলপদ্মটী। এই বলিয়া সঙ্গীত তানে সকলে জলের ঘাটে উপস্থিত।

এই স্থানে কেহ বা সুরাপানে মত্ত, কেহ বা অর্দ্ধবিবসনা হইয়া সোহাগে অপর সখীর সনে রঙ্গরসে মগ্না। কেহ বা কাহার চীনের রক্তজবার ন্যায় গণ্ডস্থল চুম্বনে বিকৃত করিতেছে—কেহ বা রঙ্গরস পরিতৃপ্তবোধে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বৃক্ষতলে উপবেশন করিতেছে। জেলেখা কিন্তু নিরব; বোধ হয় এ সব কিছুই ভাল লাগে না—কেহ বা কাহাকে বস্ত্রাকর্ষণে ব্রতা করিলে, সে নারীসুলভলজ্জাবশতঃ রুষ্টভাব ধারণও রঙ্গরসের প্রত্যাখ্যানে যত্নবতী হইতেছে। কেহ বা রাত্রি অধিক বোধে নিদ্রাদেবীর শরণাপন্না; আর কেহ বা নিতম্বের গুরুত্ব হেতু ক্লান্তিবোধে স্ব স্ব কক্ষে যাইয়া নিদ্রাভিভূতা, ও জলের ঘাটে সংজ্ঞাশূন্যা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

উদ্ধারসাধন ও দাবানল দর্শন।

এদিকে জেলেখা ও জেরিম সহসা সঙ্কেতধ্বনি শ্রবণে রামগড় ফটকের সন্নিকটস্থ অশ্বারূঢ় সন্ন্যাসীর সহিত অশ্বারোহণে নক্ষত্রবেগে গমন করিতে লাগিলেন। বহুদূর গমনে "জয় গোরক্ষনাথের জয়"

বলিতে বলিতে পথশ্রান্তি বোধে এক শমীতলে বিশ্রামলাভার্থ উপস্থিত। তথায় সন্ন্যাসী পেচকের শব্দ, ব্যাঘ্রের তর্জ্জনগর্জ্জন ও উল্কাপাত দর্শনে, আবার কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিরীক্ষণ করিলেন—যে দুরন্ত পশুপক্ষীসমূহ দাবানলে ত্রাহিত্রাহি রব ছাড়িতেছে। সন্ন্যাসীর একমাত্র সম্বল—ত্রিশূল ও ভিক্ষার ঝুলিটী; তবে কি ঈশ্বর সর্ব্বজনপ্রিয় জিতেন্দ্রিয় পুরুষকে তাঁর চিরপ্রসিদ্ধ অনুকম্পাদানে পরাঙ্মুখ হইবেন; তবে কি পৃথিবীস্থ যাবতীয় পুণ্যকর্ম্মাদি লুপ্তপ্রায় হইবে—না—না; বোধ হয় করুণাময়ের ইচ্ছা যে পাপের খরস্রোত প্রথমে প্রধাবিত হয় হউক, পাপরাশিতে পৃথ্বী জর্জ্জরিত ও চূর্ণীকৃত হয় হউক—কিন্তু সবই সীমাবদ্ধ; পরিশেষে তিনি সেই পাপরজ্জুটী শিথিলীকৃত করিয়া উহার ধ্বংস কল্পে পুণ্যকে প্রেরণ করিবেন—সেই জন্যই—পাপের প্রাধান্য প্রথমে কিছু সমধিক প্রতীয়মান হয়। সেই প্রচণ্ড দাবানল এক্ষণে মুখব্যাদানে কুটীর, ধনধান্য ও অপরাপর প্রিয়বস্তুসমূহ ভস্মীভূত করিতেছে, কোথায় বা ছাগ, গো মহিষ, গৃহপালিত পশুপক্ষী প্রভৃতি প্রাণ বিসর্জ্জন, কোথায় বা সহস্র সহস্র উল্কাপাত একত্র সম্মিলিত হইয়া যেরূপ সমুজ্জ্বল দেখায়,তদ্রূপ ভাব ধারণ করিতেছে; কোথায় বা উড্ডীয়মান বিহগকুল চঞ্চুপুটে শাবকধারণে নীড় হইতে জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় নিক্ষিপ্ত হইয়া চুড়্পুড় শব্দে দহ্যমান হইতেছে; কোথায় বা শার্দ্দূল, তরক্ষু ও মৃগেন্দ্র প্রভৃতি দহ্যমান বিবর হইতে বহির্গমনে ভ্রমক্রমে অনলমধ্যে পতিত হইতেছে; কোথায় বা বরাহ ঘোঁৎ, ঘোঁৎ শব্দে দৌড়ায়মান হইয়া সুশীতল নদীজলে মগ্ন হইবার জন্য ব্যস্ত; কিন্তু তা.হলে কি হয়—সকলেরই যেন এক দশা। এ ভীষণ কাণ্ড দর্শনে হৃৎপিণ্ড অবধি শুষ্কপ্রায় হয়। কি আশ্চর্য্য! অগ্নিশিখার সঙ্গে সঙ্গে দস্যুদিগের প্রাদুর্ভাব। লোভ কি এতই চিত্তাপহারক, যে মনুষ্যেরা নরশার্দ্দলরূপে অবতীর্ণ হইতে চায়? তস্করদের অপহৃত

দ্রব্য সমুহ পথিমধ্যে দস্যুকর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইলে, ঠাকুর কিঞ্চিৎ বিচলিত ও এস্থান আদৌ নিরাপদ নহে, এই ভাবিয়া বহির্গত হইলেন।

তবে কি দৈব বিড়ম্বনায় তাঁর সমস্ত পথ রুদ্ধ, না স্বয়ং ভগবান্ প্রতিকূলাচরণে দণ্ডায়মান; তবে কি তাঁহারা নিরাশ্রয়, পথভ্রষ্ট ও বিপথে চালিত হইবার জন্য আদিষ্ট—না তাহা নহে। শ্রেয়াংসি-বহুবিঘ্নানি—অর্থাৎ কার্য্যের প্রথমাবস্থায় বহু বিঘ্ন সঙ্ঘটিত হয়, তবে তাঁদের না হইবে কেন? তবে কেন দাম্ভিক মানবজাতি জগতকে হেয়জ্ঞান করে—তবে এই ক্ষণভঙ্গুর দেহধারণে প্রতিহিংসাক্ষেত্রে এত পরাক্রম প্রদর্শনের কি আবশ্যক? হায় রে দুনিয়ার সবই ফক্কি-কারী—সবই অন্তসারশূন্য! হে করুণাময় ঈশ্বর! তোমার অনন্তরূপিণী লীলা—সে লীলা বুঝা মানবের বোধগম্যাতীত। মানুষ সদা ভ্রান্ত ও চঞ্চলচিত্ত। হে সর্ব্বশক্তিমান! তোমার করুণা অপার—তুমি কৃপা-ভিক্ষাদানে কাহাকে ও বঞ্চিত করনা; অতএব তোমায় নমস্কার। আমার এই প্রার্থনা, যেন ধর্ম্মপথ হইতে সদা স্খলিত ও ভ্রষ্ট না হই।

অবশেষে ঠাকুর দ্রুতগমনে এক নদীতটে উপস্থিত—তথায় বড় বড় হিল্লোল উঠিতেছে—আর তার সঙ্গে সঙ্গে ঝটিকা ও অবিরল তুষার পাত—সে ঝটিকার গোঁ গোঁ শনশন শব্দে ও ভূরি ভূরি তুষার পাতে দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইতেছে। সে কারণে তিনি এক্ষণে আশ্রয়ের প্রার্থী। ঐ নদী পার হইলেই এক জনপদে পৌঁছান যায়। সেই উচ্ছলিত বীচিমালা ফেনরাশিধারণে নদীসৈকতে ঢলিয়া পড়িতেছে; কখন বা তরঙ্গরাশি বর্ত্তুলাকার ধারণে ঊর্দ্ধোত্থিত হইয়া পার্শ্বস্থ জলাশয়ে বারি বিতরণে ভ্রান্তি সঞ্চার করাইতেছে। যেন সব জলে জলাকার—এক্ষণে তরীভিন্ন নদীপার হওয়া বড়ই দুরূহ; ইত্যবসরে ভগবানের কৃপায় নাতিদূরে একখানি তরী ক্ষীণ আলোক সহ তরঙ্গমালাবিতাড়িত হইয়া তীরাভিমুখে আসিতেছে; দাঁড়িরা

মুহুর্মুহুঃ দাঁড় টানিতেছে—ঐ গেল গেল শব্দ—ঐ যাঃ—এবার তরীটী রক্ষা করা দায়, চতুর্দ্দিকে কেবল কড়্‌কড় ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দে বিদ্যুৎ ও চিক্কুর হানিয়া বজ্রপাত।

নৌকাস্থিত বাবু। মাঝি মাঝি! শীঘ্র পাল নামাইয়া দাও; নতুবা নিস্তার নাই। নৌকাস্থিত আরোহীরা ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়িতেছে ও কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবানের নাম লইতেছে। মাঝি ও দাঁড়িয়া আল্লা আল্লা রবে ক্রন্দনে আকাশমণ্ডল কম্পিত করিতেছে। ঐ গেল গেল শব্দ; আর প্রাণ রক্ষার উপায় নাই। যাত্রীরা শৈতে থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছে, তাদের জীবনের আশা বড়ই অল্প;—কেবল ঐ এক শব্দ নঙ্গর কর—নঙ্গর কর। নৌকাস্থিত ভদ্রলোকটী স্ত্রীপুত্র লইয়া বিদেশগমনোদ্যত ও পুত্রটী মাতৃক্রোড়ে শায়িত।

নৌ-বাবু। মাঝি! মাঝি! শীঘ্র নৌকা তীরের দিকে ফিরাও এখনি একশত টাকা বকশিশ লও। এই বলিয়া টাকার তোড়াটী প্রদানোদ্যত।

মাঝি। বাবু! বাবু! বসুন—বসুন—দরজা বন্ধ করুন—বড় ছাট্‌! বড় ছাট্‌! এই বুঝি নৌকা কাৎ হয় নৌকা উল্‌টাইলে আর পারিব না—ঐ যা!—হালের দড়ি ছিড়িয়া গেল—দাঁড়ি—দাঁড়ি! দড়ি নিয়ায়, দড়ি নিয়ায়—শীঘ্র আয় একজন—ঐ গেল রে—গেল! বাবু বাবু! ঢেউটা বড় সামলাইয়া লইয়াছি—ভয় কি! আর এক ঝটিকাঘাতে নৌকাখানি চূর্ণবিচূর্ণ হইল।

বাবু। মাঝি! মাঝি! ছেলে কোথায়! কোথায়, কই! কই!

মাঝি। বাবু! বাবু! খুব ধরেছি, খুব ধরেছি, এই লউন।—উঃ হাত অসাড়!—বড় চোট! বড় চোট! খোদা! খোদা! সব গেল, সব গেল—এই বলিতে বলিতে সকলেই জলমগ্ন; কি আশ্চর্য্য! ভগবান্‌ যদি হাজার, কঠোর হয়েন, তাঁর লুক্কায়িত দয়া কি কখন

তিরোহিত হয় না! একজন দাঁড়ি ভিন্ন অপর সকলেই জলমগ্ন। কে যে কোন্ খরস্রোতের টানে তবুতর করিয়া ভাসিয়া যাইতেছে, তার আর কোন নিদর্শন নাই।

এ দিকে ঠাকুর গহ্বর হইতে ঘটনাবলী দৃষ্টি করিলেন, যে একখণ্ড কাষ্ঠসহ কতকগুলি এলোচুল ভাসিয়া যাইতেছে; তদ্দর্শনে ঠাকুর ঝটিতি জলে ঝম্প প্রাদন পূর্ব্বক তীরদেশে উহাকে উত্তোলনে দৃষ্টি করিলেন, "যে এক পঞ্চ বয়স্ক শিশু মাতৃবক্ষে সংলগ্ন; আর তাদের শরীর অসাড়। ভগবানের কৃপায় বহু শুশ্রূষায় উহাদের চেতন সঞ্চার হইল; আর সন্ন্যাসী তাঁর অনায়াসলব্ধ দুগ্ধ, কটু, কষায় ফল, মূল, ইত্যাদি সম্মুখে ধরিলেন। বালকের—"বাবা! বাবা! মা! বাবা কোথায় গেল"—এই সুধা বর্ষণে রমণীর অশ্রুবারি অবিরল ধারায় নিঃসৃত হইল; কিন্তু হায়! বিধি বাম! সকলই দৈবের অধীন। এক্ষণে বাতাসের গতি মন্দীভুত হওয়ায়, মেঘরাশি অপসারিত প্রায় ও স্তরে স্তরে নক্ষত্ররাজির উদয় হইলে, ঠাকুর তীরদেশে সহসা এক খণ্ড কাষ্ঠসংলগ্ন শব দর্শনে রমণীর হৃদয়বল্লভ—সেই রহিতেশ্বর বোধে উহাকে স্কন্ধে স্থাপন পূর্ব্বক গহ্বরে উপস্থিত হইলেন। উহার অবয়ব তুষারসংস্পর্শে অসাড়তা প্রাপ্ত হইয়াছে, ও শরীরে উত্তাপ নাই!—দুই এক ঘণ্টা উত্তপ্ত করিবার পর প্রাণবায়ু অনুভূত হওয়ায় আনন্দের আর সীমা রহিল না। ঠাকুর কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া সেঁকো বিষ প্রয়োগে জ্ঞান সঞ্চার করাইলেন—দেখিলেন, আর ভয়ের কারণ নাই। ক্ষুধার উদ্রেক ও তৃষ্টায় জিহ্বা শুষ্কপ্রায় হইয়া তাঁর স্বামী দুগ্ধপ্রার্থী হইলেন; কিন্তু খাবে কে? তাঁর মৃত্যু আসন্নপ্রায়। আহা! কোথায় স্ত্রীপুত্র সহকারে বিদেশেগমনোদ্যত, না নদীতীরে মৃত্যুমুখে শায়িতা, দেহে যন্ত্রণা আছে; সে যন্ত্রণাপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। তবে কি তিনি নির্দ্দয়? ও বুঝিছি—শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হইলে অসাড় হয়। নাসিকায় নিশ্বাস

ও বক্ষে স্পন্দন আছে; কিন্তু প্রাণবায়ু তখনও নিঃসৃত হয় নাই! সন্ন্যাসী কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেন, কৌতূহলের সঙ্গে সঙ্গে উৎকণ্ঠা মিশিল, হায় হায় এত করিয়াও কি তিনি বাঁচাইতে পারিলেন না। হা বিধাতঃ! প্রতিপদে কি বিপদগ্রস্ত করিবে, তাঁহার কি যশোভাগ্য আদৌ সুপ্রসন্ন নহে? সবই তাঁর লীলা। এদিকে চন্দ্রের স্নিগ্ধ রশ্মি পতিত হওয়ায় সেই অঙ্গের লাবণ্য অধিকতর পরিস্ফুট হইল। ঠাকুর নিশ্চল নেত্রে সেই নির্ম্মল লাবণ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ না করিয়া কাননের চতুষ্পার্শ্বে এক একবার দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। ঠাকুরের চিন্তাপূর্ণ বদনমণ্ডল নিরীক্ষণে ললিতার আনন্দভাবাপেক্ষা চিন্তা ভাব অধিকতর পরিস্ফুট হইল। ললিতা তাঁর স্বামীর মৃত্যু নিশ্চিতবোধে উহাকে ক্রোড়ে স্থাপন করত শুশ্রূষা বিধানে দেহ মন ও প্রাণ সার্থক করিয়া লইলেন। ঠাকুর সকলের সম্মুখে তুলসীপত্র, গোরক্ষনাথের ফুল, ও গঙ্গাজল ছিটাইয়া হরি হরি শব্দ করত আত্মার সদ্‌গতির জন্য প্রার্থনা করিলেন—এই-বার তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ললিতার রোদনধ্বনি।

স্বামীর জীবনান্ত দর্শনে ক্ষণেক মূর্চ্ছিতা ও ক্ষণেক চৈতন্যলাভে সাধ্বী স্ত্রী ধরাতলে বিলুণ্ঠিতা ও কপালে কঙ্কণ হানিয়া ক্রন্দন স্বরে বলিতে লাগিলেন, "রে নির্ম্মোম বিধাতঃ! শুনেছি শশিকলা যেমন রবিতেজ বিনা সমুজ্জ্বল হয় না, সন্তরণপটু মীন যেরূপ সুশীতল বারি ভিন্ন জীবিত থাকে না, সরোবরস্থ হাস্যমুখী নলিনী দিবাকরের প্রখর তেজে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যেমন চতুর ষট্‌পদাবলীকে অনালিঙ্গনে সন্ত-

কুসুমিত মৃণালের সার্থকতা লাভ করে না, তদ্রূপ আমি অবলা পূর্ণাঙ্গী, কেমনে সেই শারদীয় পূর্ণেন্দুনিভ আমার হৃদয়বল্লভের চন্দ্রাননন না হেরিয়া তৃপ্তিলাভ করিব? যখন দিনমনি অস্তাচলোন্মুখ হইয়া তাঁর প্রিয়সহচরীর কানে কানে কত সুধামাখা কথায়, কত প্রেমসম্ভাষণ সহকারে তুষ্টীকরণার্থ কমলানন চুম্বন করিতে করিতে বলিবেন, "যে হে প্রিয়ে! আমি আসিতেছি, কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন কর: তদ্দর্শনে আমি পূর্ণাঙ্গী, কুসুমায়ুধে পুনঃ পুনঃ প্রহৃতা হইয়া কেমনে সেই হিল্লোলবেগ প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইব? যখন কোন শশিমুখীর লতাপুষ্পাচ্ছাদিত উদ্যানে মধুলোপন্মত্ত ভৃঙ্গাবলী ঘন ঘন গুঞ্জনে ও সরোবরস্থিত পদ্মিনীর মুখচুম্বনচ্ছলে বক্ষাবরণ ক্ষত বিক্ষত করিবে ও অস্ফুটস্বরে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাগ্রদ্বারা মৃণালখণ্ড দ্বিখণ্ডিতকল্পে মধু আহরণকালে কিঞ্চিৎ বিক্ষিপ্ত করিয়া ভয়চকিতচিত্তে আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইবে; তদ্দর্শনে কোন রসিকা কামিনী শারদীয় জ্যোৎস্নায় তাঁর নবকল্পিত বিরহানল মিটাইতে পশ্চাৎপদ হয়েন? যখন দেখিব তরঙ্গমালা মৃদু মৃদু সমীরণে ইতস্ততঃ বিতাড়িত হইয়া বালিকাসুলভচপলতায় ক্রীড়াপ্রিয়া; আর কুসুমরাজি মলয়ানিলভরে ষট্পদের মুখোচুম্বনোন্মুখ; তদ্দর্শনে কোন্ নারী এমন আছেন, যিনি পূর্ণযৌবনে পদার্পন মাত্র তাঁর নাগরের সনে প্রেমালিঙ্গন দৃঢ়ীকল্পে কৃপণতা প্রকাশ করেন? যখন দেখিব বিহগকুল কুলকল রবে বৃক্ষশাখোপরি ঝম্ফপ্রদানে হৃদি ফাটাইয়া কি কোমল গান গায়, তৃষিতা নারীর ন্যায়, মৃগ মৃগীর সনে একত্রে বিচরণ করে; আর মেঘানন্দীরা মেঘের ঘর্ঘরশব্দে একতানে নৃত্যপ্রিয়, তখন কোন্ প্রমদা অন্তরে মদনানল চাপিয়া পারিজাতকুসুমের স্নিগ্ধ পরিমললোভোন্মত্ত ভৃঙ্গাবলীকে শতদলের সূক্ষ্ম মৃণালদ্বারা প্রেমডোরে আবদ্ধ করিতে কুণ্ঠিতা হয়েন ও কমলিনীর পদ্মসরোবরে গাত্র বিধৌত করা-

ইতে ক্লান্তি বোধ করেন? যখন দেখিব সূর্য্যরশ্মি পৃথ্বীর মুখচুম্বন দূতীকল্পে প্রেমালিঙ্গনচ্ছলে তাঁর কিরণমালা বিস্তারে প্রয়াস পায়; আর অংশুমালী তাঁর সুশুভ্র কিরণজালবিস্তারে সাগরবারি চুম্বনে রত হয়েন; তর্দ্দশনে কোন্ পূর্ণাঙ্গা নারী মুদিত-মৃণালিনীর ন্যায় সুধাংশুসদর্শনে উৎফুল্লা না হইয়া নদী সৈকতে ঢলিয়া পড়িতে কুণ্ঠিতা হয়েন ও হৃদ্‌মাঝারে নব মুকুলিত প্রেমাঙ্কুর রোপণকল্পে মন্মথের রঙ্গভূমিতে স্থিরীকৃতনয়নে উৎসুক প্রকাশ না করেন? অতএব হে বিধাতাপুরুষ! তুমি কি নিষ্ঠুর, তোমার হৃদ্‌কমলে মমতা ও প্রেমাঙ্কুর কি বিন্দুমাত্র রোপিত হয় নাই? তুমিই ত সর্ব্বসময়ে স্বেচ্ছাচারী রাজার ন্যায় কাহার বা অভীপ্সিত পরিণয়ে প্রতিবন্ধক ঘটাইতেছ, কাহার বা একমাত্র পুত্রটীকে রাজ্যারূঢ় করাইয়া পরিশেষে যমসদনে প্রেরণ করাইতেছ। হে নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ কর্ম্মীপুরুষ! এই কি তোমার ন্যায়বিচার, এই কি তোমার ন্যায় পক্ষপাতিত্ব? হে স্বেচ্ছাচারী অদৃশ্য বীরপুরুষ! বল দেখি! "তোমার রাজত্বে কোন্ মানুষ সুখী?" তুমি সাংসারিক হইলে জানিতে, "যে, পরের মনে ব্যথাদান কীদৃশ কষ্টকর। হায়! হায়! পরিশেষে কি না আমারই সর্ব্বসুখের অন্তরায় স্বরূপ হইলে? আমি সাধ্বী স্ত্রী সন্তপ্তচিত্তা হইয়া অভিসম্পাত করিতেছি, "এখনি পৃথিবী হইতে দূরীভূত হও"। তুমি বিধাতাপুরুষের যোগ্যপদলাভানন্তর, পরিশেষে কি না স্বেচ্ছাচারী হস্তপ্রসারণে ভীরু তস্করের ন্যায় দুর্ল্লভ রত্নরাজির সর্ব্বনাশসাধনে সমুদ্যত? তাই বলি কিয়ৎকালের নিমিত্ত রাজকার্য্য হইতে অবসর লও আমার বাক্য শ্রবণ কর; তাহা হইলে তোমার পাপরাশি কিয়ৎ পরিমাণে মন্দীভূত হইবে ও এবংবিধ কার্য্যদায়িত্বের জন্য সেই অনন্তরূপিনী শক্তির সমীপে যথার্থ্য ও সত্যতা প্রমাণে ক্লেশকর হইবে না। এখন আর কি সর্ব্বনাশের বাকী আছে বল? বোধ হয়, আমার ভাগ্যরবি

স্বচ্ছমুকুরে প্রতিবিম্বিত হইতে না হইতেই অঙ্কুরাবস্থায় বিলীন হইল। হায়! রে নৃশংস বিধাতঃ! তুমি কি কেবল সর্ব্বনাশ সাধনে সিদ্ধহস্ত? ও বুঝেছি—বুঝেছি। তুমি কি কখন নিকুঞ্জে কোন ভুবনমোহিনীর সৌন্দর্য্যচ্ছটা সন্দর্শন কর নাই ও উদ্যানস্থিত স্থলপদ্মটী চম্বনোন্মুখ অলিকুল কর্ত্তৃক দংশিত হইতে দেখ নাই; কিম্বা সময়ে সময়ে পারিজাত কুসুমের পরিমল লইয়া রসনা পরিপ্লুত কর নাই; তুমি কি কখন নিশীথে কুমুদিনীর সনে সুধাংশুর প্রণয়সম্ভাষণ ও বসন্তসমাগমে কলনাদী গরবিনী পাপিয়ার বহুরূপী ক্রীড়াবলী নয়নগোচর কর নাই, কিম্বা মেঘের সনে সৌদামিনীর ক্রীড়া ও গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থল পরিদর্শন কর নাই; কিম্বা চতুর ভৃঙ্গাবলীর ন্যায় তুষারবিনিন্দিতা রসবতীর সমীপে চুম্বনে মধুপানশিক্ষা কর নাই? তোমার এসব হবে কেন, তা হ'লেত সুখী হতে? তুমি কখন বা মধ্যরাত্রে শ্মশানঘাটে গমন, কখন বা সমাধিক্ষেত্রে পদার্পণ, কাহার বা অল্পবয়স্ক শিশুহরণ কর। তুমি খুব অভিজ্ঞ কি না—সেই জন্যই ত এসব শিক্ষা। তোমার যত ব্যায়াম মড়ার ঘাটে; সেই জন্যই কি ঈশ্বর তোমায় অন্যপদে অযোগ্য দর্শনে যমপুরের বড়কর্ত্তা স্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছেন।

এদিকে ঠাকুর রহিতেশ্বরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ব্যস্ত, আবার ঝড়, মেঘের তর্জ্জনগর্জ্জন ও প্রবলবেগে বারিপাত—বিপদের উপর বিপদ; ক্রমশঃ তারকাবলী ক্ষীণ জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া ধীরে ধীরে কোন দূরদেশে পালাইবার চেষ্টা পাইতেছে। কলনাদীবিহঙ্গকুল আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইতেছে, প্রভাত সমীরণ পুষ্পসৌরভ মন্দ মন্দ সঞ্চালন করিতেছে; কুঞ্জে বনকুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া প্রভাত বায়ুতে আপনাদের সুবাস মিশাইয়া শিরঃসঞ্চালন পূর্ব্বক যেন হাস্য করিতেছে। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বদিক পরিষ্কার।

———

রাজশক্তি পদদলনে পিতৃমুণ্ড আলিঙ্গনে সক্ষম হইয়াছেন? কোন্ পুরুষ পঞ্জাবকেশরার বীররমণী রাণী ঝিন্দনের ন্যায় বীরদর্পে সিপাহী-দিগকে আয়ত্তাধীনে রাখিয়া স্বীয় ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন? যদি কোন ইতিহাসবেত্তা উল্লেখ করেন যে, পুরুষেরা সাহসী, উহাদের প্রেম ও প্রণয় স্ত্রীজাতি অপেক্ষ সুনিশ্চল ও সমধিক; তাহা হইলে সে কথা মহাভ্রমপূর্ণ। পুরুষেরা ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিয়া নারীকে বিলাসের চক্ষে দর্শন করেন; কিন্তু স্ত্রীজাতি বিলাসের সামগ্রী নহে। যত অধর্ম্মাদি পুরুষের দ্বারা সম্পাদিত হয়, ওরূপ কোন ইতর প্রাণীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় কি না সন্দেহ? পুরুষেরা সর্ব্বাগ্রে প্রলোভন কল্পে হস্তে আকাশের চন্দ্র উত্তোলনে পাপের অঙ্কশায়িনী করিয়া পরিশেষে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন কি না?

এই কি পুরুষের ধর্ম্ম, সত্যনিষ্ঠা, না ন্যায়বিচার? এই সমস্ত গুণরাশি অর্জ্জনে পুরুষেরা কি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন? পৃথিবী এখনি দ্বিভাগে চূর্ণীকৃত হইয়া সাগর গর্ভে নিমজ্জিত হউক—আবার সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থান হউক। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি না মরাল ফিলজফি নীতিশাস্ত্র) পাতঞ্জল, ও সাঙ্খ্য প্রভৃতি ধর্ম্ম পুস্তক অধ্যয়ন কর ও সেই জন্যই কি সময়ে সময়ে এবংবিধ কার্য্যে ব্রতী হও?

সহচরী। পুরুষ স্বার্থের তরে ভেড়া, ছাগল পক্ষী প্রভৃতি নানাবিধ জন্তু সমূহ ক্ষুৎপিপাসা নিবারণার্থ বিনাশ সাধনে কখনই পশ্চাৎপদ হন না। পুরুষ ভীষণ স্বার্থপর জন্তু স্বরূপ। ঈশ্বরসৃজিত ইতর জন্তু আর মানুষ উভয়েই সমান। তবে হে পুরুষ! উহারা বাক্‌শক্তিহীন জন্তু বলিয়া তুমি কি বাক্‌শক্তির প্রভাবেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে চাও? তুমি কেশবিন্যাস কর—নানারূপ মিথ্যা কথা বল, ও বিলাসিতায় পরিবেষ্টিত থাক, সেই কারণেই কি তোমার এত উচ্চ আসনের দাবী? হেন কাজ নাই যে মনুষ্য কর্ত্তৃক সাধিত না

হয়? মানুষ কে? পদে পদে বিঘ্ন ঘটিতেছে, কৈ ইহাতে ও ত চৈতন্য আইসে না; আর কবেই বা হবে? সেই জন্যই কি হব্‌স ও হেলভেসিয়াস্ (Hobbs and Helvetius) নামে দুই দর্শনশাস্ত্রবিদ্ মনুষ্যকে অসভ্য জন্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই? রাজার কঠোর শাসন সত্ত্বেও যদ্যপি এরূপ ভীষণ নারকীয় কার্য্য সাধিত হয়, তাহা হইলে বড়ই পরিতাপের বিষয়। অতএব পুরুষকে ইহা অপেক্ষা উচ্চাসনে বসাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র; অবশ্য ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা এই শ্রেণীভুক্ত নহেন। প্রিয় সহচরীর প্রমুখাত্ এই সমস্ত শ্রবণে তাঁহার আর কিছু বুঝিতে বাকি রহিল না, তিনি মর্ম্মাহত হইয়া তথা হইতে বন্ধুর সহিত অন্তর্হিত হইলেন।

জেলেখা। দেখ জেরিম! এই দস্যুপুরীতে কিরূপে আনীত হইলাম—ইহার বিন্দুমাত্র আমার স্মৃতিপথে উদিত হয় না? ছিলাম চড়ায়, এক্ষণে কি না দস্যুপুরীতে আবদ্ধ, কৈ কাহাকে ত দৃষ্ট হয় না; তবে কি ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টি, না কোন নায়কের প্রতি আসক্তা হইয়া প্রলাপ কহিতেছি? কৈ তাহাত নয়?

জেরিম। আচ্ছা জেলেখা!—এইটী দস্যুপুরী না যমপুরী—এস্থানে কি কোন মানুষের সমাগম নাই; তবে কি দস্যুরা আমাদের প্রেতাত্মারতর্পণ করিবে? অদৃষ্টে যা হয় হউক, তথাপি দেখিতে নিরস্ত হইব না।

জে। তবে আইস আমার সঙ্গে। দেখিলেন যে, কোন স্থানে অসংখ্য নরমুণ্ড ও নরকঙ্কাল কালীমন্দিরের পশ্চাতে স্তূপীকৃত রহিয়াছে—কোন স্থানে আবার সারি সারি দেবমন্দির—কোথায় বা বালকের ক্ষীণ প্রতিমূর্ত্তিও এক প্রস্তরমূর্ত্তি দণ্ডায়মান; তবে কি দস্যুরা যাদু জানে, না ইন্দ্রজালবিদ্যাবিশারদ? কি আশ্চর্য্য! প্রস্তর আবার সঞ্চালিত হয়। এক্ষণে দিবা অস্তমিতপ্রায় ও দস্যুদিগের

আগমনের সময় উপস্থিত। আজ এপর্য্যন্ত থাক্—আইস আমরা স্বস্থানে প্রস্থান করি।

হঠাৎ নভোমণ্ডলে ঝটিকা উপস্থিত;—বাতাস শন শন শব্দে বহিতেছে কৃষকেরা হন্ হন্ করিয়া পলাইতেছে, মাঠের গরু, বাছুর, পশু, পক্ষী—যে যেখানে আছে—সকলেই দৌড়িতেছে। গাভীসমূহ হাম্বা হাম্বা রবে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে, বৃক্ষশাখা বাত্যাহত হইয়া মড় মড় শব্দে দোলায়মান হইতেছে—কে কোথায় যে পলায় তার আর স্থিরতা নাই। আকাশে চিক্কুর ভাঙ্গিতেছে—কড় কড় ঝন্ ঝন্ শব্দ—কেবল কোঁ কোঁ হুড়ুম গুড়ুম শব্দ—চড় চড় কড় কড় হানিয়া বজ্রপাত। হঠাৎ এক বজ্রাঘাতে মানুষের বিকট চীৎকার। পশু, পক্ষী ও বন্যজন্তুসকল ভয়বিহ্বল হইয়া গৃহাভিমুখে পলাইতেছে—তবে কি সত্য সত্যই ঝড় না কল্পনামাত্র—না তা নয়—দস্যুরা যখন আইসে, তখন ঐ প্রকার শব্দ উত্থিত হয়। প্রায় চারি পাঁচ শত অশ্বপদের খট্ খট্ শব্দে দিঙ্মণ্ডল ধূলায় ধূসরিত; আর অস্ত্রের ঝন্‌ঝন্ শব্দে ঝড়ের মত না হবে কেন?—তবে তার সঙ্গে কিছু কিছু ঝড় ও জল আছে। একপক্ষের মধ্যে প্রায় দুই তিনশত দস্যু সাবাড়—সঙ্গে ধনকড়ি বহুল পরিমাণে জমায়েত; ইত্যবসরে দস্যুরা ধনসম্ভার ও এক বালক সমভিব্যাহারে আগত।

দস্যুরাজ। সব ঠিক্ হ্যায়।

দস্যুগণ। ঠিক্ হ্যায়—এই সঙ্কেতে অস্ত্র পরিত্যাগে যত্নবান হইল। কেহ বলে, "উত্তয়ো সাহাজাদী! আচ্ছী হ্যায়। ওসিকো তুফয়েল্‌সে হাম্ লোগোঁকে পাস্ ইস্‌কন্দর দৌলৎ জমা হোগেয়ী হ্যায়। আজ্‌সে হামলোক্ উওস্‌কি বহুৎ খবরগিরি করেঙ্গা"। এই বলিয়া রামগড় ফটকের কাছে উপস্থিত ও আর এক সঙ্কেতধ্বনি দ্বারা মধ্যদুর্গে উপস্থিত।

দস্যুরাজ। আয়ে সর্দ্দারঝি! তু বড়ি আচ্ছী হ্যায়। তোমারি দৌলতকি ওঝেসে হাম লোগোঁ কে পাস্ বহুৎ মাল জমা হোগিয়া হ্যায়। ইস্‌কদা সোনা লেকর্ হাম্ কেয়া করেঙ্গা। আয়ে সর্দ্দারঝি। তু বড়ি খুবসুরাৎ হ্যায়। এস্‌কদর্ খুবসুরতি তো কাঁহি দেখা নই। আজ কুজা ইত্তাফতয়ি। খোদা দাদ্দাঃঅস্ত ইয়া বখুদ্ আম্‌দ্দাআস্ত। বয়া ম্যারা জমা তাজিম্ কুনেন্।

আহা! রূপ-তরঙ্গের কি এতই প্রভাব, যে উহা মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ—সর্পের ন্যায় হতবীর্য্য করিয়া তুলে? সেই জন্যই কি রোমসম্রাট জুলিয়াস সিজর ক্লিয়োপেট্রার মোহনফাঁদে আবদ্ধ হইয়া প্রণয়-ভিক্ষার্থী হইয়াছিলেন? সেই জন্যই কি মার্ক এণ্টনি রাজ্যের কিয়দংশ তাঁর শ্রীচরণ কমলে অর্পণ করিয়াছিলেন। সেই মোহ-বশতঃ কি আকবর বাদশাহ উদয়পুরের পৃথ্বীরাজপ্রণয়িনী যোধা-বায়ের সমীপে নতজানু হইয়া সাশ্রুনয়নে প্রণয়প্রার্থী হইয়াছিলেন? বাদশাহের উপভোগের জন্য অগণিত পূর্ণচন্দ্রাননা ললনার ন্যায় তাঁর হারেমের শোভোবর্দ্ধনার্থ কি আর কেহ ছিল না? আমার মতে এটী পুরুষজাতির লালসাব্যধি, না হয় নৈতিক শক্তির অভাব। সেই লোভে উদ্দীপিত হইয়া কি আলাউদ্দিন চিতোরমহিষী পদ্মিনীর অঙ্গজ্যোতিঃ মুকুরে দর্শন মাত্র উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন? তাই বলি স্ত্রীজাতির আকর্ষণ শক্তি—অনেকটা চুম্বকের ন্যায়। সেই জন্যই কি দস্যুরা শারদীয় পূর্ণশশধরকান্তি জেলেখার সমীপে আত্মবলিদানে স্বীকৃত হইল? কি আশ্চর্য্য! ইহাতে কি তাদের কথঞ্চিৎ ক্ষোভ জন্মিল না।

এদিকে জেলেখা ও জেরিম কেবল বলে, "হা অদৃষ্ট! কবে এই দস্যুকবল হইতে পরিত্রাণ পাইব।" কিন্তু বিধি বাম—জীবের যতক্ষণ কর্ম্মভোগ, ততক্ষণ আর কে খণ্ডাবে? এদিকে দস্যুরা জেলেখাকে

সান্ত্বনাবাক্যদানে জানাইল যে, "এক চীনরাজপুত্রকে ধৃত করিয়া তোমার সহিত বিবাহ দিব." এই আশ্বাসবাক্যদানে আবার লুণ্ঠন কার্য্যে বহির্গত হইল।

ক্ষণকালপরে উভয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে কালীর কাছে স্তবস্তুতি করাতে প্রতিধ্বনি হইল যে "তোদের সুখতারা অচিরে আকাশে উদিত হ'বে—আর ক্ষণকাল অপেক্ষা কর্।" এইরূপে প্রহৃষ্টমনে অপর দিকের দৃশ্যাবলী দর্শনে বহির্গত হইল; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কালীর আরাধনা বাদ্য ও ভোগের অর্দ্ধাংশ যে কিরূপে অদৃশ্যে আনীত হয়—তাহাই চিন্তার বিষয়। কিয়ৎদূর গমনে একদল নর্ত্তকীর প্রতিবিম্ব তাহাদের সম্মুখ হইতে সহসা তিরোহিত হইলে তাহাতে সংশয় আরও দ্বিগুণিত হইল। পরদিবস এক অলৌলিক রূপলাবণ্য বিশিষ্ট মোহিনীমূর্ত্তি দর্শনে ভয়ব্যাকুলচিত্তে সেই অপ্সরার পাদদ্বয় ধারণে, জ্ঞাত হইল যে, "তাহাদের জীবনলীলা অবসানপ্রায়; বোধ হয়, দস্যুরা তাহাদিগকে চির-দুঃখিনী করিবে।"

অপ্সরী। আইস! ঐ যে মায়াপুষ্কর দেখিতেছ, উহার মধ্যস্থলে এক ভাসমান কৃত্রিম স্থলপদ্ম। কোন নূতন শীকার ধৃত করিয়া উহা প্রয়োগ বশীকরণ করান হয়। আমি আরব দেশের মন্ত্রী কন্যা, আমার পিতা এক্ষণে দিল্লীরমন্ত্রী, বিবাহের পর শশুরালয়ে গমনে, দস্যুরা পতিসহ পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া ইন্দ্রিয়চরিতার্থকল্পে আনয়ন করিয়াছে। স্বামী বিরহে দুর্দ্দশার একশেষ জানিও। ছিলাম মন্ত্রী কন্যা—এক্ষণে কিনা দস্যুরাণী? সকলের নিতম্বদেশে এক একটী তপ্ত লৌহের ছাপ আছে—আমার স্বামী দস্যু কর্ত্তৃক নিহত—সেই জন্যই মত্ত—হস্তিনীর ন্যায় জল ক্রীড়া করি। শুনেছি, আরব, পারস্য, তাতার, চীন, ও ভুটান দেশের নরপতিগণ একযোটে দস্যুদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিবে। দস্যুপতি সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়া-

ছেন, উহার অঙ্গসৌষ্টব সুকোমল ও চিত্তমুগ্ধকর—যেন সাক্ষাৎ কন্দর্পদেব স্বদলবলে—অর্থাৎ আম্রশাখা, কোকিল, ও বসন্তকে সহচররূপে লইয়া মুহুর্মুহুঃ শরাসনে অব্যর্থ সন্ধানে কোন অসিত-লোচনা দেবরূপিণীর প্রতি ধনুকে টঙ্কার দিতেছেন। উনি মৃগয়াচ্ছলে এক সুন্দরী নারীর নয়নযুগল, যৌবন, দশনচ্ছদ, ও বেশভূষা নিরীক্ষণে পরিতৃপ্ত না হইয়া বরং সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। ঐ রমণীও বিলাসিতার হাবভাবে, সর্দ্দারের চিত্ত হরণ করিলেন—উভয়েই উভয়ের ফাঁদে বাঁধা পড়িলেন। তিনি মৃতা, তাঁর স্থানে আমি এখন বিলাসরাজ্যের অঙ্কশায়িনী লক্ষ্মী। ঐ না দস্যু কামিনীরা বিহঙ্গ হস্তে আসিতেছে? হাঁ! হাঁ!—পালাও—পালাও—

দস্যুকামিনী। দেখো বহিন! উত্তয়ো লেড়্‌কী পূরী পাগ্‌লী হোগেয়ী হ্যায়। সর্দ্দারজি কুচ্ বল্‌তে নহি। যেধের যাতি হ্যায়, লোগোঁসে বাৎচিৎ কর্‌তি হ্যায়। দেখো! উত্তয়ো বহুৎ আচ্ছী হ্যায় আওর সর্দ্দারজিকে নজর্ মে পসন্দ আগেয়ী হ্যায়।

অপর। এক্‌রোজ মায়েভী ইসিত্যরেকি থি। না মালুম্ মেরী তক্‌দির্ কেঁওয়ো ফুটগেয়ী। দেখিয়ে রাণীঝি। ওস্কেসাৎ কেয়া বাতেঁ কর্‌তিথি হ্যায়।

মন্ত্রীকন্যা। না কিছুই নয়—"উহার নাম কি—আর কোথায় বাড়ী—এই কথা জিজ্ঞাসা করিলাম।"

দস্যুকামিনী। চল্ চল্ আবি সব্ মিল্‌কে কেলী কর্‌ণে হোগা। এই বলিয়া সঙ্গীত তানে জলের ঘাটে চলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসীর ঔষধ প্রদান।

প্রায় বহু দিবস অতীত শিষ্যের কোন সংবাদ নাই—এদিকে সন্ন্যাসী ধ্যানে মগ্ন, তপোজপের বড়ই ব্যাঘাত ঘটে। ভুটানী সন্ন্যাসীরা, যেন বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ অবতার। নিকটস্থ গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা কখন কখন ঔষধ লইতে আইসে—কেহ বা তাঁর বিবাগী স্বামীকে অচিরে প্রেমরাজ্যে আনয়নে সুখভোগ করাইবার জন্য ব্যস্ত, কেহ বা ঠাকুরের কাছে মাথা খুঁড়িয়া জানাইতেছে, "হে ঠাকুর! আমার হৃদয়বল্লভ, হৃদয়ভরা প্রেম ও বক্ষভরা বিলাস ত্যাগে বহুদূরে অবস্থান করিতেছে; কিন্তু হায় মুখপোড়া প্রজাপতি ও বিমুখ, যদি বা ফুট্‌ফুটে নাগরটী মিলিল—সে মিলন বা রহিল কোথায়? অতএব হে ঠাকুর! কিঞ্চিৎ অনুকম্পা কর"। বর্ষাকালের জলদমালা পর্ব্বতোপরি মুষলধারে যেমন বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ কুলললনারা কুসুমায়ুধে পুনঃ পুনঃ প্রহৃতা হইয়া সেই সন্ন্যাসীর উপর উপর্য্যুপরি কাকুতি মিনতি বর্ষণ করিল। আর সন্ন্যাসীও রোষকষায়িত নেত্রে ও ঈষৎ বঙ্কিম কটাক্ষপাত করিয়া দেখিলেন—"যে তাঁহার আর পরিত্রাণ নাই—দেখিলেন, যে অগণিত স্ত্রীলোক—যেন সারি সারি স্থলপদ্মের ন্যায় শোভমানা"। তার উপর আবার সেই দিবস একক্রোশ দূরে মহামেলা—সকলেরই ইচ্ছা যে কিছু না কিছু ঔষধ সংগ্রহ করিবে; আর সন্ন্যাসীও এক মহাসিদ্ধপুরুষ, তাঁর ঔষধ ও মন্ত্রবলে অনেকের অনেক হারানিধি মিলিয়াছে; আর তাঁর হাতযশও খুব বেশী; এদিকে নরেনের মা, শরতের মাসি, হরেনের পিসি, কুসুমকুমারী, মৃণালিনী, শৈবলিনী, আশালতা, বিদ্যুৎলতা, কনকচাঁপা, সারদা, বরদা, সুখদা, মুখদা—হরে, নরে, ভূষণ, শরৎ,

পেঁচো, গুয়ে, মুতে, কড়ে—যে যেখানে আছে—সকলেই সেই ঠাকুরের কাছে মনোবেদনা শীতল করিতেছে; আর ঠাকুর ও বড়ই সিদ্ধহস্ত।

তিনি মন্ত্রতন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ঝুলি হইতে ঔষধ ও একটু আধ্‌টু ভস্ম বাহির করিয়া বিদায় দিতেছেন, কাহার হস্তে ফুল, ও মাথায় গঙ্গাজল ছিটাইতেছেন। কেহ বা প্রণাম, কিঞ্চিৎ দক্ষিণাদান, ও সন্তানলাভের আশায় ঠাকুরের প্রসাদ ভক্ষণ করিতেছেন—সে এক বড় অভিনব দৃশ্য—যেন সারিসারি নব নারী—দেখিলে বোধ হয়; যেন স্বর্গ হইতে এক দল অপ্সরা কিন্নরী মর্ত্তধামে নামিয়া স্বর্গের গুড় রহস্য ব্যক্ত করিতেছে—দেখিলে বোধ হয়, যেন একদল শ্রেণীবদ্ধা রাজহংসী তীর হইতে গঙ্গাসলিলে অবতরণ করিবার সময় কলকল শব্দে গঙ্গাবক্ষে, ভাসমানা হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিতেছে। এক্ষণে সকলেই গমনোদ্যত—নবউ বলে, "না ভাই! আমার ছেলে উঠিবার সময়—এখনও দুগ্ধ খাওয়ান হয় নাই—শীঘ্র যাই"; ছোটবউ বলে, "আমার বৃদ্ধ স্বামীকে বহুক্ষণ ফেলিয়া আসিয়াছি—না গেলে আমায় যথেষ্ট তিরস্কার করিবে"; মেজবউ বলে—"ঐ যাঃ আমি বড় ঘরে চাবিদিতে পারি নাই, যদি বিড়ালে সব দুগ্ধ খাইয়া ফেলে—কি হবে ভাই; আমায় তাড়াতাড়ি যেতে হবে;" রাঙ্গাবউ বলে, "আসিবার সময় গরু বাধা হয় নাই—সব গাছ পালা বুঝি খাইয়া ফেলিবে—কি হবে? বাঘিনী শাশুড়ী যে বাপ মায়ের খোয়ার করিবেন;" কনেবউ বলেন, ঐ যাঃ! আমার যে কা'র সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিল না, কি হবে ভাই, আমার যে পেট ফুলিতেছে" "হেউ"—"হেউ"—এখন দেখ্‌লি ত ভাই! অম্বলের চোঙ্গা ঢেকুর ভাঙ্গিতেছে—আর থাকিতে পারি না—এই চল্লাম। উঃ পেটে একটা বেদনা ধরিয়াছে। ঔষধ না লওয়া হয় সেও ভাল: তবে বুড়ী হইয়াছি সেই জন্যই ত ঔষধ লওয়া—তা ঠাকুর দয়া করিলেই ভাল করে

নৈবেদ্য ও ষোড়শ উপচারে পূজা দিব—আর আমার ছোটমেয়েটী এবিষয়ে বেশ দক্ষ; তবে ঔষধ না নিলেও চলে; আবার নিলেও ভাল হয়।

নির্ম্মলা। ওঃ বাবা! বড় ঝগ্ড়াটে—বোধ হয় গোপনে গোপনে ইষ্টকের সঙ্গে ঝগ্ড়া বাঁধায়—আমি ত বলিয়াছি—যেন যোদ্ধা রাক্ষসী।

বিমলা। ওঃ ভাই! যদি আমার স্বামী হ'ত, তাহ'লে কুলার বাতাস দিয়া বিদায় করিত। দেখ ভাই, নির্ম্মলা!—ওদের যেমন স্বাবা—তেমনি দেবী—যেমন বুনো ওল—তেমন বাঘা তেঁতুল। এই কথা বলিতে বলিতে সকলেই তথা হইতে প্রস্থান করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসীর গমনোদ্যোগ ও দস্যুদুর্গেতে প্রবেশ।

এদিকে সন্ন্যাসী বড়ই বিরক্ত—এ কিরে—বাপু কোথায় সন্ন্যাসী—লোকালয় ছাড়িয়া কি না পরমার্থচিন্তায় মগ্ন হব, না আমার কাছে কেহ ঔষধ চায়, কেহ বা হস্ত দেখায়, কাহার স্বামীকে বশ করিতে হবে—এসব কি ঝঞ্জাটের কাজ—বলিহারি পৃথিবীর মায়া ও কুহককেও ধন্য—আশ্চর্য্য কাণ্ড! শুনিলে হাস্য সংবরণ করা যায় না। আমি সন্ন্যাসী—কিছুই নাই—আছে কেবল একলিঙ্গ ঠাকুর ও এক কৌপিন—এই ত আমার সম্পত্তি—না—আর এস্থানে থাকা হবে না—আমি উত্তর আসামে কোন পর্ব্বতে শীঘ্র আশ্রয় লইব! আর কাজ নাই—বড়ই জঞ্জাল—কি আশ্চর্য্য! আমার স্বামী লইনা—আমার স্বামী গ্রাহ্য করে না—মাগীদের বয়স হইয়াছে; তবুও যেন কেমন কেমন—এখনও যেন রঙ্গরসে পূর্ণ—লালসার বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি। কি আশ্চর্য্য! লজ্জা করে না—সব কথাই ত আমার

কাছে ব্যক্ত করিল ; সেই কারণেই ত অষ্টপ্রহর গঞ্জিকা সেবন করি। না, এস্থান হইতে শীঘ্র চলিয়া যাইতে হইবে ; ইতিমধ্যে কিছু সেঁকোবিষ সংগ্রহ করি। ঐ পাহাড়ের দিকে না বড় বড় অজগর রহিয়াছে, যাই উহাদের মধ্যে দুই একটাকে ধরে কিছু বিষ ভাঙ্গিয়া লই ; আর গুল্মলতার রসে এক প্রকার বটিকা প্রস্তুত করিয়া লই। কি জানি —যদি অপর স্থানে নামিলে, এই আশঙ্কায় ঠাকুর ঔষধ প্রস্তুত করিয়া সে স্থান হইতে যাইবার সময় বহুদিবস পরে এক সন্ন্যাসীর দর্শন পাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "দেখ ঠাকুর ! তুমি কি আমার জেরিমের বিষয় কিছু অবগত আছ ?"

নাগাসন্ন্যাসী। হাঁ মহাশয় ! আপনার প্রিয় শিষ্য—এস্থান হইতে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে এক দস্যুদুর্গে আবদ্ধ। ইহা শ্রবণে ঠাকুর চিন্তা করিলেন, "যে প্রকারেই হউক না কেন—আমি উহাকে উদ্ধার করিব"—এই ভাবিয়া ঠাকুর কমণ্ডলু হস্তে লইয়া তথা হইতে বহির্গত হইলেন। যাইতে যাইতে সায়ংকাল উপস্থিত—নিবিড় অরণ্যে কোন মানবের 'সমাগম নাই—কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, সাতিশয় পথশ্রান্ত, ও পীড়িত—তাই কোন আশ্রম অন্বেষণে ব্যস্ত ; কিন্তু কিছুই দৃষ্ট হয় না—এদিকে ব্যাঘ্রের শব্দ, তরক্ষুর অত্যাচার, হরিণের দৌড়াদৌড়ি, সিংহের তর্জ্জন গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া বৃক্ষোপরি আরোহণে, রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন প্রাতে যাইতে যাইতে এক আশ্রম দৃষ্ট হইল, আশ্রমটী এক ভীল সন্ন্যাসীর। উহার স্ত্রী পুত্র বিদ্যমান—এখনও সম্পূর্ণ ত্যাগী হইতে পারেন নাই ; স্ত্রীও অতিথি সেবার জন্য ত্রুটি সাধন করিলেন না। অনন্তর অতিথি প্রহৃষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন,"হে কন্যা-শ্রেষ্ঠ ! তুমি যেন অচিরে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হও",এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে কয়েক মাস ধরিয়া নিবিড় অরণ্যানী অতিক্রম করিয়া দূর হইতে দৃষ্টি করিলেন যে,এক বৃহৎ অট্টা-

লিকা শোভা পাইতেছে—তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, "তবে ইহা কি সম্ভবে যদি রাজবাটী হয়; তাহ'লে আমি সন্ন্যাসী—আমাদের সর্ব্বত্র অবাধে গমন—তবে ত কোন ভয়ের কারণ দেখি না; অতএব নির্ব্বিঘ্নে প্রবিষ্ট হইতে পারি।—কৈ রাজ অট্টালিকা হইলে, সেনা ও প্রহরীরা ইহার রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান্ হইত—কৈ কাহাকেও ত দৃষ্ট হয় না?—এই ভাবিয়া ঠাকুর বিকট রবে বলিলেন,—"এ বাটী কাহার; তোমরা কি কেহ এস্থানে আছ? যদি থাক ত শীঘ্র আইস।"

আমি এক সন্ন্যাসী, পথশ্রান্ত হইয়া এ নির্জ্জন বনস্থলীতে উপস্থিত। "কিঞ্চিত জল দাও—আমার প্রাণ যায়—প্রাণ যায়—উঃ প্রাণ গেল—প্রাণ গেল"—এই বলিয়া সন্ন্যাসী মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর সজ্ঞালাভে দৃষ্টি করিলেন—যেন চতুর্দ্দিকে ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার—তন্মধ্য হইতে অনলশিখা উর্দ্ধোত্থিত হইয়া শত শত উল্কাপাতের ন্যায় আবার ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইতেছে; আবার দৃষ্টি করিলেন, যেন নরকঙ্কাল বহুল পরিমাণে বিক্ষিপ্ত হইয়া শ্মশানের ন্যায় এক ভয়াবহ দৃশ্য আনয়ন করিতেছে। আবার শুনিলেন যে কেহ বিকটরবে বলিতেছে—"কে তুমি—এ নির্জ্জন দস্যুপুরীতে—এ যে মায়াপুরী—ইহা একদল দস্যুর আবাসস্থল—আমরা কুলকামিনী দস্যুকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া এই যমপুরীতে অতি দুঃখিনীর ন্যায় অবস্থান করিতেছি—তাহাদের ন্যায় আমরাও হিংসাপরায়ণ; তবে কোন্ সাহসে এ ভীষণ দস্যুপুরীতে সমাগত হইয়া মরীচিকায় মৃগের ন্যায় বারি অন্বেষণকল্পে, নরশোণিতপানলোলুপা কালীর সম্মুখে উপস্থিত, এখনি অন্তর্হিত হও, নচেৎ বন্দী হইবে।" আবার দেখিলেন যেন সব জলে জলাকার—তন্মধ্য হইতে বীচিমালা উত্থিত হইয়া মাধ্যাকর্ষণশক্তি তুচ্ছবোধে আকাশমণ্ডল অতীব স্পর্দ্ধার সহিত স্পর্শ করিতে

উদ্যত হইতেছে ও উচ্ছলিত ফেণরাশি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া এক মহাপ্রলয়ের সৃষ্টি আনয়ন করিতেছে—উঃ কেবল কড় কড় ঝন্ ঝন্ শব্দ। আবার দেখিলেন, যেন তন্মধ্যে একদল নরশোনিতপায়ীদস্যু তরবারিসঞ্চালনে বহু নরনারীর জীবননাশে উদ্যত; আর তাহারাও বিনাইয়া বিনাইয়া হৃদয়স্পর্শী মর্ম্মবেদনায় জানাইতেছে, যে. "হে দস্যুগণ! আমাদের প্রাণ বাঁচাও প্রাণ বাচাও।" কোথায় দেখিলেন—দস্যুকামিনীরা প্রজ্বলিত দীপমালা হস্তে বিবসনা প্রায় হইয়া দস্যুদের অন্তরস্থ আশালতাগুলিকে পরিবর্দ্ধিত করিতেছে, কোথায় বা কাপালিক পুরোহিতেরা আরক্তিম পট্টবস্ত্র পরিধানে বধের মন্ত্র তন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বধ্যভূমিতে নরনারীর কাতরোক্তিতে দৃকপাত না করিয়া মৃদঙ্গের শব্দে ক্রন্দনধ্বনিকে ডুবাইয়া দিতেছে; আর কালীদেবীও মহোল্লাসে নরশোনিতপান অতৃপ্তবোধে জিহ্বা লক্-লক্ করিয়া মুখব্যাদান করিয়া বলিতেছে "যে আমি ইহাতেও তুষ্টা হই নাই।" কোথায় বা কাপালিকেরা সেই রণচণ্ডিকার সম্মুখে তাণ্ডবনৃত্য করিতেছে—উঃ এ সব দৃশ্যাবলী দর্শনে হৃৎপিণ্ড অবধি শুষ্কপ্রায় হয়। উঃ এ যে ভয়াবহ দৃশ্য—আমি সন্ন্যাসী—ভীষণ! বড়ই ভীষণ! নরবলি! নরবলি!—রণচণ্ডিকার কাছে নরবলি!

রে কাপালিক দস্যুগণ!—তোদের এসব ভীষণ কার্য্য! তোরা কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া কুলকামিনাদিগকে হৃত করিয়া কিঞ্চিৎ লাভের আশায় দুষ্কর্ম্ম করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছিস্ না?

রে পাষণ্ড!—তোরা কিনা নরহত্যার ছলে রমণীর সতীত্ব ধর্ম্মটীকে হরণ করিতে কথঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইতেছিস্ না। কি ভীষণ কাণ্ড! পাপে পৃথিবী জর্জ্জরিত প্রায়—বসুদেব বুঝি পৃথিবীর পাপভারবহনে অসমর্থ। সূর্য্যদেব—আর কেন বৃথা এ পাপময় পৃথিবীর অন্ধকার হরণে যত্নবান হইতেছ? রে কাপালিক দস্যু!—

তোরা না ধর্ম্মের দোহাই দিয়া স্বেচ্ছাচারিত্ব প্রকাশ করিতেছিস্। এখন চতুর্দ্দিকে সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে—আর কয়েক দিবস পরে ঘোর নিনাদে রণদুন্দুভি বাজিয়া উঠিবে—কৈ এ স্থানে ত কাহাকেও দৃষ্ট হয় না; তবে কি স্বপ্ন না প্রলাপ—এই বলিয়া চক্ষু মাছিতে মুছিতে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আবার দেখিলেন, সন্নিকটস্থ কূপে স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ জল ঢল ঢল করিতেছে —জল পানে উদ্যত—এমন সময় শুনিলেন—যে এক অদ্ভুৎ নারীমূর্ত্তি অস্ফুটস্বরে তর্জ্জন গর্জ্জন সহকারে বলিতেছে যে, "হে পথিক তোমার মৃত্যু আসন্নপ্রায়। যখন এই রাক্ষসের কবলে দণ্ডায়মান—নিশ্চয়ই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবে।" ইহা শ্রবণে সন্ন্যাসী ভয়ব্যাকুলচিত্তে সুড়ঙ্গের মধ্যদেশ প্রবেশে উদ্যত—এমন সময় সহসা এক অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি সম্মুখে দণ্ডায়মানা।

নারী। মহাশয়। আপনি কে ও কি জন্যই বা এস্থানে আগত? এখনি দস্যুরা খণ্ডবিখণ্ড করিবে—শীঘ্র পলায়ন করুন।

সন্ন্যাসী। মা! কে তুমি?—তোমার অসামান্য রূপদর্শনে কোন রাজকন্যা বলিয়া বোধ হয়—আমি একজন ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আমি দস্যুচর নহি। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, যে—"এটা কি পান্থশালা না দস্যুপুরী—যদি পান্থশালা হয়—স্থান দানে পথশ্রান্তি দূর করিতে দাও; আর যদি দস্যুপুরী হয়—আমার প্রিয়শিষ্য হারাইয়াছে—তাহাকে খুঁজিতেছি—যদি থাকে ত শীঘ্র বল?

নারী। মহাশয়! আপনার জীর্ণ শীর্ণ কলেবর, আজানুলম্বিতবাহু, মস্তকে জটাভার দর্শনে বোধ হয় যে, আপনি এক মহাসিদ্ধপুরুষ। এই অমাবস্যার মধ্যরাত্রিতে সমাগত হইয়া কেন, এই নরশোণিত-পানলোলুপা কালীর সমীপে উপস্থিত। "এখনি পলায়ন করুন; নতুব নিস্তার নাই।' আমি একাকিনী নিঃসহায়া রমণী—মধ্যরাত্রে দুর্গের

বহির্দ্বারে আমার পরপুরুষের সহিত গুপ্ত আলপন অবধি অতীব দোষার্হ। একে স্ত্রীলোক, তায় অনূঢ়া—এখনি দস্যুকামিনীরা ইহার বিন্দুমাত্র অবগত হইলে আমার প্রাণ বধ করিবে—তাই বলি, পলায়ন করুন।” ঐ যে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাই না? আর নয়—আমি চল্লাম।

এই বলিয়া অতি সত্বরে দুর্গের মধ্যে লুক্কায়িত ও স্বীয় কক্ষে শয়ন করিলেন; কিন্তু চিত্ত আরও সংশয়পূর্ণ হইল—তিনি ভাবিতে লাগিলেন, “যদি দস্যুচর হয়েন—তা হ’লে কল্য প্রাতে প্রাণ বিনষ্ট হইবে—আর যদি সিদ্ধ পুরুষ হন—তবে কেনই বা এ নির্জ্জন দস্যু-পুরীতে আগত;—বোধ হয় কোন কু অভিসন্ধিতে দস্যু কর্ত্তৃক প্রেরিত”।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দস্যু-কামিনীর আস্ফালন।

দস্যুকামিনী। কে রে? ও কার শব্দ—ওরে জেলেখা তুই!—হাঃ! হাঃ! তোর এত স্পর্দ্ধা যে,নারীরূপ ধারণে মধ্যরাত্রে পরপুরুষের সহিত আলাপ করিস্—জানিস্ না—আমি কে? এ দস্যুপুরীতে কত শত রাজপুত্রের মুণ্ড ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গড়াগড়ি যাইতেছে। উঃ! মানুষের এত আস্ফালন!—এত দম্ভ!—রে মানুষ!—তোর পাপময় শোণিত এখনি ভৈরবী পান করিবে—এই বলিয়া ভীমবেগে তিমিরে সন্ন্যাসীর দিকে ধাবমানা হইয়া তরবারির আঘাত করিল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সন্ন্যাসীর অঙ্গ স্পর্শ না করিয়া লৌহের গরাদে লাগিয়া অস্ত্রখানি চূর্ণবিচূর্ণ হইল। তদ্দর্শনে সেই ক্রোধান্ধদানবী লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ভীমবেগে জেলেখার গুপ্ত কক্ষে উপস্থিত। অস্ত্র চুরমার! অস্ত্র চুর

মার! আচ্ছা! এই যে কালীর খাঁড়া এস্থানে রহিয়াছে। রে জেলেখা! এত দম্ভ তোর,—এখনি তার সমুচিত প্রতিফল দিব। তুই দস্যুপতির সহকারী বলিয়া কি এত গরব? দেখিবি—দেখিবি—এইবার নখাঘাতে তোর মুণ্ডপাত করিয়া উষ্ণ রুধির পান করিব। উষ্ণ শোণিত! হাঃ—হাঃ—হাঃ—বড় তৃষ্ণা!—বড় মিষ্ট! আমার জন্যই কি তুই এস্থানে আসিয়াছিস্? যে দিন হতে আসা, অমনি মনে মনে মানসিক করিয়া রাখিয়াছি—দেখি কে রক্ষা করে? কৈ জেলেখা ত এখানে নাই? কি হ'ল—কোথায় গেল—তবে কি পলায়মানা।? না—না—না—নিশ্চয়ই কোন স্থানে লুক্কায়িত—এইবার তোর দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। রে মানবি!—এখনি তোর হস্তপদ বন্ধনে কালীর সম্মুখে খণ্ড বিখণ্ড করিব। রে পাপিষ্ঠা—তুই ত দস্যুসমাজের উপযুক্ত ন'স্; আর তোর ন্যায় নারীরূপিণী মায়াবিনী রাক্ষসী পুষিয়া এ কালান্তকসম দস্যুপুরীর নিরাপদ আর কোথায়? দস্যুরাজ্ তোকে বড়ই বিশ্বাস করিত—সেই বিশ্বাসের কি এই প্রতিফল। উঃ—উঃ—ভীষণ প্রতারণা—ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতা—রে পিশাচি!—কল্য তোর হৃৎপিণ্ডটী উৎপাটিত করিয়া কালীর সম্মুখে ধরিব—দেখিব—দস্যুদরাজের কত সাধ্য? রে চাণ্ডালিকে!—তোকে না দস্যুরাজ্ প্রধানা মহিষীর ন্যায় সম্মান করিত—তার কি এই প্রতিফল; নিশ্চয়ই কালীর এই শাণিত অস্ত্র তোকে বক্ষে ধারণ করিবে—এই বলিয়া শয্যোপরি সজোরে অস্ত্রত্যাগ—কৈ কোথা গেল?—জেলেখা! জেলেখা! না—না—এ তো জেলেখা নয়—ভীষণ! ভীষণ! বড়ই ভীষণ!—দারুণ জ্বালা উপস্থিত!—ইচ্ছা করে হৃদয়ের ক্ষোভ এখনি মিটাইয়া লই। জেলেখা!—আমি বহুদিবস উপবাসী—একবার আয়—তোর উষ্ণ রুধির পানে দেহ শীতল করি। কৈ জেলেখা ত এস্থানে নাই—কোথা গেল পাপীয়সী? তবে কি গুপ্ত রহস্য ব্যক্ত করিয়া পলায়মানা? এই

বলিতে বলিতে নক্ষত্রবেগে রামগড় ফটকের কাছে উপস্থিত—কৈ—কৈ—কোথা গেল—কোথা গেল—এখানে ত কাহাকে দেখি নাই—সবই—অন্ধকারময়,—মানুষের গন্ধ পাইতেছি—কৈ মানুষ ত আমার দৃষ্টিগোচর হয় না? তবে কোথা গেল—কোথা গেল—ওঃ বুঝেছি!—বুঝেছি!—এ সব দুষ্টা ষড়যন্ত্রকারিণী পাপীয়সা জেলেখার কাজ; নতুবা এত স্পর্দ্ধা ধরে কে? "রে পিশাচি! একবার মোর নয়ন পথে আয়,—এখনি তোর কেশমুষ্টি ধারণে ঘুরাইতে ঘুরাইতে কালীর সম্মুখে নখাঘাতে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করত জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে আহুতি প্রদান করিব; আর যদি স্বয়ং ভবানী আসিয়া সম্মুখবর্ত্তিনী হয়েন—জানিও, তথাপি তাঁহারও নিস্তার নাই"। এই বলিয়া হস্ত কামড়াইতে কামড়াইতে চতুর্দ্দিকে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল। দস্যুরাজ্!—দস্যুরাজ্! তোমার বড় সাধের দস্যুপুরী বুঝি আজ টলটলায়মান!—গেল—গেল—সব গেল আর আমি রক্ষা করিতে পারিলাম না। কৈ পিশাচী জেলেখা কৈ?—জয় মা কালীকে! করালবদনি! একবার আমার সহায় হওয়া মা! তুমি। বড় সাধ মনে যে পিশাচীর শোনিতে তোর পট্টবস্ত্র রঞ্জিত করিয়া—সেই নারীমুণ্ড তোর গলে পরাইয়া দিব জেলেখা! একবার তোকে দৃঢ় আলিঙ্গন করি,—একবার আয়—উঃ—উঃ—প্রতিশোধ! ভীষণ প্রতিশোধ!—হৃদয় ফেটে যায়, ফেটে যায়—উঃ! উঃ! জ্বলে গেল!—এই বলিয়া যাইতে যাইতে অন্ধকারে জেলেখার সম্মুখে উপস্থিত "এই যে জেলেখা!—আয় পিশাচি! আয়"—এই বলিয়া দৌড়ে হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ভীমবেগে কালীর সম্মুখে পলায়মানা। এইবার কালীর কাছে স্তবস্তুতি করিয়া ষোড়শ উপচারে বলিদানের সমস্ত আয়োজন করিয়া—কালীর হস্তস্থিত খাঁড়াটী লইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—"জয় মা কালীকে। জয় মা কালীকে! জয় মা কা! এই বলিতে বলিতে নিমিষে সন্ন্যাসী রুদ্রমূর্ত্তি ধারণে শাণিত

নবম পরিচ্ছেদ।

দস্যুগণের প্রত্যাগমন।

এদিকে দস্যুরা দাবানল হইতে দ্রব্যসম্ভার লুণ্ঠন করিয়া নববলে উদ্দীপিত হইয়া নেপালস্থ প্রান্তসীমায় আসিয়া উপস্থিত। তথায় দস্যুরা এক রাজপুত্রের দর্শন পাইয়া গিরিগহ্বরে সাদরে উহার অতিথিসৎকারার্থে যত্নবান হইল।

দস্যুরাজ্। মহাশয়! আপনি কে ও কেনই বা এস্থানে আগত?

রাজপুত্র। মহাশয়! নাম সেলিম্, চীনদেশীয় রত্নগিরিদুর্গে বাস। পিতার আদেশ, "যেপর্য্যন্ত না চারিশত মৃগবধে সক্ষম হই, সেই অবধি রাজ্যে পদার্পণ করিতে পারিব না"। জীবনের অধিকাংশ সময় রঙ্গরসে কাটাইয়া পিতাকর্ত্তৃক দণ্ডিত হইয়াছি। আমি সবেমাত্র একশত মৃগবধ করিয়া পিতৃসমীপে প্রেরণ করিয়াছি, তাহাও বন্ধুর সাহায্যে; তন্মধ্যে পঞ্চাশটী ঝিলন দেশ হইতে প্রত্যাগমনকালে, ব্যাপাদিত। এক্ষণে একদল মৃগের অনুধাবনে এ গুহায় উপনীত; আমি কিঞ্চিৎ সাহায্যপ্রার্থী।

দস্যুরাজ্। ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, তোমার সাহায্যার্থ আসিতেছি, এই বলিয়া সকলে নিষ্ক্রান্ত হইল। ইত্যবসরে সেলিম্ কিঞ্চিৎ সন্দিহান হইয়া চিন্তা করিলেন, "তাইত এ নিবিড় অরণ্যানীতে এত মনুষ্যের সমাগম কেন! তবে কি উহারা সকলে দস্যু, না নরশাদ্দূলরূপে অবতীর্ণ? উহাদের প্রশস্ত বক্ষঃ, বিস্ফারিত নয়নদ্বয়, সুদীর্ঘ কপাল, মাংসপেশী বাহুদ্বয় ও অসি সঞ্চালন দর্শনে বিস্মিত হইতে হয়; বোধ হয় উহাদের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া সুকঠিন। অকস্মাৎ এক সঙ্কেতধ্বনি উত্থিত হইল।

দস্যুরাজ্। দস্যুগণ! দেখিলে ত খোদার মর্জ্জিতে, ফাঁদ পাতিবা-

মাত্র শিকার আপনা আপনি আইসে, দেখ, জেলেখার নিকটে আমাদের শপথগ্রহণ সত্যে পরিণত হইল। এক্ষণে ইহাকে অশ্বোপরি স্থাপন কর। রাজপুত্রকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল,

রে দুর্ম্মতি! "আমাদের কাছে সাহার্য্যপ্রার্থনা—চল চল অগ্রে কালীর কাছে চল! তার পর বুঝা পড়া যাবে।"

দস্যুগণ। জেলেখার খুব নসীবের জোর, মেঘ না চাইতে চাইতে:জল।

দস্যুরাজ। দেখ সেলিম! আমরা কোন দুর্গে উপস্থিত হব—ভয় কি? দেখিবে তথায় কত সুন্দরী কামিনী সুচারুভঙ্গীম দৃষ্টিসহকারে তোমার মন ও প্রাণ দ্রবীভূত করিবে; আর তুমিও তাদের যোবনকুসুমে প্রলুব্ধ হইয়া চিত্তরঞ্জনের প্রয়াস পাইবে। আর কাঁদিও না,জেলেখার সঙ্গে বিবাহ দিব, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর—আমরা সত্বর আসিতেছি, এই বলিয়া সকলে অস্ত্রসংগ্রহার্থে শিবিরে প্রবেশ করিল।

সেলিম। স্বগত—জেলেখা! কোন্ জেলেখা। একি শুনি? ঝিলন পাহাড়ে এক জেলেখা আছে; তবে কি সেই—না কখনই না? কেমনে সেস্থানে সম্ভবে? বোধ হয়,অপর কোন জেলেখা হবে। খোঁদা! খোঁদা! যদি প্রাণের প্রতিমা জেলেখা হয়; এ জীবনও পিতৃরাজ্য প্রাপ্তি ত কোন্ ছার, এখনি হাসি হাসি মুখে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারি। হায় জেলেখা! আমি যার কমলানন অদর্শনে পলকে পলকে মূর্চ্ছা যাইতাম, তুমি কি সেই জেলেখা? জেলেখা! জেলেখা! আইস্ একবার আমার হৃদমাঝারে আবির্ভূত হও। হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী যৌবনোন্মুখী কুমারি! আমি তোমার সেই বিদ্যুৎচ্ছটা দর্শনে পলকে পলকে কেন বৃথা আত্মহারা হইতাম। খোদা! খোদা! আমার নসীব বড়ই মন্দ, হায়! হায়! কেন এস্থানে এসে এ দস্যুকবলে বন্দী হইলাম, শুনেছি

কাপালিকেরা কালীর কাছে বলি দ্যায়—ইহারা কি সেই দস্যুদল? হা পিতঃ! কি করিলে? এমন কঠোর আজ্ঞা প্রদান করিলে, যে চির-জীবনের তরে এ হতভাগ্যের দর্শন লাভ আর ঘটিবে না। বন্ধুবর! এখনি প্রস্তুত হও; আর বাক্য নিঃসৃত হয় না। অদৃষ্টে যা হয় হউক।

বন্ধু। সেলিম্! আইস, তোমার সেই প্রাণাধিকা জেলেখাকে একবার স্মরণ কর। জেলেখা হেন রতন যদি না মিলে এ ধরায়, তবে এ তুচ্ছ প্রাণ কার তরে? সেলিম্! সেলিম্! নিশ্চয়ই সেই জেলেখা, আর এদের বেশভূষা দর্শনে বোধ হয়, যে ইহারা সকলে দস্যু।

সেলিম্। বন্ধু! পিতৃ-আজ্ঞা কি কঠোর, কৈ মাতার অনুনয় সত্ত্বেও পিতা ত কথঞ্চিৎ বিচলিত হইলেন না; তবে কি তাঁর হৃদয় পাষাণনির্ম্মিত? শুনেছি, সন্তানবাৎসল্য প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করে—কৈ ইহার কণামাত্র ত অনুভব হয় না? আমি যে তাঁর একমাত্র সন্তান। হায়! আল্লা! আমি রাজপুত্র হইয়া কিনা জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। কেনই বা নর্ত্তকীদের সনে অসার বিলাসিতায় নিত্য মগ্ন থাকিতাম? কৈ সেই বিলাসপ্রিয়া নর্ত্তকীরা এখন সব কোথায়; আর তাদের ভালবাসাই বা কোন্ স্রোতে ভাসমান? হা পিতঃ! হা খোদা! হা মাতঃ! হা করুণাময়ী জননি! তুমি কি আমার পিতৃ আজ্ঞা রদ করাইতে পারিলে না? হে পুত্রবৎসল-জননি! তোমার সে প্রাণপ্রিয় পুত্র কৈ? আজ যে সে মৃত্যুমুখে দণ্ডায়মান, এখনি কালী তার উষ্ণ রুধির পানে তুষ্টা হইবে?" মা! মা! এই তোমার অভাগা পুত্র চিরকালের নিমিত্ত বিদায় লইল; আর নয়।

বন্ধু। সেলিম্! সেলিম্! অত কাঁদিও না—দস্যুরা আসিলে মহা অনর্থক ঘটিবে। চুপ কর—আইস তোমার চক্ষুজল মুছাইয়া দিই। এই বলিয়া চক্ষুজল মুছাইয়া দিল। দেখ সেলিম! বোধ হয়;

দস্যুরা প্রাণ বিনাশ করিবে না। প্রকৃতিস্থ হও। চুপ! চুপ! দস্যুরা বুঝি অন্তরালে লুক্কায়িত! থাম! থাম! আমার কথা রাখ; এখন খোদাকে মনে মনে ডাক, আর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। কি জানি উহাদের কথায় বিশ্বাস নাই। ঐ না দস্যুরা আসিতেছে হাঁ! হাঁ!

দস্যুরাজ্। ভাইয়া! এ দনোকো আচ্ছি করি ঘোড়কো পিঠমে বাঁধ—বহুৎ দেরী মাৎ কিয়ো এ শিকার লেনেসে জেলেখাকা দে দেও।

দস্যুগণ। যো হুকুম! এই বলিয়া সকলে ঝটিতি প্রস্থান করিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

কালীর বন্দনা।

এ দিকে সায়ংকাল উপস্থিত, দস্যুরা দুর্গমধ্যে প্রত্যাগমন করিয়া কৌতুক প্রসঙ্গে অবগত হইল "যে জেলেখা ও জেরিম, আজ কয়েক দিবস অতীত, পলায়িত।"

দস্যুকামিনী। দোহাই দস্যুরাজ্! আমরা ইহার কিছুই জানি না—একদিন আমি দিলখাই, সিলজাই ও জেলেখাকে সঙ্গে লইয়া ফুলখেলাচ্ছলে জলকেলি করিতে করিতে দেখি, যে জেলেখার বদনে বিষাদের ছায়া পরিস্ফুট; বারম্বার চিত্তবিপর্য্যয় করাইবার প্রয়াস পাইলাম—কিন্তু সবই নিষ্ফল; শেষে স্ব স্ব কক্ষে যাইয়া নিদ্রাভিভূতা; আর সে প্রহরীকে ত দৃষ্ট হয় না—সকলে নেশায় বিভোর ছিলাম। এক্ষণে রামগড় ফটক ভগ্নপ্রায়। নিশ্চয় জানিও, যে ঐ পাপিষ্ঠা জেলেখার কাজ।

দস্যুরাজ। হাঁ তাইত, কোথা গেল তারা? কোথায় পালাইল? এ দিকে, কৈ না? ও বুঝিছ! বুঝেছি! এসব জেলেখার কাজ, এখনি ইচ্ছা হয়, যে সেই চণ্ডালিকার হৃৎপিণ্ডটী উৎপাটনে কালীর পট্টবস্ত্র, রঞ্জিত করিয়া দিই; আর বিবাহের শপথ গ্রহণ, সে কেবল দস্যুস্বভাব-জাত ছলনা মাত্র। সেই শঠতার প্রভাবে আমাদের এযাবৎ কাল বলপুষ্টি। নরশোণিতপায়ী দস্যুরাজের কাছে শঠতা? সেই ক্ষুদ্র-কায় নারীর এত ছল, এত প্রতারণা? দেখি এ বিজন অরণ্যে স্বয়ং ভবানী আসিয়া কিরূপে প্রতিরোধার্থে সমর্থা হয়েন? জেলেখা! জেলেখা! ওরে চণ্ডালি! মৃত্যু! মৃত্যুই অনিবার্য্য। জানেনা যে আমরা শক্তির উপাসক মা ভৈরবী! মা কালভৈরবী! একবার মোদের সহায় হও মা! তুমি। হে চামুণ্ডমালিনী অসুরমর্দ্দিনী মা! তোর বড় সাধের দস্যুপুরী বুঝি আজ টলটলায়মান। মা! তুই রক্তজবার ন্যায় রঞ্জিতপট্টবস্ত্রে ও উষ্ণ নরশোণিতপানে এতই তুষ্ট, যে শত শত নীলোৎপল আনয়নে তোর অভিরুচি হয় না? হে শুম্ভনিশুম্ভ-নাশিনী দশভূজা মা! তুই যখন কালভুজঙ্গীর ন্যায় লোলজিহ্বায়, যখন ছিন্নমস্তার ন্যায় নরমুণ্ড গলে ধারণে গর্ব্বিতা, যখন পৃথ্বী সর্ব্ব-গ্রাসকল্পে হু হুঙ্কার ছাড়িয়া সমগ্র ধরণী সংহারকল্পে উলঙ্গিনী বেশে পাগলিনী প্রায় হইয়া কালভৈরবীর ন্যায় অসুর বিনাশ করিস্; তখন আশুতোষ মেদিনী চূর্ণীকৃত দর্শনে উহা নিবারণার্থে তোর পদতলে শায়িত হয়েন। মা! তোর লোলজিহ্বা সংহার মূর্ত্তির আভাস ও মস্তকে সিন্দূর টিপ্ ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে, দেখিলে নরবলির স্পৃহা আর প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। মা! তুই না আদ্যাশক্তি কাত্যায়নী ও শক্তিরূপবিরাজিনী কৌরবমর্দ্দিনী! তুই কখন বা নীলকণ্ঠকে, কখন বা হাড়মালা গলে ধারণে হর হর বোম্ বোম্ রবে মেদিনী দ্বিখণ্ডিত করিস্। উঃ! এসব ভীষণ! বড়ই ভীষণ। হে পশুপতিপ্রণয়িণি, বিশ্বেশভামিনী!

একবার দস্যুরাজের হৃদে বিরাজমানা হও মা! তুমি। তোর লোলজিহ্বা মুণ্ডমালা, ও অসিসঞ্চালন দর্শনে. দস্যুরাজের হৃৎপিণ্ড অবধি শুষ্ক-প্রায় হয়; ও বেশভূষা দর্শনে আতঙ্কে হৃদয় শিহরিয়া উঠে। মা! তুই বহু দিবস উপবাসী আছিস্, এনেছি তোর তরে আর এক শিকার—দেখি এতে তোর মন উঠে কি না তায়, এই রাজপুত্র সেলিম তাহার নাম, করিব তোর পায় এখনি সমর্পণ; তবে কেন মা! মোর প্রতি এতই অসদয়া। এই বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ও নতজানু হইয়া কালীর বন্দনা শেষ করিল।

দস্যুকামিনী। দস্যুরাজ্! জেলেখার দ্বারা মহা অনর্থক ঘটিল—কত মিষ্টস্বরে বিনাইয়া বিনাইয়া বলিত, যেন পাষাণের উপরিভাগে অমৃতের সঞ্চার হইত। উহার কটাক্ষপাতে দস্যুগণ আকৃষ্ট হইয়া প্রেমপুত্তলিকার ন্যায় খেলা করেন আর কি? সেই পাপীয়সী কাল-রূপী-ভূজঙ্গীর ন্যায় দংশন করিতে উদ্যতা। তুচ্ছ রূপে আকৃষ্ট হইলে দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বাতুলতা মাত্র। আমাদের উদ্দেশ্য কালীপূজা জাহির করা; ইহাতে কালী তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক; বরং রুষ্ট ভাব ধারণ করিবে। এই বলিয়া কালীর কাছে আগমন—কৈ খাঁড়া কোথায় গেল। দস্যুরাজ্! তুমি কি আদৌ দৃষ্টি কর নাই? কে নিলে, দেখ, দেখ, উঃ—উঃ—সর্ব্বনাশ উপস্থিত; তবে কি গুপ্ত-চরেরা সন্ধান পাইয়াছে? না-না—এযে মায়াপুরী—দস্যুপুরী—এস্থানে পিপীলিকা অবধি প্রবিষ্ট হয় না; তবে কিরূপে কালীর খাঁড়া ভূমে পতিত—এই বলিয়া সকলে স্তবস্তুতি আরম্ভ করিল।

দস্যুরাজ্। হাঁ তাইত—কালীর খাঁড়া কোথায় গেল? এ সব কি জেলেখার কাজ? রে কালরূপভুজঙ্গীবেশে দংশনকারিণী পিশাচি! দেখি, তুই কত দম্ভ, কত স্পর্দ্ধা ধরিস্, এই চল্লাম আর নয় এতে প্রাণ যাক্ আর থাক্। দস্যুগণ! তোমরা কি প্রস্তুত আছ?

দস্যুগণ। হাঁ আছি—এক্ষণে সংকেত পাইলে বহির্গত হই। ঘোর প্রতিহিংসা! এখনি দর্শন পাইলে উহাদিগকে খণ্ড বিখণ্ড করিব।

দস্যুরাজ্। তবে চল আর নয়, আমার হৃদয় থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।

এদিকে সাজ সাজ রবে দস্যুরা যুদ্ধের আয়োজন সমাপনে কালীর কাছে বলিদান ও ঘণ্টাধ্বনি করিতে লাগিল। পরদিবস প্রত্যূষে অস্ত্র, মুণ্ডমালা ও বর্ম্ম পরিধানে অশ্বারূঢ় হইয়া লক্ষ্যীকৃত স্থানে উপস্থিত, অর্থাৎ সেই দাবানল সংলগ্ন পর্ব্বত গুহায়; কিন্তু বিধি বাম! দস্যুরা প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া আবার বহু দূর গমনে দেখিল, যে জেলেখা, জেরিম, সন্ন্যাসী ও অপর দুই প্রাণী উচ্ছলিত-বীচিমালা-তাড়িততরণীযোগে নক্ষত্রবেগে পলাইতেছে। কার সাধ্য ধরে; শেষে বিংশ দস্যু প্রতিশোধকল্পে সন্তরণপটু অশ্ব লইয়া নৌকা সমীপে উপস্থিত। সন্ন্যাসীও ত্রিশূলাঘাতে কতকগুলিকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন, ও অবশিষ্ট দস্যুরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়মান ও জলমগ্ন হইল। তীরস্থ দস্যুরা, তদ্দর্শনে দগ্ধপ্রায় হইয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিল। ওদের মহা উদ্বেগের কারণ উপস্থিত। মাঝে মাঝে জনরব প্রচারিত, যে চীন, পারস্য ও ভূটান দেশীয় নরপতিবৃন্দ দস্যুদিগকে উন্মূলিত করিবে। নিদ্রাদেবী নিদ্রাদানে বিরতা; তবে কি সত্যসত্যই রণদুন্দুভি বাজিয়া উঠিবে। বিধাতার লীলা বুঝা ভার—তিনি কাহাকে বা স্বর্গসুখ প্রদান ও কাহাকে বা যমসদনে প্রেরণ করিতেছেন। উহাদের প্রত্যাবর্ত্তনকালে সায়ংকাল উপস্থিত; নক্ষত্ররাজি উদিত হইয়া ক্ষীণ-প্রভায় জগতের আঁধার অল্পশঃ দূরীভূত করিতেছে, বনস্থলী নিস্তব্ধ—কেবল দুরন্তরে ঝিল্লীরব। হিমাংশুমালা বনস্থলীর নিবিড় পল্লবোপরি পরিব্যাপ্ত হইয়া যেন এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিতেছে।

এই সময়ে দস্যুরা সহসা এক কাপালিক পুরোহিতের সাক্ষাৎ

লাভে কথাপ্রসঙ্গে এইরূপ জ্ঞাত হইল, যে সিকিমের প্রান্তসীমায় একদল সন্ন্যাসীর মঠ আছে। তাঁরা প্রতি অমাবস্যায় নরবলি দানে ভৈরবীকে পরিতুষ্ট করেন। তাঁর কৃপাবলে অর্থোপার্জ্জনের পথ সুগম হয়। আজ প্রায় বিশবৎসর গত, অদ্যাবধি কোন অমঙ্গল ঘটে নাই; তবে কি জানি ভবিষ্যতের কথা স্বতন্ত্র।

দস্যুরাজের আত্মকাহিনী উত্থাপনকালে হঠাৎ উহার হস্তস্থিত তরবারি স্খলিত হইয়া ভূমে পতিত হইল। তবে কি কোন আশু বিপদ অবশ্যম্ভাবী, না জোলেখা কর্ত্তৃক কোনরূপ অনিষ্টসাধন সংঘটিত হইবে? এই আশঙ্কায় তিনি কোন গুপ্তমন্ত্রণার প্রার্থী হইলেন।

পুরোহিত। মহাশয়! বিপদকালে শরণাপন্ন হইবেন—যাহা কিছু সাহায্য সম্ভবে—তৎপ্রদানে আমরা কখনই পরাঙ্মুখ হইব না—এমন কি রাজপুত্রগণকে মোহিনীর প্রণয়পাশে আবদ্ধ রাখিয়া, উহাদের চপলতার পথ অবরোধ করাইব। যখন মধুকর পীযূষপানে মত্ততাপ্রযুক্ত জিহ্বা-সঞ্চালন করিবে, তখনই সেই শাণিতনাগপাশদ্বারা হৃদ্‌কমলছেদনে প্রণয়িণীর সরোবরতটে আবদ্ধ রাখিব। মানুষ ত কোন্ ছার—স্বয়ং শচীপতি অবধি সেই রমণীর কটাক্ষপাশ ছেদনে সক্ষম হয়েন না। দেবাঙ্গনারা বা কি সুন্দর—তাঁর যৌবন কুসুমের মৃণালকান্তি এত চিত্তাপহারক ও মর্ম্মস্থলভেদী, যে স্বয়ং ধূর্জ্জটির অবধি চিত্তবিকার জন্মে ও সময়ে সময়ে চৈনিক পরী, স্মরপ্রিয়া ও কাশ্মীরের পদ্মাবতীকে অবধি অধোমুখী হইতে হয়। তাঁর আকুঞ্চিৎ কুন্তলশোভায় অপ্সরী-দিগের সর্পফণীভ্রমে হৃৎকম্প আইসে, সন্ন্যাসীর সেই রাজকন্যাই একমাত্র আশাভরসার স্থল। তাঁর চিত্তবিনোদনার্থে শ্বেতপ্রস্তর আনয়নে সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণে অসঙ্খ্য সৌধাবলীর উপর মেঘানন্দী, সিতিকণ্ঠ ও একদল মাহারাষ্ট্রীয়সঙ্গীতবালিকা স্থাপনে,—কোনস্থানে স্বর্গীয়পক্ষী, শ্বেতপদ্ম, কৃত্রিমস্বর্ণপদ্মনির্ম্মাণ করাইয়া ও নিশীথে আঁধার দূরীকরণার্থে খদ্যোতাবলী

স্থাপনে, ও কৃত্রিম বিলাসপূর্ণকুসুমাগার রচনায়, উহা যেন দ্বিতীয় পারিজাত উদ্যানের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কোথায় বা চিত্রফলকে রতিপতি নায়িকার বক্ষঃস্থল আকর্ষণে বিলাসকক্ষে ঝাঁপাইবার জন্য হস্তপ্রসারণ করিতেছে ; কোথায় বা পবনদেব আলেখ্যে নর্ত্তকীদের বস্ত্র উড়াইয়া সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করাইয়া নায়কদের চিত্তবিকার জন্মাইতেছে, কোথায় বা নায়কেরা প্রেমালিঙ্গন অলাভে প্রলোভনচ্ছলে কত আকাশকুসুম সৃষ্টি করিতেছে ও কেহ বা অনলে ভস্মীভূত হইবার ভয়ে কত উন্মাদকর অনুনয় বিনয় করিতেছে ; আর কোথায় বা নায়িকারা ফুলধনুহস্তে কবরীদোলনে পুরুষরূপপরেশমণিতে প্রেমাসক্ত হইবার উপক্রম করিতেছে। এইরূপে ভাস্করেরা নানা চিত্র নৈপুণ্য প্রদর্শনে বিলাসকক্ষটী কুসুমমঞ্জরীতে সজ্জিত করিলে সৌধাবলীর সৌন্দর্য্যচ্ছটা পরিব্যাপ্ত হইলে পর, ময়ূখমালী তদ্দর্শনে ব্রীড়ায় মেঘমালার উৎসঙ্গে আশ্রয় প্রার্থী হইতেছেন। এত আয়াস স্বীকার করিয়া ঠাকুর তাঁর আশ্রমটী সম্পূর্ণ নিরাপদে রাখিয়াছেন।

দস্যুরা এইরূপে আশ্বস্ত হইয়া যাইতে যাইতে রামগড়ফটকে প্রবিষ্ট হইয়া দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। এখন আবার সেই মধুমাস উপস্থিত।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কাপালিক সম্প্রদায়।

কাপালিকেরা শক্তির প্রতিষ্ঠাতা, উহাদের একমাত্র উপাস্যদেবতা কালীদেবী। পৃথিবী পাপপূর্ণ স্থানবোধে, উহারা শক্তির উপাসনা করে; তাই কালীর এত পক্ষপাতী; কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতে নরবলি অতীব পাপজনক। ইংরাজেরা পৌত্তলিকপূজার বিরোধী; সে কারণে বিজাতীয় রাজন্যবর্গেরা কালীকে রাক্ষসরূপিণী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ও সেই নিমিত্ত দেবীপূজা ক্রমশঃ বঙ্গ হইতে অন্তর্হিত হইতে চলিল।

সন্ন্যাসী। হর! হর! বোম্! বোম্! মা! কিঞ্চিৎ ভিক্ষার প্রার্থী।

সরোজিনী। ঠাকুর কি ভিক্ষা দিব? এই লউন কিঞ্চিৎ চাউল।

সন্ন্যাসী। কি আমাদের সঙ্গে প্রতারণা, এত বড় রাজঅট্টালিকা, যার, তার কিসের অনাটন?

সরোজিনী। না ঠাকুর। আমি অবলা নারী মন্ত্র তন্ত্র কিছুই জানিনা, যোনপুরের সন্নিকটস্থ গ্রামে আমার পিতার বাস। তিনি রাজ উপাধিতে ভূষিত হইয়া বহু ধন ধান্য বিতরণে এযাবৎকাল প্রজাবৃন্দের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছেন। প্রজাবাৎসল্য তাঁর জীবনের মূল মন্ত্রস্বরূপ; এক্ষণে অর্থকৃচ্ছ্রতায় তিনি অশেষকষ্টে নিপতিত। এদিকে দিল্লী হইতে সংবাদ উপস্থিত, যে দুই পক্ষের মধ্যে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা রাজস্ব না পাঠাইলে জমীদারী বরখাস্ত হইবে; আর সপরিবারকে বন্দী হইতে হইবে। ইহা শ্রবণে আমি সাতিশয় উদ্বিগ্না। এদিকে জনরবপ্রচা-

রিত, যে আমার স্বামী বহুবৎসর অতীত আর ইহজগতে নাই। বড়ই আশ্চর্য্য! যে সেই সনন্দটী বাদশাহের হস্তগত হইবে। কেই বা আমার হয়ে সনন্দটী রক্ষা করিবে? আজ প্রায়এক পক্ষ অতীত, কৈ কোন পরিত্রাণের উপায় ত দেখিতেছিনা—এ দুঃসময়ে বিপত্তিভঞ্জন মধুসূদন বিনা দ্বিতীয় বন্ধু আর কে? হে দীনবন্ধু! হে জগতত্রাতঃ! তুমি না অনাথার দৈবসখা? হায়! হায় এখন চতুর্দ্দিকে সর্ব্বনাশবোধে বর্ম্মণ কিনা প্রভূত অর্থলুণ্ঠনে সুরম্য হর্ম্মনির্ম্মাণ করাইতেছেন? আমার স্বামীর অর্থাপহরণে যাঁর এত প্রতিপত্তি, তিনি কি এতদূর কৃতঘ্ন হইবেন? আর অল্প দিন মাত্র বাকি আছে; ঠাকুর! আপনি ইহার কোন উপায়-বিধানে যত্নবান হউন।

ঠাকুর। আচ্ছা মা! দেখা যাবে, এক্ষণে আসি, এই বলিয়া বেলা অত্যধিকবোধে কিঞ্চিৎ তণ্ডুল লইয়া তথাহইতে অন্তর্হিত হইলেন।

স। ঝি! ঝি! এখনি বর্ম্মণকে ডাক, এত বড় জমীদারীর উচ্ছেদ সাধন হবে—না তা কখনই হবে না, দেখি এটী রক্ষা করিতে পারি কিনা?

ঝি। আচ্ছা রাণী মা! এখনি চল্লাম।

এদিকে বর্ম্মণ ঝির সঙ্গে উপস্থিত হইয়া সরোজিনীকে কত সান্ত্বনয়ে জানাইলেন। বর্ম্মণ যেন ইহার বিন্দুমাত্র অবগত নহেন। সরোজিনী দীপ হস্তে ত্রস্তা ও শ্বেতবসনাবৃতা হইয়া ঋজু বক্র সিঁড়ি অতিক্রমণে সদ্য প্রস্ফুটিত স্থলপদ্মশোভায় শোভায়মানা হইয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন। তাঁর অঙ্গে নব সৌন্দর্য্য ক্রীড়া করিতেছে; উভয়ের মনোভাব ও নয়ন-ভঙ্গী স্বতন্ত্র। এইবার ধূর্ত্তের চাতুরী প্রকাশ। তিনি ভাবেন, যদিও সাধারণ রাজাপেক্ষা তাঁর ধনদৌলত অনেক বেশী; তথাপি লাবণ্যবতী যেন কণ্টকস্বরূপ। এ হেন রূপসী ষোড়শী নারী যেন যৌবনের পূর্ণজুয়েল স্বরূপ। তাঁর স্বামী মনে ধরে না; সেই জন্যই ত এত ঘ্যান ঘ্যানানী;

আর কেবল অর্থে লালসা মিটে না—লালসার রাজ্য ভিন্ন ; উহার রীতি নীতি এবং আচার পদ্ধতিও বিভিন্ন। লাবণ্যের ভাগ্যদেবী বড়ই নিঠুরা। বর্ম্মণের অত্যাচারে প্রজাবৃন্দ জর্জ্জরিত প্রায়, সিপাহীরা শঙ্কিত, প্রতিবেশিনীরা ভয়ে কম্পমানা ; কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! ভয়-প্রদর্শনকারী বীরপুরুষ স্ত্রীর নিকটে কেন সদা শান্তভাব ধারণ করেন ? লাবণ্যবতী অর্থগৃধ্নু নাগরাপেক্ষা রসিক নাগর চান, কলহপ্রিয়া লাবণ্যবতী তোষামোদপ্রিয়া ও ধৈর্য্যশীলা। সেই ধনাভিমানী বর্ম্মণনামত্যাগী বীরেন্দ্রসিং স্ত্রীর দর্শন অসহ্যবোধে গ্রামস্থ বন্ধুর বাটীতে রাজকর্ম্মাদি নির্ব্বাহ করেন।

সরোজিনী। এই দেখুন শিলমোহর সংযুক্ত পত্র। বীরেন্দ্র পত্রপাঠে অবগত হইয়া ভাবিলেন, যে এত অল্প সময়ের মধ্যে কি উপায়ে অর্থসংগ্রহ করিবেন। প্রজারা শস্য অজন্মাহেতু আজ প্রায় দুই বৎসর খাজনা দেয় নাই। রামপাঁড়ে, লছমনসিং, কালীকুমার, হরিসিং ও কিঙ্করসিং সকলেই একযোটে হাঁকাইয়া দেয় ও বলে, “তুমি কে ? রাণীর স্বাক্ষর ব্যতিত আমরা অন্য কাহাকে খাজনা দিতে নারাজ।”

বর্ম্মণ। আমার শরীর বড়ই অসুস্থ, অদ্য কোন ক্রমেই জমীদারীতে রহনা হইতে পারিব না,তিনি এক্ষণে মৃদু মৃদু স্বরে বলিলেন,“হে দেবি ! আমি আপনাকে যথেষ্ট স্নেহ ও সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকি—আপনি সেই বলেন্দ্র সিংহের ভার্য্যা—তাঁর কৃপায় আমার সৌভাগ্যরবি গগনে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান—আপনাদের সুখদুঃখে আমার সুখদুঃখ বিজড়িত। এক আকাশে যেমন চন্দ্রসূর্য্যের উদয় সম্ভবে,একবৃন্তে যেমন দুটী পুষ্পের উৎপত্তি, যেমন ছায়া ও রৌদ্রের সম্মিলন একত্রে সঙ্ঘটিত হয় ; তদ্রূপ আমার নিকট হইতে স্নেহ, যত্ন ও স্বামীর ন্যায় ভালবাসা সমভাবে প্রত্যাশা করিতে পারেন। এক্ষণে সময় অতীব

সংক্ষেপ, আর সনন্দটী বজায় করা বড়ই সুকঠিন। আপনি এক কাজ করিলে সর্ব্বদিক্ বজায় থাকে।" এই বলিয়া নিস্তব্ধ।

সরোজিনী। কেন, আপনি যে নিস্তব্ধ—এক্ষণে যা ভাল হয় করুন। এইবার ধূর্ত্তের চাতুরী ও ছল, ইহা প্রয়োগে তিনি আজন্মকাল অর্থোপার্জ্জনের পথ সুগম করিয়া আসিতেছেন।'

বীরেন্দ্র। তবে আপনি আপাততঃ আমার বাটীতে বাস করুন না কেন; ইত্যবসরে এ বাটীর পাট্টা বন্ধক দিয়া সনন্দটী বজায় রাখিতে সচেষ্ট হইব। এতদ্ব্যতিরেকে জমীদারীর সংরক্ষণে বড়ই শক্ত সমস্যা। ইত্যবসরে বীরেন্দ্রসিং কল্পনাস্রোতে ভাসমান হইয়া ধনুকে টঙ্কার দিতেছেন, এ সুযোগ ছাড়িলে তাঁর আশালতা সমূলে বিনষ্ট হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জেরিমের সংবাদ প্রচার।

এদিকে জেলেখাও জেরিম দস্যুদিগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভানন্তর ট্যাস্গঙ্গ গ্রামে ললিতা ও সন্ন্যাসীসহ উপস্থিত।

সন্ন্যাসী। দেখ জেরিম! আমি জেলেখা,ললিতা ও তাহার পুত্রটীকে লইয়া বড়ই উৎকণ্ঠিত। বহুদিবস হইতে তপোজপের ব্যাঘাত ঘটিতেছে, তুমি কিছু খাদ্যদ্রব্য আহরণ করণানন্তর উহাদের লইয়া গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে প্রদক্ষিণকর।

জেরিম। যে আজ্ঞা প্রভুর! তবে সর্ব্বাগ্রে চতুর্দ্দিকে সংবাদ প্রচার করি।

স। আচ্ছা তাহাই কর।

এই আদেশ শ্রবণে, জেরিম কত গ্রাম নগর পার হইয়া গয়াজেলা-স্থিত কোন নগরে উপস্থিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসীর কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বোধ হয়, তিনি যৌবনে পদার্পণ মাত্র ভিক্ষার ঝুলিটী ধারণ করিয়াছেন। কোন কোন কামিনীরা কৌতুকচ্ছলে হস্ত প্রসারণে জানান—"হে ঠাকুর! আমার কয় ছেলে"? ইত্যবসরে শৈবলিনী—সরোজিনীর কন্যা বালিকাসুলভ-চপলতায় বলিল, "ঠাকুর! আমার হাত দেখনা"। জেরিম কথঞ্চিৎ মনোলৌল্যসংযত করিয়া বলিলেন—"হাঁ! তোমার বেশ টুকটুকে বর হবে।" ইহা শ্রবণে বালিকার মনে এক প্রকার চিন্তা উদিত হইল; আর বালিকার রূপচ্ছটা ক্রমশঃ সন্ন্যাসীর চিত্ত অধিকার করিল। সরোজিনী বহুক্ষণ কন্যার অদর্শনে বিরক্তি সহকারে বলিলেন "কেন তুই কি ঠাকুরকে বিবাহ করিবি না কি?" এক বৃদ্ধা বলিলেন, "আহা! মেয়েটা সন্ন্যাসীকে দেখিয়া অবধি শুষ্কলতার ন্যায় হইতেছে।"

সরোজিনী। দেখুন খুড়ীমা! সন্ন্যাসীকে দেখে অবধি মেয়েটা যেন কত কি ভাবে। সন্ন্যাসী দেবসেনাপতির ন্যায় রূপে ও চারুভঙ্গিম দৃষ্টি সহকারে মন্ত্র উচ্চারণ করিলে, কোন ছদ্মবেশধারী রাজপুত্র বলিয়া মনে হয়। আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা যে এইরূপ একটী জামাতা করি।

বৃদ্ধা। হাঁ! আমার ও তাই ইচ্ছা।

সরো। ঠাকুর! তুমি কি আজন্ম সন্ন্যাসী?

জেরিম। মা! আমি আজ প্রায় চারি বৎসর গত, এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া পূর্ণানন্দে ফলমূলাহার করি। লালসা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন করিতে পারে নাই ও সাংসারিক লোকের সমাগমে মনের ভাব পরিবর্ত্তন ঘটে; সেই কারণেই গুরুদেব কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে তিরস্কৃত হই। সঙ্গীরা জেরিম নামে ডাকে, আমার প্রকৃত নাম নরেন্দ্র কিশোর।

এদিকে সায়ংকাল উপস্থিত—সকলেই গমনোদ্যত; সন্ন্যাসী আশীষ করিলেন; কিন্তু এক একবার সতৃষ্ণ নয়নে শৈবলিনীর স্ফুটন্ত কমলানন নিরীক্ষণে অন্তরে শেলেসম আসক্তিতে বিদ্ধ হইলেন।

বালিকা। "ঠাকুর কাল অনেক গোলাপ, টগর, যূঁই আনিয়া দিব। এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। পরদিন গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা আবার তথায় আসিয়া উপস্থিত।

নরেন্দ্র। দেখুন, জোলেখা, ললিতা ও তাঁর পুত্রটী গুরুদেবের নিকট আছে।

সরো। অ্যাঁ ললিতা! আমার ভ্রাতৃজায়া ললিতা—আজ বৎসরাবধি কোন সংবাদ পাই নাই—তবে কোন্ ললিতা ঠাকুর! ললিতা কে?

নরেন্দ্র। তাঁর স্বামীকে আমার গুরুদেব বহু শুশ্রূষা সত্ত্বেও বাঁচাইতে সক্ষম হন নাই।

সরোজিনী। ঠাকুর! ললিতার বয়স কত ও কিরূপ আকৃতি?

নরেন্দ্র। কেন, তার রঙ দুধে আলতাগোলা—বয়স বাইশ কি তেয়িশ।

স। আপনার গুরুদেব কিরূপে তাঁদের দর্শন পাইলেন।

ন। আমরা জেলেখাকে লইয়া নদীতটে উপস্থিত হইলে, তাঁহারা প্রবল ঝটিকাঘাতে জলমগ্ন হইলেন; তদ্দর্শনে গুরুদেব উঁহাদিগকে বহুকষ্টে জল হইতে উত্তোলন করিয়াও রোহিতেশ্বরকে বাঁচাইতে পারিলেন না। গুরুর তপোজপে ব্যাঘাত ঘটে, তাই গ্রামে গ্রামে সংবাদ প্রচার করিতেছি, বলুন ইহাদের মধ্যে আপনাদের কেহ পরিচিত আছেন কিনা? এই কথা শ্রবণে সরোজিনী আর অশ্রুবেগ চাপিতে পারিলেন না।

স। তার পর তার পর।

ন। আমিত সব বলিয়াছি—এক্ষণে চল্লাম ও আমার গুরুর এই প্রকার আদেশ।

স। ঠাকুর! ললিতা যে ভ্রাতৃজায়া—আর তার পুত্রটী আমার বাপের বংশধর ও জলপিণ্ডের একমাত্র স্থল।" দোহাই ঠাকুর! আর কয়েক-দিবস অপেক্ষা করুন। দেখিবেন যেন অন্তর্হিত হইবেন না।" আমি যোনপুরে এখনি পত্র পাঠাইতেছি। এখন চলিলাম।

নরেন্দ্র। স্বগত—হে ভগবান্! আপনার সবই ইচ্ছা—কোথায় উপাসনা করিব, না বালিকাকে দর্শনমাত্র আমার চিত্তবিকার জন্মাইল। গুরুদেব ত ঠিক বলিয়াছেন, যে আমি এখনও সম্পূর্ণ ত্যাগী হইতে পারি নাই। কি অদ্ভুত ব্যাপার! বালিকার মোহিনী-শক্তিতে আমার সর্ব্বকর্ম্ম পণ্ডপ্রায়। ইষ্টদেবের উপাসনারস্থলে বালি-কার ধ্যান স্মরণ হয়। হায়! হায়! সন্ন্যাসী হইয়া এত চাঞ্চল্য দেখাইলে সকলে অবজ্ঞা করিবে, আবার সেই শৈবলিনীর ধ্যান—বড় ইচ্ছা হয়, যে উহাকে হৃদ্‌মাঝারে ধারণ করিয়া শরীরের সর্ব্বজ্বালা জুড়াই। হায় ভগবান! এমন দিন কি কখন আসিবে? যদি আইসে; নিশ্চয় জানিব, যে ঈশ্বর বর্ত্তমান, এই বলিয়া আবার ধ্যানমগ্ন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ঝির কূটমন্ত্রণা ও সরোজিনীর যাত্রা।

এদিকে সরোজিনী দীপমালা হস্তে ভয়চকিতনেত্রে শ্বেত-বসনাবৃত হইয়া সদ্য প্রস্ফুটিত স্থলপদ্মের ন্যায় শোভায় উপরে গমন করিতে করিতে ভাবিলেন, যেহেতু স্বামী আর ইহ জগতে নাই; তবে এত তেজ, দম্ভ; আর কাহার উপর—উনি পরের ছেলে—এক্ষণে তোষামোদ করাই সৎযুক্তি, এই বলিয়া জলযোগের আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন।

ইত্যবসরে ঝি বীরেন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গোপনে নানা কৌশল উদ্ভাবিত করিল—ও অর্থলুব্ধা হইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাষায় প্রেমের কথা ব্যক্ত করিয়া সরোজিনীর চিত্তবিকার জন্মাইতে চেষ্টা পাইল। রাজার অবর্ত্তমানে রাজ্যের ক্ষতি হয় না সত্য; কিন্তু বিনয়ই কার্য্যসিদ্ধির একমাত্র উপায়; বীরেন্দ্র সিং আপনার স্বামীর প্রাণের বন্ধু—সেই বন্ধুর দ্বারা অনেক অসাধ্য সাধন সম্ভবে? নিশ্চয়ই উহাকে পদতাড়নে দূরে নিক্ষেপ দ্বারা উচিত নহে। সুরভিকুসুম মস্তকে রাখিবার উপযুক্ত—উহা চরণে দলন করিবার কখনই যোগ্য নয়—আর পিতামাতা সন্তানদিগের জন্মদাতা; কিন্তু রাজাই প্রজাদিগের রক্ষাকর্ত্তাস্বরূপ—"রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ।" এক্ষণে প্রজাবৎসল হওয়া বিধেয়। প্রজারঞ্জনের দ্বারা প্রজাবর্গকে বশীকৃত করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে যোগ্য কর্ণধার হওয়া অভিলষিত। আপনি রাজরাণী, সংসারে আপনাকে কতরকম দেখিতে ও শুনিতে হইবে; লজ্জা কি—তিনিই আপনার প্রজার ন্যায়—সত্য সত্যই কি বাদশাহ সনন্দটা কাড়িয়া লইবেন—না—আমি থাকিতে কখনই তাহা হইবে না। অদ্য রাত্রিতে কাগজপত্র দেখান। আর দেখুন—ভোগ লালসা সুকৃতির উপর নির্ভর করে—কেহ বা উদরের জ্বালায় হা অন্ন হা অন্ন বলিয়া ক্রন্দনে ধরাতল সিক্ত করিতেছে; আর কেহ বা রূপসী নর্ত্তকীদের অঙ্গভঙ্গীসহকৃত নৃত্যগীতাদি দ্বারা এবং মেনকা ও তিলোত্তমার ন্যায় অপ্সরীর সনে প্রেম বিলাইয়া জীবনকে ধন্য করিয়া তুলিতেছে—তাই বলি আয়ও সুখ ছাড়িয়া ভবিষ্যৎ সুখ কামনা করা অতীব মূঢ়ের কার্য্য। বিশ্বপতি কোন বস্তুকে দোষশূন্য করেন না সত্য—পদ্ম ও গোলাপ কণ্টকেপূর্ণ, ময়ূরের পদ দেহের অযোগ্য; কিন্তু রাণীমা! আপনাতে কোন দোষ দৃষ্ট হয় না। মানুষের যা কিছু প্রার্থনীয়—তাহার বিন্দুমাত্র আপনাতে অপ্রতুল নাই—সেই সুখের অংশভাগিনী হওয়া কি কম

সৌভাগ্যের কথা—মানুষের প্রার্থনীয় অমূল্যনিধি প্রেম। জীবন বিনিময়ে সেই সুখের আশলতা যদি পরিবর্দ্ধিত না হয়; তবে জীবন ধারণেই বা কি ফল? "আচ্ছা রাণীমা! বর্ম্মণ মহাশয়কে কি পছন্দ হয় না?" এই বলিয়া ঝি হাসিতে লাগিল।

সরো। আঃ মলো যা! স্বামীর সঙ্গে বর্ম্মণের তুলনা?

ঝি। কেন, কিসে নয়—আপনার স্বামীর অপেক্ষা সুন্দর; আর গঠনে, বোধ হয়, যেন সাক্ষাৎ দেবসেনাপতি ফুলধনু লইয়া যৌবন রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছেন। আচ্ছা রাণীমা! ঠিক বলুন দেখি;

সরো। হাঁ সত্য বটে—তবে যার যা—তার তাই ভাল ছিঃ ওসব কথা আর মুখে আনিস্ না, পাড়ার লোকে নিন্দা করিবে। তুই ঝি!—ঝির ন্যায় থাক্—তোর ও সব কথায় কাজ কি?

এদিকে ঝি গোপনে বর্ম্মণের কাছে বলিল—আর বর্ম্মণ ও আনন্দোৎফুল্ল—যেন মেঘ না চাইতে চাইতে জল—কোথায় বা কি; কিন্তু কল্পনাবলে কত অমরাবতীর সৃষ্টি হইল। পুরুষের বিবেকানুসারে ধারণা—যেমন পিপাসার্ত্ত মৃগ উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমে আসিয়া পিপাসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে; কামান্ধ ব্যক্তির অবস্থা ও তদ্রূপ। পুরুষের ভ্রান্তধারণা, যে স্ত্রীজাতি পুরুষ দর্শনেই প্রণয়সক্তা হয়েন; তাহা হইলে পদ্মিনীর ইতিবৃত্ত আলাউদ্দিনের নিকটে ভিন্নরূপ ধারণ করিত, মেহের উন্নিষার বিষয় প্রথমাবস্থায় সেলিমের নিকটে ভিন্নরূপে বর্ণিত হইত; আর যোধাবায়ের ইতিহাস নরশ্রেষ্ঠ আকবরের সমীপে স্বতন্ত্ররূপে লিখিত হইত। ইহা সত্য বটে, যে প্রণয়পাশ স্ত্রীজাতির ব্রহ্মাস্ত্র—সেই অস্ত্রের প্রভাবেই কি পুরুষের অস্থিপঞ্জর চূর্ণীকৃত হয় ও শেষে তিনি আয়ুষ্কাল সংক্ষিপ্ত করিয়া অকালে কালসমুদ্রে ডুবিতে চাহেন। মানুষের স্বাধীন বুদ্ধি উন্নতি ও অবনতি উভয়েরই হেতু; একপক্ষে

মানুষ যেমন ভক্তির ও পূজার সামগ্রী; অপর পক্ষে তদ্রূপ ঘৃণার ও অরুচির বিষয়। উহার হৃদয়ে যেমন অতি মহৎ অপার্থিব মনোবৃত্তি সমূহ বিদ্যমান; তদ্রূপ তথায় অতি জঘন্য ইন্দ্রিয়তৎপরতা ও নীচতার অভাব নাই। মানুষ যদি বুদ্ধিমান হয়; তবে নির্ব্বোধ কে? কোন্ জন্তু স্বেচ্ছায় নিয়ম অবহেলনে মনের সুখ বিনষ্ট করে? কোন্ ইতরপ্রাণী আয়ুঃ সংক্ষিপ্ত করিয়া কালসমুদ্রে ডুবিতে যায়? মানুষের ন্যায় ভ্রমপরায়ণ জীব আর কোথায়? এখন অন্তঃকুটিল বর্ম্মণের নয়নে এক প্রকার দুষ্টভাব প্রকাশ পাইতেছে আহা! ধূর্ত্তের চাতুরী বড়— তাঁর ইচ্ছা যে তিনি সরোজিনীর প্রেমে বাধা থাকিবেন। তাঁর অন্তরে সুখ নাই —তাই ষড়যন্ত্রের পক্ষপাতী; কিন্তু সবই নিস্ফল; তথাপি তিনি সাহসে ভর করিয়া ও ঝিকে অর্থে প্রলুব্ধা করিয়া সরোজিনীর নিকটে পাঠাইলেন।

বর্ম্মণ। স্বগত—তাইত কিরূপে সরোজিনীকে হস্তগত করিয়া হৃদয়ের অনন্তজ্বালা জুড়াব; এইরূপ দুশ্চিন্তায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন; ইত্যবসরে বর্ম্মণ আহূত হইয়া সরোজিনীর সমীপে উপস্থিত হইলেন।

সরো। মহাশয়! বাবা সম্প্রতি মৃত। তিনি জীবিত থাকিলে যাও বা কিছু উপায় স্থিরীকৃত হইত; এক্ষণে আপনাকে এই জমীদারী রক্ষা করিতে হইবে। যেরূপে হউক না কেন, আমার মান বাঁচান। বর্ম্মণ কুটিলতা প্রদর্শনে বলিলেন—"দেখুন জগৎসিং এখন তরুণ বয়স্ক; আর শৈবলিনী কিশোরী—আমি ব্যতিরেকে উহাদের স্নেহ ও যত্ন প্রদর্শন করিবার আর কেহই নাই। আপনি স্বচ্ছন্দে আমার বাটীতে গিয়া বাস করুন। লাবণ্যবতীর দৌরাত্ম্যে আমার বাটীতে অবস্থান করা দুঃসাধ্য; গৃহে প্রবেশ মাত্র কোঁমর বাধিয়া কলহে প্রবৃত্তা হয়েন; যা কেবল আপনাদের মুখ চাহিয়া সেই কষ্ট দূর করি। অবিলম্বে ঝির সঙ্গে যাত্রা করুন,' সর্ব্বদিক বজায় থাকিবে; নতুবা আমার

দ্বারা কোন সাহায্য সম্ভবে না। আহা! বিপদ কখন একাকী আইসেন।—সরোজিনী গমনোদ্যতা; এমন সময়ে কতিপয় সিপাহী কৃতাঞ্জলিপুটে জানাইলেন—"রাণী মা তোরা সব কোথা যাইতেছিস্? কেন এ দেশে রাজা নাই বলিয়া কি ধর্ম্ম নাই। আমরা কি কখন নিমক খাই নাই; না আমাদের ধমনীতে উষ্ণ শোণিত প্রবাহিত হয় না—বল মা! বল, এখন কি করিলে তোদের ভাল হয়?

রাণী মা। দেখ বাছা! আমি নিঃসহায়া স্ত্রীলোক, এই দুই অপোগণ্ড শিশু আমার সঙ্গে; একদিকে দরিদ্র দশা ভ্রূকুটি করিতেছে; অপরদিকে সনন্দটী রক্ষা করা আবশ্যক। হায়—হায়—অবস্থার কতই না পরিবর্ত্তন! দেখ, এই অট্টালিকা, দুর্গ ও প্রজারা রহিল—এই চাবিটী লও; আর লক্ষ্মীনারায়ণের সেবার যেন কোন ত্রুটি না হয়। জগৎ-সিংহের বিষয় মাঝে মাঝে খবর লইও। এই বলিয়া শিবিকারোহণে বর্ম্মণের বাটীতে উপস্থিত। লীলাবতীও যথেষ্ট সমাদর করিতে করিতে বলিলেন, "রাণীমাতা! আপনিই আমার মাতৃস্বরূপা, এ সব আপনার সম্পত্তি—আপনার স্বামীর কৃপায় আমি এত অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী; আর আমাদের পর ভাবিবেন না"—এই বলিয়া প্রণাম করিলেন।

আহা! ধূর্ত্তের চাতুরী বড়—লম্পটের স্পৃহা যেন অল্পে অল্পে দ্বিগুণ বেগে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিতেছে। সেই বর্ম্মণ এক্ষণে কুটিলতাপূর্ণ বীরেন্দ্র সিং। ছিলেন উমানাথ বর্ম্মণ, ধনমদে গর্ব্বিত হইয়া এক্ষণে বীরেন্দ্র সিং নাম ধারণ করিয়াছেন।" লক্ষ্মীর বরযাত্র সকলেই। এইবার দলিলখানি নিজহস্তে রাখিয়া পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা পাঠাইবার ছলে জানাইলেন, যে সনন্দটী এক্ষণে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

এখন সুরাপানোন্মত্ত বীরেন্দ্র সিংহ রাজপ্রাসাদোপরি তাম্রকূট সেবনে বারবিলাসিনী ও বন্ধুবর্গের সনে নিত্য রঙ্গরস উপভোগ করেন।

হায় রে ইন্দ্রিয় লালসা! ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে কি এই অলীক সুখ সারমেয়রূপ মানুষকে অনুধাবন করে? ক্ষণিক সুখকামনায় মনুষ্যজাতি পারমার্থিক সুখ পদদলিত করে কেন? সুখ দ্বিবিধ—শান্তি আর মুক্তি মুক্তির পথ বহুল কণ্টকপূর্ণ। তস্করেরা ধনরত্ন অপহরণে সুখানুভব করে—ধার্ম্মিক লোক দান ধ্যান ও যজ্ঞাদি দ্বারা আত্মার বিশুদ্ধি আনয়ন করে। বীরেন্দ্রসিং মুক্তির কামনা করেন না। তিনি শান্তির প্রয়াসী। লাবণ্যবতী এখন আর স্বামীর মুখ দেখিতে পান না। তাঁর যা কিছু আস্ফালন, সে কেবল বীরেন্দ্রকে লইয়া। সারমেয়রূপ মনুষ্যকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত। বাইজীদের অঙ্গক্রীড়া ও বাক্যচ্ছটা; আর বন্ধুবর্গের বাক্যরসে পরিপ্লুত বীরেন্দ্রের অন্তর হইতে লাবণ্যের মূর্ত্তি অপসারিত প্রায়। কোন কোন বন্ধু জানাইতেছে যে, "এক নিঃস্ব ব্রাহ্মণের ভার্য্যা আছে; আর সতীশসিংহের বিধবা ভগ্নী যেন লক্ষ্মীস্বরূপা—আহা! রূপে যেন পদ্মাবতী, বিলাসিতায় যেন কাশ্মীর নর্ত্তকী; আর হাবভাবে যেন গুজরাট বিলাসিনী—সেই চাপলাক্ষীকে যদি বিলাসকক্ষে স্থাপন করিতে চান ত বলুন, এখনি প্রলোভনজাল বিস্তারে বশীভূত করিয়া তদীয় ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক চিরবিশ্বস্ত বন্ধুর কার্য্য সম্পাদনে জীবন সার্থক করি। আর রজতকুমারী ত আমার আয়ত্তে—তাঁর স্বামী বিভূতিভূষণসিং—বেশ একজন কর্ম্মীপুরুষ, নবাব মহলে তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। তিনি দেওয়ান—এখন তাঁর সর্ব্বদিকে বৃহস্পতির দশা—স্ত্রী যেমন সুরূপা ও রসিকা; তাঁর মাতা সুহাসিনী ও তদ্রূপ কলহপ্রিয়া। তাঁর একান্ত ইচ্ছা যে জামাই বর্ম্মণের নিকটে চাকরী গ্রহণ করুক।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বন্ধুর ষড়যন্ত্র।

এদিকে বর্ম্মণের অনুরোধে বন্ধু সুহাসিনীর বাটীতে উপস্থিত।

বর্ম্মণের বন্ধু। দিদিমা! আমি এসেছি।

সু। বস বাছা! আহা! রজতের বড় কষ্ট—আহা মরি যেন প্রস্ফুটনোন্মুখ স্থলপদ্মটী ষোলকলা পূর্ণ যৌবনে ইহাকে একাকিনী ফেলিয়া কি না মুর্শিদাবাদে নবাবের কাজে ব্যস্ত। পত্র লিখিলেই কাজের ঝঞ্চাট বলিয়া কাটাইয়া দেন—এমন স্ফুটন্ত যৌবন যদি বৃথা যায়—বিবাহে কি প্রয়োজন ছিল? আহা! পূর্ণিমার চাঁদের উপর যেন মেঘের আবরণ। আহা! বীরেন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ হইলে উহার দাস-দাসীর অভাব ঘুচিত; আর তিনিও রজতকে একদণ্ড চক্ষুর অন্তরালে রাখিতে পারিতেন না। রজতের আর লাবণ্যবতীর রূপে আসমান জমীর তফাৎ। নবাবদের নবাবী কাণ্ড—উহাদের হ্যারেমে অগণিত পূর্ণযুবতী সুধা ও সুরাপাত্র হস্তে দণ্ডায়মানা। সকলেই বলে, "নবাব সাহেব! তোমায় আমরা অন্তরে অন্তরে ভালবাসি, তুমি যেন মোদের পূর্ণশশী, আমরা যেন স্ফুটন্ত ফুল, তুমি যেন সোহাগের বুলবুল" বাবা! ও সব নারীর সুদৃঢ় প্রেমপাশ ছেদন করা কি পুরুষের পক্ষে সম্ভব? একে তরুণবয়স্কা, তায় যবনী—প্রেম বিতরণে সকলের অগ্রণী; আর নবাব ও অক্লিষ্ট হইয়া উহাদের প্রেমফাঁসে আবদ্ধ হয়েন। তাই বলি নবাবীকাণ্ড এক বীভৎস কাণ্ড; কখন বা কামিনীরা রঙ্গরসে গা-ভাসাইয়া দেয়, কেহ বা হৃদাকাশে জ্যোৎস্নাচ্ছটা বিকীর্ণ করে. এ সব দেখে শুনে জামাই কখনই চিত্তসংযমী নহে; ইতিমধ্যে নিধে পাগলা—পত্র লইয়া উপস্থিত।

সুহা। হাঁ,হাঁ,আমার মেয়ের কথা আর মনে পড়িবে কেন? আমিত জানি, নবাবের হ্যারেমে গেলে কত রকম উপদ্রব বাড়ে। শাশুড়ী ত কোন্ ছার, বাবুর বড় মানষি আর দেখে কে? কত মাসী, মেসো জেঠাই, খুড়ী, বোন—কে না আছে—সে সব শুনিলেই মূর্চ্ছা আইসে, দেখত রজত! কি লিখেছে? আহা! একে, কি পর্য্যন্ত না কষ্ট দিতেছে?

এদিকে বিধুবতী তাঁর কন্যাকে পাঠাইয়া দিলেন—“দেখ্ ত মা! কিসের গোল, সকলের কুৎসা করা ও পরের সর্ব্বনাশ দর্শনে আমাদের আনন্দ হয়। দেখিস্ মা—খুব সাবধান।”

সুধাবতী। দেখ্! আমি কি তোর মিছামিছি অন্নধ্বংসালাম, জানিস না ইন্দুমতী ঈর্ষায় বলে, “সে গহনায় প্রথম; আর আমি দ্বিতীয়।”

বিধু। হাঁ মা! তুই আমার পেটের মেয়ে বটে।

ইন্দুমতী। দেখ সুধী! আমার হিংসা ঢের বেশী; তবে তোর মত এত বাহারচাল জানি না। কেহ আমাদের ভাতারকে নীলকুটীর সর্দ্দার ও টেটীবাজারের রুশন বিক্রেতা বলিয়া নির্দ্দেশ করে। আমি শশুর বাড়ীতে লুচী খাই, তবে এতে গরব না হবে কেন? ভাই!

সোধোর মা। অঃ ইন্দুমতী! কালে কালে কি হল রে। দেখ, তোর ভাতার পূজা উপলক্ষে শশুর শাশুড়ীকে কাপড় দেয় না; আর মুখ নাড়িস্ না—আমার এত অসঙ্গত সহ্য হয় না। ঐ যে লাবণ্যবতী উহাকে খোসামোদ করিলেই এক ঝোড়া সন্দেশ লাভ হয়, আমি খোসামোদে নারাজ; তাই সকলের সঙ্গে বনে না। এখন চল্লাম।

এদিকে সুহাসিনী নিধেকে সুধাইতেছে—কেন জামাইয়ের চাকরীর কি গোলযোগ, কেন সাহেব ত খুব খুসী, বাবু বলিতে অজ্ঞান; তবে আর গোল কি? আহা! নিধে, বেশ দোষে গুণে মানুষ, জাতে

সদ্‌গোপ, তবে পৃষ্ঠের স্থানে স্থানে গর্ত্ত আছে ও কিছু ফারসি জানে. নিধের গুণ এই যে, নাম বলিবার সময় দাস কখনই বলিবে না—নিধেদের দেশের পদ্ধতি ভাল, যাহার খায়, তার সর্ব্বনাশ করে; তবে হাড় পাগলা ও পরের ছিদ্রান্বেষণে ব্যস্ত। ওটা ওদের বংশগত গুণ—তবে নিধের উহা না থাকিবে কেন? সুহাসিনী কাজের গোল শুনিয়া হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন। যখন দিতে পারিতাম, তখন মান্য পাইতাম। এখন কোথাকার কে? বেটা যেন হারামের ছুরী—গেঁটে গেঁটে নষ্টামি বুদ্ধি, প্রাণে সক্ নাই, ঐ দেখনা কেন, সুধীর বর বার টাকা মাহিনায় কেমন চাপা বড় মানসী করে। কেমন বাছা! বীরেন্দ্র বাবু কি জামায়ের একটী চাকরী করিয়া দিবেন না—বোলোত ভাল করে।

বন্ধু। হাঁ, আমি আপনার কথা বলিব, আর রজতের সমস্ত দুঃখ জানাইব—বাবু খুব দয়ালু। উনি যাকে তাকে প্রতিপালনেচ্ছু. আর রজতের স্বামী আমাদের লোক, ওর দাবী অগ্রে। এখন আসি মা!

সুহা। এস বাছা! এস, ভালকরে বোলো, দেখো ভুলিও না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সরোজিনীর মন্ত্রণা প্রদান ও শরতের আক্ষেপ।

এদিকে লাবণ্যবতীর অট্টালিকায় মহা ধূমধাম, যা এক কষ্ট স্বামী গৃহে আইসেন না; আর যদি বা আইসেন, কখন বা রাণীমাতার হুকুম ও বন্ধুর বাটীতে বিপদ উপস্থিত, এই সব অছিলায় পলাইয়া যান।

সরোজিনী। দেখ মা লাবণ্যবতী! তুমি যতই কর না কেন,পুরুষের

মন সহসা প্রলুব্ধ হয়। জানত বিকশিত ও অধিক সুন্দর পুষ্পরাজি দর্শনে অলি যেমন উড়িয়া পলায়; নারীর স্বামী ও তদ্রূপ। ঐ মোসাহেবরা যত অনর্থের মূল, উহারা সারমেয় ও গৃধ্রের ন্যায় আহার অন্বেষণ করে। যত দিন না নর্ত্তকীদের কবল হইতে ফিরাইতে সক্ষম হইবে, ততদিন অবধি নিস্তার নাই। দেখ এক কাজ কর—এই অমাবস্যায় এলোচুলে অশ্বত্থবৃক্ষের উপরে এই ফুলটী ফেলিয়া দাও। দেখ না, স্বামীর মন ইহাতে চঞ্চল হয় কি না? নীশাচরেরা ও পেচকেরা হৃদ্‌মাঝারে আতঙ্ক উত্থাপিত করিবে; দেখিও যেন পৃষ্ঠদেশ প্রদর্শনে শুভকার্য্যের ব্যাঘাত ঘটাইও না।

আর দেখ, নপাড়ায় তিন সতীনের আর সন্তান হয় না, সকলেই বলে, উহাদের স্বামী বন্ধ্য। মধুমতী চতুরা, সে দেখিল, যে এক সন্তানাভাবে সমগ্র বিষয়টা পরহস্তগত হইবে। কত দেবতা ধরে, মাদুলি ধারণ করে, যাগ, যজ্ঞও সস্তেন শান্তি করায়, কিছুতেই কিছু হয় না; যে যত রকম জানে, বিধান দিতে কেহ পশ্চাৎপদ নহে; আর বাঙ্গালীর মেয়েরা অগ্রগণ্যা হইতে চায়। কাল ক্রমে এক সন্ন্যাসীর দর্শনালভে তিন সতীনের মন তন্ময় হইয়া গেল। সন্ন্যাসী হস্তরেখা দর্শনে বলিলেন, যে তিনজনেই অচিরে পুত্রবতী হইবে; কিন্তু এক পাপে সব নষ্ট প্রায়। ইহা শ্রবণে তাঁহাদের অন্তরে অমৃত বর্ষণ হইল। ঠাকুরের উপর সকলেরই শ্রদ্ধা জন্মাইল; আর ঠাকুর ও সুযোগক্রমে ক্রমান্বয়ে স্বপত্নীত্রয়ের গৃহে যথাবিধি হোম ও আহুতি প্রদানে প্রহৃষ্টা করিলেন। মধুর স্বামী সহজে মধুকে আঁটিতে পারেন না, একে ছোট স্ত্রী, তায় যুবতী; দেখিলে বোধ হয়, যেন পূর্ণচন্দ্র হৃদাকাশে কখন আবির্ভূত হয় নাই। ঠাকুর বলিলেন, "দেখ মহাভারতে ক্ষেত্রজ সন্তানের বিধান আছে ও অন্যান্য সন্তানোৎপত্তির উপায় শাস্ত্র সম্মত—দেখনা কুন্তীর ধর্ম্মকে স্মরণ

করিয়া যুধিষ্ঠিরের জন্মলাভ ও ইন্দ্রদেব স্মরণে অর্জ্জুনের জন্ম হয় ইত্যাদি—এই উপায়াবলম্বন করিলে এক্ষণে নিন্দাস্পদ হইতে হয়। আমি শ্মশানে নরকঙ্কালোপরি যোগাসীন হইয়া কালীকে আহুতি প্রদানে তুষ্টা করাইতে প্রয়াস পাইব।” এই বলিয়া তিনি মধুকে অমাবস্যায় তথায় যাইতে আদেশ প্রদানে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে অমাবস্যায় আলুলায়িত কেশে নিশাচরের অট্টহাসপূর্ণ স্থানে গমন করিলে আশু বিপদ অবশ্যম্ভাবী, ইহা স্থিরীকরণে মধু ভাবিলেন, যে নিঃসন্তান হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। সাহসে ভর দিয়া নিশীথে সন্ন্যাসীর কাছে উপস্থিত হইয়া বলিলেন “হে দেব! আমার কামনা অচিরে পূর্ণ করুন।” সন্ন্যাসী বলিলেন, “মা! কোন আশঙ্কা নাই। এখনি এই ফুল লইয়া স্বামীসকাশে গমন কর”। মধু বিদায় গ্রহণে স্বামীর কাছে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক জানাইলেন, “হে স্বামিন্! আমা ভিন্ন অন্য কামিনীতে আসক্ত হইবেন না”, ইহাই ঠাকুরের আদেশ। এইরূপে কয়েক মাস পরে মধুর গর্ভ সঞ্চার হইল, শরতের দেব দেবীর পূজা ও দান ধ্যানে সেই কাঞ্চনপুর এক্ষণে দ্বিতীয় কৈলাসপুরীর ন্যায় শোভমান হইল। সকলেই প্রহৃষ্ট, কিন্তু সপত্নীদ্বয়ের সদা রুষ্ট ভাব। কোথায় নরেনের মাসী মহাস্ফালনে শরতকে শাসাইতেছে, যে ডাকাতপড়ার কথাটা বুঝি আর স্মরণ নাই। এইরূপে বিবিধ উপায়ে সকলেই সামাজিক আদায় করিয়া লইতেছেন। নরেনের মাসী জানাইতেছে, আহা, মধুরাণী গর্ভবতী হওয়ায় আনন্দের উৎস পূর্ণাধারে প্রবাহিত। শুনেছি বিন্দু এক পুষ্যপুত্র লইবে, নকল সোণায় আর সাচ্চা সোণায় তফাৎ ঢের। মানুষে কি না রটায়, মানুষের মুখে আগুন।

মাসী। আহা! বিন্দুর বর্ণ যেন পাকা ডাড়িম্বের ন্যায়। এত রূপরাশি কিরূপে সম্ভবে। বলিহারি মধুকে। যাই বিন্দু ও উষার

সঙ্গে একবার দেখা করি। এই বলিয়া সাক্ষাৎ করিল, বলি ও বিন্দু উষা! তোদের গরবে বুঝি পা পড়ে না, এত বয়সে কিনা মধুর সন্তান হবে—বলিহারি তোদের; আর সন্ন্যাসীর গাছ গাছড়াকে ও স্ব তোরা কেন ওরূপ কর না? সন্তানলাভের আশায় মানুষ পারে না কি? মধুর ছেলে হলে, তোরা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চেয়ে থাকিবি। দেখ্ এক কাজ কর, সতীনের কলঙ্ক রটা, ওলো আর কি ভাতার পাবি? দেখিস্ গরিবের কথা বাশী হলে মিষ্ট লাগে।

উষা। মাসীমা! তোমার ন্যায় এমন ভালমানুষটী মিলা ভার।

মাসী। দেখ্ বিন্দু ও উষা! রামাকে মধুর গৃহে পাঠাইয়া সংগোপনে এক ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি কর—লৌহ পিটে ভাঙ্গা যায়, আর স্বামীর চিত্তহরণে অসমর্থা হইবি? কৈকেয়ী দশরথের মন টলাইল; আর তোরা পারিবি না—ছিঃ ছিঃ! এ ত বড়ই লজ্জার কথা। এই বলিয়া ক্রোধোদ্দীপিতা হইয়া মাসী বিন্দুকে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। এক্ষণে উষা একাকিনী ও চিন্তাস্রোতে নিমগ্ন—সে লাবণ্য নাই; তথাপি মধুকে কলঙ্কিণী করিলেই, তাঁর হৃদয়ের সব ক্ষোব মিটিয়া যায়—এই কালিমা সতীর অঙ্গে একবারমাত্র লেপন করিলে—সমগ্র সাগরবারি সিঞ্চনে ও দূরীভূত হয় না। উষা সদা স্বামীকে জানান, যে মধুর গর্ভাধান পরপুরুষকর্তৃক সাধিত হইয়াছে। বুড়ীবৎসরে কি না গর্ভবতী—বড়ই আশ্চর্য্য!—গুপ্ত উপায়াপেক্ষা পোষ্যপুত্রগ্রহণ সহস্রাংশে শ্রেয়ঃ ছিল। গ্রাম্যনারীরা সকলেই জলের ঘাটে একযোটে তোমাকে যে বন্ধ্যা বলে—"মধুর বেশ মজা, উষা আর বিন্দুর তাহা না হবে কেন? স্বামী যেন সদা শিব; আহা! আমরা হইলে প্রতি বৎসর সন্তান প্রসবে স্বামী সোহাগিনী ও গরবিনী হইতাম। মধু বহু পুণ্যফলে রসিক স্বামী পাইয়াছে"—এসব সরলার মা শুনাইয়া শুনাইয়া বলে; আর সোথোর পিসী বড় কম নহে। সোথোর পিসী বড়

সরলা, তাঁর বুড়ীমহলে কিছু পসার আছে ; তবে টিপ্পনী কাটিতে ক্ষান্ত নহেন। কখন কখন বলে,যে সুধীর স্বামী বেশ হোঁতলকুৎকুতে—নপাড়ার ইন্দুমতীর স্বামীর বেশ পেট কেঁ্যাঙ্গা—যেন দ্বিচক্রের ন্যায়। ঘোষপাড়ার নন্দবাবুর টেরী যেন বুলবুল পাখীর বাসার ন্যায়, ঐ ননে তাঁতাঁর স্ত্রী বেশ বাহারচাল দেখায়—এসব টিক্‌কিরী শুনে কমলা ও বিমলা হেসে লুটোপুটী খায়। আর বিমলার শাশুড়ী তেলে বেগুনে চটা—এমনি গালিগালাজের ছড়া—এত হ্যাঁপাহাঁপী—এত হাঁক্‌ডাক, মাগী যেন কালভৈরবী, কি জানি সমস্ত দাত থাকিলে, গ্রামে তিষ্ঠান ভার হইত। মাগীর ইচ্ছা, যে সকলকে থেঁ্যাতলায়, কেন আমরা ত নেবু নয়।" এসব আমাদিগকে উপলক্ষ করিয়া বলে। আর কমলা বড় কম নহে—উহার খুরে শতকোটী দণ্ডবাত।

এদিকে উন্মাদিনী উষা ষড়যন্ত্রের পুষ্টিলাভার্থে ব্যস্ত ; আর বিন্দু বড়ই চতুরা, সে যেন মণিহারা ফণিনীর ন্যায় চঞ্চলা। পুরুষরত্নটীর মূল্য বড়ই চড়া—উষার ইচ্ছা, যে শরতের সহযোগে তিনি উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইবেন, কিন্তু বিন্দুর সৌন্দর্য্যচ্ছটা বিজলীর ন্যায় আকাশমার্গে যেন ক্রীড়া করিতেছে। শারদীয় শশীপ্রভ শরচ্চন্দ্র এখন কোন পথের পথিক—বিন্দুনামক মাণিকটী গলে ধারণ করিবেন, না উষা রত্নটীর পদপ্রান্তে লুটাইয়া কৃপাভিক্ষা করিবেন। জগতে নিঃস্বব্যক্তির একাধিক স্ত্রীতে সুখাপেক্ষা দুঃখ সহস্রাংশে সমধিক ; উনি বিন্দুর ফাঁদে আবদ্ধ হইবেন, না বিলাসরাজ্যে পদার্পণ মাত্র উষাকালে উষা-বতীর উপযোগিতা উপলব্ধিকল্পে উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ তটিনীর উপকূলে ধ্যানমগ্ন হইয়া উন্মীলিতা উষানাম্নী পঙ্কজিনীর ব্রত উদযাপনে সমুৎসুক হইবেন—না তাঁর হৃদাকাশে বিন্দু নামক চন্দ্রকান্তি মণির আবির্ভাবপ্রতীক্ষায় রহিবেন। প্রাণপ্রিয়া বিন্দুর সৌন্দর্য্যসুধা শচীপতিসম শরদিন্দুর মনলৌল্য জন্মাইবে, না উষারাণীর অঙ্গসৌষ্ঠব

দর্শনে শরতের প্রণয়বহ্নি ধূমায়মান বহ্নির ন্যায় প্রধূমিত হইবে—বড়ই বিষম সমস্যা। তবে পুরুষে যে সর্ব্বসময়ে রূপাকৃষ্ট হয়েন, তাহা নহে। উষার এক্ষণে বৃহস্পতির দশা—তিনি কল্লোলিনীর ন্যায় কলকলশব্দে এক মহা অনন্তশক্তির সহিত সম্মিলিতা হইবার আশায় তরঙ্গবৎ করিয়া ভাসিয়া যাইতেছেন। উষা স্বীয় অঙ্গজ্যোতিঃ বিস্তারকল্পে ভর্ত্তৃসকাশে দণ্ডায়মানা ও কৈকয়ীর ন্যায় বিনাইয়া নানা ছলচাতুরীতে চিত্ত বিদগ্ধ করিয়া জানাইলেন, যে মধুরাণী নিষ্কলঙ্কিনী নহে যেখানে রঙ্গরস সেখানে তার স্থিতি; আর নিশীথে পুষ্পানয়নে কিনা গর্ভবতী। মধুর অবাধে সর্ব্বত্র গমন, যত কঠোর নিয়ম আমাদের কাছে। তুমি ত জ্ঞাত নও, যে সমাজের কি তাড়না—ছোটরাণীর জন্যে সরোবরে যাতায়াত একেবারে বন্ধ। সকলেই ঠাট্টাচ্ছলে বলে, "বিন্দু ও উষা! ভয় কি; আবার সন্ন্যাসী আসিবে—ও ভাই! তোদের সাথে আমরা যেন লো ফাঁক না পড়ি। ওসব শুনিলে আমাদের বক্ষে শেলবাজে।" কর্ত্তা বিন্দু ও উষার বাক্যবাণ অসহ্যবোধে ক্ষণকাল নিশ্চেষ্টভাবে রহিলেন; আর উষা সুযোগে ধনুকে টঙ্কার দিয়া স্বামীকে লইয়া উহার চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জনকল্পে মধুর গৃহাভ্যন্তরে লুক্কায়িত রামার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে জানাইলেন, "দেখ, আর কি চাও—আইস আমার সঙ্গে"। শরৎ বাবু উষার কক্ষে প্রত্যাগমন করিয়া সন্তপ্তচিত্তে বলিলেন, "দেখ উষা! আমার মোহ অপসারিত প্রায়; অদ্য মধুকে হৃদয়রাজ্য হইতে দূরীভূত করিলাম। তিনি আক্ষেপে বলিলেন, "'হায় মধুমতি! তুমি কি নামের সার্থকতাপ্রমাণে বদ্ধপরিকর। তুমি প্রেম বিতরণে এতই অগ্রণী ও অনুকম্পাবতী—সেই আপাত প্রগাঢ় প্রেম এখন ভস্মাচ্ছাদিত অনলরাশিতে পরিণত। তুমি না পবিত্র প্রেমের দোহাই দিয়া কালভুজঙ্গীর ন্যায় দংশনোদ্যতা—হায়! হায়! না বুঝিয়া স্বর্ণলঙ্কাপুরে

তোমার ন্যায় দানবী রাক্ষসীকে প্রণয় সুধাদানে নিরয়গামী হইয়াছি। হায় রে কালভুজঙ্গি! দংশন কি তোমার স্বভাবসিদ্ধ ক্রীড়া? তুমি না মানবী; তবে দস্যুপ্রবৃত্তি তোমাতে কিরূপে সম্ভবে? হায়! হায়! আমি নয় নিঃসন্তান থাকিতাম—কে তোমার অগ্নিতে আহুতি প্রদানে মদনানন প্রজ্জলিত করিয়াছে? বল, এখনি তার শিরশ্ছেদ করিয়া উদ্দীপ্ত ক্রোধানল শীতল করি। কে কাহার প্ররোচনায় এবংবিধ কার্য্যে ব্রতী হইলে? ভয় কি হৃদ্‌কোরগে আদৌ প্রবিষ্ট হয় নাই, তুমি কি মরাল মরালীর সনে নির্জ্জন বিহারে ও ময়ূরীর নৃত্য দর্শনে কেবলমাত্র কামনারাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছ? হায়! হায়! তোমার পাপপূর্ণ হৃদ্‌ক্ষেত্রে কেবল কি কল্পনাতীত কুসুমনিচয়ে পূর্ণ—মদন কি তোমার একমাত্র উপাস্য দেবতা? হায় রমণি! তোমার হৃদ্‌কন্দরে নবকুসুমিত কামনাপুঞ্জ কি কৃত্রিম সোহাগ পরিবর্দ্ধনার্থ ও মৃণালরূপ বাহুলতা বিস্তার ও উৎসুক প্রকাশ কি কেবল নারীর স্বভাবজাত ক্রিয়া ও ছলনা মাত্র? সেই বহুরূপিক্রীড়ায় ও প্রতারণারূপ ব্রহ্মাস্ত্রের প্রভাবে কি নারীরা কালভুজঙ্গীর ন্যায় বিবিধ বর্ণরঞ্জিত মস্তকে মণিধারণ করত কামদগ্ধ ও কুসুমায়ুধে পুনঃ পুনঃ প্রহৃত তরুণবয়স্ক রাজপুত্রগণের আয়ুষ্কাল সংক্ষিপ্ত করিয়া অকালে যমসদনে প্রেরণ করিতে কথঞ্চিৎ পশ্চাৎপদ হইতেছে না। হায়! হায়! পুরুষপ্রবরের চিত্তবৃত্তিসমূহ কেন যে সহজে প্রলোভনমুগ্ধ হয়, কেন যে সেই কল্পনাপ্রসূত লাবণ্যচ্ছটায় বীরপুঙ্গবের মনোলৌল্য জন্মে, কেনই বা সেই প্রচ্ছন্নভাবে ধূমায়িত প্রাণাপহারক তড়িৎশক্তির সমীপে পুরুষ সহসা মন্ত্রমুগ্ধ বিষধরের ন্যায় হতবীর্য্য হয়, তাহাই বিষয়ীভূত। হে বীরপ্রসবিণী বসুন্ধরা! এ সমগ্র অলীক সুখহরণপূর্ব্বক এখনি শতধা চূর্ণীকৃত হইয়া সমুদ্রতলে নিমজ্জিত হও। যে পুরুষ এ জলবুদ্‌বুদের ন্যায়

ক্ষণস্থায়ী মোহপাশ ছেদনে অসমর্থ,সেই পুরুষ মহাভ্রমপরায়ণ। হা বিধাতঃ! এ তুচ্ছ ধূমায়মান অনায়াসলব্ধরূপবহ্নিতে ভস্মীভূত হইবার আশঙ্কায় যদ্যপি পুরুষের নির্জ্জীব সুপ্ত কামনাপুঞ্জ উদ্বেলিত হইয়া পুলিনদেশ চলিয়া পড়িবার উপক্রম করে, যদি পুরুষ সেই চিত্তলোলুপ অঙ্গজ্যোতিঃতে ঝম্পপ্রদান কল্পে আত্মহারা হয়েন, তাহা হইলে,কেনই বা পুরুষের চিত্তবৃত্তিসমূহ সেই অসহনীয় তেজঃরোধকল্পে আরও দৃঢ়াকৃত হইল না। হে চতুর কর্ম্মীপুরুষ! এই কি তোমার ন্যায়পক্ষপাতিত্ব? পরের পরাক্রমসহনে সমর্থ বলিয়া নরের নাম পুরুষ হইয়াছে কৈ সে সার্থকতা কোথায়? এক্ষণে যে স্বাভাবিককার্য্যের ব্যতিক্রম পলকে পলকে ঘটিতেছে। কৈ সে অমিততেজ ও বীরদর্প এক্ষণে কোথায় লীকৃত? পুরুষ কি এতই কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য, ও প্রেমের কৃত্রিমতা ও অকৃত্রিমতা নির্ব্বাচনে এতই অসমর্থ? না—না—এসব বিধাতার সৃজনশক্তির চতুরতা মাত্র। যেমন কুমুদিনী সম্পৃহ হইয়া নিশাথে চন্দ্রমার সম্মিলন অপরিতৃপ্ত বোধে, আর অধিকতর প্রণয় সম্ভোগার্থে চঞ্চল ভৃঙ্গাবলীর প্রতি ঢলিয়া পড়ে, যেমন পদ্মিনী প্রভাকরের ময়ূখমালা সহযোগে চুম্বীত হইয়া স্বতঃ বিকশিতা হয়; কিন্তু সেই কুল্লাধর চুম্বনের ব্যতিক্রমে পদ্মিনী রুষ্টা হইয়া ভৃঙ্গানুরাগিণী হয়েন; কৈ আমি ত তৎ-সমীপে ওরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করি নাই। তবে কোন্ মোহবশতঃ ও প্রেমালিঙ্গন অচরিতার্থবোধে অন্য নায়কলোলুপা হইলে? তবে কি এইটী নারীজাতির স্বভাবসুলভকার্য্য। সকলেই কি পাপে নিমগ্ন হইতে ইচ্ছুক? কৈ পৃথ্বী হইতে এখনও চন্দ্র সূর্য্য দুরীভূত হয় নাই, এখনও পূর্ণপাপরাজ্যের আবির্ভাবের বহু বিলম্ব ঘটিবে, এখনও মানবসমাজ সতীত্ব সংরক্ষণে সদা যত্নবান হয় ও, পরস্ত্রীহরণে আমাদের রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়; আর পদ্মিনীর ন্যায় স্ত্রীরত্নের গৌরব ভারতের একপ্রান্তদেশ হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়

এবং নব্য যুবকবৃন্দ স্ত্রীজাতির অশেষ গুণকীর্ত্তনে বিরত হয়েন না; তবে কোন্ সাহসে, কেন্ জঘন্যপশুবৃত্তির বশবর্ত্তিনী হইয়া ও কাহার প্ররোচনায় রমণীর সারধর্ম্ম—সেই সতীত্বটী বিসর্জ্জন দিতে উদ্যোগী হইয়াছ? দেখনা বিবাহ সুখে স্থায়িত্ব, উচ্চতা ও সাগরের ন্যায় গভীরতা বিদ্যমান; কিন্তু গুপ্ত সম্মিলন সুখের তীক্ষ্ণতা এতই সম- ধিক, যে মানুষ সংস্পর্শ হইবামাত্র উহার খরস্রোতে ভাসমান হয়েন। পবিত্র সুনিশ্চল প্রণয় সুখরাশি পাপের খরস্রোতে মলিনতা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু সে কতক্ষণের জন্যই বা? যেমন আকাশমার্গে ভাস্করের প্রখর জ্যোতিঃ মেঘাবরণে কথঞ্চিৎ মলিনতা ধারণ করে, গঙ্গাস্রোত বিঘ্নসম্মুখীন হইলে যেমন পন্নগের ন্যায় বক্রগতি ধারণ করে, যেমন হীরকের উজ্জ্বলতা পরিমার্জ্জনকালে ক্ষণিক হতশ্রী হয়; তদ্রূপ ধর্ম্মের প্রখর জ্যোতিঃ পাপরাশির সংস্পর্শে ক্ষণিক ক্ষীণকান্তি বিস্তার করে। অতএব হে চন্দ্রাননা! তুমি কি কালভুজঙ্গী বেশে মায়াবিনী রাক্ষসীর ছলনায় জীবনের মর্ম্মস্থল দংশনে উদ্যতা? হায়! হায়! সমাজের তীব্র সমালোচনা হইতে কেমনে নিষ্কৃতি পাইব? তুমি কি জ্ঞাত নও, যে বিন্দুও উষা তোমার সুখকণ্টকস্বরূপা ও অসতী কালিমালেপনে কুণ্ঠিতা নহে। বিন্দু বড়ই ধীরা; তথাপি সে তার স্বপত্নীজাত বৈরীভাব ও জাতক্রোধ প্রদর্শনে পশ্চাৎপদ নহে। অদ্য যাহা প্রত্যক্ষীভূত তাহা অলীকবোধে কিরূপে বিস্মৃত হইতে পারি? আহা! উপরে চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী, তোমার স্বপত্নীদয়ের প্রার্থনাসত্ত্বেও তৎচিত্ত বিনোদনার্থে শেফালিকা, অপরাজিতা, যুঁই, বেল, গোলাপ ইত্যাদি লুক্কায়িত পুষ্প রাশি পালঙ্কোপরি বিক্ষিপ্ত করিয়া দ্বিতীয় পারিজাত উদ্যান রোপণ করিতাম ও কত প্রণয়সূচক বাক্যে তুষ্টা করিতাম—তাহা কি বিন্দু মাত্র হৃদ্‌পটে উদিত হয় না; তবে কি সত্য সত্যই ভ্রষ্টা ও দ্বিচারিণী তবে কি কৃত্রিম প্রণয়দানে প্রতারিত করিয়াছিলে? তবে কি স্ত্রীজাতি

এত লালসাপ্রিয়া ও এত ঐহিকসুখমগ্না? বোধ হয়, ধাতা ভুবনজিনিয়া রূপ স্ত্রীজাতিকে দান করিয়াছেন, উহাদিগকে প্রলোভনমুগ্ধ দুস্তর সাগর সলিলে নিক্ষেপ করিয়াছেন—উহাদের চিত্তবৃত্তি সমূহ পরীক্ষার্থে স্ত্রীজাতি তবে কেন এ তুচ্ছরূপে মুগ্ধা হয়—রূপরাশির ত অভাব নাই; তবে কোন উদ্দেশে নিরয়গামী হইতে অভিলাষিণী?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মকথা ও গুরুভিক্ষা প্রার্থনা।

এসময়ে দিঙ্‌মণ্ডল সহসা কোলাহল পূর্ণ—মধুর দহ্যমান গৃহ হইতে রামা বেগে পলায়িত। অন্তঃসত্ত্বা মধুমতী সুপ্তোত্থিতা হইয়া বহির্গত প্রায়; তদ্দর্শনে বিন্দু ও উষা উহার কেশমুষ্টি ধারণে স্বামীসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া জানাইলেন, যে এসব রামার কাজ। গৃহের সমস্ত আসবাব ভস্মীভূত প্রায়। স্বামী জরাগ্রস্ত যযাতীর ন্যায় জীর্ণ শীর্ণ; তথাপি মধুর কাছে পুষ্পাঞ্জলি দিতে বিরত হন না; সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাড় জ্বালাতন হল। বিন্দু ও উষার বাক্য শরতের হৃদয়স্পর্শী নহে। পুরুষের মোহ বড়ই অনিশ্চিত; কখন বা ভাঁটার টানে প্রাণ যায়; কখন বা উজান ঠেলে পর পারে যাওয়া ভার। বিন্দুর একান্ত ইচ্ছা, যে মধুকণ্টক উন্মূলিত করেন; কিন্তু স্বামীর ভয়ে সদা সঙ্কুচিতা।

বিন্দু। দেখ্‌'লো উষা! মধু রাক্ষসী সর্ব্বগ্রাসী। আমি স্বামীকে কত পড়ি পিটি, তবু মন পাই না। বলি ও উষারাণী! হইওনা এত গরবিনী

এত গরব কিসের ? রূপের না প্রেমের, রেখেদে তোর রঙ্গ ঢং, মন মজাতে কতক্ষণ, যদি ভাল চাস ত, করলো ভাব।

উষা। আঃ মর মাগী। আমার সঙ্গে ঠাট্টা—কথায় বলে সতীনের সদ্ভাব আর পুষ্পসৌরভলাভ—উভয়ই সমতুল্য; আর পুরুষের অদ্ভুত খেলা—একটু শোধরালেই অমনি রুষ্টভাব ধারণ। উহারা প্রেমালিঙ্গন-দানে যদ্রূপ অগ্রণী; প্রত্যাখ্যানেও তদ্রূপ। বিলাস ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য বস্তু স্বরূপ। আমাদের কাছে প্রেম এক মহাব্রত স্বরূপ। যেমন জল, বায়ু রৌদ্র, ঝটিকা, ও মৃত্তিকা দ্বারা বৃক্ষের পুষ্টি সাধন হয়; ভাল বাসার পুষ্টিসাধনও তদ্রূপ। ভালবাসা কি ? উহা ইচ্ছার কার্য্য। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহার তীক্ষ্নতা হ্রাস পায়; কিন্তু গভীরতা জন্মে। অতলস্পর্শ সাগরে যেমন বহুবিধ মণি, মাণিক্য, মুক্তা, প্রবাল ইত্যাদি বহুমূল্য রত্নরাজি লক্কায়িত থাকে; তেমনি ভালবাসারূপ অতলস্পর্শ সাগরে পূর্ণ শান্তি বিরাজমান। পুরুষ মাত্রেরই কর্তৃত্বের অভিমান আছে; সেই অভিমান তুচ্ছবোধে কেন যে উহারা শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া পরস্পরের নিকটে বিক্রীত হয়েন—তাহাই চিন্তার বিষয়। তবে কি সেই হৃদয়খনিতে কোন স্পর্শমণি বিদ্যমান। উহা কি এতই দুর্লভ্য, যে ইতিহাসবর্ণিত রাজপুত্রেরা নুরজাহানের স্বর্ণ পদতলে বিকাইবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। সেই রত্ন লাভার্থে কি আলাউদ্দিন মুকুরে প্রতিবিম্বিত পদ্মিনীর অঙ্গচ্ছটাদর্শনে আত্মহারা হইয়া ছিলেন ? কেনই বা নারীর সম্মুখে দম্ভ, মোহ ও মাৎসর্য্য, বিলীন হয়, তবে কি উহারা যাদুকরী বিদ্যায় পুরুষকে হতবীর্য্য করে ? সেই অমিত্র তেজের সম্মুখে নরশ্রেষ্ঠ আকবর পৃথিরাজ প্রণয়িণীর কাছে নতজানু হইয়া কেন কৃপাভিক্ষা করিয়াছিলেন ? কোন সুখ চরিতার্থকল্পে শচীপতি গৌতমরূপে অবতীর্ণ হইয়া অহল্যার প্রণয়ভিক্ষার্থী হইয়াছিলেন ? তাই বলি স্ত্রী শক্তি অনন্তরূপিণী॥

ভালবাসার চিহ্ন নানাবিধ। কল্পনা শক্তির প্রভাবে উহার পূর্ণত্ব

লাভ হয়; কিন্তু স্ত্রীজাতি পুস্তক পাঠ না করিলেও উহাদের ভালবাসা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণত্ব লাভ করে! উহাদের হৃদয় ক্ষেত্রে প্রণয়াঙ্কুর এত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিক্ষিপ্ত, যে ভালবাসা উহাদের স্বভাবজাত নিত্য ফল স্বরূপ। ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন ক্ষমতায় জগতে প্রাধান্য লাভ করিয়া আসিতেছে। যেমন ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্রজন্তু আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, যেমন সর্পের ক্রূরত্ব, বক্রভাব ধারণ ও কুটিলতা চিরপ্রসিদ্ধ, যেমন ভাস্করের তেজঃপুঞ্জ আঁধার দূরীকরণে সমর্থ, যেমন মধুর মিষ্টতা চিরখ্যাত; তদ্রূপ নারীর কোমলত্ব, সৌন্দর্য্য ও সুনিশ্চল প্রেম সাগরের অতলস্পর্শী রত্নাকরের ন্যায়। যেমন বারির শৈত্যে সুখানুভব হয়; তদ্রূপ নারীর ভালবাসারূপ বৃক্ষের স্নিগ্ধচ্ছায়ায় পুরুষ তাপিত প্রাণ শীতল করে। কেহ কেহ মনে করেন, যে নারীর ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে প্রেমাঙ্কুরের প্রাচুর্য্য কিরূপে সম্ভবে? উহা ভ্রান্ত ধারণা ও কল্পনা শক্তির চতুরতা নয় কি? (Logical jugglery). যেমন পুষ্পের মধ্যে মধুর সম্ভব ও ফণিণীর শিরে মণির উৎপত্তি; তদ্রূপ নারীর হৃদ্‌কন্দরে প্রেমাঙ্কুর এত অঙ্কুরিত, যে পুরুষ সন্নিকটস্থ হইলে উহারা অভিজ্ঞতার প্রাচুর্য্যে বুঝিয়া লয়েন, যে উহাদের হৃদয় ক্ষেত্রে পুষ্টি হইবে কি না? উহারা কুসুমনিচয় এত স্তূপাকৃত করিয়াছেন, যে অভীপ্সিত নায়ক দর্শনেই মণিমুক্তাখচিত কুসুমহার গলে পরাইয়া চরিতার্থতা লাভ করেন। ভালবাসার স্বচ্ছতা স্বল্পাঘাতেই কলুষিত হয়। ললনার হৃদ্‌মাঝারে ভালবাসা যে যে উপাদানে গঠিত, পুং হৃদয়ে উহার পূর্ণাভাব। পুরুষ চতুরতা সহকারে মধ্যে মধ্যে উহা প্রত্যাহরণপূর্ব্বক স্বীয় অঙ্গ পুষ্টিকৃত করিয়া লয়েন। পুরুষের কণ্ঠস্বর যতই কোমলতার ভাণ করুক না কেন, উহা সহস্রাংশে নিকৃষ্ট; আর স্ত্রীজাতির সৌন্দর্য্যের উল্লেখ অনাবশ্যক বলিয়া মনে হয়।

পুরুষের ভালবাসা কোন যুবতীর প্রতি অটুট্ থাকে সত্য; কিন্তু এক অধিকা সুন্দরী ললনাকে উহার স্থলাভিষিক্ত করিলে, পুরুষের আসক্তি-

রজ্জুটি শিথিল হয় কি না? এই কি পুরুষের সুনিশ্চল ভালবাসা? আলা উদ্দিনের কমলাদেবী নামে পাটরাণী—গুজরাটাধিপতির মহিষী; কিন্তু পদ্মিনীর লাবণ্যচ্ছটা, বাদশাহের অন্তরে প্রধূমিত হওয়ায়, কমলার সম্মান জলবিন্দুর ন্যায় বিলীন হইল। প্রণয়াধিক্যভাবে পরাশর মুনি ধীবর কন্যাসহ মিলিত হইয়া অভীষ্টসিদ্ধার্থে তৎপর হইয়াছিলেন, তাই বলি পুরুষের চিত্তদৃঢ়তা, ইন্দ্রিয়সংযমব্রত ও প্রেমকে ধন্য। এইরূপে উঁহারা জঘন্য লিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া বালকসুলভচপলতায় যথেচ্ছভাব প্রদর্শনে যত্নবান হয়েন। এই কি পুরুষের ভালবাসা? এরূপ চিত্তবৃত্তি-সমূহ বন্যপশুর অপেক্ষা নিকৃষ্ট। পুরুষ স্বাধীন; সেই জন্যই কি সামাজিক-স্বাধীনতারজ্জুটী স্বীয় হস্তে ন্যস্ত রাখিয়া কামচারী পশুরূপে অবতীর্ণ হয়েন; তবে কি ধর্ম্মাঙ্কুর রোপণের পূর্ণাভাব, না প্রলোভনের সান্নিধ্যে উঁহাদের কামনা পরিবর্দ্ধিত হয়? হায় রে সভ্যতা! সেই চিরন্তন ধর্ম্মভাব ত্যাগে কিনা অন্তঃকুটিল রাজনৈতিক পশুর ন্যায় বিচরণের প্রয়াস। কি আশ্চর্য্য! মানুষ যে ভীষণ স্বার্থপর জন্তু—দুর্ব্বলের উপর সবলের স্বেচ্ছাচারিত্বের পরাকাষ্ঠা। সমাজ স্বার্থপর; কারণ মনুষ্যকর্ত্তৃক সমাজের সৃষ্টি ও পুষ্টিলাভ। উঁহাদের মতে স্ত্রীজাতি চঞ্চলা; কিন্তু এ ভ্রান্ত ধারণা ইতিহাসসিদ্ধ নহে। আইনের কঠোরতা সত্ত্বেও আধুনিক সভ্য জগতে এরূপ স্বেচ্ছাচারিত্বের প্রকাশ—এই কি নৈতিক বল? পুরুষের একাধিক বিবাহে কোন সামাজিক দোষ পরিলক্ষিত হয় না; কিন্তু একের সঙ্গে অন্য একটীর সম্মিলন বিবেকসম্মত নয় কি? এক ধর্ম্মে গোহত্যা বিধেয়; কিন্তু ইহা অন্য ধর্ম্মে নিষিদ্ধ। কোন কোন ধর্ম্ম স্ত্রীজাতির একাধিক স্বামী গ্রহণের অন্তরায় স্বরূপ নহে—ইহা সমাজ ও ধর্ম্মসঙ্গত; কিন্তু জ্ঞানসম্মত নহে। যে স্থলে জ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের অনৈক্য ঘটে, সুধী ব্যক্তিমাত্রেই জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সমাজমতে নিকা ও অতিবৃদ্ধের সহিত বালিকার বিবাহ দোষার্হ নহে—ইহা

ধর্ম্ম বা সমাজসাপেক্ষ; কিন্তু বিবেকশক্তিসাপেক্ষ নহে। একের রক্ষাকল্পে অন্যের প্রাণবিসর্জ্জন শ্রেয়ঃ—ইহা জ্ঞানবিরুদ্ধ নহে কি? রাজধর্ম্মানুসারে পদ্মিনাকে চিতোর রক্ষাকল্পে যবনহস্তে সমর্পণ করা বিধেয়; কিন্তু ইহা বিবেকনীতির বিরুদ্ধচার নয় কি? অতএব জ্ঞানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ধর্ম্ম ও সমাজশৃঙ্খল মনুষ্য দ্বারা সৃষ্ট ও ইহার সংস্কৃত হইয়াছে—ইহা মনুষ্যদত্ত; কিন্তু জ্ঞান ঈশ্বর প্রদত্ত। প্রথমটী ঐহিক; দ্বিতীয়টী পারমার্থিক। একের ধর্ম্ম অপরকে বিনাশ সাধন করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব বজায় করা—এই কি ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব না প্রাধান্য? এতৎ দর্শনে ঘৃণার উদ্রেক হয় না কি? তাই বলি মানবসমাজে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বসময়ে পরিলক্ষিত হয় না। এক সময়ে এক ধর্ম্মের প্রাধান্য; কিন্তু কালক্রমে উহা নগণ্য। শিশুকে শৈশবে সাজসজ্জাহীন সন্দর্শনে সুন্দর; কিন্তু বয়োধিকোর সঙ্গে উহা শোভার যোগ্য নহে। সমাজ ও ধর্ম্মের অবস্থা তদ্রূপ। বিবেকের দোহাই দিয়া মানুষে এত অগণিত অপকৃষ্ট কার্য্যে রত, যে তাহার আর স্থিরতা নাই; কিন্তু বিবেকের স্রোত সর্ব্বসময়ে সমভাবে বহে, উহাতে জুয়ার ভাঁটা নাই।

এদিকে রামা শৈলেশবালার গৃহে লুক্কায়িত—শৈলেশবালা জাত-গোয়ালা; কিন্তু সরলা ও প্রেমিকা। সে মধুর স্বামীকে জানাইল "হাঁগা দাদা! তুমি কি দেখ নাই, যে রামা লুক্কায়িত—আমি যত বলি, সে তত ভেউ ভেউ করে কাঁদে।" ইহা শ্রবণে শরচ্চন্দ্র রামার সন্নিকটস্থ হইয়া জ্ঞাত হইলেন, যে উষাবতী এ ষড়যন্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্রী ও বিন্দু তার সহকারী। তিনি ব্রাহ্মণদিগের বিদ্রূপ হইতে রক্ষাকল্পে মধুকে পিত্রালয়ে প্রেরণ করা স্থিরসিদ্ধান্ত মনে করিলেন। এ সময়ে চাটুর্য্যে ও মুকুর্য্যে জলের ঘাটে উপস্থিত।

মুকুর্য্যে। দেখ্ চাটুর্য্যে! শরতের ধনের কপাল—গৃহে স্বয়ং লক্ষ্মী বিরাজমানা—যা মধুকে লইয়া বিব্রত; তা এখন ভাল করে শস্তেন, শান্তি

ও চণ্ডীপাঠ করাগ; ও ত সামান্য দোষ, কত বড় বড় ঘর ঠিক করে দিলাম, সমাজ ত আমাদের হাতে। চাল কলা বাধি বটে; কিন্তু কি জানিস্ এ দুখানা হাড়ে ভেল্কী খেলে।

চাটুর্য্যে। আমি আর কি বলিব, তুই কি জানিস্ বল দেখি?

মু। দেখ্ উষা ও রামা এ কর্ম্মের কর্ম্মী। বাবা! রূপচাঁদ বড় মজার জিনিষ। শরত বড় হাবা—এখনি পাঁচ পাঁচ টাকা দক্ষিণা দিয়া সকলের মুখ বন্ধ করুক না কেন? সমাজ আছে ত জড়পদার্থের ন্যায় আছে; কিন্তু বিশৃঙ্খলার সময় সর্ব্বগ্রাস করে আর কি?

চক্রবর্ত্তী। দেখ চাটুর্য্যে! শরতের কোন দোষ নাই, বিন্দু ও উষাই ইহার মূলীভূতা। আর রামা অর্থলোভে গলায় ছুরী মারিতে পারে। নরেনের পিসী এই সমস্ত আমাদের কাছে ব্যক্ত করেছে।

এদিকে শরত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্ত্রীর সমীপে উপনীত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক জানাইলেন, "হে গুরু মাতা! এ অধম এক্ষণে মহাসঙ্কটগ্রস্ত। ইহা কথিত আছে, "ব্যাধিতস্য ঔষধং পথ্যং"; তবে মা! এ দুঃসময়ে এ অধম কেন না যোগ্যকর্ণধার প্রার্থী হবে। আমি এক বৃক্ষ স্বরূপ, লতারাজিত্রয়ের আলিঙ্গনপাশবদ্ধ হইয়া ফলভরে আনতশীর বৃক্ষের ন্যায় দণ্ডায়মান। পৃথিবীর ক্লেশ ভারবহনে অসমর্থ। তিন লতারাজি বিবিধ পুষ্পোৎপাদনে শান্তিপ্রদ বৃক্ষটীর উত্থানশক্তি পলকে পলকে প্রতিরোধ করিতেছে। আহা! মানুষে কেন এত বাহ্য সৌন্দর্য্যে সহসা আকৃষ্ট হয়? অতএব হে নিত্যশান্তিদায়িনি! হে দুরিতদমনি! সন্তান মোহ বশতঃ পাপান্বেষী হইলে, স্নেহবৎসল জননী চিরানুকম্পাদানে কখন বিমুখ হয়েন না, সন্তানের সুধামাখা কথা মাতার কর্ণে অমৃত ধারা বর্ষণ করিলে, তাঁর কঠোরতা নিমেষে বিলীন হয়, তবে কেন মা! এত বিরূপা? তবে কেন গুরুর আশীর্ব্বাদলাভে ক্ষান্ত হব? যার সর্ব্বগুণাধারবিশিষ্টা জননী সহায়, তার অশান্তি কেমনে সম্ভবে? হে মোক্ষরূপিণি! এ ভ্রান্ত ও ধর্ম্মভ্রষ্ট

অধমকে দিব্যজ্ঞান প্রদান কর। এতুঃস্থ শিষ্যের ভাগ্য কি চিরানুকম্পা-লাভার্থে সুপ্রসন্ন নহে।” এইরূপে পদপ্রান্তে লুটাইয়া গুরুমাতার সমীপে ভিক্ষাপ্রার্থী হইলে, তদানীন্তন দৃশ্য দর্শনে মনুষ্যের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ইতিমধ্যে স্মৃতিশাস্ত্রবিশারদ চক্রবর্ত্তী মহাশয় গৃহিণীর কাছে, আদ্যন্ত শ্রবণে হৃদয়স্পর্শী ভাষায় বলিলেন, “হে শিষ্যপ্রবর! তুমি কি জ্ঞাত নও, যে দশরথ পূর্ণব্রহ্মরূপ রামচন্দ্রকে পুত্ররূপে পাইয়া কৈকেয়ীর প্ররোচনায় নির্ব্বাসিত করিলেন এবং যযাতি শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবযানী উঁহাদের পরস্পরের স্বপত্নীজাত বৈরাভাবে ও শুক্রের শাপে জরাগ্রস্ত হইয়া আজীবন সুখভ্রষ্ট হইয়াছিলেন? তুমিও মানুষ; তবে তোমাতে এ সব কেন না সম্ভবে? অতএব বিপদি ধৈর্য্যং—মধুকে স্থানান্তরে পাঠাইয়া এবং বিন্দু ও উষার মনে বিদ্বেষ ভাব জন্মাইবার প্রয়াস পাইবে; আমিও ইত্যবসরে কোন কার্য্য মীমাংসায় উপনীত হইব। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিন্দুর রূপবর্ণনা ও সন্ন্যাসীর ধর্ম্মকথা।

এ দিকে শরত দ্রুতপদবিক্ষেপে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মধুকে স্থানান্তরে পাঠাইলেন। শরতের মুখমণ্ডলে যেন এক বিষাদের ছায়া; তবে কি শরতের চাঁদ মেঘাম্বরান্তে অস্তমিতপ্রায়; না সহসা মেঘের আবির্ভাবে নির্ম্মল চন্দ্রমা কিঞ্চিৎ মালিন্য ধারণোদ্যত। মধুর গমনে বিন্দু ও উষা হর্ষোৎফুল্লা, কখন বা কল্পনাবলে শচীপতির পারিজাত কুসুম হরণপূর্ব্বক, কখন বা

শচীকে স্বামীর সহকারিণীরূপে নিয়োজিত করিতে লাগিল। এইরূপে উভয়ে হাস্যরসে স্বামীর অন্তরে এক মানসসরোবরের সৃষ্টি ও নারীসুলভলজ্জা প্রকাশ করিল। চঞ্চলা উষা স্বামীসোহাগিনী হইবার আশায় প্রেমসরোবরে তর তর করিয়া ভাসমানা। দুঃখ ব্যতীত সুখের পূর্ণত্ব নাই; দুঃখের ছায়া স্পর্শ ব্যতীত সুখ পরিপূরিত হয় না। উষার সুখ এক্ষণে পূর্ণ মাত্রায়। আহা! কথাপ্রসঙ্গে প্রগাঢ় প্রেম পূর্ণিমায় গঙ্গাবারির ন্যায় উছলিতেছে; বোধ হয়, কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের মানভঞ্জনের দৃশ্যাবলীও ম্রিয়মাণ হয়। উষা ভক্তি সকাশে তাঁর বাসনাপুঞ্জ পরিতৃপ্ত করাইয়া লইবেন, না কাম্যবস্তুর উপভোগে কামের উপশম না হইয়া বরং অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় বৃদ্ধি পাইবে। তদ্দর্শনে বিন্দুর ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইল। বিন্দু বেশ দোষেগুণে মানুষ—স্বল্প তোষামোদেই মন বিগলিত হয়। মধু গরবিনী; কিন্তু উহার অঙ্গসৌষ্ঠব, বক্ষের কাঠিন্য ও নিতম্বের গুরুত্ব দর্শনে বহু পুরুষের অন্তরে চাপল্যানয়ন করে; এমন কি গুর্জ্জরীরমণী ত্যাগে রতিপতি অবধি উহাতে সস্পৃহ হয়েন। বিন্দু তার লতা কুঞ্জটী বিবিধ পুষ্পাচ্ছাদিত করিয়া ফাঁদ বিস্তারে কোন মৃগের প্রতীক্ষায় আছেন। দিনের পর দিন গত, মৃগের কোন নিদর্শন নাই; তবে কি সত্যসত্যই অরণ্যটী মৃগশূন্য? না—না মৃগটী বড়ই চতুর—যখন তখন ফাঁদে পড়িতে নারাজ—বোধ হয়, মৃগের ক্ষুধা তৃষ্ণা স্বল্প—নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চূতপল্লব ও পুষ্পস্তবক বিভূষিত কুঞ্জ দর্শনে, সৌরভোন্মত্ত অলিকুল গুঞ্জনে দিঙ্‌মণ্ডল নিনাদিত করিল। কোথায় বা সন্তরণপটু মীন ও রাজহংসীর কলকল ধ্বনি, তালবৃক্ষের ঘর ঘর ধ্বনিতে ছত্রভঙ্গ মৎস্যবৃন্দ, কোথায় বা ভয়চকিতমৃগীর বিস্ফারিত নয়নদ্বয়—এই সমগ্র সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করাইবার মানসে শরতের অন্তরে অনুরাগবর্দ্ধনের প্রয়াস পাইল। বিন্দুর প্রতি শরতের চিত্তাকৃষ্ট হইলে, কয়েক মাস পরে মধুকৈটভপুর হইতে মধুমতীর পুত্রের জন্মসংবাদ নক্ষত্র বেগে ছড়াইয়া পড়াতে, স্বামীর মন কথঞ্চিৎ বিচলিত হইল। বোধ হয়,

শারদীয় পূর্ণশশীর উদয়ে তমঃ বিলীনপ্রায়। বোধ হয়, স্থলপদ্মসদৃশ শিশুটী বক্ষে ধারণে, তিনি কুমুদিনীর আলিঙ্গন ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প, আবার বোধ হয়, ভাস্করের প্রখর দীপ্তিতে নভোমণ্ডল আরক্তিম বর্ণ ধারণ করিতে উদ্যত। কালক্রমে বিন্দু ও উষা গর্ভবতী হইল। বোধ হয়, বিধাতা মধুর সতীত্ব রক্ষাকল্পে প্রয়াস পাইলেন। যেমন শারদীয় দিবাকরের তেজঃপুঞ্জ মেঘাবরণে কিঞ্চিৎ মলিনতা ধারণ করে; তদ্রূপ শরতের যশঃপুঞ্জ ক্ষণিক অস্তমিত প্রায় হইয়া আবার অধিকতর উজ্জ্বল দেখাইল।

এদিকে মধুর প্রত্যাগমনে উষা ও রামা তিরস্কৃত হইলে, শরত চন্দ্র জ্ঞাত হইলেন, যে এই ষড়যন্ত্র উষাবতী কর্তৃক পরিবর্দ্ধিত। উষা তারস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন; তচ্ছ্রবণে পাড়ার স্ত্রীলোকেরা কি হয়েছে কি হয়েছে বলিয়া শরতের বাটীর দিকে উপস্থিত হইলেন; তন্মধ্যে এক বৃদ্ধা বলিলেন, দেখ দেখিনি, কোথা হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া কি গণ্ডগোল না বাঁধাইল। পাড়াশুদ্ধ ঢি ঢি কার। ছিঃ ছিঃ বৃদ্ধ বয়সে মধুকে বিবাহ করে কি পর্য্যন্ত না নাকাল—শরত বিন্দু ও উষার মুখ দর্শন করে না। কি আশ্চর্য্য! বিন্দুর বিম্বোষ্ঠ ও নয়নদ্বয় দর্শনে শরতের চিত্ত কেন না আকৃষ্ট হয়? পৃথিবীতে রূপের বশীভূত নয় কে? অমন যে বিশ্বামিত্র মুনি, উনিও মেনকা দর্শনে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, অমন যে সুরেশ্বর, উনিও স্বর্গসুখে জলাঞ্জলি দিয়া কিনা অহল্যার প্রণয়াসক্ত হইয়াছিলেন, অমন যে বৈকুণ্ঠনাথ, উনিও লক্ষ্মীর প্রেমে মুগ্ধ না হইয়া শঙ্খচূড় প্রণয়ণীর সমীপে প্রণয়াকাঙ্ক্ষ হইয়াছিলেন, অমন যে দেবের দেব, উনিও পার্ব্বতীর প্রতি আসক্ত হইয়া মদনকে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন, ও ব্রহ্মা স্বীয় মানসকন্যা সরস্বতীর প্রতি চিত্তবিকার জন্মাইয়া ছিলেন এবং বনের ঋষিরা অবধি তপোজপ্ যাঁদের নিত্যকর্ম্মও জীবনের লক্ষ্যস্থল, তাঁদের ও চিত্ত বিকার জন্মিয়াছিল। আহা! বিন্দু ও উষা যার গৃহে বিরাজমানা, তার অভাব কিসের? আহা! বিন্দু সুবর্ণ কঙ্কণহস্তে বসন্তের সমাগমে সদ্য কুসুমিত

পুষ্পের মধ্য দিয়া গমনকালে নিতম্বের গুরুত্ব বোধে, যখন শরতের কাছে মৃণালরূপ বাহুলতা বিস্তার করিবে ; জানিনা পুরুষের নিষ্ঠুর মন কিরূপে উহা প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হয় ? যখন তারকাবলী চন্দ্রকান্তমণির ন্যায় অসঙ্খ্য দীপাধারে ধক্ ধক্ করিয়া প্রজ্বলিত হইবে ও মলয়ানিল পুষ্পসৌরভ হরণানন্তর ফুল্লচিত্তে সাগরাভিমুখে উচ্ছলিত উর্ম্মিমালার সনে প্রেমালিঙ্গনেচ্ছুক্ হইবে ; আর বনস্থলীর কুসুমনিচয় অলির সম্মিলনে পরিতৃপ্ত না হইয়া উন্নত বক্ষে শিরঃসঞ্চালনে সমীরণের পুনরাগমনপ্রতীক্ষায় রহিবে : জানিনা, তখন কোন্ অলি সঙ্গিনীর মুখচুম্বনে কৃপণতা প্রকাশ করে ? যখন নিকুঞ্জে গরবিনী পাপিয়া চোক্ গেল চোক্ গেল বলিয়া পাগলিনীপ্রায় হইয়া জনমাঝার মধুর ঝঙ্কারে উৎফুল্ল করিবে ; আর মধুকরেরা পদ্মিনীর বক্ষ দংশন পূর্ব্বক মধু আহরণকল্পে ব্যস্ত থাকিবে, জানিনা তখন কোন্ ভৃঙ্গাবলী প্রণয়িণীর কাছে প্রণয়প্রসঙ্গ ব্যক্ত করিতে পশ্চাৎপদ হয় ? যখন পদ্মিনী প্রিয়জন সমাগমে বিলম্ব ঘটায় বিরহ বেদনা অসহ্য বোধে তাপিত প্রাণ শীতল কল্পে সমারণ ভরে দোলায়মান হইয়া প্রেমালিঙ্গনে রুষ্টভাব ধারণ করিবে ; তদ্দর্শনে কোন্ ভৃঙ্গাবলম্বী তার বিরাগভাব দরাকল্পে অধিরতা প্রকাশ না করে ? কি আশ্চর্য্য ! পুরুষের নিকটে যেন সবই বিচিত্র। পুরুষেরা অধীরতা প্রকাশে অগ্রণী ; তবে কেন শরতের প্রেমভরা অন্তরে প্রণয়বহ্নি প্রকটিত না হয় ? আহা ! বিন্দু যেন প্রেমের সিতসিন্ধু, উহার ধবল কান্তি যেন ধবলগিরির তুষাররাশির শুভ্রতা ও সিতাভ্রসিতিমাকেও পরাভূত করে ; কিম্বা রাজপুতনায় মরুভূমস্থিত আরাভলী পর্ব্বতের শ্বেত প্রস্তর উহার নিকটে আনতশীর হয় ; কিম্বা সাগরের তরঙ্গোত্থিত ফেনরাশির শুভ্রতাকেও লজ্জাবনত করে। বিন্দুর চরণতল শতদল স্বরূপ, এতই সুকোমল, যে শিশিরাবৃত শতদলের পরাগকেও অবধি অধোমুখ করিয়া দেয়। উহার নয়নকান্তি পূর্ণিমায় সুধাংশুমালার ন্যায় জ্যোতিঃ বিকাশ করিয়া নায়কের চিত্ত পরিপ্লুত করিয়া দেয়—উহার দোদুল্যমান

কুন্তলপাশ স্বর্ণবিনিন্দিত উর্ণনাভ সূত্রের ন্যায় ও রামধনুপ্রভ ময়ূরীর বিস্তারিত পুচ্ছরাজির শোভানাশের উপক্রম করে। উহার ভ্রূভঙ্গিম চকিতা মৃগীর অঙ্গভঙ্গীসহকৃত নেত্রসঞ্চালনের সৌন্দর্য্যকে ও পলকে পলকে ম্রিয়মাণ করে ও ভ্রূলতা ফুলধনু সদৃশ কিঞ্চিৎ বর্ত্তুলাকার হইয়া পঞ্চশর-বিভূষিত ধনুটঙ্কারপ্রদনোন্মুখ রতিপতির বিলাসাতিশয্যকেও মুহুর্মুহুঃ হতশ্রী করে। আহা বিন্দুবাসিনী সরোবরের পঙ্কজিনীর ন্যায় অভি-মানিনী, এতই লজ্জাবতী, যে ভৃঙ্গের পদতাড়নে ছিন্ন বিছিন্নপ্রায় হইয়া অধোবদনে মৌনীভাব ধারণ করে। উহার অঙ্গসৌষ্ঠব দর্শনমাত্র চন্দ্রমাবধি সৌন্দর্য্যসুধাপানকল্পে ও রসনা পরিপ্লুত করিবার মানসে মেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত হইবার উপক্রম করে; এতই সুকোমল ও মসৃণ যে মেঘের সনে সৌদামিনীর সম্মিলিত সৌন্দর্য্যচ্ছটাকেও হতত্বিট্ করে; বোধ হয়, ধাতা সর্ব্বসমষ্টিরূপ একত্রীভূত করিয়া উহাকে ধরাতলে দ্বিতীয় উর্ব্বশীর ন্যায় প্রেরণ করিয়াছেন; তবে মানুষের পক্ষে রূপের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করা সুকঠিন; বোধ হয়, শরত সৌন্দর্য্য উপভোগে অসমর্থ। বিন্দু যা চায়, তা পায় না, সে কারণে বড় দুঃখিনী। উষা চঞ্চলাও স্বামীর চিত্তহরণে অসমর্থা; আর মধুমতী রঙ্গরসপূর্ণা—গুরুজনের নিন্দাপবাদ পদদলনে স্বামীর চিত্ত বিনোদনার্থে কেবল রত; বোধ হয়, শরদিন্দুসম শরৎ মধুর চরণতলে ভক্তি ও মুক্তির পুষ্পাঞ্জলিপ্রদানোন্মুখ। মধু পুত্রপ্রসবে আঁধারঘরের মাণিকের ন্যায় শোভমানা ও শরতের সমীপে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আনন্দদায়িনী। দেখ্ মা! তোরা মিলেমিশে ঘর কর—আর এ বয়সে ঝগড়া ভাল দেখায় না, পালা করিলে সব গোল মিটিয়া যায়।

কালক্রমে বিন্দু ও উষা পুত্র প্রসবে স্বামী সোহাগিনী হইয়া পরস্পরের প্রতি প্রীতিসংবর্দ্ধনে সংসার ধর্ম্ম করিতে লাগিল; তদ্দর্শনে সড়ারাম সর্ব্বকর্ম্ম নিস্ফল বোধে ও তাঁর মাতা হাঁড়িচোচ পাখীর ন্যায় ক্ষর ক্ষর

করিয়া ও ক্রূর পন্নগের ন্যায় বক্রগতিতে উপর্য্যপরি দংশনোদ্যতা ; কিন্তু কি করিবেন, বিধি বাম।

এদিকে নভোমণ্ডলে মেঘরাশি অপসৃত হইয়া চন্দ্রমাকে মুক্ত করিয়া দিতেছে, প্রজ্বলিত তারকাবলী সহস্র দীপমালায় আকাশের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে, মধ্যে মধ্যে বিহঙ্গকুল কুলায়নিঃসৃত হইয়া আনন্দে উড্ডীয়মান হইতেছে, কখন বা মধুমতী নত পরিয়া ভোঁদড়ের ন্যায় মুখ নাড়িতেছে, ও সড়ারামের মাতার ন্যায় অট্টহাস্য করিতেছে। ইত্যবসরে এক ভিক্ষুক আসিয়া তারস্বরে বলিল "দাতা দান করে ও ভিক্ষুক গ্রহণ করে ; অতএব যে দাতাকর্ণসম যশোভাগিন্! এক্ষণে কিঞ্চিৎ ভিক্ষার প্রার্থী। মহাভারতে ইহা বিশদ রূপে বর্ণিত, যে পাণ্ডুরাজা মাদ্রীরূপোন্মত্ত হইয়াছিলেন, আর দশরথ কৈকেয়ীর প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন ; তবে আপনাকে বলা নিষ্প্রয়োজন। মোহ অপসারিত হইলে পুরুষেরা গুণের পক্ষপাতী হয়েন। দেখুন ধর্ম্মই মোক্ষপদের মূল ; সনাতনধর্ম্মই যাবতীয় মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রচারিত ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী লামাদিগের কৌমারিত্ব প্রথা অতীব কঠোর। ধর্ম্ম দ্বিবিধ—মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রচারিত ধর্ম্ম এবং স্বাভাবিক বা জ্ঞানসম্মত ধর্ম্ম। মুসলমান, হিন্দু ও অন্যান্য ধর্ম্ম প্রথমটীর অন্তর্গত ; কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম দ্বিতীয়টীর অন্তর্গত ; তন্মধ্যে সনাতনধর্ম্ম উহার অংশ স্বরূপ। (Revealed and Natural Religion) বিবেকসম্মত ধর্ম্মানুসারে আত্মশুদ্ধি শ্রেয়ঃ। মুসলমান ও অন্যান্য ধর্ম্মে এক স্ত্রীর দ্বিতীয়বার পরিণয়ে কোন সামাজিক দোষ পরিলক্ষিত হয় না। কি আশ্চর্য্য ! স্ত্রী জাতি আধুনিক জগতে কি একখণ্ড পতিতা জমীর ন্যায় পরিগণিতা হইতে বাধ্য ; তবে কি পুরুষেরা স্ব স্ব সুখানুযায়িক সমাজ ও ধর্ম্ম পরিমার্জ্জিত করিয়া আসিতেছেন। এ যে স্বার্থপর ধর্ম্ম, ইহা বিবেকশক্তি দ্বারা পরিচালিত হইবার যোগ্য নহে। বিজ্ঞানশাস্ত্রমতে যাহা অদ্য সত্য, তাহা কয়েক বৎসর পরে মহা

ভ্রমপূর্ণ। যদি ধর্ম্মকে অনিশ্চিত বিজ্ঞানশাস্ত্রের সহিত মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে ধর্ম্মের পবিত্র ভাব রহিল কোথায়? ধর্ম্মকে এরূপ ভাবে গঠিত ও সংস্কৃত করা উচিত, যেন মানবজাতি কালক্রমে উহাতে কালিমা লেপনে সমর্থ না হয়েন। কোন কোন অদূরদর্শী ব্যক্তিকদের মতে ধর্ম্ম সাময়িক সত্যতাপূর্ণ এবং কালক্রমে উহা বিজ্ঞান শাস্ত্রের ন্যায় নগণ্য—ইহা বাতুলের প্রলাপ মাত্র; কারণ এই উক্তিটী সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে সত্য; কিন্তু নৈতিক ভাবে ইহা সোপপত্তিক বাক্য নহে। শৈশবে শিশুকে সাজসজ্জাহীনাবস্থায় দেখিতে সুন্দর; কিন্তু বয়োধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে উহার পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। এক ভাষা এক দেশে শোভা পায়; কিন্তু অন্য দেশে বা অন্য সময়ে ইহা নগণ্য। ঐ মতাবলম্বী ব্যক্তিদিগের নিকটে সকলই সময়সাপেক্ষ। সময়সাপেক্ষ ধর্ম্মের মধ্যে মুসলমান ও খ্রীষ্টধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রচারিত ধর্ম্মের সর্ব্বস্থানে চির সত্যতা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সনাতন ধর্ম্ম কাহারও সাময়িক শুভাশুভ লক্ষ্য রাখিতে প্রস্তুত নহে। যে ধর্ম্ম পেরিস রমণীর বিলাসিতার ন্যায় শোভা পাইতে প্রস্তুত, যে ধর্ম্ম ব্যক্তিবর্গের সুখস্বচ্ছন্দের উপর গঠিত; ধর্ম্মই যেন উহাদের সাহার্য্যার্থে সৃষ্ট হইয়াছে, সেই সেই ধর্ম্মে চিরসত্যতা কোথায়? সনাতন ধর্ম্ম সময়সাপেক্ষ নহে, বর্ণানুসারে নহে কিম্বা মর্য্যাদানুসারে নহে। উহা বিবেকশক্তির দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। যে রাজা ধর্ম্মকে ঋতুর পরিবর্ত্তানুসারে কিম্বা সাময়িক পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের ন্যায় প্রজাবৃন্দের স্বচ্ছন্দের উপর লক্ষ্য রাখিয়া সদা পরিবর্ত্তন করেন; সেই ধর্ম্মে বা মরালিটিতে চিরসত্যতা কোথায়? হাঁ যদ্যপি ইহা ইতিহাসপাঠে দৃষ্ট হইত—যে মানব সমাজ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি ও সভ্যতার খরস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে; তাহা হইলে উপরোক্ত বিষয় সমূহ গ্রহণীয় হইত; আর যদি ধর্ম্মজগতে মানব জাতি বুদ্ধি ও যুক্তির বলে অধিকতর নৈপুণ্য সহকারে সংস্কার কার্য্যে

ব্রতা হইয়াছেন ও বহু যুক্তি ও খণ্ডন দ্বারা প্রাচীন শাস্ত্র সমূহ কর্ত্তিত হইয়াছে, কিম্বা পাতঞ্জল, মনু, বেদব্যাস ও যাজ্ঞবল্কের ন্যায় এবং ধর্ম্মজগতে বুদ্ধদেবের ন্যায় আর এক মহা সিদ্ধপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে দৃষ্ট হইত, তাহা হইলে কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত হইতে পারিতাম। পালটিক্যাল ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদিগের মতে পশু, পক্ষী ও অন্যান্য ইতর প্রাণী মনুষ্যের ক্ষুৎপিপাসা নিবরণার্থ সৃষ্ট হইয়াছে। উহাদের বধসাধনের ব্যতিক্রম ঘটিলে, ভাস্করের প্রখর জ্যোতিঃ লুপ্ত হইয়া নিবিড় তমসায় পরিণত হইবে ও মনুষ্যজাতির নিরাপদসংরক্ষণে অতীব সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিবে। তাই বলি মনুষ্যের প্রবৃত্তি অনুসারে কার্য্য ও কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ফলভোগ। মরালধর্ম্ম অনুসারে মানুষ ও ইতর প্রাণীর জীবন তৌলদণ্ডে সমতুল্য বলিয়া বিবেচিত হয়। মনুষ্যেরা যতক্ষণ অবধি জন্তুর ন্যায় আহার বিহারে অভিলাষী হয়েন, উহাদের যত অধিক ভোগ বিলাস ও পরিষ্কার বসন ভূষণ, তত অধিক ভক্তি ও মুক্তির পথ হইতে উহাদের বহুদূরে অবস্থান। ভক্তির দ্বারা মুক্তির পথ সুগম হয়; কিন্তু বিলাসিতায় নহে। যাঁহারা অলীকসুখে বীতশ্রদ্ধ, তাঁহারাই ঐ পথান্বেষী হয়েন। সনাতন ধর্ম্মের ন্যায় উচ্চতম ধর্ম্ম আদৌ দৃষ্ট হয় না—বুদ্ধদেব তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থল ও আদর্শ স্বরূপ। উহার সাধনাস্থল নির্জন গিরিগুহায় এবং উহা আড়ম্বরশূন্য। ইষ্টদেব ভজনায় সিদ্ধি লাভ হয়—সিদ্ধিতেই মুক্তিদান—আর মুক্তিতেই নির্ব্বাণ—চির-নির্ব্বাণ। সমাজ বিশৃঙ্খলতা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায়, এই ধর্ম্মের সৃষ্টি ও পুষ্টি সাধন সংঘটিত। সন্ন্যাসীরা যে কেবল ধর্ম্মে রত তাহা নহে—উহারা ভারতের অশেষবিধ কল্যানসাধনে নিযুক্ত। সেই জন্যই আমি এক্ষণে তৎসমীপে দণ্ডায়মান। কেহ বা শরতকে ভালমানুষের বাপ আঁটকুড়া হয়, কেহ বা নগা পাগলার আবদার অসহ্যবোধে চিত্ত সংযমী হইতেছেন, কেহ বা মধুকে ভাগ্যবতী, শরতকে স্ত্রৈণ, মূর্খ ও ধাতাকে একচোকো বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ললিতার পুনর্মিলন।

এদিকে সরোজিনীর পিত্রালয় হইতে সংবাদ আসিল, যে তাঁর ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়া পুত্রসহ কোন কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে নৌকাযোগে যাত্রা করিয়াছিলেন; কিন্তু অদ্যাবধি কোন সংবাদ মিলে নাই। ইহাতে সরোজিনী চিন্তাযুক্তা হইলেন ও তাঁর মাতা ব্যথিত হৃদয়ে শিবিকারোহণে কন্যার কাছে উপস্থিত হইলে, সরোজিনী তাঁকে সঙ্গে লইয়া সন্ন্যাসীর সমীপে উপস্থিত হইলেন।

সঃ মাতা। ঠাকুর! আমার রহিতেশ্বরের কোন সংবাদ রাখেন কি?

শিষ্য। হাঁ মা! আজ কয়েক মাস গত, আমার গুরুদেব ললিতা ও তার পুত্রটীর প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু রহিতেশ্বরের প্রাণ বাচাইতে পারেন নাই। আজ্ঞা পাইলে, উহাদের এস্থানে হাজির করিতে পারি।

সঃ মাতা। ঠাকুর! আর বিলম্ব সহে না, উহাদের আনয়নে যত্নবান হও। এই কথা শ্রবণে জেরিম তথা হইতে গুরুর কাছে উপস্থিত হইয়া উহাদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ললিতা। ঠাকুর! শুনেছি এ গ্রামে আমার ননদিনীর বাস। উহাদের দর্শন লাভে ললিতার শাশুড়ী আনন্দোৎফুল্লা হইয়া ললিতার কণ্ঠ ধারণে কাঁদিতে লাগিলেন এবং ঠাকুরের পদদ্বয় জড়াইয়া সাশ্রুনয়নে বলিলেন, ঠাকুর! ইহাদের জীবনরক্ষণে আপনি যথার্থ ঈশ্বরতুল্য কার্য্য করিয়াছেন। ললিতার পুত্রের—হাঁ মা! "বাবা কোথায়"—এই হৃদয়স্পর্শী অমৃতবর্ষণে, উহারা সকলে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া গ্রামস্থ যাবতীয়

লোকের অন্তরে বিস্ময়োৎপাদন করিল। ওদিকে বীরেন্দ্র সিং জনতা বোধে স্বয়ং সে স্থানে উপস্থিত হইলেন; আর তিনি সন্ন্যাসীকে যথাযোগ্য সম্মান ও ভক্তি সহকারে পরিতুষ্ট করাইয়া সন্ন্যাসীর সঙ্গে প্রস্থান করিলেন। চতুর্দ্দিকে ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল। লাবণ্যবতী উহাদিগকে স্বীয় আলয়ে লইয়া গিয়া আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন।

লাবণ্যবতী। স্বগত! শুনিতে পাই স্বামী নিঃস্ব ছিলেন—এক্ষণে তিনি বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী; কিন্তু এক সন্তানাভাবে সংসার আঁধারপূর্ণ, এমন কি সন্ন্যাসীরা অবধি ভিক্ষা গ্রহণ করে না। আমি বিষয় বাসনা দূরীভূতা করিয়া সরোজিনাকে বিষয় প্রত্যার্পন করিব—দেখি ইহাতে সর্ব্বদিকে মঙ্গল ঘটে কি না?

সরো। দেখ লাবণ্যবতী! আমার ভাগ্যে রাজ্যনাশ, বনবাস, অকালে স্বামীর মৃত্যু ও পিতার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে ব্যথিতা, এক্ষণে এই অপোগণ্ডদ্বয়কে লইয়া শতেক জ্বালা উপস্থিত। ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে আর কি ক্লেশ ভবিষ্যৎ গর্ভে লুক্কায়িত আছে, তাহা জ্ঞাত নহি। শুনিতে পাই, রাজস্ব অদ্যাবধি বাদশাহের সমীপে প্রেরিত হয় নাই—ইহার কারণ কি? কেমনে তিনি নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন? আমার ভাগ্যে যা ঘটে ঘটুক—এই দুই অপোগণ্ডকে লইয়া বিষম জ্বালা। ছিলাম রাজরাণী; এক্ষণে ভিখারিণীর ন্যায় পরস্থানে বাস। ইহাপেক্ষা আর কি দুর্দ্দশা ঘটিতে পারে? হায় ভগবান! এখন কি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই—এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

লাবণ্যবতী। দেখুন রাণীমা! আমি অপুত্রবতী, আমার স্বামী না হয় দুঃশীল হইতে পারেন; নিশ্চয় জানিবেন, আপনার কোন অনিষ্ট সাধন ঘটিবে না। ছিঃ! দণ্ডে দণ্ডে অশ্রুজল ফেলিলে সংসারে মহা অকল্যাণ ঘটিবে। শীঘ্রই ইহার হিত বিহিত করিব। এক্ষণে চুপ করুন।

এই সময়ে সংবাদ আসিল যে দিল্লীর বাদশাহের সমীপে নির্দ্দিষ্ট সময়ে

রাজস্ব পাঠান হয় নাই; কতিপয় সিপাহী আসিয়া মৃত রাজা বলেন্দ্র-সিংহের সনন্দটি কাড়িয়া লইবার উপক্রম করিতেছে ও যাবতীয় লোক-দিগকে বন্দি করিয়া বাদসাহের সমীপে যাত্রা করিতেছে।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দিল্লী-বাদশাহের কক্ষ।

বাদশাহ আলাউদ্দিন দিল্লী সিংহাসনোপরি অধিরূঢ় হইয়া মহা আড়ম্বরে দরবারের কার্য্য সমূহে চিত্তানিবেশ করিতেছেন; এমন সময় সিপাহীরা বর্ম্মণ ও তাহার দলবলসহ বাদশাহের সম্মুখে হাজির হইল। বাদশাহ তদ্দর্শনে রুষ্ট হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন সহকারে বলিলেন— "রে কাফের! তুই আজ তিন বৎসর রাজস্ব না পাঠাইয়া কেমনে নিশ্চিন্তমনে কালহরণ করিতেছিলি? তোর কি ইয়াদ নাই, যে আমি বাদশাহ, এখনি তোর শিরশ্ছেদ হইবে।" এই দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণে কতিপয় সিপাহী উহাদিগকে বন্ধনোদ্যোগী হইল।

বাইজী। দোহাই খোদাবন্দ! দোহাই বাদশাহ! আমরা ইহার কিছুই জানি না—আমরা উহাদের পরিজনবর্গ নহি—বারবনিতা মাত্র।

কয়েকদিবস সুরাপানে মত্ত হইয়া নৃত্যগীতে রত ছিলাম—যেস্থানে রঙ্গরস সেই সেই স্থানে আমাদের স্থিতি। দোহাই বাদশাহ! আমরা ইহার বিন্দুমাত্র অবগত নহি।

বর্ম্মণ। দোহাই জাঁহাপনা! আমি ইহার কিছুতেই নাই, একজন ম্যানেজার মাত্র। রাজা বলেন্দ্র সিং এক্ষণে মৃত; তিনি এই সম্পত্তির মালিক ছিলেন। আমরা তাঁহার বেতনভোগী ভৃত্যস্বরূপ।

বাদশাহ। চুপরাও বেয়াকুব!

দেখো উজীর! ওস্কা বাৎ হাম কুছ্ সমঝ্তা নহি।

উজীর। জাঁহাপনা! আমি জানি, বাঙ্গালী কাফেরেরা জাল জালিয়াৎ কার্য্যে বড়ই পটু, আর শঠতা, প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা কথা ত লেগেই আছে, এসব ওদের মহাস্ত্রবল। প্রায় বঙ্গে শুনা যায়, যে আজ অমুকের বিষয় জাল হইয়াছে—এমন জাল যে বেমালুম জাল—হুবহুব বাদশাহের স্বাক্ষর ও শিলমোহর—যে কিছুতেই ধরা যায় না। উহারা নানা দেবদেবীর উপাসনা করে কিনা; সেই কারণে নানারূপ মিথ্যা কথায় পরিপক্ক। আমি ত অমন ঢের শুনেছি, শুনে শুনে আমার কাণ ঝালাপালা হল। জাঁহাপনা! এ সব ম্যানেজারের কারসাজি মাত্র। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। এখন জাঁহাপনার মর্জ্জি।

বর্ম্মণ। দোহাই উজীর সাহেব! আজ বৎসরত্রয়াবধি খাজনা আদায় হয় নাই। প্রজারা আমায় খাজনা দিতে নারাজ, সিপাহীরা আদৌ গ্রাহ্য করে না—প্রজারা একযোটে খাজনা বন্ধ করিয়া দিয়াছে, রাজকোষে ধনকড়ি জমায়েত নাই—কি করি, কোথা হইতে দিব, তাই ভাবিয়া অস্থির—এই তিন বৎসরের মধ্যে অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি হওয়ায় আদৌ শস্য জন্মায় নাই। উহারা কেবল বলে, "আর এক বৎসর কাল অপেক্ষা করিতে হবে; নতুবা আমরা অন্যত্র গমন করিব।" এই সব অছিলায় আমায় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে।

উজীর। জাঁহাপনা! বাঙ্গালী কাফেরদের বাক্যচ্ছটা বড়ই মধুর; আর কবালা জাল করিতে বড়ই মজপুত। আমার মনে হয়, যে ইহাদের তলে তলে কোন কুঅভিসন্ধি আছে।

আচ্ছা বম্মণ! তবে কেন তুমি ঐ রাজ অট্টালিকার মধ্যে বাস করিতেছিলে? কেন বলেন্দ্রের স্ত্রীপুত্র কি কেহই নাই—তবে ত তুমি এক ধূর্ত্ত ম্যানেজার। এই বাইজীই বা কাহার স্ত্রী, আর বলেন্দ্রের স্ত্রী পুত্রই বা কোথায়? না-না-তা হবে না, এখনি তুমি কারাগারে বন্দি হবে।

বাদশাহ। রে কাফের! তুই শূলে যাবি—না হস্তীর পদতলে যাবি।

জল্লাদ! এখনি সকলকে ভাল করে বাধ।. উহারা কি সকলেই বম্মণ—কৈ ওদের স্ত্রীকে ত দেখিতেছি না।

উজীর। উহারা মোসাহেব! ঐ যে স্ত্রীলোকটী, ওটী উহাদের আনন্দ-দায়িনী—সর্ব্বদুঃখহারিণী ও ইন্দ্রিয়লালসাবিধায়িনী। উনি যখন যাকে ইচ্ছা করেন, তখনই তাঁরই। উহার স্বভাবজাত ক্রিয়া বড়ই কোমল—যখন যে দিকে চলেন, দেখান কত ছল। উহার নয়নভঙ্গী বড়ই মধুর, কেশ মাঝে শোভে যথা চীনের সিন্দুর—ফুটিয়াছে যেন সরোবরে কুমুদ, ক্ষণেক হাতে দড়ি—ক্ষণেক সম্পদ—যখন যে দিকে ধায়, তখনই মন মাতায়; তাই বলি উহারা বারবনিতা, হৃদয়ে নাহিক লাজ, নাহিক ব্যথা, সমস্ত জগতের লোক যেন উহাদের ভ্রাতা (স্বরূপ); এইরূপে কুঞ্জে নিত্য নূতন বাসনা পরিতৃপ্ত করিয়া মাতোয়ারা অলির ন্যায় বিরাজমানা হয়। এতই চঞ্চল—যে স্বাল্পাঘাতেহ কাঁপাইয়া দেয় হৃদ্‌কমল। আমাদের হারেমে যেন সুবর্ণপিঞ্জরাবদ্ধা বেগম সাহেবের ন্যায় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাহ্য ইন্দ্রিয়জ্ঞানে ওদের নয়ন জ্যোতিঃ এতই স্নিগ্ধকর, যে সুশীতল চন্দ্রমার রশ্মিকে অবধি পরাস্ত মানিতে হয়। গোলাপের ডাল কণ্টকপূর্ণ; কিন্তু ঐ কামিনীলতা শমীবৃক্ষের ন্যায় এত কণ্টক পূর্ণ, যে চরিত্রবিহীন পুরুষ ব্যাতিরেকে অন্য কাহারও ওদের সম্মুখে অগ্রসর হওয়া দুঃসাধ্য। ওদের

সুচটুল বঙ্কিম নয়নভঙ্গী এতই অন্তঃসারশূন্য ও হাবভাব পূর্ণ, যে অদূরদর্শী ও উৎফুল্ল যুবকবৃন্দ কটাক্ষফাঁদে পতিত হইয়া শেষে জীবনলীলা সাঙ্গ করে ও নয়নফাঁদ এতই চিত্তহারী যে সুচতুর কিরাতের ফাঁদ অবাধ ব্যর্থ হইয়া যায়। পথিকেরা ভ্রমজ্ঞানে আশ্রয় লইলে, উহারা কাল ভুজঙ্গীর ন্যায় দংশন করে। তাই বলি জাঁহাপনা! আর উহাদের রাখা উচিত নহে, এখনি প্রাণবধে বদ্ধপরিকর হউন।

বাদ। রে কাফের! তোরা ধূর্ত্ত জালিয়াত, এখনি তোদের যমসদনে প্রেরণ করিব।

সকলে। দোহাই জাঁহাপনা! দোহাই খোদাবন্দ! সকলের প্রাণ এখন আপনার হস্তে—এই শেষ ভিক্ষা, যেন প্রাণটী থাকে, প্রাণ বিনিময়ে আমরা ভূরি ভূরি রজত কাঞ্চন দানে প্রতিশ্রুত হইতেছি। দোহাই হুজুর! আমাদের প্রাণ বাঁচান। প্রাণের সমতুল্য জিনিষ আর কি আছে এ ধরায়। এখনি অস্বীকারসূত্রে আবদ্ধ হইতেছি যে সিপাহীদের মারফত বাকি রাজস্ব জাঁহাপনার সম্মুখে নিমেষে হাজির করিব—ইহার কোন ক্রমে ব্যতিক্রম হইবে না—দোহাই খোদাবন্দ! দোহাই জাঁহাপনা!

বাদ। দেখ উজীর! এইবার ইহাদের বেয়াদবী মাপ করা যাক্।

উজীর। খোদাবন্দ! এখন জাঁহাপনার মর্জ্জি! আমরা আপনার দাস, আপনি রাখিতে হয় রাখুন, আর মারিতে হয় মারুন। আমরা কে? আমরা হুজুরের তহশীলদার স্বরূপ।

আচ্ছা বর্ম্মণ! এবার বেয়াদবী মাপ করা গেল। দেখো খুব হুসিয়ার।

এই সময়ে রুদ্রমূর্ত্তিধারী কোন ব্রহ্মচারী লম্ববান জটাসমূহ শিরে ধারণ করত ডম্বরুহস্তে হর হর বোম বোম রবে বাদশাহের সন্নিকটে উপস্থিত। কেবল মুখে বলে, "অরাজক! ঘোর অরাজক! সর্ব্বস্থানেই আশান্তির আধার; আর হাহাকার রব। অনাবৃষ্টিতে রাজ্যের ধ্বংশ অবশ্যম্ভাবী"। হর হর বোম বোম ও ভৈরব রবে যেন সমগ্র প্রাসাদ প্রতি-

ধ্বনিত হইল ; সিপাহীরা দ্রুতপদ নিক্ষেপে সন্ন্যাসীর সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল, "কে তুমি। এই অন্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গনে দণ্ডায়মান। এখানে বেগমদের আবাসস্থল, এস্থানে দাঁড়ান অবধি নিষিদ্ধ।" এই বলিয়া সন্ন্যাসীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বিতাড়িত করিতে উদ্যত। সন্ন্যাসীর সঙ্গে এক চেলা ও অনন্দিতবপু রাজকন্যা—নাম জেলেখা—জগতে এই লেখা, যে ইহার সমতুল্য বালিকা ভূমণ্ডলে আর জন্মগ্রহণ করে নাই। সিপাহীরা তাড়াইয়া দিতে নারাজ—সঙ্গে স্ত্রীলোক। বাদশাহের আজ্ঞা, যে হারেমে স্ত্রীলোকের প্রবেশদ্বার অবারিত ; ইহাও বিলক্ষণ জাগরূক আছে ; আবার বেটা ছেলে, তায় সন্ন্যাসী, তাঁর আস্ফালন দেখে নাববে অবস্থান করা অসহ্য। কেবল মুখে বলে, "হর হর বোম বোম।"

সিপাহীদের তাড়নায় কেবল বলে, "অরাজক! ঘোর অরাজক!" কি আশ্চর্য্য! বাদশাহের কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই ; এরূপ কার্য্য শৈথিল্যেই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা বিরুদ্ধচারী হইতে পারেন ; কোথায় বা কাপালিকেরা আসুরিক শক্তি বন্ধনে রাজপুত্রীদিগকে দুর্গে আবদ্ধ রাখিয়াছে। তাইত এখন রাজা কি দৃষ্ট হয় না, যিনি কাপালিকোচ্ছেদসাধনে দণ্ডায়মান হয়েন ; এরূপ উত্তরোত্তর প্রশ্রয় দানে প্রাণরক্ষাবধি সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে, যে স্থানে যাই, সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে ব্যস্ত। কি আশ্চর্য্য! তারা কি অজ্ঞাত, যে ভবিষ্যতে কি অনর্থক সংঘটিত হইবে? কেহ বা সামান্য ঐশ্বর্য্যমদোদ্ধত, কেহ বা বাদশাহ ও উজীর সাজিয়া জগতকে হেয়জ্ঞান করে ; তবে দস্যুরা সুরেন্দ্র সম ঐশ্বর্য্যোপভোগে গর্ব্বিত না হবে কেন?

হায় রে বাদশাহগিরি! এত কুবেরসঞ্চিত কাল্পনিক অর্থরাশি হরণ ও তাহাদের বিনাশসাধন করিতে কয় জনের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়? সবই অনন্তদেবের ইচ্ছা, আবার সেই বুলি—হর হর বোম্ বোম্ বলিয়া সন্ন্যাসী সকলের মনে ভীতি সঞ্চার করিতে লাগিল ; কখন বা বলে জয় বাদশাহের জয়! কি আশ্চর্য্য! কোন্ দেশের লোক ও কি উদ্দেশ্যে বা

এ স্থানে আগত—তাহা কাহারও বোধগম্য হয় না। সকলেই সেই জেলেখার রূপবহ্নি দর্শনে আত্মহারা হইতেছে; আর মধ্যে মধ্যে সন্ন্যাসীর চিৎকারধ্বনি শুনিতেছে। ইতিমধ্যে একজন সর্দ্দার বাদশাহের সমীপে উপনীত হইয়া জানাইলেন "দোহাই খোদাবন্দ! এক সন্ন্যাসী হারামের দিকে এক সুন্দরী বালিকাকে লইয়া বিকট রবে আকাশ মণ্ডল কাঁপাইয়া দিতেছে— এত কঠোর, যে বজ্রের ধ্বনি লঘু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না— খালি মুখে হর হর বোম্ বোম বলে; দেখিলে বোধ হয় যে এক ছদ্মবেশী কাপালিক দস্যু বালকাকে জাঁহাপনার সমীপে উপহার-প্রদানেচ্ছুক। সিপাহীরা যতই বল প্রয়োগে তাড়াইয়া দেয়, ততই সে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করে; সঙ্গে এক বালিকা, যদি আজ্ঞা পাই, উহাদের এ স্থানে আনয়ন করিতে পারি।"

বাদশাহ। কি কাপালিক দস্যু! আর তার সঙ্গে এক প্রতিভা-সুন্দরী বালিকা—যে কাপালিকেরা সমগ্র রাজ্যটী উৎসন্ন দিয়া দ্বিতীয় প্রেত রাজত্বে পরিণত করিয়াছে। সে দস্যু আর সে বালিকাই বা কোথায়? এখনি উহাদিগকে এস্থানে হাজির কর।

সর্দ্দার। যো হুকুম খোদাবন্দ! এই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।

সন্ন্যাসীও ইত্যবসরে ত্রিশূল ঘুরাইতে ঘুরাইতে বাদশাহের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল, "জয় দিল্লীশ্বরের জয়; আর কাপালিকের জয়।" ইহা শ্রবণে বাদশাহের নেত্রদ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হইল। তিনি কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া রোষকষায়িতনেত্রে বলিলেন, "রে কাফের! আমার সম্মুখে এত স্পর্দ্ধা! জানিস না সিংহের সম্মুখে এত বেয়াদবী; এখনই সম্মুখ হইতে দূর হও;" এই বলিবামাত্র সিপাহীরা বিতাড়িত করিতে উদ্যত; কিন্তু উজীরানুরোধে সন্ন্যাসী পুনরায় আহূত হইলেন।

সন্ন্যাসী কুপিত হইয়া বলিলেন, "জাঁহাপনা! আমি এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসী; কিন্তু নির্ভিক। আপনি প্রাণহন্তা হইতে পারেন, তা'বলিয়া স্বীয়

তেজঃপুঞ্জ ত্যাগে জগতের সম্মুখে ঘৃণিত হইবার পাত্র নহি। জগতের হিত সাধন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য, জগতের মঙ্গলেই আমাদের মঙ্গল বিজড়িত, সামান্য বধাজ্ঞায় সাংসারিক লোকের ন্যায় আর বীরেন্দ্র সিংহের ন্যায় আমরা ভয় পাইবার যোগ্য নহি। এই কথা বলিতে বলিতে ক্রোধান্ধ হইয়া বাদশাহের দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিলেন; বাদশাহ ও উজীরের সহিত গুপ্ত পরামর্শে স্থির করিলেন, "বীরেন্দ্র সিংহের কথা কেন ইহার মুখে; নিশ্চয়ই ইহাতে কোন গুপ্ত রহস্য নিহিত। সামান্য সন্ন্যাসী হইয়া কিনা বাদশাহকে অবজ্ঞা করে, কেন এত সাহস কিসের?" ইহা শ্রবণে উজীর ইহার তথ্যানুসন্ধানে তৎপর হইতে আদিষ্ট হইলেন।"

উজীর। দেখুন ঠাকুর! আপনি কোন্ দেশের লোক ও কেনই বা এই বালিকাটিকে লইয়া এ স্থানে আগত—আর কাপালিকের জয়ধ্বনি কেন—ইহার যথাযথ উত্তর প্রদানে কৌতূহল চরিতার্থ করুন।

সন্ন্যাসী। মহাশয়! ভুটানের অন্তঃপাতী ট্যাসগঞ্জ গ্রামে আমার আশ্রম; অদ্যাবধি এই বালিকার কোন পরিচয় মিলে নাই। নাম জিজ্ঞাসিলে কেবল বলে, জেলেখা, বাপের নাম পাহাড়; আর তার মাতার নাম সুজেফা। কত শত রাজপুত্র কাপালিকদের হস্তে কয়েদীর ন্যায় দুঃসহ জীবন ধারণ করিতেছে। নরবলিদান উহাদের স্বভাবজাত ক্রিয়া—ঐ ক্রিয়াবলম্বনে রণচণ্ডিকার কাছে নরাস্থিমালা এক বৃহৎ পাহাড়ের ন্যায় স্তূপীকৃত রহিয়াছে—কৈ কেহ ত ইহার প্রতিকারার্থে যত্নবান হয়েন না, সকলেই স্ব স্ব ঐহিক সুখমগ্ন। আমি বহু আয়াস স্বীকারে জেলেখা ও জেরিমের উদ্ধার সাধনে জ্ঞাত হইলাম, সে অসংখ্য বন্দি রাজপুত্র; আর স্বর্ণতাল স্তূপীকৃত রহিয়াছে। আমি ললিতা ও তাঁর পুত্রটিকে আত্মীয় স্বজনের সমীপে ন্যস্ত করিয়াছি, এক্ষণে এই জেলেখাকে ন্যস্ত করিলে আমার ভার লঘু হয়।

উজীর। ঠাকুর! আমিও যে ঐ পথের পথিক; বোধ হয়, দস্যুর

আমার জামাতাসহ কন্যাকে ধৃত করিয়া থাকিবে; অদ্যাবধি তাহাদের কোন সন্ধান পাই নাই।

সন্ন্যাসী। কৈ আমি ত কোন সন্ধান পাই নাই; তবে বোধ হয়, জেলেখা ইহার বিষয় কিছু কিছু অবগত আছে।

জেলেখা। হাঁ, আমি এক মন্ত্রী কন্যার সহিত বন্ধুত্ব পাতাইয়াছিলাম, এক্ষণে তিনি পাগলিনীর ন্যায় সর্ব্বত্র বিচরণ করেন, তাঁর স্বামী জীবিত আছেন; তবে ইহাতে অনেক গুপ্ত রহস্য নিহিত।

উজীর। হে ঠাকুর! তবে কিরূপে উহাদের উদ্ধার সাধন সম্ভবে?

সন্ন্যাসী। মহাশয়! এত অধৈর্য্য হবেন না। সকলই সময় সাপেক্ষ—এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, এই তুষারবিনিন্দিতা রাজপুত্রীটী কাহার?

উজীর। না ঠাকুর! ইহা আমাদের নহে। আচ্ছা! দস্যুদের এত বিত্তসঞ্চয় কিরূপে সম্ভবে? যদি উহাদের বহির্গমন কালে আমরা দশসহস্র সৈন্য সমাবেশ করাইয়া গুপ্ত অর্থরাশি লুণ্ঠন ও তাদের উদ্ধার-সাধনে প্রয়াস পাই, তাহা হইলে আমরা সিদ্ধকাম হইব কি না?

সন্ন্যাসী। উজীর সাহেব! দুর্গের লৌহ কপাট ও রামগড় ফটক এত সুদৃঢ়; আর সুড়ঙ্গের উপর সুড়ঙ্গ ও গুপ্ত গন্তব্য স্থান এত সংকীর্ণ, যে সর্ব্ব চেষ্টা ব্যর্থ হইবে; আর সে পথ সমুদায় আমার ঠিক স্মরণ নাই।

উ। ঠাকুর! আর আমি কতকাল উহাদের প্রতীক্ষায় রহিব? আমার স্ত্রী দিবানিশি ক্রন্দনে শীর্ণকায়া; আর তাঁর আহার নিদ্রা ত্যাগ।

মহাশয়! এখন চল্লাম; আবার যথাকালে সাক্ষাৎ পাইবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসীর আশ্রম স্থাপন।

এইরূপে মাসের পর মাস গত—জেলেখা পঞ্চদশ বর্ষে উপনীতা ও বিবাহের বয়স আগতপ্রায়। ঠাকুর পথে চলেন, আর ভাবেন, "হে ভগবান্! পরিশেষে কিনা সংসার মায়ায় বিজড়িত করাইলে?" এই রূপে নানা চিন্তাতরঙ্গোৎক্ষিপ্ত হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। সন্ন্যাসী পথিমধ্যে সহসা কোন পাহাড়ীর প্রমুখাৎ শুনিলেন, যে ঝিলন নগরে কোন সর্দ্দারের অধীনে তিনটী মেয়া আদমী বাস করে। প্রায় চারি বৎসর অতীত, জেলেখা নাম্নী কন্যার কোন নিদর্শন নাই। পাহাড়ী সর্দ্দার বোধ হয়, উহাকে লইয়া জলমগ্ন; কিম্বা উহারা কোন বন্য পশু কর্ত্তৃক নিহত। ইহা শ্রবণে, ক্ষীণ আশা সঞ্চারিত হইলে সন্ন্যাসী উহাদের লইয়া ঝিলনের কিয়ৎ দূরে উপনীত হইয়া ছাউনি করিতে মনস্থ করিলেন।

স। জেরিম! তুমি গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কাষ্ঠ, কিঞ্চিৎ ফলমূল ও দুগ্ধ আহরণ করিয়া উহা প্রদানে আমাদের পথশ্রান্তি দূর কর। জেলেখার জন্যই ত চিন্তা; আমরা সন্ন্যাসী—দুই দিবস অনাহারে থাকিতে কোন ক্লেশবোধ করি না; বোধ হয়, ক্লেশ অপনীত প্রায়। অন্তর্যামী ভগবান্ কখনই এত কঠোর হইবেন না—আশু সুসংবাদ পঁহুছিবে—আর বিলম্ব সহে না।—পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া যায়—একে পথশ্রান্ত—তায় চিন্তা-গ্রস্ত; দেখিও বিলম্ব ঘটিলে, উৎকণ্ঠার উপর উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইবে। চতুর্দ্দিকে প্রচার করিবে, যে জেলেখা নামে এক ফুটন্তমল্লিকা গুরুর আশ্রমে অবস্থান করিতেছে—যদি কাহারও হারানিধি না মিলিয়া থাকে, এখনি

উহা গ্রহণে যেন যত্নবতী হয়। এইরূপে গুরুবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া কমণ্ডলু লইয়া অগ্রে কিঞ্চিৎ ফল মূল ও জল আনয়নে গুরুকে প্রদান করিলেন। সন্ন্যাসী ও জেলেখাকে ফল, মূল ও জলমিশ্রিত মাদকদ্রব্য সেবন করাইয়া পথশ্রান্তি দূরীকল্পে নিদ্রাভিভূতা করাইলেন। পরদিবস প্রত্যূষে জেলেখা জেরিমের সঙ্গে প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা পঙ্গপালের ন্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে নবীন সন্ন্যাসীর কাছে হস্তরেখা দেখাইতে আইসে, কেহ বা শিরঃপীড়া ও অম্লরোগের ঔষধ লয়েন, কেহ বা জীর্ণ শীর্ণ কলেবরে অন্তঃসার শূন্য হইয়া ঠাকুরের নিকট কাতরোক্তিতে জানাইতেছে; আর সন্ন্যাসী ও মন্ত্রোচ্চারণে ঝুলির মধ্য হইতে বটিকা, কাহাকেও বা মাদুলী ধারণে স্নানান্তে উহা ধৌত করিয়া পান করিতে হইবে, কাহাকেও বা শাশুড়ীর গঞ্জনা ও স্বামীর লাঞ্ছনা হইতে পরিত্রাণ কল্পে, আর বন্ধ্যারূপ কলঙ্করাশির অপনোদনার্থে ও আত্মহত্যা হইতে নিবারণ কল্পে কিছু ভস্ম ও ঔষধ দান, কাহার বা পুত্রের নিরাপদার্থে কবজ প্রদান, কাহার বা নষ্ট কোষ্ঠীর উদ্ধার সাধন, কাহার বা স্বামীর নষ্ট বীর্য্য অমোঘতেজে পরিণত করণার্থে সোমরস পানের বিধান দিতেছেন, কেহ বা সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া জানাইতেছেন, "হে ঠাকুর! আমার একমাত্র সন্তান বধু-মাতাকে ছাড়িয়া বিরাগী হইয়াছেন, তাহার চিত্তবিকার জন্মাইলে ষোড়শ উপচারে পূজা দিব"; তন্মধ্যে এক সর্দ্দারের স্ত্রী বৈরাগ্যভাবপ্রদর্শনে বলি-লেন, "হে ঠাকুর! আমার স্বামী কয়েক বৎসর অতীত, এক বালিকাকে লইয়া বাসন্তী মেলায় গিয়াছেন, অদ্যাবধি তাঁদের কোন সংবাদ মিলে নাই, এক্ষণে কিঞ্চিৎ বিষপানে প্রাণের জ্বালা জুড়াইতে দিন।"

স। কেন মা! এত বৈরাগ্যভাব। সংসারে দুঃখের পর সুখ আইসে; এমন কি ইহা হইতে স্বয়ং ভগবানেরও নিষ্কৃতি নাই। ভয় কি? নারীর ধৈর্য্যই ব্রহ্মাস্ত্র, সেই ধৈর্য্য বলে জগতে অশেষবিধ কল্যানসাধন হইতেছে। পুরুষের ধৈর্য্য সময়ে ক্রমে চরমে উঠিয়া জলবুদ্বুদের ন্যায় ছিন্ন

বিচ্ছিন্ন হয় ; তবে কি স্বভাবের অনুপযোগী চাঞ্চল্য প্রদর্শনে চির অভীপ্সিত কামনাপুঞ্জের বিনাশ সাধনে অকালে যত্নবতী হইবে ? তাই বলি সর্ব্বলোক অদৃষ্টচক্রের অধীন ; জীবের কর্ম্মভোগ সমাপ্ত না হইলে সুখ সঞ্চারিত হয় না। সেই অপ্রতিহত দেবের নিকটে মানুষ তৃণবৎ ; বোধ হয়, কিছুকাল পরে হারানিধি প্রাপ্ত হইবে—তবে কেন বৃথা ভাবিছ ? মা !

ইহা শ্রবণে সর্দ্দারের স্ত্রী কিঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইয়া হৃদ্‌চাঞ্চল্য সহকারে হস্তপ্রসারণে বলিলেন, "হে ঠাকুর ! আমার ভাগ্যলিপিতে কি সম্ভব ? সন্ন্যাসী ললাটরেখা দর্শনে বলিলেন, "মা ! তোমার স্বামী আর ইহজগতে নাই—বোধ হয়, জলমগ্ন হইয়া ভব লীলা সঙ্গে করিয়াছে—ইহা শ্রবণে সাধ্বী স্ত্রী তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞাশূন্যা হইয়া প্রস্তরোপরি পতিতা ও পঞ্চত্বগতা।

সন্ন্যাসী কমণ্ডলু হইতে শীঘ্র জল লইয়া মুখে চোকে ঢালিলেন—কিছুতেই সংজ্ঞা হইল না—যত বাজের লোক কাতারে কাতারে দণ্ডায়মান হইল। ঠাকুর ঐ শবকে প্রস্তরখণ্ডোপরি স্থাপন করিলেন ; তদ্দর্শনে কাহার মানুষ কাহার মানুষ, এই বলাবলি করিতে করিতে জনরব চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। সকলেরই মুখে সেই এক কথা—যে নবীন সন্ন্যাসীর আশ্রয়ে এক সধবা স্ত্রীলোক মৃতা। এইরূপে নানাজনে নানাকথা রটাইল, ক্রমশঃ এক অলীক জনরব গ্রামবাসীদের অন্তরে এক আতঙ্ক উত্থাপিত করিল। কেহ কেহ রটাইতেছে, যে ঐ ভণ্ড সন্ন্যাসীই ইহার মূলীভূত। কেহ বলে, সন্ন্যাসীর সঙ্গে একটী শিষ্য ও বালিকা আছে—না না বোধ হয়, কোন বিপদ বোধে আত্মহত্যা করিয়াছে, কেহ বা সন্ন্যাসীরা ছেলে ধরে বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে ; নতুবা কেন ঐ বালিকাটী উহার সঙ্গে ? ওরূপ বালিকা স্বাভাবিক গৃহে জন্ম গ্রহণ করে না—যেন ভুবনমোহনী ভুবনজিনিয়ারূপ স্বর্গ হইতে হরণ পূর্ব্বক স্বীয় অঙ্গে মিশাইয়া, বিকশিতা হইয়াছে, কেহ বা মনে করে, যে ঐ শিষ্যটী উহার ভৃত্যস্বরূপ রাখিয়া শিরে জটা ধারণে কেবল ধর্ম্মের ভণ্ডামি দেখাইতেছে, কিম্বা ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কাহাকে বা ঔষধ,

মাদুলী ও ছাই ভস্ম দিতেছেন—যেন সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার—যেন পূর্ণ চন্দ্ররূপে আকাশে উদিত বলিহারি সন্ন্যাসীর ভণ্ডামিকে! এইরূপ জনরবে দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণ, সকলের মুখে সেই এক কথা; ইত্যবসরে সন্ন্যাসী কথঞ্চিৎ ভয়বিহ্বল হইয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজনে প্রয়াস পাইতেছেন; আর জেলেখা ও জেরিম দূর্ব্বাদল, বিল্বপত্র, মধু, কাষ্ঠ, গঙ্গাজল, ধূপ, ধুনা ও নানা সাময়িক উপকরণ সংগ্রহার্থে প্রেরিত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জেলেখার মাতৃ-দর্শন।

এদিকে জেরিম জেলেখাসহ গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া কাষ্ঠ, বিল্বপত্র, মধু ও পুষ্প সমূহ আহরণকল্পে হঠাৎ এক গিরিগহ্বরে উপস্থিত। কোন স্ত্রীলোক দর্শনে, জেলেখা বলিল—"ঐ যে আমার মা। ঠাকুর! ঐ আমার মা যাইতেছে; তবে আমি যাই"।

জেরিম। সত্য সত্যই কি তোমার মা—সেই সুজেফা? ঐ পাহাড়টী কি তুমি জান?

জে। হাঁ ঠাকুর! আমার মাকে চিনিতে পারিয়াছি—এই বলিয়া জেলেখা দৌড়াইয়া পশ্চাৎদিক হইতে মা! মা! রবে ছুটিতে ছুটিতে তাঁর ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া গিয়া পড়িল। সুজেফাও মা! মা! বলিয়া কণ্ঠ জড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনে কত মুহুর্মুহুঃ চুম্বন করিয়া বলিলেন, "মা! এত দিন তুমি কোথায় ছিলে? মা! ভেবে ভেবে অস্থিচর্ম্মসার, এই বলিতে বলিতে দরদর ধারায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "ঐ লোকটী কে মা!"

জেলেখা। মা! এই সন্ন্যাসীর নাম জেরিম, জাতে হিন্দু, আসল নাম নরেন্দ্র কিশোর—উহার গুরুর কৃপায় আমি দস্যুকবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি; ভাগ্যক্রমে নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে এস্থানে উপনীতা; হঠাৎ তোমায় দূর হইতে চিনিতে পারিয়াছি; এক্ষণে আমাদের সঙ্গে চল—গুরুদেব এক পাহাড়ীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ব্যস্ত। জেরিমকে কিছু গঙ্গাজল ও মধু দাও—ফুল, বিল্বপত্র ও আলোচাল আমরা অনেক পাইয়াছি। হাঁ মা! ঝি কোথায় গেল?

স্থ। ঝিকে হাটে পাঠাইয়াছি—কয়েকদিবস পূর্ব্বে তোমায় স্বপ্নদর্শনলাভে সাতিশয় তুষ্টা হইলাম, সহসা নিদ্রাবসানে আমি অবিরল অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল সিক্ত করিলাম। আর তার সঙ্গে সঙ্গে অদৃষ্টের ও ভাগ্য বিপর্য্যয়ের কথা কত ভাবিলাম—খোদার কাছে কত মানসিক করিলাম, কিছুতেই কিছু হইল না; ভাবিলাম সন্তান না জন্মাইলেই ছিল ভাল, এ বড় বিষম জ্বালা। এখন দেখিতেছি; সত্য সত্যই আল্লা আছেন, খোদা কখনই এত বিরূপ হন না। জানত বাছা। মার প্রাণে অনুক্ষণ কুগায়। ভাবিলাম জেলেখা মারা গিয়াছে; আবার ভাবিলাম বাঁচিলে ও বাঁচিয়া থাকিতে পারে—যাহা হউক, তোমাকে পাইয়া কি পর্য্যন্ত না যে সন্তুষ্ট; তাহা বর্ণনাতীত। মা! মা। এস একবার তোমায় চুম্বন করি। আমার সোনা মা! আমার কচি মা! আমি তোমার মা—তুমি আমার মা; আইস তোমার কমলানন চুম্বনে আমার জীবন সার্থক করি। এখন ডাগরটী হইয়াছ—ভয় কি! আমি তোমার টুকটুকে বরে বিবাহ দিব—না হল বা রাজ্যলাভ—সকলেই কি রাজ্যলাভ করে? ছিলাম বাদশাহের রাণী এখন কিনা বনবাসিনী; তাতে অণুমাত্র ক্ষোভ নাহি মনে মানি—তোমার ন্যায় পূর্ণচন্দ্র লাভে জীবনে কি ক্ষোভ?

ওরে ঝি! আয়—আয়-আমার জেলেখা এসেছে—একবার আয়।

ঝি সমস্ত দ্রব্য ক্ষেপণে বলিল, "অ্যাঁ অ্যাঁ জেলেখা! জেলেখা! কই

মা! জেলেখা! একবার ক্রোড়ে আয়, ভাল করে চুম্বন করি”—এ বলিয়া জেলেখাকে বক্ষোপরি ধারণে ঘন ঘন চুম্বন করিয়া হৃদয়বহ্নি শীতল করিয়া লইল—আহা মা! আমার, কি করে এলি, তোর কি কষ্ট হয় নাই; ওরে আমরা যে আর নাই, দেখ দেখিনি আমাদের মুখ পানে তাকাইয়া হাঁ রে, তোর মা যে চিরদুঃখিনী তাহা কি বিস্মৃত? হাঁরে পাগলী মেয়ে! সুধা মাথা মা কথা কি একেবারে ভুলে গেলি? আহা, যেন স্ফুটন্ত মল্লিকা! আহা! জেলেখা যে ডাগরটী হয়েছে, আর ত রাখা যাবেনা। আহা! বালিকার হৃদয় কতই না কোমল। হাঁ জেলেখা আমি যে তোর সেই ঝি, জানিস না, যে নদীরধারে লইয়া গিয়া কত খেলা করিতাম, হাঁরে এই কি তার প্রতিফল—কত ফুল তুলিয়া তোর কর্ণে পরাইতাম, আহা! সে সব কি বিস্মৃতা? হাঁ নিঠুরা জেলেখা! আমাদের ছেড়ে কি কষ্ট পাইলিনি? অবোধ বালিকা! এই যে তোর খাবার দাবার, আর তোর পুতুল টুতুল; ইত্যবসরে সুজেফা তাকে ক্রোড়ে লইবার উদ্যোগী; কিন্তু ঝি নাছোড়বন্দা। আহা বড়ই আশ্চর্য্য দৃশ্য! এইবার ঝির ক্রোড় হইতে ঝাঁপাইয়া সুজেফার ক্রোড়ে গমনোদ্যত এই কোলাহল শ্রবণে, পাহাড়ীরা কি হয়েছে, কি হয়েছে, রাণী মা; সই মা! এই বলিতে বলিতে সকলে তথায় উপস্থিত হইল।

সকলে। হ্যাগা! কিসের গোল ও মেয়েটী কাদের?

ঝি। ওরে এ যে আমাদের সেই জেলেখা।

সকলে। জেলেখা! জেলেখা! এত বড়টী হয়েছে—অঃ মা! কই আমাদের সর্দ্দার কোথায়? হাঁ জেলেখা! সর্দ্দার কোথায় গেল।

জে। সর্দ্দার মৃত, ইহাতে সকলের মুখমণ্ডল চিন্তা কালিমায় পূর্ণ।

সু। চল জেরিম! জেলেখাকে লইয়া গুরুসমীপে যাই।

পাহাড়ীরা। “ওমা! জেলেখাকে কোথা হইতে কুড়াইয়া পাইলে, কি আশ্চর্য্য! পাঁচ বৎসর কাল কাহার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নাই, হঠাৎ

জেলেখা উপস্থিত। খোদার কি অদ্ভুত খেলা! আমরা ত সকলেই ভাবিয়াছিলাম, যে সর্দ্দার ও জেলেখা আর জগতে নাই। বৎসরের পর বৎসর গত, সকলেই নৈরাশ্যের পথ চাইয়া আছি; শেষে মেঘ না চাইতে চাইতে জল। দেখ্ জেলেখা! তোর মার ক্রোড় হইতে একবার নেমে আয়। আহা মরি মরি, যেন স্ফুটন্ত প্রেমের রূপমাধুরী—এমন মেয়ে কি সহজে মানুষের ঘরে জন্মায়? কি আশ্চর্য্য! যেন স্ফুটন্ত ফুলের ন্যায় সমস্ত বন উপবন আলোকিত করিতেছে। হাঁ জেলেখা! তোর সঙ্গে কেহ আছে না কি?

জে। হাঁ! আমার গুরু এক স্ত্রীলোকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বড়ই ব্যস্ত।

স্ত্রীলোকেরা। কল্য হইতে সর্দ্দার স্ত্রীর কোন সংবাদ নাই, তবে সেই কি?

অঃ রাণীমা! চলত আমরা তোমার মেয়ের গুরুকে দেখিয়া আসি।

সু। এই টুকু মেয়ের আবার গুরু কি? হায় আল্লা! হায় খোদা! ভাগ্গিস্! আমার হারানিধি মিলিল; নতুবা আত্মহত্যা ভিন্ন আর গত্যন্তর থাকিত না।

সকলে। আঃ মরণ তোমার—গুরুর ন্যায় অমূল্যনিধি আর কি সম্ভবে, যিনি জেলেখার রক্ষাকর্ত্তা—তাঁর ন্যায় সুহৃদজন আছে কোন্‌জন? চল চল জোরে চল—আমরা সকলে মিলে দেখিয়া আসি। এই বলিতে বলিতে সকলেই সন্ন্যাসীর সমীপে গমন করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পাহাড়ীর শবদাহ ও জেলেখার ধর্ম্মকথা।

এদিকে বহু বিলম্ব ঘটায় ঠাকুর আন্ চান্ করিতেছেন, তবে কি কোন নূতন বিপদ সংঘটিত হইল—ইহাই ভাবিয়া অস্থির। না—না—এই গ্রামে আবার কি বিপদ, তবে কেন এত বিলম্ব—বোধ হয়, মধু, বিল্বপত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারে নাই। যা ভাবনা জেলেখাকে লইয়া, একে স্ত্রী লোক, তায় কিশোর বয়স। আহা বালিকা বয়সে হাঁটিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, এদিকে তপোজপের বড়ই ব্যাঘাত—একাকী কিরূপেই বা এত দ্রব্যের আয়োজন করি—এদিকে বেলা অবসান প্রায়, বিহঙ্গকুল স্ব স্ব কুলায় ফিরিতেছে, দিবাকর এক্ষণে স্বীয় তেজঃক্ষয় করিয়া পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িতেছে, আকাশে মেঘরাশি থাকায় প্রতি মূহুর্ত্তে ঝটিকার আশঙ্কা করা যায়, এই সাত পাঁচ ভেবে, বোধ হয়, আসিতে নারাজ। সন্ন্যাসী এই চিন্তা-তরঙ্গে ঘরবার করিতেছেন; ইত্যবসরে দৃষ্ট হইল, যে অনতিদূরে একদল শুভ্রবসনা সারি সারি নারী রাজহংসীর ন্যায় শোভমানা হইয়া আশ্রমাভিমুখে আসিতেছে। প্রথমে সন্নাসী কথঞ্চিৎ শঙ্কিত হইয়া আশ্রমাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন; তৎপরে জেরিমের স্বর শ্রবণে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, যে স্ত্রীলোকের শবটীকে উহারা সকলে বেষ্টন করিয়া আছে।

সন্ন্যাসী। কেন মা—এ দুঃসময়ে এস্থানে উপস্থিত। আমি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় বড়ই ব্যস্ত—কথা কহিবার অবধি অবসর নাই, সূর্য্যদেব অস্তাচলগমনোন্মুখ; আর সময় নাই। "দেখ জেরিম! বহুক্ষণ অশুচি অবস্থায় রহিয়াছি—আইস উহাকে ধরা ধরি করিয়া চিতায় অগ্নি সংযোগ পূর্ব্বক স্নানানন্তর শুদ্ধি লাভ করি।

জেরিম। গুরুদেব! জেলেখার উপায় হইয়াছে।

সন্ন্যাসী। বল কি! বল কি! উহার আত্মীয় স্বজনের দর্শনলাভ পাইয়াছ কি? দেখিও খুব সাবধান--পৃথিবী বড় জুয়াচোরের স্থান। যাহা কিছু গর্হিত ও অপকৃষ্ট কার্য্য বন্য পশুকর্ত্তৃক সাধিত হয় না—তাহা নরপশু কর্ত্তৃক অনায়াসসাধ্য। এ বিশাল সাম্রাজ্যে নরপশুর বড়ই প্রাদুর্ভাব। এখন তুমি কার হস্তে উহাকে ন্যস্ত করিলে?

জেরিম। কেন জেলেখার মাতা ত এস্থানে আছেন, ইহা শ্রবণে সুজেকা সাশ্রুনয়নে ও গদ্‌গদ্‌ স্বরে ঠাকুরের সম্মুখে উপনীতা হইয়া কাতরোক্তিতে ও ক্রন্দন স্বরে বলিলেন,—"ঠাকুর! আপনি মহাসিদ্ধ পুরুষ ও কন্যাটীর রক্ষাকর্ত্তা, ইহাকে প্রত্যার্পণ করিলাম. এক্ষণে যা ইচ্ছা হয় করুন।" ইহাতে ঠাকুর অধিকতর তুষ্ট হইয়া জানাইলেন, মা! আপনাদের সুখতারা অচিরে গগণে উদিত হবে। এই কন্যা লউন। আমার তপোজপের বড়ই ব্যাঘাত ঘটিয়াছে, এক্ষণে নিশ্চিন্ত মনে ইষ্ট-দেবচিন্তায় ব্রতী হইব।"

জেলেখা। ঠাকুর! আপনার নিকটে ধর্ম্মশিক্ষা করাই আমার চিরন্তনবাসনা, আপনা হেন জীবনত্রাতা ত্যাগে সংসার বাসনায় প্রিয়া নহি। এই বলিয়া মাতার হস্ত ছিনাইয়া সন্ন্যাসীর সম্মুখে উপস্থিত হইল।

সন্ন্যাসী। রে অবোধ বালিকা! তুমি কি জ্ঞাত নহ, যে সন্ন্যাসীর তপোজপ্‌ কি কঠোর? ভোগলালসাবিসর্জ্জনে অষ্টপ্রহর ইষ্টদেবচিন্তায় রত হইতে হইবে, তোমার ফুল্ল কমলানন দর্শনে আমার ধর্ম্মবিঘ্ন সংঘটিত। রে অবোধ! তুমি কোথায়. বালিকাসুলভচপলতা বশতঃ পুষ্পচয়নে স্বীয় কেশ বিন্যাস করিবে; আর মৃগীর কৌতুক দর্শনে হৃদ্‌কোরগে লালস-রূপ আশালতা পরিবর্দ্ধিতা করিবে—না সেই লতারাজির উচ্ছেদসাধনে পাগলিনীর ন্যায় ভৈরবীবেশে শ্মশানে শ্মশানে বিচরণ পূর্ব্বক সেই সুকোমল পরাগ সমূহকে কঠোরতায় পরিণত করিবে? হে কল্পনাসুন্দরী

দ্বিতীয় ইন্দ্রের অপ্‌সরী! তুমি এ কিশোরবয়সে কুসুম যৌবন বিনিময়ে নায়কের সৌন্দর্য্য সুধাপান করিয়া ক্লান্তিবোধে কোথায় সহচরীদিগের কাছে সাহার্য্য প্রার্থনা করিবে—আর নায়কের গলে প্রেমফাঁস পরাইয়া বিরহানল মিটাইয়া লইবে, না ঐ চন্দ্রকান্তিদেহে ব্যাঘ্রচর্ম্মাচ্ছাদনে ও কুন্তল শোভন-বিনিময়ে জটাজুট শিরে ধারণ করত, কখন বা আরক্তিম পট্টবস্ত্র পরিধানে কাপালিক সন্ন্যাসিনীর ন্যায় মণিমুক্তাহার নিক্ষেপে, কিনা হাড় মালা গলে ধারণ করত হর হর বোম্‌ বোম্‌ রবে দিঙমণ্ডল কম্পিত করিবে; আর শত শত বজ্রপাতের ন্যায় মেদিনী চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিবে? হে সুচারুহাসিনী ভুবনমোহিনি! তুমি কোথায় লতা পুষ্প-চ্ছাদিত কিরাতের ফাঁদ বিস্তার পূর্ব্বক মদনের কুঞ্জে লুক্কায়িত থাকিয়া মরীচিকা নিবারণার্থ কুন্তল দোলাইয়া প্রণয় বারিদানে উৎসুক প্রদর্শন করিবে; আর ফুল্লমনে ও কোমল প্রাণে প্রেমালিঙ্গন বিনিময়ে শেলসম যন্ত্রণাটী তুলিয়া লইবে—না নরশোণিতপানলোলুপা ভৈরবীর কঠোর মন্ত্রে দীক্ষিতা হইয়া প্রেমের সিতসিন্ধুর পরিবর্ত্তে কিনা গরলমন্থনে কাপালিক দস্যুদিগের ন্যায় চিত্তবৃত্তি সমূহ দৃঢ়ীভূত করিয়া লইবে? হায় বালিকা! তুমি কোথায় গরবিণী পাপিয়ার ন্যায় আকুলী ব্যাকুলী জানাইয়া ভুবনজিনিয়া রূপধারণে বিজলীর ন্যায় ঝলসাইয়া রসিক নাগরের চিত্ত হরণকল্পে উৎসুক প্রকাশ করিবে—আর মধ্যে মধ্যে অভিমানে প্রত্যাখ্যান করিতে যত্নবতী হইবে, না সেই অভিমান পদদলনে নর কঙ্কালোপরি শয়নে সুললিত অঙ্গ প্রতঙ্গ জর্জ্জরিত করিবে; আর ভৈরবী বেশে তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকিবে? সেই অসুরমর্দ্দিনীর বেশভূষা দর্শনে আতঙ্কে মানবের হৃদয় শিহরিয়া উঠে। হায়! হায়! বালিকা! সে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিবার এখনও বহু যুগ বাকি—তাই বলি, এ কিশোর বয়সে এসব শোভা পায় না। সুরভিকুসুম মস্তকে রাখিবার উপযুক্ত, উহা পদদলনের যোগ্য নহে। তাই বলি রাজবালা! তুমি

ভোগ সুখে রত হও। আমার একান্ত বাসনা—তোমার মার কাছে যাও—আমার কথা শুন; আর আমার সম্মুখে মা মা বলিয়া একবার অমৃত বর্ষণ কর; আমার জীবন সার্থক করি; আর তপোজপেরও সার্থকতা হউক।

জেলেখা। মা! আমি তোমার কাছে যাব; কিন্তু বাঁধা ধরা রহিব না।

সু। কেন বাছা! অমন কথা বলে আমার হৃদয় চূর্ণ করিয়া দাও। তুমি বালিকা! এস আমার কাছে এস। তুমিই আমার মা—তা'হলে ত হবে। আজ হইতে আমি তোমায় মা বলিয়া ডাকিব—কেমন সেই ভাল নয়? আহা খোদার মর্জ্জি! যাও বা এক কন্যারত্ন মিলিল, তাহাও ভাগ্যক্রমে কিনা সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিতা;—আর বালিকার বা কি দোষ? বাছা আমার কখনত সুখের ছায়া স্পর্শ করে নাই। আহা! সেই বিলাস ক্রোড়ে শয়িতা হইলে, বোধ হয়, অনেক পরিবর্ত্তন হইতে পারে? আর একাকিনী রাখা হবে না, আমরা যবনী—প্রেম বিতরণে সকলের অগ্রণী; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে কি অদ্ভুৎ পরিবর্ত্তন। বলি জেলেখা! ও সব কথায় আর কান দিও না। মা! তোমার টুকটুকে বর হবে—কেন মিছে এত ভাব। ছিঃ! চীনরাজপুত্রের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিবই দিব? তাহলে ত হবে?

স। দেখ মা! জেলেখার বড় পাকা পাকা কথা—কোথা হইতে এসব শিক্ষা করিল? স্বগত—আহা! বালিকা যদি যবনী না হইয়া হিন্দু রমণী হইত, উহার দ্বারা ভারতের অশেষবিধ কল্যাণসাধন হইত।

জেলেখা। ঠাকুর! সেই অনন্ত শক্তির সমীপে যবনী, আর হিন্দু রমণী আছে? সেই মহা তেজঃপুঞ্জের সম্মুখে কি পাত্রাপাত্র ভেদ আছে, না বর্ণাবর্ণের পার্থক্য আছে? হায়! হায়! আমি যবনী বলিয়া কি ঘৃণার পাত্রী? না কখনই নয়—সত্য আমি যবনী; কিন্তু

আত্মা ত নহে—আত্মশুদ্ধিই একমাত্র মোক্ষের উপায়—আমি ত আপনার কাছে দীক্ষিতা, যে শত শত রাম সেই অনন্তশক্তির নিকটে দণ্ডায়মান; আর সহস্র সহস্র মহম্মদ সেই মহাতেজঃপুঞ্জের সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে ভিক্ষার প্রার্থী। হাঁ ঠাকুর! তাঁর কাছে কি বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন মর্য্যাদা আছে, আর আমায় ভুলাইতে পারিবেন না—আচ্ছা, প্রভুরাজ্ঞায় আমি ক্ষণকাল মাত্র সমীপে অবস্থান করিব; কিন্তু তার পর কি হয় জানিনা?

স। জেলেখা! তুমি ধন্য—জেলেখা! তুমি ধন্য! ধন্য তোমার রূপ ও গুণ। কে তোমার শিক্ষাদাতা, একবার বল দেখি আমায়?

জে। কেন, যিনি হিন্দু হইয়া যবনীকে ঘৃণা করিতেছিলেন তিনিই আমার শিক্ষাদাতা ও দীক্ষাদাতা।

স। কৈ আমিত ও সব কিছু শিখাই নাই?

জে। হাঁ! না শিখালে কি বলিতে পারি? তবে আপনার স্মরণ নাই; আমি কিন্তু মনে মনে ঐ নামটী ধ্যান করি।

সু। ঠাকুর! আমার মেয়ের কি উপায় হবে?

স। ভয় কি? বালিকা বয়সে দীক্ষিতা; সেই কারণেই যা কিছু ভয়। ওসব মায়ায় বিজড়িত হইলে কালক্রমে ভুলিয়া যাইবে।

যাও বালিকা! মার কাছে যাও। আহা! আজ আমার তপোজপ সার্থক হইল।

জে। আচ্ছা ঠাকুর! এই চল্লাম, দেখিবেন যেন বিস্মৃত হবেন না।

স। দেখ জেরিম! ইষ্টদেব সাধনায় বহু ব্যঘাত ঘটিতেছে।

জেরিম। হাঁ সত্য বটে; কিন্তু ইহাপেক্ষা কোন্ কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ এ ধরায়? জীবনে বহু চিন্তার বিষয় আছে সত্য; জীবনরক্ষা করাই যে কত দুঃসাহসিক, তাহা রক্ষাকর্ত্তামাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয়েন। যে সময় বৃথা অতিবাহিত বলিয়া আক্ষেপ করিতেছি, জ্ঞানচক্ষে

দেখিতে গেলে, বহু যুগ ধরিয়া পুণ্য সঞ্চয়াপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠতর ও মহা হিতকর কার্য্য।

স। হাঁ জেরিম! এ কিশোর বয়সে এত পাকা পাকা কথা শিখিলে কোথায়? তুমি যথার্থই শিষ্যত্বলাভে আজ গুরুদক্ষিণা দিয়াছ। অদ্য যোগ্য শিষ্যত্ব লাভে জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছি।

জেরিম। গুরুদেব। আপনার কৃপায় সমস্তই আয়ত্ত; এক্ষণে বেদে পারদর্শিতালাভে সফল বোধ করিব। এই বলিয়া শবদাহনে তৎপর হইল।

সকলে। ওমা! এ যে সর্দ্দার স্ত্রীর শব—এ স্থানে কেন?

স। উনি মৎসমীপে হস্তরখা দেখাইবার উপক্রম করিলে, আমি গণনায় বলিলাম "যে তাঁর স্বামী জলমগ্ন হইয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছে। ইহা শ্রবণে পুষ্প যেরূপ বাত্যাহত হইয়া ম্রিয়মাণ হয়, উনিও তদ্রূপ অবস্থায় জীবন লালা সাঙ্গ করিয়াছেন—তাই আজ আমায় বড় কষ্টে উহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিতে হইতেছে; প্রথমে রহিতেশ্বরের ও তৎপরে ইহার শবদাহ। বলিহারি ঈশ্বরকে! কোথায় সংসারত্যাগী হব—না পুনরায় সংসারমায়ায় বিজড়িত। এক্ষণে নিস্কৃতি লাভই ভাগ্যবল। আর এস্থানে নয়—কল্য রওনা হব। মা ঠাকুরাণারা! আমি আশীষ করিতেছি—"আপনাদের মঙ্গল হবে। এই লউন জেলে-খাকে, এক্ষণে আমরা আসি।"

জে। ঠাকুর। রক্ষাকর্ত্তা কর্তৃক দস্যু কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছি, বাপের নাম জানি না—পাহাড়ে পাহাড়ে বাস—আমায় কি অদেয় আছে বলুন, এই লউন এক ছড়া দস্যুরাণীর মুক্তামালা।

স। জেলেখা! তুমি অনূঢ়া—এই মালা তোমার কণ্ঠের ভূষণ স্বরূপ। সন্ন্যাসীদের কমনীয় রত্ন—ছাই ও ভস্ম। সাংসারিক হইলে উহা লইবার যোগ্য হইতাম। এই লও রত্নমালা, ইহা তোমার শোভার সামগ্রী; আর এই অঙ্গুরীধারণে প্রণয়কলহ মিটাইবে! এক্ষণে চল্লাম।

জে। ঠাকুর! আমায় ছেড়ে আবার কোন্ পাহাড়ে যাবেন?

স। কেন, আমি সময়ান্তরে দেখা করিব—দেখিও যেন ঐশ্বর্য্যে মত্ত হইও না।

জে। প্রাণ যায় সেও স্বীকার; তথাপি এ কথা ভুলিবার নয়।

স। পারিবে ত, জেলেখা?

জে। হাঁ আমার মনে আছে লেখা—আমি ত অগ্রেই বলিয়াছি, যে জীবন অপেক্ষা অমূল্য রত্ন চরিত্র—স্ত্রীজাতি সেই যশোভাগ্যের সদা প্রার্থী হয়েন।

স। আচ্ছা জেলেখা! বাপের নাম জান কি?

জে। না—পাহাড়ে বাস, পাহাড়ই আমার বাপ, আর আপনি আমার ধর্ম্ম বাপ।

স। না—না—সে কথায় নয়।

জে। কেন—নয়—আপনা হেন সুহৃদ জন আছে কি এ ধরায়, এ হেন জীবনত্রাতা শান্তিদাতাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু তদপেক্ষা ধর্ম্ম পিতাই শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ। তবে কেমনে তাহা ভুলিতে পারি, যখন দস্যু কঠোরতা অন্তরে অন্তরে স্মরি।

স। তবে ধর্ম্মপিতাই কি শ্রেষ্ঠ?

জে। হাঁ উনি সহস্রাংশে শ্রেষ্ঠ! পিতা ক্ষণিক মোহের তরে প্রাণপ্রিয় সন্তানকে বনবাসী করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। ওরূপ নৃশংসতা ধর্ম্ম পিতা কর্ত্তৃক কভু সাধিত হয় না। কারণ মোহ জন্মদাতার বিবেকশক্তি লুপ্ত করে; কিন্তু ধর্ম্ম পিতার নহে। মোহ কালের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে করিতে পুরুষের চিত্ত বিকৃত করে; কিন্তু ধর্ম্মই একমাত্র মোক্ষপদ; সুতরাং ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব চিরন্তন। দেখুন না কেন হিরণ্যকশিপু তাঁর একমাত্র সন্তান প্রহ্লাদকে মোহের বশবর্ত্তী হইয়া দুস্তর পরীক্ষাসাগরে নিক্ষেপ করিয়াও পরিতৃপ্ত হয়েন নাই; অবশেষে সে একমাত্র ধর্ম্মসহায়তায়

পরীক্ষোত্তীর্ণ হয়। ধর্ম্মই মোক্ষপদ আনয়ন করে, আর মোক্ষেতে নির্ব্বাণ, চির নির্ব্বাণ; অতএব ধর্ম্মবলই সর্ব্ব প্রধান।

স। ধর্ম্ম ও মোহে প্রভেদ কিরূপ?

জে। মোহ অতি ক্ষুদ্রমনা ও নিকৃষ্ট ব্যক্তির সহকারী হয় সত্য; কিন্তু তুষারাপেক্ষা শুভ্রতরচরিত্র লোকের সম্মুখে মোহ অতি হেয় পদার্থ। মোহ চরিত্রসংগঠিত ব্যক্তির সমীপে শোভা পায় না। যেমন মেঘের সংস্পর্শে চিক্কুর হানিয়া বজ্রপাতের উৎপত্তি—যেমন ফণীর দংশনে গরলরাশির উদ্ভব, যেমন লৌহের সংস্পর্শে চুম্বকাকর্ষণ শক্তির সঞ্চার; তদ্রূপ মোহের সংস্পর্শে ইন্দ্রিয় লালসার ক্রিয়া সহজাত। মোহগ্রস্ত ব্যক্তি পদে পদে লাঞ্ছিত ও উপেক্ষিত হয়েন। অতএব হে ঠাকুর! পাহাড়ীদের সনে সদ্ভাবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৃঢ়ীকৃত করিয়া ভুলাইবার বয়স কাটাইয়াছি; এক্ষণে আর বিলাস ক্রোড়ে শয়িতা নহে; লালসা যে কি, তাহা জানি না—আমার হৃদয়রাজ্য স্পর্শ করিতে উহার এখনও বহু যুগবিলম্ব ঘটিবে। অতএব হে প্রভু! আমায় আর মোহে নিমজ্জিতা করিবেন না—মোহে চিত্তবৃত্তি সমূহ পাপপঙ্কে এত নিমজ্জিত হয়, যে শেষে উহাদিগকে উত্তোলন করা দুঃসাধ্য। মোহ ও লালসা মানুষকে নিরয়গামী করে সত্য; কিন্তু ধর্ম্মই জীবনের একমাত্র সম্বল; তাই বলি ধর্ম্মবলই সাধুদিগের মহাবল।

স। আচ্ছা জেলেখা! তোমার বাস কোথা?

জে। ঐ পর্ব্বতটী যেথা।

স। কেন উহার নাম জান না?

জে। জান্‌ব কিসে—কাঞ্চন ফেলে, লোকে লয় কি সীসে, বেড়াইতেছি ভেসে ভেসে, ভাল নামটী ছেড়ে শেষে মরিব কি আপশোষে।

স। তবে কিসের নাম জান?

জে। যে নাম জেনেছি তায়, সুখের কামনা—নাহিক আর, শৈশবে সুজেফার নাম—বলেছি আধ আধ ভাষায়; (এখন) সন্ন্যাসীর-নাম,

জপিতেছি দিবারাত্র এ মালায়। এ নাম ভুলিব না কভু এই ধরায়; শেলসম পদার্থ পশিছে মোর হৃদয়। ঠাকুর! নাম ধাম আমি কিছু জানিনা, তাবলে কি মন্ত্র তন্ত্র মোকে শিখাবে না? এখন কেবল এই দীক্ষা নাম চাই, বলুন ত আর আমি করবনা কামাই, অষ্টপ্রহর বলিব তাই, ও কথাটী-আর ভুলিতে নাই, জানাই আপনায়।

সন্ন্যাসী। দেখ প্রিয় জেরিম! তুমি শুনছ বা কৈ?

জে। গুরুদেব! এ (সব) শিখাও নাই তো আমায়, কেমনে জেলেখায় (এ) সব সম্ভব হয়—বড়ই আশ্চর্য্য কথা, পাব মনে (সদা) ব্যথা, যদি অমূল্য রতন না মিলে (এ) ধরায়।

স। সত্য (আমি) এ দীক্ষা শিখাই নাই কভু তায়; তবে কেন বৃথা দোষ চাপাও আমায়। জেরিম! জানিব কোথা, জানাব কাহাকে, জেলেখাই যদি আগে জেনে নিয়ে থাকে, তাই বলি জেলেখার অমূল্য জীবন, যে জন এ পেয়েছে ধন, তার কিসের-অভাব এ রতন, শুন, শুন, তাহাই-বলেছি তোমায়, ও সব কথা দিওনা-কানে, তোমায় নিরখি ঝরে বুঝি আঁখি-অসহ্য বেদনা দিওনা আর এ প্রাণে; তাই বলি ধৈর্য্য ধর প্রাণে, ইষ্ট নাম-মেনে চালাও হে দুখের জীবন তরি—অকূলে ভাসাও, ভাসিয়ে ডুবাও, ডাক-ওহে একবার সেই ভবের কাণ্ডারী। অতএব শুন, জেনেও না জান, রক্ষিবেন সেই বিমান বিহারী, উচ্ছলিত-তরঙ্গে বহিবে হে সদন্তে যদি কভূ-থাকে দৃঢ় প্রেম বারি, এই মনে স্মরি।

স। আচ্ছা জেলেখা! (এ) নাম কে রেখেছে এখন?

জে। ঠাকুর! এ নামটী রেখেছে যেই জন-সুজেকা তাঁহার নাম, আছে দাঁড়াইয়া-এক পার্শ্বে, চিন্তাস্রোত যাঁর হৃদে চির-বিরাজিত কেমনে এ (হেন) সন্তান হইয়া-পারিব সহিতে আবার তাহা, এ নাম-যে, রেখেছে, ইরাণীর কভূ অভিপ্রেত-নয়, পঞ্চমাস এ হেন গর্ভাবস্থায়-বনবাসিনী করিলেন মোর মাতায়-এতেও বাসনা তার পরিতৃপ্ত নয়-ও (সব) শুনেছি

সুজেফার মুখে, মোর পিতা-থাকেন অতি সুখে, সামসুল আলম-তাঁহার নাম, একাকিনী সুজেফারাণী-থাকিত বসিয়া, অশ্রু মুছাইয়া দিত-কত পরিচারিকায়; বুঝিয়া না বুঝি-তায়, কিশোরী হইয়া এই ত মোদের-কথা, পাব মনে বড় ব্যথা, আর নয়। আঁখি করিতেছে ছল ছল প্রায়; হায়!-হায়! ও সব স্মরিলে পরে, আঁখি জল-বুঝি ঝরে, হৃদয় ফাটিয়া হবে ছিন্ন-ভিন্ন প্রায়—আঁখি নীরে ভাসিব হে আমি-জেনেও জান না তুমি! ভুটানি সন্ন্যাসী-(ঐ) দেখ নিরবধি ছিন্ন তরুটীর ন্যায়-লতিকা হইয়া দাঁড়াইয়া রয়, এক-পার্শ্বে; তবে আর বৃথা কেন এত ব্যথা-দাও মনে, আমি আঘাত পেলে কাতরে-রয়, যেমন এক বৃন্তে (দুই) পুষ্প জন্মায়—অতএব শুন শুন সন্ন্যাসী ঠাকুর! আমি এহেন বয়সে হইয়া কিশোরী-নিরবধি আঁখিজল ফেল্‌ছি ধরায়-যদি থাকে অন্য কথা শুনাও (মোর) জীবন-ত্রাতা অন্য বিষয়ে পুনঃ কর সুধা-বরিষণ; (এ)খন কবে বাদশাহধামে-সুজেফা যাবেন মোর পিতৃ সন্নিধানে-সুধাও, সুধাও! মোকে তাই, চির দুখে-দুখিনী, কারাগারে বন্দিনী, ছিন্ন ভিন্ন-মৃণালিনীর ন্যায় গহ্বরে লুকাইয়া-রয়, বাদশানন্দিনী আমি—নিত্য সুখ-বিলাসিনী, কামনা করি না কভু তায়-সময়ের প্রভাবে সকল সহ্য হয়-এখনি পট্টবস্ত্র পরিয়ে, সন্ন্যাসিনী সাজিয়ে, দুখানি চরণ পূজিব তায়-এ ভাব মোর অন্তরে জাগরিত রয়। তাই বলি ঠাকুর! (এত) হইও না নিঠুর। ফেলোনা আমায় আবার দুস্তর মোহে-হব নব জেরিমা, করিব ঈশ্বরের-ধ্যান; দেখিব সাধনা হয় কিনা তায়? কালীশক্তি ভজিব, (কেবল) ভক্তি ডোরে বাঁধিব-দেখিব মা কালী দেন কিনা পূর্ণজ্ঞান-অতএব সকাতরে করি নিবেদন-রেখো অনুক্ষণ, চরণে ঠেলোনা মোকে-এতে যায় যদি মোর প্রাণ, যাক তায়। ইহা শ্রবণে সন্ন্যাসী প্রহৃষ্টচিত্তে আশীষ্‌ করিতে করিতে জেরিম সহ তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

সু। জেলেখা! মা! তোমার বয়স অল্প, ওসব কথা কি বলিতে

জে। কেন মা! পাহাড়ীরা কত বাহার কাটে—তুমি কেন এত আলু থালু থাক। উহারা ত তোমার মত সুন্দরী নয়। ফুলের শোভায় তুমি শোভা পাও; তাই আমি মাঝে মাঝে দিয়া দেখি।

সু। ছিঃ! এরূপ করিলে লোকে ঠাট্টা করিবে; ওদের স্বামী আছে, তাই পরে।

জে। কেন—আমার ত বাবা আছে, তবে ত সব লেঠা মিটে গেছে। স্বামী থাকিলে কি ফুল পরে? ঐ যে সন্ন্যাসীরা কত ফুল পরে, ফুল কি কেবল শোভার জন্য? না, তা নয়, মনকে পবিত্র করিতে ফুল পরে। বনের মক্ষিকা অবধি ফুলের বাহার জানে; আর আমরা মানুষ হইয়া জানিব না? ফুল বড়ই মিষ্ট, দর্শনেই সকলে করে উচ্ছিষ্ট। ফুল দেখে মক্ষিকা মধু খায়; আর ফুল সঙ্গে সঙ্গে দুলিতে থাকে, হাঁ মা! কেন মা?

সু। মধু বড়ই মিষ্ট, তাই ভাল বাসে। মধুপানই ওদের আহার।

জে। হাঁ মা! ভালবাসা কি?

সু। ভালবাসা যে কি দুর্লভ রত্ন, তাহা মানুষের বোধগম্যাতীত; বিশেষতঃ পুরুষের—ঐ দেখ না কেন, ইরাণীকে জাঁহাপনা ভাল বাসেন, কত সোহাগে মন যোগান, কেমন একসঙ্গে মিশামিশি, কোন কলহ নাই; কেবল সর্ব্ব সময়েই শান্তির প্রয়াসী। আমার প্রতি তিনি আসক্ত নহেন; সেই জন্যইত রাজরাণী হইয়াও বন বাসিনী, আর তুমি অতি দুঃখিনী।

জে। তবে কাহার সহিত ভালবাসার তুলনা হয়?

সু। কেহ কেহ উহাকে পুষ্প ও বৃক্ষের সহিত তুলনা করে—ভালবাসা যেন এক কুসুমিত বৃক্ষ স্বরূপ।

জে। মা! তবেত আমি এক ফুলের ঝাড় উৎপাটনে ভালবাসার ঝাড় বিদূরীত করিয়াছি; তবে কি হবে বল? মা!

সু। দূর ক্ষেপা মেয়ে—তোর যেমন কথা?

জে। আর কথা কি?—আমার হৃদ্‌কন্দর হইতে ভালবাসার

অঙ্কুরটী দূরে নিক্ষেপ করিয়াছি, তাইত সন্ন্যাসীকে ভজনা করি। ভাল বাসার ঝঞ্ঝাট ও ঢের; শুনেছি সাদাসিদে নহে, বড় টেরা বেঁকার ভাব, যেন সর্পের মত হিলবিল করে। শুনেছি ভালবাসার লহরীগুলি অত্যাচ্ছে উচ্ছলিত হইয়া মাধ্যাকর্ষণশক্তি তুচ্ছবোধে বুঝি বা মেঘের অন্তরালে চন্দ্রমার সনে সম্মিলিত হইবার উপক্রম করে; কিন্তু পৃথ্বী সহসা ছাড়িতে চাহে না; তাই লহরীগুলি জল বুদ্বুদের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন প্রায় হইয়া পুলিন দেশে ঢলিয়া পড়ে; তদ্দর্শনে কোমল কমনীয় কামিনীর হৃদয় কি আর সুস্থির থাকিতে পারে? কেহ বা প্রগাঢ় প্রণয়ব্যাপার প্রকটিত করিয়া ও প্রেমাশ্রুপরিপ্লুতনেত্র হইয়া অপরিতৃপ্ত বোধে ও অপূর্ণমনোরথে নিরাশরাশি হৃদয়ে ধারণ করত ক্ষিপ্তপ্রায় হয়েন, ও আত্ম-তিরস্কারে গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করেন; তাই বলি ভালবাসার বিপর্য্যয় পদে পদে ঘটে। কখন বা বক্র ভাব, কখন বা উহা স্ফীত হইয়া চূর্ণীকৃত; আর কখন বা অত্যুচ্চ শৃঙ্গ হইতে নিম্নভাগে উহার অধঃপতন হয়। ভালবাসার বহুরূপিক্রীড়া, কোন সময়ে উহা অতি শুভ্রকায় ধারণে প্রকৃতির সৌন্দার্য্যাবলী বিস্তারে হর্ষোৎপাদন করে। সেই শোভা ধবলগিরির প্রাকৃতিক শোভাকেও ক্ষণিক অধোমুখী করে। কোন কোন সময়ে উহা কৃষ্ণমেঘরাশির ন্যায় ভীমাকার ধারণে উপর্য্যুপরি বিজলী বরিষণে নারীকে বিস্ময়সাগরে নিক্ষিপ্ত করে; তাই বলি উহার উত্তুঙ্গ শৃঙ্গারোহণে আমার সন্ন্যাসব্রতাবলম্বীদেহে লঘুত্ব সংঘটিত হইবে ও অধঃপতনে আমার অস্তিত্ব অবধি লুপ্ত প্রায় হইবে। উহাতে আমার স্পৃহা আদৌ প্রধাবিতা হয় না।

সু। দেখ! বিবাহানন্তর অভিজ্ঞতা লাভ করিবে। ওঃ এত আকস্মিক পরিবর্ত্তন! এত পাকা পাকা কথা—ছিঃ ছিঃ এ তরুণ বয়সে এ সব শোভা পায় না, ভাল বরে বিবাহ হবে—ঠাণ্ডা হও ও মন মিশাইয়া কথা কও; তবে সকলে ভাল বাসিবে। আমার অপর এক সন্তান নাই, যে উহাকে

লইয়া পালন করিব। সাংসারিক লোকের সংসারই ধর্ম্ম ; ও সব সন্ন্যাসীর কথা—ও কথায় আর কর্ণপাত করিও না। আজ না হয় বনবাসিনী—অদৃষ্টচক্র কি সমভাবে রয়—না কখনই নয়।

জে। আমরা পাহাড়ীদের ন্যায় পাহাড়ে বাস করি, বনবাস আবার কি ?

সু। আমি কল্য রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম, যে বাদশাহ আমাদের প্রতি বড়ই সদয়। উজীরকে দেখিয়া, আমি হাউহাউ করে কাঁদিলাম ; হঠাৎ স্বপ্ন ভঙ্গ হইল ; আর দেখি, যে তুমি আমার কাছে শয়িতা, এটা শেষ-রাত্রের স্বপ্ন ; বোধ হয়, ইহা সত্য হইতে পারে।

জে। আমাদের আবার বাটী কোথায় ?

সু। কেন তাতার দেশে—আমার স্বামী একছত্র বাদশাহ—তুমিত সেই জাঁহাপনার কন্যা, তাঁহার অধীনে পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য বিদ্যমান।

জে। হাঁ মা! বাদশাহকে কিরূপ দেখিতে ?

সু। কেন, তুমি ত তথায় সর্দ্দারের সঙ্গে গিয়াছিলে ? বাদশাহ ও ইরাণী কত আদর করিলেন ও আর একদিন আসিতে বলিলেন—সেই আমাদের রাজবাটী।

জে। তবে কখন তথায় রহনা হইব ?

সু। হাঁ আমরা তথায় শীঘ্র যাইব, অত ব্যস্ত হইও না।

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সামস্থলের রাজবাটী।

সাম। দেখ উজীর! আমার হুকুম তামিল হইয়াছে ত?

উ। যো হুকুম খোদাবান্দ! সব ঠিক্ হইয়াছে।

সাম। রাজ্যের সব কুশলত?

উ। জাঁহাপনা! রাজ্যের সবই মঙ্গল; কিন্তু তোষাগার অর্থশূন্য—সৈন্যগণের খরচপত্র ব্যয়সঙ্কুলানসাধ্য নহে। গুপ্তচর মুখে শ্রুত, যে গাজনীর অধিপতি অচিরে আমাদের রাজ্য গ্রাস করিবে। এই জনরব এক্ষণে সকলের মুখে প্রকাশিত। তিনি বীরপুঙ্গদিগকে দলভুক্ত করিতেছেন, তাঁহার অধীনে বহু যোগ্যতর সৈন্য বিদ্যমান। রাজ্যের নির্ব্বিঘ্নতা অর্থসচ্ছলতার উপর নির্ভর করে। অর্থহীনতায় সৈন্যের অভাব সংঘটিত হয়। সৈন্যহ্রাস পাইলে রাজশক্তি লুপ্ত হয়; আর হীনবলবোধে পার্শ্ববর্ত্তী রাজা রাজ্যটী গ্রাসেচ্ছুক হয়েন।

সাম। রাজকোষে অর্থসঞ্চয় নাই কেন?

উ। জাঁহাপনা! আজ প্রায় তিনবৎসর অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি হওয়াতে প্রজাবৃন্দের দারুণ ক্লেশ উপস্থিত। সেই ক্লেশ দূরীকরণে অর্থের প্রয়োজন। আজ প্রায় দশম বৎসর অতীত, রাজ্যের উন্নতি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রাজার উন্নতি রাজ্যজয়ের উপর নির্ভর করে—যে রাজা অন্তঃপুরস্থ

বিলাসিনী নর্ত্তকীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আলস্যে কাল যাপন করেন ; সে রাজ্যের উন্নতি কিরূপে সম্ভবে ?

সাম। উজীর সাহেব ! কি বল্লে ! আমার সৈন্য নাই, অর্থ নাই, অ্যাঁ—কে বলে আমার অভাব ? এমন সোণার চাঁদ তারকাপুঞ্জ থাকিতে আমার কিসের অভাব ? এক বেগমের চিবুক ধারণে বলিলেন, "দেখত উজীর ! এমন সোণার চাঁদ বেগমেরা থাকিতে, আমার রাজ্যে কিসের অভাব ; কে বলে ও সব কথা—অ্যাঁ-অ্যাঁ-তাহ'লে তুমি কিছুই জাননা।

বেগম। হাঁ উজীর ! তুমি বাদশাহকে অপমান কর ? জাঁহাপনার নাই কি ? এমন অট্টালিকা ; বোধ হয় সমগ্র ভারতে খুঁজে মিলা ভার ; আর যে পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য হুকুমে হাজির। জাঁহাপনার হুকুম পাইলে এখনি সৈন্যসঞ্চালনে, অপর রাজ্যটী ফতে করিয়া দিই। এই বলিয়া বাম করে স্বজোরে অসি ও দক্ষিণ হস্তে পুষ্প গুচ্ছ ধারণে বলিলেন, কেমন জাঁহাপনা ! আমরা পারিব না।

সাম। ঠার ! ঠার ! উজীর ! দুনিয়া যে যায়—সব টলটলায়মানা দোহাই বেগম সাহেব ! অদ্যকার মত আমার কথা শুন, এবার বেয়াদবী মাপ কর—এই আধআধ ভাষায় ও নেশায় টলমল করিয়া প্রধানা বেগমকে সুরা খাইতে আজ্ঞা করিলেন।

বলি বেগম সাহেব ! কথা রাখ, এক পিয়ালা খাও, আমার দিব্য।

বেগম। জাঁহাপনা ! মাপ করুন। পেট দম্‌শম্, আর কতই বা ধরিবে।

উজীর ! তুমি অদ্যকার মত বিদায় হও। বাদশাহের স্ফূর্ত্তি নাই, কল্য আসিও, এই বলিয়া উজীরকে এক পিয়ালা সুরা দান—দেখো উজীর ! আবি কেয়া মজা।

উ। বেগম সাহেব ! আমার গা, হাত, পা, টল মল করিতেছে আকাশ সব ধূঁয়ায় ধূঁয়াকার দেখিতেছি, কেন বল দেখি ?

বেগম। ঠার! আর এক পিয়ালায় সব ভাল হয়ে যাবে। এই বলিয়া উজীরকে আর এক পিয়ালা সুরাদান—আহা! আমাদের বাদশাহ ও উজীর উভয়েই সমান। বলি উজীর সাহেব! ঢক্ করে এইটুকু খাও।

উ। না—না—যা খেয়েছি—তার টাল সামলান ভার।

বেগম। না খেলে ছাড়িবে কে? এমন ঢল্ ঢলে বয়সে—সুরা খাও, মাংস খাও, পোলাও খাও, সব খাও; আর ভোরদম আমোদ কর—বলি উজীর! এখন কেমন আছ? আর সঙ্গিনীদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক সঙ্গীত তানে উজান বাহিতে লাগিলেন। এই সময়ে উজীরের পলায়ন বড় শক্ত সমস্যা। সহচরীরা উজীরকে বেষ্টন করিয়া সুমধুর সঙ্গীতে মন মাতাইয়া দিতেছে; আর উজীরের প্রাণের ভিতরে কেমন করিতেছে।

উ। দেখ বেগম সাহেব! তোমার খাতিরে না হয় পান করিলাম; ইত্যবসরে সহসা একদল নর্ত্তকীর আবির্ভাব।

বেগম। কি চাও উজীর! কি চাও, যা চাইবে তাই পাবে। ভয় কি! আর একটু নেশা চড়ুক, এখনও তত রং হয় নাই। কেহ বলে, দেখ ভাই! উজীরকে বেশ দেখিতে, যা একটু দোষ মাথায় টাক্, তা হাত বুলাইয়া দিলে ফর্ ফর্ করে চুল উঠিবে, কেহ বা কানটী ধরে নাড়া দেয়, কেহ বলে উজীর! "তুমি এখন আমাদের দরবারে বসে ভাল মন্দ বিচার কর, যা খুসী তাই কর; তবেত জানিব উজীরের বিচারে দক্ষতা।"

সঙ্গিনী। মনঃচোর উজীর! তুমি যাবে কোথা—এখনি সুরা খাওয়াইয়া দিব—বড় শিয়ান, বড় শিয়ান, উজীর! একটী গান গাও—বাদশাহ কত গান গায়, গাও গাও, তাতে লজ্জা কি?

উ। দেখ মনোলোভা অপ্সরীরা! তোমাদের ফুল্লানন দর্শনে সঙ্গীত ভুলে যাই। আহা যেন স্ফুটন্ত যূঁই ফুল, উহার স্নিগ্ধ সৌরভে প্রাণ মাতোয়ারা হয়; তাই বলি পলাইয়া প্রাণ বাঁচাই।

এইবার উজীরকে বেষ্টন করিয়া বাদশাহের দিকে মৃদুমন্দ গতিতে পদবিক্ষেপে সঙ্গীত লহরীতে বাদশাহের অনুরাগ বর্দ্ধন করিতে লাগিল।

বাদশাহ দেখ, তোমরা উজীরকে এমন করিয়া সুরা পান করাইবে, যেন উহার উত্থান শক্তি অবধি রহিত হয়। আমার কাছে বড় লম্বা লম্বা কথা কয়, অনুক্ষণ বলে, "নর্ত্তকীদের সংশ্রবে আমি রাজকার্য্যে সদা ঔদাস্য করি; এই বার দেখুক, যে প্রণয়পাশ ছেদন করা কত শক্ত।"

সঙ্গিনী। দেখুন জাঁহাপনা! উহার অভাবে রাজকার্য্য অচল হবে।

বাদশাহ। রেখে দাও তোমার রাজকার্য্য—এ কাজ বুঝি কম; এক দিন নইত নয়, বড় ঠাট্টাও বিদ্রূপ করে—আমি যেন বুঝেও বুঝি না—এখন দেখুক, এই লালসারাজ্য ছাড়িয়া পলায়নে কেমনে সমর্থ হয়? কেমন নেশা ধরেছে কি না?

সঙ্গিনী। হাঁ জাঁহাপনা! উহার চক্ষু রক্তবর্ণ, উত্থানশক্তি রহিত, খুব নেশা ধরেছে, এবার টাল সামলান ভার।

বাদ। কুচ্ পরোও নেই, আবার সুরা লাগাও, দেখো! জান রেখে কাম বাতাও। উজীর আমায় বড় তাচ্ছিল্য করে—এক্ষণে এ দুর্জ্জয় ফাঁদ কাটিয়া—মন্ত্রীত মন্ত্রী অমন শত শত মন্ত্রীর পক্ষে পলায়ন করা দুরূহ।

কেমন সাহাজাদী! জান আছে ত? কথায় কথায় ঠাট্টা করে এখন দেখুক কত ধানে কত চাল—আমি বাদশাহ—যেন আমার কোন ইয়াদ নাই—উনিই সর্ব্বেসর্ব্বা, উজীরের কাছে আমি যেন এক মস্ত বেয়াকুব।

বলি উজীর সাহেব! এখন বড় বড় হাত পা নাড়া কোথায় ভেসে গেল। বলি ও উজীর! উজীর সাহেব! বড় বড় তর্ক কর—মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কত যুক্তি দাও, এটা না করিলে নয়—এটার অপেক্ষা ওটা ভাল, বলি ও উজীর! তোমার প্রাণের পাখী কোথায় গেল, বেশ হয়েছে।

উ। দোহাই বাদশাহ! এইবার রক্ষা করুন—এ সব জাহাপনার কারসাজিমাত্র। অগ্রে না বুঝিয়া উপহাস করিতাম, এক্ষণে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতেছি। দোহাই বাদশাহ! রক্ষা করুন, এইবার লক্ষ্মী ছেলেটীর ন্যায় সভায় বসে মাথা নাড়িব। উঃ প্রাণ যায়—বাবা—বাবা—বলিহারি বাদশাহগিরিতে, বড়ই শক্ত কারখানা- এখানে কত বড় বড় বন্দুক, কামান, গোলা, ঢাল তৈয়ারি হয়। উঃ সহচরীরা যেন পাখীর ঝাঁক, এত পাখীও বাদশাহের হারামে থাকে; আমার পূর্ব্বে ধারণা ছিল, ও দুই চারিটী মাণিকে ঘর আলোকিত করে; এখন দেখিতেছি যে অগণিত ছোট বড় তারকাবলী আশে পাশে শোভমানা—যেদিকে পলাই এক জনের না এক জনের হস্তে পড়ি। সাহাজাদীরা! বলিহারি তোমাদের, কৈ কাহার কি ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই—কেবল আমোদ—বনের ব্যাঘ্রীরা অবধি বিশ্রামপ্রয়াসী; তোমরা কি তাহা চাও না?

সঙ্গিনী। বিলাসই আমাদের বিশ্রাম, সেই বিশ্রামেই শান্তি; আর শান্তিতে নির্ব্বাণ। বিশ্রামের কি আবশ্যক? পুরুষ পাইলে খেলা করি, খেলায় সাথী চাই—তুমিই এ খেলার সাথী; তাই বলি, উজীরের সনে খেলায় বড় ফিকার চাই। এই লও একজোড়া ফুল। আমরা ফুল খেলি, আর তুমি পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটাছুটী করিয়া বেড়াও, কেমন সেই ভাল নয়?

উ। সাহাজাদীদের ফুল্ল কমলানন দর্শনে আনন্দে মাতোয়ারা হই। মনুষ্যজন্ম ত ভোগ বিলাসের জন্য, দিবারাত্র শ্রমে হাড় কালা হল, বাদশাহ প্রত্যহ গোলাপবাসে থাকেন—বিড়ালের ভাগ্যে এক দিন সিকা ছিঁড়িলই বা—বলি, "তোমরা কি সব যাদুবিদ্যায় সিদ্ধহস্ত, না ঔষধ ও সুরার প্রভাবে মন মজাও। হাঁগা, কিরূপে মানুষ শীকার কর?"

সঙ্গিনী। দেখ উজীর! চারিপাঁচটী ঔষধ লইয়া হাকিমী চিকিৎসা করি। আমাদের হাতযশ খুববেশী, রোগী পাইলেই যে ঔষধ দিই তা নয়, অগ্রে রোগ নির্ণয় করি—যদি তেমন বুঝি যে টোট্‌কা দিয়ে রোগের

উপশম হবে, ঔষধ প্রয়োগে তত আবশ্যক বোধ করি না। বিকারের রোগী পাইলে একটু নাড়াচাড়া করি ও ঘন ঘন ঔষধ খাওয়াই। রোগীর চাঞ্চল্যে ছাড়া ত দূরের কথা, তখনই তর্জ্জন গর্জ্জনে বলি, যে এ রোগে বেশী ঔষধসেবন প্রয়োজনীয়, নতুবা আরাম হওয়া দুঃসাধ্য; উজীর! তোমার রোগ বড়ই শক্ত, হন্যে কুকুর কামড়াইয়াছে, বিষ তোলা চাই; নতুবা ক্ষেপিয়া যাইবে—আমাদের কাছে ভাল ভাল ঔষধ আছে—খাও—খাইলে না, লেয়াও সুরা।

বাদ। উজীর! রাজকার্য্য সব যায়—চল দরবার সভায় গমন করি।

উ। জাঁহাপনা! মিটেকড়া নেশার ঝাঁজে সব ধুঁয়া দেখিতেছি।

বাদ। আর একটু পান কর; নতুবা আধ কপালে ধরিবে।

উ। দোহাই জাঁহাপনা! আপনার হারেমে এত মৌমাছির ঝাঁক, যে তিষ্ঠান ভার; কেহ বা ময়ূর হস্তে ও কেশপাশ এলাইয়া, কেহ বা ফুল খেলিতে খেলিতে সতৃষ্ণদৃষ্টিতে মৎসমীপে উপস্থিত, যেন অনাহারী মক্ষিকা; আর কেহ বা তীব্র দৃষ্টিতে চুম্বুকের ন্যায় আকর্ষণ করে; ইহাতে আমার বড়ই বিরক্তি জন্মে।

বাদ। উজীর! কাম্য বস্তুর উপভোগে তৃষ্ণার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়; আচ্ছা—প্রত্যহ সায়ংকালে এ হারেমে উপস্থিত হইবে—উজীর নর্ত্তকীদের মিষ্টালাপে তুষ্ট না হইয়া প্রজ্জলিত হুতাশনে ঘৃতাহুতির ন্যায় তাঁদের মনোরঞ্জন করিবার প্রয়াস পাইল। কেহ বা পুষ্পদান ও কেশবিন্যাস, কেহ বা আলিঙ্গন দৃঢ় করিবার মানসে গান ধরিল, ইহাতে উজীরের স্পৃহা আর অধিক প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। এক্ষণে বাদশাহ উজীরকে ও ইরাণীকে লইয়া অন্য এক ভবনে উপস্থিত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাদশাহের বিলাসভবন।

বাদ। তাইত চতুর্দ্দিকে হাহাকার রব, দৈব বিমুখ, প্রজারা পুত্রকলত্র লইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান, রাজকোষে সঞ্চিতবিত্ত নিঃশেষিত প্রায়; এক্ষণে দস্যুবৃত্তি ভিন্ন অর্থাগম হওয়া সুকঠিন। এ বিশাল সাম্রাজ্য হইতে প্রজারা ঝাঁকে ঝাঁকে পলায়মান, বেতনাভাবে সৈন্যেরা বিদ্রোহী। শাখাবিহীন তরুরাজি এবং বলহীন রাজা উভয়ই সমতুল্য। বিলাসক্রোড়ে শয়িতা হইয়া এ যাবৎকাল অর্থাপব্যয়ে অনুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করিতাম না। হায় হায়, সব টলটলায়মান, বাণিজ্য ও শিল্পবিস্তার রুদ্ধপ্রায়, গাজনী অধিপতির ন্যায় আর এক দুর্দ্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীর বর্ত্তমানে তিষ্ঠান ভার হইত। দেখ ইরাণী! তোমারই প্ররোচনায় সুজেফা বনবাসিনী—কোষাগার অর্থশূন্য, বিলাসিনী নর্ত্তকীরা পলায়নোন্মুখী—সকলই সময় সাপেক্ষ; উপহাসাস্পদাশঙ্কায় আমি অধিকচিত্তসংযমী হইলাম। পৃথিবীর যাবতীয় বিলাসিতায় সুখমগ্ন থাকিতাম, ভাবিলাম বেগমেরা সমদুঃখভাগিনী, অতএব ব্যক্ত করাই শ্রেয়ঃ। এক্ষণে কর্ত্তব্যাবধারণে মান বাঁচাও—সব যে যায়।

ইরাণী। জাঁহাপনা! এখনি মণিমুক্তাখচিত বসনভূষণ বিনিময়ে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ ও নর্ত্তকীতাড়নে অন্তঃপুরের ব্যয়সংক্ষেপ করুন। এ দুঃসময়ে পিত্রালয়গমন অবধি নিষিদ্ধ, এক্ষণে উজীরের সনে মন্ত্রণা করিয়া ইহার প্রতিবিধানার্থে যত্নবান হউন।

উ। সেলাম জাঁহাপনা! এক্ষণে উভয়ের কেন আজ এত বিমর্ষভাব দেখি। বৃদ্ধবয়সে রাজকার্য্যপরিচালনে অসমর্থবোধে আমি

অবসর প্রার্থনার প্রয়াসী ; তবে কি অর্থের অনটনে বেতনভোগী সৈন্যেরা নিগ্রহ ঘটাইতেছে—কৈ কেনই বা বিমর্ষ ও বাক্যালাপশূন্য ; আর এস্থানে অবস্থান করা নিষ্প্রয়োজন —এই বলিয়া গাজনীর অধিপতি কর্ত্তৃক প্রেরিত পত্রপাঠে জ্ঞাপন করাইলেন, "পঞ্চাশসহস্র স্বর্ণমুদ্রা ও পাঁচশত অশ্ব প্রেরিত না হইলে, তাহার রাজবাটীর অচিরে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী জানিবেন ; আর আর সকলকে বন্দী করিয়া যমসদনে প্রেরণ করিব ইতি।" এই পত্রপাঠ সমাপনান্তে মন্ত্রী গমনোদ্যত।

বাদ। উজীর! সর্ব্বনাশ উপস্থিত, আর বাক্য নিঃসৃত হয় না— ভানুদেব রাহুগ্রস্ত হইলে মানবজাতির যদ্রূপ নিরুৎসাহ জন্মে, অর্থকৃচ্ছ্র তায় আমি তদবস্থ। কি আশ্চর্য্য! গাজনীর এত স্পর্দ্ধা—ভেক হইয়া সর্পদংশন, সারমেয় হইয়া কিনা মৃগেন্দ্রের ক্রীড়াসহচর—বড়ই অসহ্য, কি দুরাশা! আর নয়, এখনি সমরানল জ্বালাইব। উজীর! এখনি পত্র প্রেরণ কর, কোষাগার কি অর্থশূন্য ?

উ। দূতবর! যাও পত্র লইয়া শীঘ্র গমন কর। এই পত্র লইয়া রাজদূত কুর্ণিশ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

জাঁহাপনা! অর্থাভাবে দশসহস্র সৈন্য বর্ত্তমান—এখন অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া কার্য্যক্ষেত্রে ধাবিত হউন। হঠাৎ এক প্রেতসিদ্ধ কাল ভৈরবীর ন্যায় সন্ন্যাসী দর্শনে সকলে ভয়বিহ্বল— সকলেই ভাবিল, এ আবার কি, এ দুঃসময়ে কেন হাজির—যেন হিন্দুদের লঙ্কার দ্বিতীয় রাবণের ন্যায়— ললাটে সিন্দুরের ফোঁটা ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিতে দেখিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়, শিরে জটাজুটদর্শনে ধূর্জ্জটীর ন্যায় সমকক্ষ ও ভ্রূকুটিকুটিল নয়নদ্বয়দর্শনে বোধ হয়, যেন মহাদেব রতিপতিকে ভস্মীভূত করিতে উদ্যত। তাইত কেন এ সন্ন্যাসী হাজির! সন্ন্যাসী কেবল হর হর বোম্ বোম্ বলিয়া বিকট হাস্য করিতে লাগিল, 'হাঃ হাঃ হাঃ তোরা সব যা—তোরা সব যা—হিঃ হিঃ হিঃ তোরা সব মরিতে বসেছিস্—

হেঃ হেঃ হেঃ সব শ্মশান হবে, সঙ্গে থাকিবে কে? হোঃ হোঃ হোঃ তোরা সব ছাইভস্ম মাখিবি গো—আমরা সব দেখ্‌তে যাব—দেখ্‌তে যাব; এই কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্থান করিল। জাঁহাপনা! এসব দুর্লক্ষণের চিহ্ন—বোধ হয়, এই যুদ্ধে তাতারের গৌরবরবি অস্তমিত হইবে—অর্থাভাবে যা কিছু আশঙ্কা; আবার সৈন্য সংগ্রহে চলিবে না, উহারা সমরনৈপুণ্যে দক্ষ না হইলে সর্ব্বকর্ম্ম নিষ্ফল হইবে। আবার সন্ন্যাসী ত্রিশূল ঘুরাইতে ঘুরাইতে তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল, "হায় রে হায় হায়—সুজেফা কাঁদিছে কত তায়। হেঃ হেঃ হেঃ—জেলেখাকে সঙ্গে লবে কে, হাও—মাও—কাও—তুমি তাদের সঙ্গে লও; নতুবা সব ডুবাও—সব ডুবাও—পলাও—পলাও।

বাদ। ভীষণ—বড়ই ভীষণ—এ দুঃসময়ে কেন এস্থানে সন্ন্যাসীর আগমন। উজীর! ওকি মানুষ না নর পিশাচরূপী কাল ভৈরব—দেখ—দেখ—উহার জটার নিম্নে সিন্দুর ফোঁটাটী ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে, ও: কি তেজ! কি তেজ! একি স্বপ্ন না প্রলাপ—কৈ তা'ত নহে। উজীর! কেন বল দেখি সুজেফা কথাটা মুখে আনে, সে কি জীবিতা। আবার জেলেখা—জেলেখা বলে—এ কথার অর্থ কি; তবে কি সুজেফার কন্যারত্নের নাম জেলেখা। হায়—হায়—ইরাণীর গর্ভে কত পুত্র কামনা করিয়াছি—কৈ খোদার ত মর্জ্জি হয় নাই—বোধ হয়, আমার বংশে জেলেখা নাম্নী এক কন্যা আছে।

আবার সেই সন্ন্যাসীর চীৎকার—কং কং কং সময়েতে পলাও এখন, কিং—কিং—কিং—পলাইয়া যাওনা তুমি, কাং—কাং—কাং—রাজ্য গেলে ফিরে পাবে না—লও জেলেখা, লও সুজেফা, এই বলিয়া সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হইল।

ইরাণী। জাঁহাপনা! নিশ্চয়ই গাজনীয় গুপ্তচর কিম্বা ভণ্ডসন্ন্যাসী! হায়! হায়! আপনার বা কি দোষ, খোদার সব খেলা—কি আশ্চর্য্য!

দুর্দ্দশার সঙ্গে সঙ্গে কি বিবেকশক্তি অবধি লুপ্তপ্রায় হয়? স্বগত—সুজেফা সেই পরম শত্রু; যদি এ রাজ্য ছারখার হয়; তথাপি ভুলিবার নয়; সতীন—সতীন—প্রাণ জ্বলে যায়, হৃদ্‌লতা ছিন্নভিন্নপ্রায়। ওষ্ঠদ্বয় কেন শুষ্কপ্রায়—এই বলিতে বলিতে পতন ও মূর্চ্ছা; আবার সংজ্ঞাপ্রাপ্তি।

বাদ। ইরাণী! তুমি মোর হৃদ্‌রাণী; তবে কি অশুভ চিন্তাই অপস্মারের কারণ, না মস্তিষ্কালোড়নে সংজ্ঞাহীনা।

ইরাণী। জাঁহাপনা! অর্থাভাবে ছাড়াছাড়ি—না কথনই না—এই লউন রত্নমালা। অর্থই অনর্থের মূল; আচ্ছা তাই দিব—দেখিবেন যেন চরণে ঠেলিবেন না—তোমা হেন বীরপুঙ্গবের সমরপ্রাঙ্গনে ধাবমান হওয়া বিধেয়। শ্রমের পর সুখানুভব হয়—ভানুদেবের উত্তাপে অনাতপ সুমধুর লাগে; তবে মিছা কেন বাক্‌বিতণ্ডা? "এই লউন পিতৃদত্ত পঞ্চাশসহস্র স্বর্ণমুদ্রা—যদি অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া পূর্ব্বেপ্রদান করিতাম, উহা নিমেষে নিঃশেষিত হইত; এই আশঙ্কায় মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করিয়াছি। এখনি প্রত্যার্পণ করিতেছি—জাঁহাপনা! দেখিবেন, যেন ভিখারীর অপেক্ষা অধম হইতে না হয়।" এই বলিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

সহচরীরা। কেন বেগম সাহেব! ভয় কি! সকলেই শুশ্রূষা-পরায়ণা। কেহ বা ব্যজনও ফুলের তোড়া ধারণে ইরাণীর আনন্দ সং-বর্দ্ধনের প্রয়াস পাইল। এই সময়ে বাদশাহ ও উজীর প্রস্থান করিলেন।

ই। স্বগত—স্বপত্নী, ও যে জ্বলন্ত চিতানল; হায় হায়, অগ্নিতে সব ভস্ম হয়; কিন্তু সতীনের অনল চিরকাল। সুজেফার কন্যারত্ন লাভ—রে জেলেখা! তুই কি বাদশাহের ক্রোড়োপবেশনে হ্যারেমের শোভাবর্দ্ধন করিবি—হাঁরে আমি ত মৃতা নহি—এখনও জীবিতা। আর বাদশাহ ত শীর্ণকলেবরে বিলাসকক্ষে দণ্ডায়মান—তিনি যে মোর ক্রীড়ার পুত্তলী—সহচরীরা ত আমার অধীনা। বাদশাহের সাধ্য কি যে সুজেফার দিকে

দৃকপাত করেন ; জাঁহাপনা ত প্রণয়শৃঙ্খলাবদ্ধ। তিনি অর্থহীন, লোক-বলহীন, আছে কেবল রাজত্বের ছায়া—সেই ছায়ার এত তেজ--ছায়া সর্ব্বসময়েই সুশীতল ; তবে কেন বৃথা আন্দোলন ? প্রকাশ্যে—দেখ সঙ্গিনীগণ! তোমরা আজীবন প্রতিপালিত ও সকলেই আমার অনুগত ; তবে জিজ্ঞাস্য এই, যে সুজেফার প্রত্যাগমনে তোমরা তখন কি ভাবে চলিবে ?

সহ। সাহাজাদী! আপনি বাদশাহকে প্রেমালিঙ্গনে বশীকৃত করিয়াছেন—পুংমোহ ক্ষণস্থায়ী নহে। একবার ভালবাসা ধূমায়িত হইলে, উহার উচ্ছেদসাধন দুরূহ। নারীর প্রণয়ডোর বড়ই শক্ত—ও সরলতা বড়ই কমনীয়, তাই বলি বেগমসাহেবা কেন বৃথা ভাবা—বাদসাহের যৌবন বয়স হইলে, যাও বা কিঞ্চিৎ আশঙ্কা হইত, কারণ যৌবনে জুয়ারের জল করে টল্ মল্। তদ্রূপ ভাঁটার টানে হ্রাসভাব ধারণ ; তাই বলি ইরাণী ভাব কেন ধনি! ভয়ের বয়স ত কতে হইয়াছে। বলি সর্দ্দারনন্দিনী! তুমি ত বাদশাহের পাটরাণী—তোমার যেমন প্রাণের কথা আমি জানি, অমনটী অপরে জানে কি না সন্দেহ, তাই দাঁড়াইয়া থাকি একাকিনা। সাহাজাদী! বাদশাহ যখন বলেন সুজেফা সুজেফারাণী—আমি তখনি বলি ইরাণী—ইরাণী মোদের দুনিয়ার রাণী, বড় মনোলোভা, গলে শোভে যথা মণিমুক্তারআভা, এলাইয়া বেণী ; তবে কেন মিছা কামনা কর ছাড়ি ইরাণী—আমি বলি ইরাণী মোদের জগৎ জননী বিরলে বসিয়া একাকিনী করেন কামনা কত। ইরাণী নামটী ছেড়ে কেন বৃথা ঘুরে ঘুরে বেড়াও ; তাই বলি ইরাণী নামটী লও, প্রেমসুখে কাটাও, অন্য নাম না করিয়া এখন রণসাজে ধাও। ইরাণী এত অর্থ দিলেন, উহাঁরই দৌলতে এত ঐশ্বর্য্য ; আবার সুজেফা! সুজেফা! তার নাইকো কিছু আভা—তবে কিসের সে মনোলোভা—সে যদি মনের মতন হয়—ইরাণীর কি প্রাণে সয়—ও জ্বালা যে

হাড়ে হাড়ে বিঁধে রয়। জাঁহাপনা এইরূপে কত বলিলেন।

ইরাণী। 'দেখ্ ফতিমা! বাদশাহ আমায় কত বুঝাইল—

শুন শুন ইরাণী! তুমিই মোর রাণী—যদি অকপট অনুরাগে বাঁধ মোকে, নিমেষে সুজেফা রাণীর সংবাদ লও—এইমাত্র সারপন করেছি (এ) ধরায়: শুন শুন ও ইরাণী! তোমায় সুধাই—কামনা হয়েছে হৃদে, বড় ব্যথা পাই। (তুচ্ছ) প্রাণ দিতে তার তরে নাহিক ডরাই। ইরাণার জয় ঘোষণা হক (এ) ধরায়; তবে কেন বৃথা ওষ্ঠদ্বয় শুষ্কপ্রায়। তাই বলি বঞ্চনা করোনা গো আমায়। শুন শুন রাণী! সুন্দরী ইরাণী! প্রাণে—নাহিক সুখ আর, তোমারি হে লাগিয়া, মরমে মরিয়া (এখন) জেলেখা করেছি সার। এ অসার সংসারেতে কেন মিছে ঘুরে, কাটাই জীবন, আল্লার ভজনা ছাড়ি; তাই বলি ইরাণী শীঘ্র সংবাদ লও।

আরও বলিলেন, যে তোমার সঙ্গে ভালবাসা যেমন অটুট, তেমনিই থাকিবে—সুজেফাকে লইয়া কেবল বংশরক্ষা করা; দোহাই তোমার—বাদশাহ হইয়া কৃপা ভিক্ষা করিতেছি—কিঞ্চিৎ করুণাদান কর আমায়, তোমার পায়ে ধরে মিনতি করি, যেন উপেক্ষিত না হয়।

ফতিমা! কেন বল দেখি, বাদশাহের এত আকস্মিক পরিবর্ত্তন—এত প্রণয়প্রসঙ্গ ও দাম্পত্য সোহাগ কি মানুষের সম্ভবে? অর্থের ঘটনে সকলি সম্ভব; সে অভাব ত অগ্রেই দূর করিয়াছি, সুজেফার জন্যই কি এত অর্থসংগ্রহ—না কখনই নয়—এইবার কাছে আসিলে অভিমান করিব, "হয় গুপ্ত অর্থরাশি প্রত্যার্পণ কর, না হয় সুজেফার নামটী বিস্মৃত হও। দেখ্ ফতিমা! 'আমার পায়ে ধরে কত কাঁদিল—আমার কথাটী রাখ"; আমি সরলানারী, খল কপটতা নাহি ধরি; শেষে সম্মতি প্রদান করিলাম, এখন উপায়হীনা; বোধ হয়, ও সব সন্ন্যাসীর কেরামতি! ফতিমা! এক্ষণে কি করি বল দেখি—বড়ই অসহ্য।

ফতিমা। সাহাজাদী! বাদশাহ ত কোন্ ছার, শুনেছি কাশ্মীর দেশে দেলসাই নামে এক নর্ত্তকীর বাস—তার অভিনব হাবভাব, আর তার কটাক্ষফাঁদ দর্শনে পুরুষে সহসা আকৃষ্ট হয়। সেই নর্ত্তকী এই হারেমে আসিলে আমাদের অহমিকা ও তেজ এককালে বিলীন হবে। যেমন প্রভাকরের উদয়ে সুধাংশু মালা শোভা পায় না; তাহার আগমনে আমরা তদবস্থ হইব। সেই ভুবনজিনিয়া রূপচ্ছটায় ও হৃদয়স্পর্শী প্রেমপ্রসঙ্গে পুরুষ সহসা কেন আকৃষ্ট হয়? তার বঙ্কিম নয়নভঙ্গী ও আকর্ষণশক্তি পুরুষজাতির অপেক্ষা ন্যূন নহে। তবে পুরুষ স্বীয় চঞ্চলতায় নারীর কাছে অত্যল্প মূল্যে দেহ মন ও চিত্তবৃত্তি সমূহ বিক্রয়ার্থে দণ্ডায়মান হয়েন; আর নারীই তাঁর স্বভাবজাত কুটিলতা প্রকাশে বিরত হবেন বা কেন? তিনি সেই সুযোগে হৃদ্‌পদ্মের আশালতা গুলি হিল্লোলে চূর্ণীকৃত হইলেও, বিলাসরাজ্যের অধীশ্বর—সেই মদনের পঞ্চবাণে হৃদয়মণিটী ক্ষত বিক্ষত হইলেও, রমণীসুলভলজ্জারত্নটী বিসর্জ্জনে সত্ত্বেও, মৃণালরূপ বাহুলতা বিস্তার পূর্ব্বক দুর্জ্জয় তরঙ্গে ভাসমান হইতে যান্ যান্ ও চিত্তচঞ্চলতায় আর সুস্থির থাকিতে পারেন না—এমন সময়ে বশ্যতা স্বীকার করা দূরে থাকুক; বরং সেই সংযমরজ্জুটী দৃঢ়রূপে ধারণ করতঃ স্বীয় চিত্তবিকার সম্বরণ করেন। এই রূপে নারী স্বীয় চপলতাসত্ত্বেও চতুরতা সহ কিঞ্চিৎ বৈরাগ্য ভাব প্রদর্শনোন্মুখী হয়েন, যেন সংযমই তাঁর ব্রত স্বরূপ; আর পুরুষ কপিঞ্জলের ন্যায় যথেচ্ছ মনোভাব প্রকাশ করে; তদ্দর্শনে নারীর হৃদ্‌কমলে কিঞ্চিৎ করুণার উদ্রেক হয়; পরিশেষে পরিতৃপ্তা-কাঙ্ক্ষী হইয়া পুরুষকে ধন্য ধন্য রবে বিদায় দেন। তাই বলি, ললনার মায়াপাশ ত্যাগে পলায়ন করা অতীব সুকঠিন; তাহার নিকটে আসুরিক শক্তি নিমেষে বিলীন হয়। তাই বলি সাহাজাদী! আম্মার কথা শুন, সর্ব্বদিক বজায় র'বে। বাদশাহকে বিশ্বাস করিলে দুর্দ্দশার একশেষ জানিও। পুরুষেরা চিত্তচাঞ্চল্য প্রকাশ করেন। পুরুষকে বিশ্বাস করিতে

হইলে অগ্রপশ্চাৎ ভাবা উচিত। সুজেক্ষার আগমনে বাদশাহের প্রণয় রজ্জুটি ত্বৎপ্রতি শিথিল হইবে! এখনও চঞ্চল তরঙ্গ উত্থিত হয় নাই, বুঝিয়া সুজিয়া প্রেমের তরণী খানি ভাসাও—দেখিও যেন মধ্য স্থলে যাইয়া নিমজ্জিত না হয়; তীরদেশে যেমন তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত বেশী, মধ্যস্থলের ঘুরণপাক ও বাতাসের জোর তদপেক্ষা অধিক। তাই বলি সাহাজাদী! যাহাতে সর্ব্বদিক রক্ষা পায়, এরূপ ভাবিয়া নৌকা নঙ্গর করিবে; আবার নঙ্গর করিলেও হবে না—দেখিও যেন শীঘ্র ভাঁটা না পড়ে। ভাঁটায় নৌকার উত্থান শক্তি রহিত হইবে; এখন চারিদিক সামলাও—সামলাও।

ইরাণী। দেখ্ ফতিমা! আমি কি এতই মূঢ়া, যে সুধাভ্রমে বিষ পান করিব! কেনই বা সন্ন্যাসী এস্থানে আসিল? আমি কি নিশ্চিন্ত? এইবার জাঁহাপনার আগমনে কত কাঁদিব, আর হীরক কঙ্কণ উন্মোচনে দেখিব, এতে ব্যথিত হন কিনা? এতে বাদশাহ রুষ্ট হইলে, আমি আর থাকিব না। এই চল্লাম—এই বলিয়া ছল করিব।

ফতিমা। কর কি—কর কি—তুমি যে সত্য সত্যই চল্লে—আমি ত বাদশাহ নহি—তোমার সেই ফতিমা বিবি—তবে আজ কেন এত রুষ্ট। শুন সাহাজাদা! আমার কথা শুন—এই বলিয়া ইরাণীর হস্ত ধারণে কক্ষের মধ্যে ফিরাইয়া আনিল; বলি সর্দ্দারনন্দিনি! এত আস্ফালন করিলে সব ব্যর্থ হবে—কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধর, শীঘ্রই বাদশাহ এস্থানে আসিবেন।

ইরাণী। শোন্ ফতিমা! তবে শোন্—আমি তাতারের রাণী, এই রাজ্যটি মন্ত্রীর সহকারিত্বে শাসিত, বাদশাহ ত আমার ক্রীড়া পুত্তলী; এক কথায় সুজেক্ষা বনবাসিনী; পিতৃদান ভাণে অর্থরাশি অর্পণ—এত অর্থে মুগ্ধ না হইলে নারীর জীবন ধারণ বৃথা। প্রণয়ের খাতিরে সবই সম্ভবে। বাদশাহ মুহুর্মুহুঃ আলিঙ্গন করিতেন—সে সুখ কখন ভুলিবার নহে—যেন

মোরা এক বৃন্তে দুটী পুষ্প সরোবরে ভাসমান হইয়া হাসি হাসি মুখে দোলায়মান হইতেছি ; সেই সমস্ত দৃশ্যাবলী দর্শনে হিন্দুর দেবেন্দ্রকেও অবধি অধোমুখ হইতে হয়। হিন্দুদের মেনকা দর্শনে বিশ্বামিত্রের যেরূপ চিত্তের একাগ্রতা লুপ্ত হইয়াছিল ; সে সুখের ও সীমা আছে ; কিম্বা যখন কৈলাশনাথ অদৃশ্যভাবে মদন কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া পার্ব্বতীর প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, সে চিত্তবিকার সীমাবদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফতিমা ! আমার ন্যায় প্রতিভাময়ী কামিনী কোন গৃহে সম্ভবে ? এ প্রণয়পাশ ত্যাগে মত্তঅলির পক্ষে পলায়ন করা বড়ই দুরূহ। সুজেফা ত কোন্ ছার—তার সাধ্য কি, যে আমার রূপসমষ্টির সম্মুখে দণ্ডায়মান হয় ? আর যদি অলি মোহাধিক্য বশতঃ নব পুষ্পের কামনা করে ; তাহা হইলে আমি কি নীরব—আমার নিকটে এক প্রকার সুরা আছে, সে সুরা পানে উন্মত্ত হয় না—এমন লোক নাই, আর যদি ইহাতে সিদ্ধহস্ত না হই, বিবিধ ভূষণে সজ্জিতা হইব, তাঁর সাধ্য কি যে প্রণয় পাশছেদনে ও সুবর্ণ নির্ম্মিত পিঞ্জরটী ভগ্ন করিয়া পলায়মান হয়েন ? তাঁর সাধ্য কি, যে মরুভূমে বিচরণ করতঃ শীতল বারিপানে কার্পণ্য প্রকাশ করেন ও এবংপ্রকার অযাচিত শিকার ত্যাগে পলায়মান হয়েন। আমার কটাক্ষের সম্মুখে মনুষ্যের দণ্ডায়মান কভু সম্ভবপর নয়—এই কটাক্ষফাঁদ এতই সুদৃঢ় ও মৃগের কস্তুরীগন্ধসম এতই লোভোদ্দীপক, যে শত শত নবাবেরা মত্ততাবশতঃ পিতৃ সন্নিধানে হা ইরাণী—হা ইরাণী বলিয়া হৃদয়স্পর্শী আর্ত্তনাদে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত করিয়াছিলেন, কত ওমরগণ নতজানু হইয়া ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়াছিলেন ; সেই দৃশ্য দর্শনে পাষাণ অবধি দ্রবীভূত হয়। কখন বা রামধনুপ্রভায় ও সদ্য মুকুলিত কুমুদিনীর ন্যায় অর্দ্ধ নিমিলীত নেত্রে রোষ ও ক্ষোভের আধিক্যভাণে বিলুণ্ঠিতা হইব—দেখিব কেমনে পলায়ন করেন। সৌন্দর্য্যের সাফল্য দৃঢ় প্রেমালিঙ্গনলাভ—সেই প্রণয়বারি অলাভে কি ফল মোর সৌন্দর্য্য ও নারী জীবন ধারণে ?

সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ ভালবাসার শ্রেষ্ঠত্ব লাভ; আর কামনা রাজ্যের অনুচর সহ একচ্ছত্র অধীশ্বরী হওয়া—সেই অধীশ্বরীর অংশভাগিনী হইলে, সুজেফার ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া দিব—দেখিব বাদশাহ কত শক্তি ধরেন? আমার পিতা এক দুৰ্দ্ধর্ষ সর্দ্দার, তাঁর প্রভাবে আমার এত দম্ভ,—এত মোদের স্বভাবজাত গুণ—যে দিন সে শক্তির হ্রাস ও আমার সুখরবি অস্তমিত প্রায় জানিব, সেদিন নশ্বর জীবনত্যাগে যত্নবতী হইব। তখন কে আমার; আর আমিই বা কার? ফতিমা! শুনিলি ত? তুই বাঁদী! আর অধিক শুনা ভাল নয়। যদি ইহাতেও ফলবতী না হই—প্রথমে বাদশাহকে বিষমিশ্রিত সুরাপান করাইয়া তৎপরে সেই ওষ্ঠদ্বয় চুম্বনে হৃদয়ের অনন্ত জ্বালা জুড়াইব। দেখ্ ফতিমা! নারী প্রণয়ের অল্পাংশ দিতে নারাজ—ভালবাসার আবার ভাগ কি? একেত ভালবাসার পূর্ণত্ব লাভ করা সুকঠিন; পুরুষে ভাল বাসুক—আর নাই বাসুক—লালসাই উহাদের ভালবাসা; আমাদের নিকটে উহা ভিন্ন রূপ ধারণ করে; যেন উহা এক মহাব্রতস্বরূপ—সেই ব্রত উজ্জাপন করিয়া, শেষে এক অনন্ত শক্তির সহিত সম্মিলিতা হইব।

ফতিমা। না সাহাজাদী! তা হবে না—এ হেন রূপ এ রাজ্য হতে বিসর্জ্জন হবে—না তা কখনই দিব না—আমি বাঁদী—আমার প্রাণে কেন বল দেখি এত আঘাত লাগে?

ই। তবে তুই সেই কাশ্মীরনর্ত্তকীকে এই বিলাসকক্ষে স্থাপন পূর্ব্বক বাদশাহের চিত্তহরণে সচেষ্ট হস্, দেখিস্ খুব হুসিয়ার বাঁদী!

ফ। সাহাজাদী! প্রেমরজ্জুটীর শৈথিল্যেই আপনি পশ্চিমে পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় নক্ষত্ররাজিসহ বিরাজমানা হইবেন। কেমন সেই ভাল নয়—আপনি তাই করুন না কেন?

ই। ফতিমা! তোর নিকটে এরূপ সুধা বর্ষণ হবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। এত রসিকা নারী বাদশাহের বেগম হইলে, না জানি

আমাদের আর দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না।

ফ। বেগম সাহেব! চাঁদের সুধা ছেড়ে কি কেহ তিন্তিড় ভক্ষণের কামনা করে—কিরাতের ফাঁদ ত্যাগে কি কেহ গুল্মলতায় আবৃত হতে চায়, কস্তুরীর ঘ্রাণ ত্যাগে কি কেহ কিংশুকের আঘ্রাণ লয়, না স্বর্গীয় পক্ষীর শোভা ত্যাগে কি কেহ যক্ষরাজপুরীতে মৌনতুণ্ড মৌকুলির শোভা দর্শনেচ্ছুক হয়েন? হাঁ সাহাজাদা! এ কি সম্ভবে?

ই। কেন তোর ত সবই আছে—বাদশাহ ত তোর ক্রীড়া পুত্তলী; তবে আর কথা কি? এই কাজটী হাসিল করিলে পুরস্কার পাবি; আর তার সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসা, কেমন সেই ভাল নয়?

ফ। আচ্ছা সাহাজাদী! আল্লার মর্জ্জিতে বাদশাহ কি আমার বসম হবেন?

ই। ওলো তাই হবে— এবার বাদশাহের কাছে তোর বিবাহের কথা উত্থাপন করিব, এখন এ কাজটী হাসিল কর; আর মন যোগা।

ফ। সাহাজাদী! বাদশাহের কাছে অত ধরাবাঁধা থাকিব না, আমরা বাঁদী কেবল আমোদ চাই—যেন কিছু উপচিয়া পড়ে।

ই। হাঁরে বাঁদী! তোর আশাটা বড়ই বেশী—অত সুখ, এ তরুণ বয়সে ধরিয়া রাখিতে পারিবি ত? দেখিস্ বাঁধ ভেঙ্গে উপচে না পড়ে।

ফ। কেন সাহাজাদী! এতই কি অরসিকা—এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে নানা আশালতা জন্মাইয়া বড় বড় বৃক্ষে পরিণত; সেই বৃক্ষে কখন বা লাল, নীল ও শ্বেতপুষ্প ফুটে। যে যেটীকে পছন্দ করে—সেই পুষ্প চয়নে মন মজাই; তবে যদি কাহাকে রসিক নাগর পাই, শুধু পুষ্পদানে সন্তোষ জন্মাইনা, তরু গুল্মলতার আচ্ছাদনে, সুশীতল বারিবর্ষণে ও অন্তরে অন্তর মিশাইয়া এক মহাবৃক্ষে পরিণত হই। এই যে ভ্রূভঙ্গি ও কটাক্ষপাত, ইহা ইস্পাহান দেশীয় দেলেরার নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছি—তাই সুখদুঃখে সমভাবে মন যোগাইতে পারি। সাদি ধরা বাঁধা;—কিন্তু

বাঁদীরা স্বর্গীয় পক্ষীর ন্যায় চঞ্চলা।

ই। তবে দেলেরাকে আনা, শীঘ্র বাঁদীগিরি ঘুচাইয়া দিব।

ক। শুনেছি—দেলেরার বড় চড়াদর—সর্ব্বত্র পদার্পণ করে না। যদি বাদশাহের সনে কিঞ্চিৎ মনান্তর ঘটিয়া থাকে; তবে সিদ্ধকাম হব; নতুবা সে হেন রূপরাশি পারস্যবাদশাহ ব্যতীত অন্য কাহাকে বিলাইতে নারাজ। আর পারস্যরাজ যেন চীনের পুত্তলিকা—সেই পুতুলদ্বয়ের মিশা মিশির টানের মধ্যে যদি কোন নারী প্রণয়লাভার্থে তাঁর নবীনা তরণী খানি ভ্রমক্রমে ভাসাইয়া দেন, উহা উচ্ছলিত তরঙ্গোপরি ভাসমান হওয়া দূরে থাকুক; বরং প্রবল ঝটিকাঘাত উহাকে মাস্তুলবিহীন করিয়া তীরদেশে নিক্ষিপ্ত করে; না হয় কোন চুম্বুকশক্তির আকর্ষণে সমদ্রগর্ভ জাত শৈলশৃঙ্গে চূর্ণীকৃত করে, শেষে সামাল সামাল রবে নোঙ্গর করণার্থে নারীকে যত্নবতী হইতে হয়। এই প্রকারে নানা অপ্সরীরা নব নব কেলি সহকারে বাদশাহকে গুপ্তস্থানে পাইয়াও বিবিধ প্রলোভনসংঘটিত আয়োজনের ক্রটী সাধন করেন নাই। দেলেরার রূপচ্ছটায় চন্দ্রজ্যোতিঃ হতশ্রী হয়, উহার কিসলয় সদৃশ বাহুলতার আভাদর্শনে শতদলের শুভ্র মৃণালকান্তিকে ও অবধি কলুষিত করে। দেলেরার প্রণয়বারি এত তরতরিতবেগে ধাবমান হইতেছে—উহার প্রতিরোধকল্পে কোন্ কামিনী অদ্যাবধি সমর্থ হইয়াছেন। দেলেরার হৃদয়তরঙ্গ মাধ্যাকর্ষণশক্তি তুচ্ছবোধে কলকল ধ্বনিতে হিন্দুর আকাশগঙ্গার সহিত স্পর্দ্ধাসহকারে সম্মিলনেচ্ছুক; তদ্দর্শনে চন্দ্রমা অবধি পথভ্রষ্ট হইয়া ক্ষণিক বিশ্রামলাভাশায় মেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত হয়েন। দেলেরার মুক্তারাজিসম দন্তপংক্তি শারদীয় নক্ষত্ররাজির ন্যায় আকাশে চিক্ চিক্ করিতেছে; তদ্দর্শনে নায়কেরা হিরকাঙ্গুরী বোধে উহা গ্রহণ কল্পে সময়ে সময়ে ভ্রমে পতিত হয়েন। তদ্দর্শনে অলিকুল মুকুলিত শ্বেতপদ্মভ্রমে তদুপরি বসিয়া অতি নৈরাশ্যে প্রত্যাগমন করে। দেলেরার ওষ্ঠদ্বয় চীনের রক্তজবার ন্যায় পরিলক্ষিত

হয়—উহার সৌসাদৃশ্যে বহু প্রজাপতি ভ্রমক্রমে শিরঃসঞ্চালন পূর্ব্বক ও ভগ্নমনোরথে পলায়মান হয় ও নাভিপদ্মগন্ধে মাতোয়ারা ভৃঙ্গাবলী গুঞ্জরণে স্ত্রীজাতিভ্রমে স্বীয় গন্তব্যপথে প্রত্যাবর্ত্তন করে। উহার ঊর্ণনাভসম মসৃণ কুন্তলপাশ দর্শনে বাদশাহও সময়ে সময়ে ময়ূরীর পুচ্ছবোধে ভ্রমে পতিত হয়েন। উহার কৃষ্ণ নয়নতারা এত জ্যোতির্ম্ময়ী ও পুঞ্জীকৃত শোভাবিশিষ্টা, যে বাদশাহ খঞ্জনের নয়নশোভা পরিহারে উহার প্রণয় ফাঁদে আকৃষ্ট হইয়া মূর্চ্ছা যান। তাই বলি ইরাণী! এক্ষণে দেলেরাকে, না কাশ্মীরদেশীয় নর্ত্তকীকে কামনা করা স্থিরসিদ্ধ। উহাদের মধ্যে একজনকে আনয়নে অন্তঃপুরশোভাবর্দ্ধন করুন।

ই। ওঃ মা! বলিস কিরে? আচ্ছা ফতিমা! এই দণ্ডেই দেলেরাকে আনাও। এই বলিয়া অন্তঃপুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

এদিকে ফতিমা ভাবিলেন, যেকালে দেলেরার বিষয় ব্যক্ত করা হইয়াছে—অবশ্য একটা আনা চাই, আর ইরাণী নাছোড়বান্দা—দেখা যাক্, এ কাজের কি বকশিস্। ব্যক্ত করিবামাত্র পুরস্কারঘোষণা; দেখা যাক্ কি বিবেচনা হয়; আর বাঁদীগিরি ঘুচাইবার কথা, সে কেবল প্রতারণা মাত্র। নিশ্চয় জানি, কার্য্যসিদ্ধি হইলে তাড়াইয়া দিবে—এইত বহুমূল্য পুরস্কার। আমি বাঁদী—প্রতারণাই আমার জীবনের মূলমন্ত্র ও কার্য্য সিদ্ধির একমাত্র উপায়; আমার কাছে সাহাজাদীর চালাকি? এরূপ শঠতা ঠেক খাইয়া ঢের শিখিয়াছি। আর কত বাদশাহ ও উজীর এ বয়সে দেখিলাম। এখনও পলাইবার সময় হয় নাই। কেবল অসহ্যতার পরাকাষ্ঠা—তাহাও পুষাইয়া লইতে হইবে; সাহাজাদীদের ভাতারধরা ব্যবসা বড়ই মজার। কত কষ্টিপাথর, কত মাদুলি, কত কবজ ঝুলাইয়া ভাতারটী বশে রাখে; আমরা হইলে ওরূপ করিতে কখনই পারিতাম না। যাক্ এই বেলা চলে যাওয়া যাক্, বাদশাহের আসিবার সময় উপস্থিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিলাস-গৃহ।

বাদশাহ দরবার সাঙ্গ করিয়া স্বীয় কক্ষে আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গিনীরা দেলেরার নামে সঙ্গীত রচনা করিয়া সুললিত কণ্ঠস্বরে ও অঙ্গভঙ্গীসহকৃত বাদশাহের কর্ণকুহরে অমৃতবর্ষণ করিল।

বাদ। ইরাণী! কৈ কখন এরূপ সঙ্গীতসুধা ত পান করি নাই। এ সঙ্গীত পেলে কোথায়, না তোমার রচনা? শীঘ্র বল আমায়। ইস্পাহান দেশীয় দেলেরার খুব খোস্‌নাম শুনেছি—যার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া পারস্য বাদশাহ মুহুর্মুহুঃ সৌন্দর্য্যসুধাপানেও অপরিতৃপ্ত; যার ভুবনজিনিয়ারূপ কতশত নবাব ও ওমরগণের অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে অঙ্কুরিত হইয়া এক অপূর্ব্ব লোভোদ্দীপক পদার্থের সৃষ্টি করে; সেই পিপাসা নিবৃত্তি করণার্থে এ উত্তমক্ষেত্র বলিয়া কেহ কেহ আক্ষেপ করিতেছেন, কেহ বা তার প্রতিকৃতি দর্শনে উপাদেয় আহার্য্য বস্তু সম্মুখে, অথচ ভোজনে বঞ্চিত, এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াও কমনীয় রত্নঅলাভে ও মত্ততাপ্রযুক্ত অকালে জীবননাশের উপক্রম ও অসূয়াবশতঃ সমরানল প্রজ্বলিত করাইবার প্রয়াস পাইতেছে, কেহ বা আলেখ্যদর্শনে বাদশাহের বধসাধনার্থ গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া দিতেছে, কেহ বা অন্তঃপুরস্থিত সেনানীর পদে বরণীয় হইবার আশায় ব্যস্ত, কেহ বা বিধাতার নির্ম্মাণ নৈপুণ্যের পারিপাট্য ও চরমোৎকর্ষ উপলব্ধি করিয়া পরিশেষে নৈরাশ্যে গালিগালাজবর্ষণে উঁহাকে একচোকো ও মুখপোড়া প্রজাপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, কেহ বা সুরম্যহর্ম্ম্য নির্ম্মাণে, তীব্বতদেশীয় চমরুচামর আনয়নে, কখন বা কাশ্মীর

দেশীয় তুষারবিনিন্দিতা পদ্মাবতীকে আনয়নে, কোথায় বা অন্তঃপুরসান্নিধ্যে কৃত্রিমলতাকুঞ্জরোপণে তন্মধ্যে ময়ূর ময়ূরীর সন্নিবেশ, শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্যপশু, ঝরণার পার্শ্বে স্বর্গীয় পক্ষী ও সরোবরের প্রান্তদেশে শুভ্ররাজহংসী সংস্থাপনে যত্নবান হইতেছে। কোথায় বা শৃঙ্গসংলগ্ন তুষারোপরি সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়া রামধনুপ্রভায় শোভিত হইতেছে। কেহ বা দেলেরার প্রতিকৃতি শ্বেতপ্রস্তরে খোদিত করাইয়া উহার পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠনে ও উষ্ণীষ নিক্ষেপণে কৃতাঞ্জলিপুটে আকুলি ব্যাকুলি জানাইতেছে। এইরূপে চিত্রকরেরা চিত্রনৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে। হায় রে আশা—সে অনন্ত পিপাসা কোথা গেলে মিটে? হায় আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, যে এহেন রমণীকে লইয়া ধাতার প্রশংসা লওয়া দূরে থাকুক; বরং জগতে এক মহা অশান্তির উৎপত্তি। এ হেন রূপসীর প্রতিভা ভারতের সর্ব্বস্থানে নিনাদিত; বোধ হয়, বিধাতাকে বহুযুগ ধরিয়া উহার সৌন্দর্য্যপুঞ্জ কল্পনা করিতে হইয়াছিল। উহার লাবণ্যচ্ছটা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া বহু সুন্দরী বেগমের দুরাবস্থার পরিসীমা ছিল না। দেলেরার আশায় কত ওমরগণ অন্তঃপুর ত্যাগে স্বীয় কক্ষে শয়ন করিয়া কল্পনাতরঙ্গে দোদুল্যমান হইয়াছিল। কেহ বা নর্ত্তকীদের হাবভাবদর্শনে ও অঙ্গভঙ্গী-সহকৃত নৃত্যগীতাদি অবলোকনে দগ্ধপ্রায় হইয়া ফল্গুনদীর ন্যায় অন্তঃসলিলে বহিয়াছিলেন ও আয়ও সুখত্যাগে ভাবীসুখকামনায় অতি মূঢ়ের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। তাই বলি হরাণী! এ গান এস্থানে কিরূপে আসিল; তবে কি নূতনকরে আমায় ধৃত করিবার চেষ্টা পাইবে? জ্যোৎস্না যেমন স্বভাবতঃ মধুর ও স্নিগ্ধ; কিন্তু অবিরল ভোগ উপভোগে উহার মধুরতা বিনষ্ট হয়; তাই বুঝি অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া মেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত হইবার মানসে দেলেরার ন্যায় সৌন্দর্য্যচ্ছটায় শোভাবর্দ্ধন করিবার প্রয়াস পাইতেছ। আজ কেন এত সহাস্য-বদন দেখি?

ই। কারণ আর কিছুই নয়? গানটী নূতন বলিয়া জাঁহাপনার সম্মুখে ধরিতেছি। নূতনে খুব আসক্তি দেখি; তবে কেন এত ঠাট্টা?

বাদ। সাহাজাদীর সঙ্গে ঠাট্টা—এত স্পর্দ্ধা কার?

ই। যাও—যাও! এখন ঠাট্টা রাখ, আমি অমন ঘোর প্যাঁচ্ জানি না—তোমরা পুরুষ কিনা; তাই বহুরূপী সাজে হাসাও, কাঁদাও, কখন বা স্বর্গে তুলে ধর। অবলার সরল মন—স্বাল্লাঘাতেই উহার স্বচ্ছতা কলুষিত হয়। এখন শ্রান্ত, ক্ষণিক বিশ্রাম লাভ কর—আবার দেলেরার সঙ্গীতলহরীতে উজান বহিতে লাগিল।

বাদ। দেলেরা কাঁহা গিয়া—জল্‌তি লিয়াও—হাম্ আবি মাঙত হ্যায়। বলি দেলেরা, দেলেরা—ফতিমা বুঝি আমার স্ফুটন্ত দেলেরা—হাঁ হাঁ কতকটা দেলেরার ন্যায়; তবে ভাবনা কি? এই বলিয়া নেশায় বিভোর হইয়া টলমল করিতে করিতে সোফার উপর হইতে লেয়াও সুরা, লেয়াও সুরা—জলতি লিয়াও—এই বলিয়া উজীরানুরোধে দরবার কক্ষে পুনরায় গমন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দরবার গৃহ।

এদিকে উজীর দরবার কক্ষে আসীন হইয়া রাজকার্য্যাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া সৈন্য ও দুর্গের সংস্কারবিধান ও নূতন সেনানী আনয়নে অভাব পূরণ করিতেছেন। কখন বা গুপ্তচর নিয়োগে সম্মতি প্রদান; আর কখন বা প্রজাবৃন্দের আর্ত্তনাদে কর্ণপাত করিয়া ধন্যবাদাই

হইতেছেন—বাদশাহও যথা সময়ে দরবার কক্ষে উপস্থিত হইয়া চিন্তামগ্ন; ইত্যবসরে গাজনী হইতে এক রাজদূত আসিয়া উপস্থিত।

রাজদূত। সেলাম জাঁহাপনা! এই পত্র লউন।

উ। কে তুমি, কি নাম ও কোন্ রাজ্য হইতে আগত?

দূত। মহাশয়! নাম বীরবল—গাজনীর অধীশ্বরের নিকট হইতে আগত। ইহা শ্রবণে মন্ত্রী পত্রখানি পাঠ করিলেন—পত্রের মর্ম্ম এই, যে দশম দিবসের মধ্যে তাতার আক্রান্ত হইবে; উপহার প্রদানে অস্বীকৃত হইলে অচিরে তাতার নগরী ধূলীসাৎ হইবে; ইত্যবসরে উজীর বাদশাহের সমীপে পত্রের মর্ম্ম জ্ঞাপন করাইলেন, "জাঁহাপনা! গাজনীর অধিপতির যেরূপ মনের ভাব, তাহাতে অচিরে যুদ্ধ অনিবার্য্য। কালবিলম্বে সৈন্য ও দুর্গের সংস্কার সাধিত হইত। পলায়ন পথ রুদ্ধ ও খাদ্যদ্রব্য নিঃশেষিত হইলে, আত্মসমর্পণ ব্যতিত গত্যন্তর থাকিবে না। এক্ষণে অগ্রপশ্চাৎ আলোচনায় এবংবিধ কার্য্যে ব্রতী হউন; না হয়, নগর ত্যাগে ঝিলনাভি-মুখে রওনা হউন। যুদ্ধ বিগ্রহ—সকলই সময় সাপেক্ষ।

বাদ। উজীর! রাজ্যভার এক্ষণে তোমার হস্তে ন্যস্ত—এ দুর্ব্বিষহ ভারবহনে আমি একান্ত অসমর্থ। ক্ষণিক নির্ব্বুদ্ধিতায় প্রণোদিত হওয়া মূঢ়ের কার্য্য—এত অর্থরাশিতেও কি যোদ্ধৃবৃন্দসংগ্রহ হয় নাই—বড় তাজ্জব ব্যাপার; এখনি সেনাপতির সহিত মন্ত্রণা প্রার্থী হইব।

উজীর। ঐ যে সেনাপতি মহাশয় এদিকে আসিতেছেন—আসুন আসুন—বাদশাহের হুকুম, "কালি হবে রণ"। বীরদর্পে সাজুন সাজুন।

সেনানী। দোহাই খোদাবন্দ! আমি ইহার কিছুই জানি না, এক্ষণে কিরূপে সমরায়োজনে উদ্যোগী হইব?

বাদ। মন্ত্রী! এখনও সৈনেরা গাজনীর সমকক্ষ হয় নাই। বড়ই আশ্চর্য্য কথা—এই বলিয়া পত্রের মর্ম্ম সেনাপতিকে জ্ঞাপন করাইলেন, যে দশম দিবসের মধ্যে তাতার আক্রান্ত হইবে—ইত্যাদি।

সেনা। একি শুনি, তাতার ভস্মীভূত হইবে—এ কথায় মোর প্রাণে বড় ব্যথা পাধে, এখনি চৌদিকে রণ ঘোষণা করুন, (যে) এ বাদশাহের আজ্ঞা কালি হবে রণ ;জাগ, জাগ, জাগাও, দুর্জ্জয় সৈন্যগণ! বিলাসিতা ছাড়িয়া কর (সবে) অসি ধারণ, প্রাণপাতে এ তাতার রক্ষিব যতনে; কি আশ্চর্য্য! গাজনীপতির এত স্পর্দ্ধা—এত দম্ভ, তেজ, না পারি সহিতে আর—এখন ধমনীতে উষ্ণ শোণিত বহে। বাজাও বাজাও রণ ঢক্কা মোর কাছে, দেখি সৈন্যদল তাতে নাচে কি না নাচে, জয় জয় বলিয়া কর ঘোষণা রণ—যাক প্রাণ, থাক মান, করিলাম পন ; বাদশাহের সমীপে এই ভিক্ষা চাই—ত্রিংশ সহস্র সৈন্যে বাড়ান মান মোর জয় বাদশাহের জয়, তাতারের জয়, গাজনীর পতন জানিও হে নিশ্চয়, এই কথা মোর প্রাণে অনুক্ষণ লয়। কোথা সব সৈন্যদল, রণমদে ধাও—এই ধর অসি—জাগ, জাগাও তাহায়—তাই বলি (শুন) বাদশাহ! কালি হবে রণ—হাসিতে হাসিতে মোরা বিসর্জ্জিব প্রাণ—এ দৃঢ় পন আজি করিলাম ধরায় ; কিছু নাহি খেদ তাতে, মরি যদি মোরা—জীবন হলে মরণ ঘোষিত (এ) ধরায় ; তাই বলি চল সবে হাসি হাসি মুখে—বিলম্বে করিলে হে রণ হারিবে হে শেষে। বীর গর্ব্বে যোদ্ধৃ মোরা, নাহিক হে ডর—শত্রুর হৃৎপিণ্ডে এই সমগ্র দেশটীকে—করিব ছারখার ; কেন (মিছে) বসিয়া আর। শুন (শুন) ভ্রাতাগণ! (এ) জীবন কিসের তরে কেন এসেছ (এ) ধরায় ; তবে শুন ভাই! বচন সুধাই, ব্যথা দিওনা এ প্রাণে—চল স্বর্গ (ধামে) যাই অকাতরে প্রাণ দিই, রণকীর্ত্তি ঘোষিত হউক এ ধরায় ; তাই বলি সৈন্যগণ! কেন বৃথা করজীবন যাপন ; আঁখি নীরে হে ভাসিব—যদি না হয় এ মহা ব্রত উজ্জাপন। ঐ যে দুন্দুভি বাজিছে, ঐ না শুনি, এস—এস, সেনানী! দ্বিতীয় পদেতে তোমায়—বরিব এখনি, ধর ঢাল, অসি, বর্ম্মে আবৃত বসন, জীবন মমতাছেড়ে নয়ন মুদিয়া হেরিব হে স্বর্গধাম ; যদি কেহ আসে বাঁধা দিতে হেথা, ছিন্ন ভিন্ন করি দূরে নিক্ষেপিব মায়ালতা। বাদশাহ! ত্রিংশ

সহস্র সৈন্যে বাড়াও মোর মান, নতুবা সংশয় এ জীবন, আজি দাও কড়া আজ্ঞা মন্ত্রীবরে যেন—নিমিষে দৃঢ় যোদ্ধৃবর্গ (যেন) হাজির করে—বড় আক্ষেপ রহিল মোর প্রাণে; শত্রু শিবিরে, ধাইব কেমনে; কেমনে সৈন্য দল সিংহনাদে হঠাইবে হে তাহায়, দুরূহ সংশয়ে মন জ্বলে পুড়ে যায়, লতিকা হইয়া ধরেছি হে তব পায়—হীন চক্ষে জল বহিতেছে অবিরল।

উ। শুন হে রাজন! দেখে হচ্ছি হতজ্ঞান—যেরূপে পারি করিব সৈন্য সংগ্রহণ; তাই বলি ভাবিওনা নিমিষের তরে—রণে ভঙ্গ না দিব, শত্রুকে না ডরিব—স্পর্দ্ধায় বলতে পারি, পাঠাব যমপুরে, যদি থাকে সেনাপতি ঠিক মোর করে। (তাতার) বীরের হৃদয় কভু কোমলতা নয়; তাই বলি হে রাজন! কেন অকারণ নিন্দনীয় করিতেছ সবার সম্মুখে? এত অপমান না সহিব, কভু আর—এই লও পঞ্চ সহস্র চমু আবার—পঞ্চম বয়স হতে, রহেছি এ দেশে—অভিজ্ঞতা করে লাভ মরিব কি শেষে। অতএব (হে) রাজন! শুন মোর বচন—দ্বিধা করিওনা আর মনে, জয়! জয়! রবে নাশিব সমূলে, নিস্তার নাহিক—আর, কে বলে তাতার অন্তঃশূন্য সার। দেখুক সে, দেখাব তাহাকে, বীরদর্প যদি জেনে নিয়ে থাকে গুপ্তচর মুখে, তাই বলি হে রাজন! সুধাই তোমায়, মোর সম মূঢ় জন আছে কি ধরায়? যাবৎ এ জীবন মোর, তাবৎ এ তাতার—করি নাই কভু বৃথা বাক্য আস্ফালন, কাল সমরানল দুর্জ্জয় জ্বালাইবে—এজন (ভীষণ); শুন শুন মহীপতি! কঠোর মন্ত্রেতে দীক্ষিত অতি, জীবনের মায়া করি তুচ্ছ এ ধরায়—এই দম্ভ লয়—বলুন ত কূট মন্ত্রণায় (সে) রাজ্য ছার-খারে পাঠাব চিরশত্রু সহায়তায়; গাজনীর অবসান জানিও নিশ্চয়। অতএব দাও ছাড়ি, দ্রুত পদে ভ্রমি, ধাইব এখনি মন্ত্রণাগারেতে, নিজ-হস্তে রচিব চমূ, শত্রুপার্শ্বে ডাঁড়ার করিব তাদের মুণ্ড শত খান খান—শুন শুন রাজন। আজকের মতন, করপুটে এ ভিক্ষা মাগি, বিদায় দিন যখন জয় বার্ত্তা আনি করিব

সুধা বরিষণ, জানিবে (এ) হেন সুহৃদ্‌জন, আছে কয় জন, করি তুচ্ছ প্রাণ দান।

সেনাপতি। জাঁহাপনা! ইহা গুপ্তচরমুখে শ্রুত, যে গাজনীপতি স্বয়ং এক দুর্ভেদ্য চমূ রচনায় বক্‌তিয়ারের সহিত অগ্রসর হইতেছেন—বোধ হয় অর্দ্ধলক্ষ সৈন্য উহার পৃষ্ঠপোষক। ঐ অগণিত পঙ্গপালের বেগ প্রতিরোধ করা কিরূপে সম্ভবপর? সাগরবারি যেমন বাঁধ ভাঙ্গিয়া নিকটস্থ দেশকে জলপ্লাবনে ভাসমানকরে; সেই স্রোতের অপ্রতিহত গতির কাছে আমরা ও তদবস্থ হইব। যেমন অসংখ্য তারকারাজি তমোহরণে অক্ষম্; কিন্তু চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃর আবির্ভাবে সমগ্র তম বিলুপ্ত হয় এবং গগনমণ্ডল এক শুভ্র তুষারমণ্ডিত ধবলকান্তির ন্যায় বিরাজমান হয়; তদ্রূপ ক্ষুদ্রশক্তি আমি, সেই গাজনীপতির রণনৈপুণ্য তাচ্ছিল্যবোধে কেমনে স্পর্দ্ধা করিতে পারি। সম্মুখে এক প্রশস্ত উপায় বিদ্যমান; উহাবলম্বনে সর্ব্বদিকে মঙ্গল ঘটিবে, এখন জাঁহাপনার মর্জ্জি।

বাদ। সে উপায়টী কি? তবে কি জয়াশা বিড়ম্বনামাত্র।

সেনা। আমার মতে ঐ সৈন্যেরা সম্মুখীন না হইয়া, উহার কিয়দংশ তুমুল সংগ্রামোন্মুখী হউক; দুর্গে রণসম্ভার ও আহার্য্য বস্তু এত অধিক সঞ্চিত হউক, যেন দুই বৎসরের মধ্যে নিঃশেষিত না হয়; আর কিয়দংশ সৈন্য পৃষ্ঠদেশে হঠিয়া নিবিড় তমসায় অরণ্যানী মধ্যে প্রবিষ্ট হউক। কালক্রমে দুর্জ্জয় চমূ সংগ্রহে যুদ্ধকার্য্যে আবার উদ্যোগী হইব।

বাদ। আচ্ছা দেখা যাক্, এক্ষণে উজীরের মন্ত্রণাপ্রার্থী।

পরদিবস উজীর সৈন্য ও সাজসরঞ্জম সংগ্রহে বাদশাহসমীপে এক নব উদ্ভাবিত কৌশল ব্যক্ত করিয়া ধন্যবাদার্হ হইলেন। আর বাদশাহ ও সেনানীর সমরনীতি পর্য্যালোচনায় এই স্থিরসিদ্ধ হইলেন, যে কতিপয় সৈন্য সম্মুখসংগ্রামে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া আমাদের অরণ্য প্রবেশের পথ সুগম করুক; আর সেনানীর প্রতি সংশয় অপসারিত হইবার নহে।

সকলই সময় সাপেক্ষ ও দৈবের অধীন। এক্ষণে ঐরূপ ব্যবস্থার পর বাদশাহ উজীরের সহযোগে অরণ্যাভিমুখে পরিজনবর্গসহ প্রস্থান করিলেন।

এইবার শত্রুরা মার মার রবে জলস্রোতের ন্যায় নগরাভিমুখে ধাবমান ও সৈন্য দিগকে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান দর্শনে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিল। এইবার গাজনীর আশালতা নৈরাশ্যে পরিণত হইল। এক্ষণে দুর্গ দ্বার রুদ্ধ ও উহা এত দুর্ভেদ্য, যে আধুনিক গোলার আঘাত অবধি ব্যর্থ হয়। গাজনীপতির সঙ্কল্প, যে তিনি ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

পরিশেষে অবিশ্বাসী মুরশিদ খাঁ প্রলুব্ধ হইয়া দ্বার উন্মোচনে শত্রু দিগকে আলিঙ্গন করিলেন; উহার পুরস্কার স্বরূপ গাজনীর পতি কর্ত্তৃক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। হায় রে আশা—হায় রে লোভ—অর্থগৃধ্নু মনুষ্য এত জঘন্য কার্য্যে নির্লিপ্ত হইতে ইচ্ছুক। যতদিন অবধি উহারা পশুরূপে সংসার মায়ায় বিজড়িত; ততদিন উহাদের সান্নিধ্যে ধর্ম্মের প্রখর জ্যোতিঃ ম্রিয়মাণ হয়। তমগুণাবলম্বী মনুষ্য ভ্রমবশতঃ কাঞ্চন নিক্ষেপণে কাংস্যের কামনা করে ও পারমার্থিক সুখ পদদলনে ঐহিক সুখের আশালতা গুলিকে বলবৎ করিয়া তুলে। মানুষ ভ্রমপূর্ণ জন্তু স্বরূপ। সে মূঢ় কি জ্ঞাত নহে, যে কাম্যবস্তুর উপভোগে জ্বলন্ত পাবকে ঘৃতাহুতির ন্যায় কামের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়।

বিবেকশক্তিলুপ্ত মানুষ এক ভীষণ কামচারী পশুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়; তবে মুরশিদ্ খাঁ এরূপ কার্য্যে ব্রতী না হবেন কেন? এই পাপপঙ্কিল পথে পদার্পণমাত্র পদস্খলিত হয়। লালসাব্রতোজ্জাপনে চরমোৎকৃষ্ট নরনারীর অন্তরে দুর্জ্জয় স্পৃহালতা সদা জাগরিত থাকে। উহার নির্ম্মাণ নৈপুণ্য এতই চিত্তাকর্ষক যে, তুষারবিনিন্দিত শুভ্রতর চরিত্র পুরুষের চিত্তবৃত্তিসমূহ উহার সংস্পর্শে কলুষিত হয়; তবে কি ধাতার ইচ্ছা, যে পাপপ্রাধান্যে পুণ্যের জ্যোতিঃ মন্দীভূত হউক; তবে

কি সত্য সত্যই চরিত্রহীন কামচারীদের বিলাসকক্ষনির্ম্মাণে ধাতার নৈপুণ্য প্রকাশ, না তিনি এক দ্বিতীয় প্রেতরাজ্য সৃজনকল্পে বদ্ধপরিকর? তবে কি তিনি এবংবিধ স্বেচ্ছাচারিত্বের নিমিত্ত আনতশীরে যথাযথ্ সত্যতা প্রমাণে ও দোষস্খালনে যত্নবান হইবেন, না স্বেচ্ছাচারী ভাগ্যপুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইবেন? বোধ হয়, তিনি এক স্থানীয় শাসনকর্ত্তারূপে নিয়োজিত; তবে কেমনে তিনি দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। বোধ হয়, তিনি জগতে অবিমিশ্র সুখ সংরক্ষণে ক্ষুণ্ণ; তাই প্রতিভা বৃদ্ধ্যর্থে উহাকে সময়ে সময়ে পাপপঙ্কে নিমজ্জিত করেন। যেমন ভাস্করজ্যোতিঃ অবিরল ধারায় শোভিত হইলে হতশ্রী হয় ও সুধাংশু মালার গৌরব বৃদ্ধিকল্পে মেঘ ও রাহুর সৃষ্টি, যেমন হীরকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধ্যর্থে মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত অঙ্গারের পার্শ্বে উহা শায়িত হয়; বোধ হয়, পুণ্যের তেজঃপুঞ্জ বৃদ্ধিকল্পে পাপপ্রাধান্যের প্রশ্রয় দেন—সেই কারণেই পাপের সৃষ্টি। পাপের প্রায়শ্চিত্তেই পুণ্যের আবির্ভাব; তবে সেনানীর প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যম্ভাবী। সামসুল নির্ব্বোধ নহেন—তাঁর শাসনকার্য্যে দুরদর্শিতা এত অধিক, যে উহা লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য।

ভূমণ্ডলে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান জীব কে? রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রমওয়েলের ন্যায় মহাপুরুষের উক্তি এই, যে রাজাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান জীব ও মহা উচ্চ উপাদানে গঠিত। (The king is a man of great parts and great understanding.) যাঁদের এ বিষয়ে মতপার্থক্য ঘটে, তাঁরা ভ্রান্তকীট। যুক্তিই ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ। তবে বাদশাহের পক্ষে তাহা না হবে কেন? বাদশাহ সেনাপতির কার্য্যে সন্দিহান হইয়া অন্তঃসার শূন্য বিলাস ত্যাগে যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত। বিলাসী সামসুল এক্ষণে যুদ্ধপ্রিয় ও চিত্তসংযমী। এত আকস্মিক পরিবর্ত্তন? কি আশ্চর্য্য! যে বাদশাহ দেলেরার নামে উন্মত্ত ও ইরাণীর বিলাসকক্ষে শয়ান ছিলেন, এক্ষণে তাঁর কিনা শ্রমে অণুমাত্র কার্পণ্যপ্রকাশ নাই। সেই মোহ এক্ষণে

অপসারিত প্রায়। বলিহারি মানুষের ভাগ্য চক্রকে আর বিধাতা পুরুষকেও ধন্য। সামসুল এক্ষণে অরণ্যানীতে রাজ্যের উন্নতি কল্পে নিবিষ্টচিত্ত হইলেন! কথন কথন মৃদু মন্দ সমীরণ সদ্য ভস্মাচ্ছাদিত লালসারূপ অঙ্কুর জাগরিত করাইবার প্রয়াস পাইতেছে; কিন্তু ভাগ্য বিপর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভস্মরাশি স্তরে স্তরে সেই স্থানে নিক্ষিপ্ত হইয়া গিরিশৃঙ্গের ন্যায় আকার ধারণে উদ্যত; সমীরণ ভস্মরাশিকে এক্ষণে ফুৎকারে উড়াইতে অশক্ত। এখন বাদশাহ নিরূপিত সময়ে স্নানাহার ও মন্ত্রণার প্রার্থী হয়েন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বাদশাহের আশ্রয় গ্রহণ।

বাদ। উজীর! এক্ষণে কি উপায় প্রশস্ত? সেনাপতির জন্যে রাজ্য-নাশ, বনবাস, শেষে আর যে কি সম্ভব, তাহাই ভাবিয়া আকুল। যাহাতে সর্ব্বদিক রক্ষা পায়—এখনি তার প্রতিবিধান করুন।

উজীর। জাঁহাপনা! ভয়ের কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। যে কালে লুক্কায়িত; পুনশ্চ শক্তিসঞ্চয়ে ঐ নগরটী অধিকৃত হইবে, ইহা শ্রবণে বাদশাহ পাহাড়ীদিগকে সমরনৈপুণ্য শিক্ষা দান করেন; ইত্যবসরে সহসা তিনি এক দিবস রক্ষীসৈন্যের অদৃশ্যভাবে মৃগানুধাবনে রত, আর পাহাড়ীরা ঐ মৃগ বধ করিয়া স্বীয় গন্তব্য পথে উহা লইয়া চলিয়া যায়—তদ্দর্শনে বাদশাহ ক্রুদ্ধ হইলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হইল, তিনি মৃগটী ছিনাইয়া লইবার কালে সহসা বংশীধ্বনি শ্রবণ করিলেন ও ঝাঁকে ঝাঁকে পাহাড়ী-দের আগমনে, বাদশাহ শশব্যস্ত হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আঁধারে

এক ক্ষুদ্র গহ্বরসান্নিধ্যে উপস্থিত। তিনি কত কাতর স্বরে জানাইলেন, "কে আছ এ স্থানে? জল দাও—তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে, এখনি দ্বার উদ্ঘাটন কর; নতুবা প্রাণ সংশয়। ও গো অতিথির প্রাণ যায়, প্রাণ বাঁচাও" এইরূপে বারংবার কৃপা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। "ওগো পাহাড়ীরা ঝাঁকে ঝাঁকে আসিতেছে—এখনি দ্বিখণ্ডিত করিবে। দোহাই তোমাদের; এলো—এলো—খোল, শীঘ্র খোল" এই বলিয়া সজোরে পদাঘাত করিবামাত্র দ্বার ভগ্ন হইয়া গেল ও তিনি কম্পিতকলেবরে গুহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন।

সুজেফা। কে তুমি, কেনই বা নিশীথে এস্থানে আগত?

বাদ। ওগো—আমার যে মৃগ—আমার মৃগটী পাহাড়ী কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে ক্রুদ্ধ হইয়া উহার উদ্ধারসাধনে কৃতসঙ্কল্প হই; পাহাড়ীদের পশ্চাৎধাবনে আমি হাঁপাইতেছি, এখনি জল দানে প্রাণ বাঁচাও।

সুজেফা কিছু শীতল জল ও সুরা প্রদান করিলেন; আর বাদশাহও প্রহৃষ্ট চিত্তে উহা পান করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন। সুজেফাও স্বীয় কক্ষে যাইয়া ভাগ্য বিপর্য্যয়ের কথা ঝিকে জানাইলেন, "দেখ্ ঝি! আমার স্বামী এই অতিথির অপেক্ষা সুন্দর ও বলশালী; তবে কতকটা ইহার মত নয় কি?"

ঝি। হাঁ সাহাজাদী! ইনি যদি আপনার স্বামী হইতেন?

সু। দূর পোড়ার মুখী! তোর যেমন কথা, ছিঃ ও সব কথা মুখে আনিস্ না। এই বলিয়া ঝির কণ্ঠদেশ ধারণে কাঁদিতে লাগিলেন।

ঝি। সাহাজাদী! মুখের ভাবে শামসুলের ন্যায় বোধ হয়, তবে এত কৃশ ও শশ্রু নাই; এর গণ্ডস্থল গহ্বর বিশিষ্ট, বয়স ঢের, আমাদের বাদশাহ যেন সোণার চাঁদটী। দ্বার খুলিতে এ উট্‌কে মিনসের আর বিলম্ব সহিল না; এত প্রাণের মায়া।—কল্য প্রত্যূষে উহাকে তাড়াইয়া দিব। আপনি কোমল হৃদয়া, আমি হইলে কিছুতেই স্থান দিতাম না। পুরুষকে

বিশ্বাস কি? পুরুষে সব করিতে পারে; ইত্যবসরে জেলেখা মা! মা! বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। "মা! আমার ভয় করিতেছে, শীঘ্র এস।" আর সুজেফাও মৃদুস্বরে উত্তর প্রদান করিলেন।

জে। হাঁ মা! কে এসেছে মা!

সু। কে এসেছে! চুপ্ চুপ্, পাহাড়ীরা জানিলে, মহা অনর্থক ঘটিবে।

জে। তবে কে বল না? হাঁ মা! আমার বাবা কি ইহার মত?

সু। চুপ্! চুপ্! শীঘ্র চলে আয়। মেয়ে যত বড় হচ্ছে, তত যেন কেমন।

ঝি। হাঁ তাইত? আচ্ছা সাহাজাদী! সারাজীবনটা কি বনবাসে কাটাব?

সু। হাঁ তাইত দেখিতেছি—পুরুষের কাল মোহই ইহার একমাত্র কারণ।

ঝি। সাহাজাদী! বাদশাহের বেগম হওয়া অপেক্ষা নিঃস্বের পত্নী সহস্রাংশে শ্রেয়ঃ।

জে। হাঁ মা।—বাবাকে কি আর দেখতে পাব না।

সু। কে জানে—যেমন অদৃষ্ট! এক্ষণে রাত্রি অধিকবোধে সকলে নিদ্রাভিভূতা হইল।

ইত্যবসরে মধ্যরাত্রে সামসুল মত্ততাবশতঃ সংগোপনে সুজেফার সান্নিধ্যে উপস্থিত হইলে, সুজেফার প্রত্যাখ্যানকালে জেলেখা ও ঝি সুপ্তোত্থিতা সিংহীর ন্যায় তর্জ্জনগর্জ্জনে অতিথিকে তিরস্কার করিলেন।

সু। রে লম্পট দস্যু! এত স্পর্দ্ধা তোর। অতিথির প্রাণরক্ষার কি এই যোগ্য পুরস্কার। রে পাষণ্ড! এত জঘন্য স্পৃহা অন্তরে পোষণ? বিন্দুমাত্র কি আশঙ্কা নাই; এখনি পাহাড়ীরা খণ্ড খণ্ড করিবে। ধিক্ শত ধিক্! রে নর পিশাচ! সতী বলিয়া কি জ্ঞান নাই। এখনি

তোর হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করিয়া শৃগালের সম্মুখে ধরিব। রে চাণ্ডাল! এই দুর্ব্যবহারে কি কিছুমাত্র সন্তপ্ত হইতেছিস্ না। হায়! হায়! এ দুঃখ যে আর রাখিবার স্থান নাই।

ঝি! ঝি! এখনি ভুজালি নিয়ায়। ষজ্ঞঘৃতে শৃগালের আশা, এখনি জীবন নাশ করিব। রে পাপিষ্ঠ! তুই কোথায় পলাইবি—জেলেখা! একে ভাল করে ধর, আমি আসিতেছি।

এদিকে নক্ষত্রবেগে সুজেফা ও ঝি দুইখানি ভুজালিসহ তৎস্থানে উপস্থিত হইল। সেই সিংহীদ্বয়ের তর্জ্জন গর্জ্জন ও আস্ফালন আর দেখে কে—বড়ই আশ্চর্য্য কথা—রমণীর সতীত্ব হরণ; আর ব্যাঘ্রীর শাবক হরণ—উভয়ই দুঃসাহসিক কার্য্য—এস্থলে যদি স্বয়ং ভবানী আসিয়া উপাস্থত হয়েন, তাঁহারও নিস্তার নাই। জেলেখা ও ঝি দৃঢ়রূপে ধৃত করিয়া বলিলেন—"এখনি ইহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত কর।" সুজেফা কিন্তু তার অঙ্গে অস্ত্রবিদ্ধকরিবার সময় স্বয়ং মূর্চ্ছিতা হইলেন। জেলেখা ও ঝি উহার শুশ্রূষায় ব্যস্ত; আর হাউ হাউ করে কাঁদিতে লাগিল। গুহাভ্যন্তরে কেবল হাহাকার রব।

জে। ঝি! কৈ মার যে নড়নচড়ন রহিত। ওগো কি হলো গো—ঝি! মা বুঝি মরে গেল। জেলেখা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মা! ও মা! তুমি কোথায়? হায়! হায়! জীবনের আশা ভরসা সব চলে গেল?

ঝি! শীঘ্র জল চাই। রে পাপিষ্ঠ! এখনও এস্থানে দণ্ডায়মান। দূর হও। এক্ষণে জেলেখার অস্ত্র উত্তোলনে, ধূর্ত্ত চোর বেগে পলায়মান। জেলেখা উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ঝি! ঝি! কোথা গেল, ধর ধর এখনি ধর?"

এদিকে সুজেফার প্রাণবায়ু নিঃসৃত, এই বোধে জেলেখা আবার কাঁদিয়া বলিল, ঝি! আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। মা! মা! রবে গুহা নিনাদিত হইল। বিধাতার কি আশ্চর্য্য লীলা। বিপন্নব্যক্তির কি পদে পদে বিঘ্ন ঘটে। হায়! হায়! যে মৃগ ফাঁদে আবদ্ধ হয়, তার অপর পাদদ্বয়

কে সঙ্গে সঙ্গে বিজড়িত হয়। তাই বলি চক্রীর চক্রভেদ করা বড়ই কঠিন। এদিকে রাত্রি অবসানপ্রায়—শশী সহচরীসহ অস্তাচলগমনোন্মুখ, পেচকের কর্কশরবে কোন অমঙ্গল চিহ্নপ্রকটিত, কুলায়স্থিত পক্ষী শাবকের অস্ফুট শব্দেতে কখন কখন পক্ষীকুল সমীরণের সংস্পর্শে দোলায়মান হইয়া প্রভাতসমাগমের প্রতীক্ষা করিতেছে। কখন বা নিষাদেরা রজনীর অবসানবোধে অরণ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে, কোথায় বা যুবতীরা সহসা নিদ্রাবসানে রাত্রিশেষবোধে স্ব স্ব নায়ক কর্তৃক তিরস্কৃতা হইতেছেন।

জেলেখা। ঝি! দৌড়ে আয়, ওরে মা মরে নাই, এদিকে জেলেখা দেখিল, যে মা গোঁ গোঁ করিতেছে। জল নিয়ায়—জল নিয়ায়—এইবার জলের ঝাপটা দিতে দিতে সুজেফা দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগে কন্যার কণ্ঠদেশে হস্ত প্রসারণে চক্ষুদ্বয় উন্মীলিত করিয়া বলিলেন, "হাঁ ঝি! জেলেখা! কৈ, আমার গাত্রে এত জল কেন? কি হয়েছে, বেশ ছিলাম—কে ঘুম ভাঙ্গাইল? কৈ জেলেখা কৈ?"

জে। এই যে মা! আমি যে তোমায় ধরে আছি।

সু। কেন ধরিয়াছ—কি হয়েছে এইবার সংজ্ঞালাভে চতুর্দ্দিকে দেখিলেন—যে সব জলে ভিজিয়া গিয়াছে। জেলেখা! সে চোর কোথা?

জে। মা! সে চোর পলায়মান,—কি করিব আমি কত কাঁদিলাম।

সু। ভয় কি! নারীর কি মৃত্যু আছে; তবে এত কষ্ট কার তরে? আল্লার মর্জ্জি, যে নারীকে অশেষ কষ্টে নিপাতিতা করা—এটী তার স্বভাবসিদ্ধ অনুকম্পা—তা কি জ্ঞাত নও? এই আমি আজ প্রায় ষোল বৎসর কাল বনবাসিনী; কেনই বা বন্য শার্দ্দূলে আমায় গ্রাস করিল না—তা'হলে ত সর্ব্বজ্বালা জুড়াইতাম; যা ছিল সতীত্ব রত্নটী অক্ষুণ্ণ, হায়! হায়! "খোদা! খোদা! তেরা এয়সি মাক্কিক কাম্। কাঁহে হামারি জান নৈ লিয়া—এই বলিয়া কত আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অরণ্যে যুদ্ধ।

এদিকে সামসুল ধূর্ত্ত তস্করের ন্যায় পলাইতে পলাইতে সহসা একদল পাহাড়ী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পশ্চাতে হটিতে লাগিলেন। পাহাড়ীরা বাদশাহের ন্যায় এক বীরকুঞ্জরকে ধৃত করিবার সময় পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহী নিমিষে উহাদের সম্মুখীন হইয়া তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। মার মার শব্দে দিঙ্‌মণ্ডল কাঁপাইতে লাগিল। কেহ বা তূণীর, ঢাল ও তরবারির আঘাতে শত্রুদিগকে ধরাশায়ী করিতে লাগিল—কেহ বা অশ্ববল্গা আকর্ষণে পশ্চাৎ ধাবিত হইল—কখন বা মা ভৈঃ মা ভৈঃ রবে পার্শ্বস্থ ভূমী কম্পিত হইল। কখন বা তূণীরের ঝনঝনা শব্দ আহত সৈন্যদিগের আর্ত্তনাদ ডুবাইয়া দিল। এইরূপে অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর পাহাড়ীদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বোধে, কে যে কোথায় অদৃশ্য হইল, তার আর কোন নিদর্শন রহিল না।

বাদ। সৈন্যগণ! তোমাদের অদর্শনে আমি অনন্যোপায় হইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছিলাম—দুর্দ্দশার একশেষ ঘটিয়াছিল; কিন্তু উহাদের সমর নৈপুণ্যে সাতিশয় মুগ্ধ? বোধ হয়, উহাদের সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করিলে দুর্জ্জয় চমূ সংগঠিত হইবে।

সৈন্যগণ! তোমরা এতক্ষণ কোথায় ছিলে সব?

বর্ত্তমান সেনাপতি। কেন—আমাদের অদর্শনে জাঁহাপনার কোন অমঙ্গল সংঘটিত হয় নাই ত?

বাদ। আর বাক্য নিঃসৃত হয় না—অধঃস্থ পর্ব্বতগহ্বরে গত কল্য

আশ্রয় লইয়াছিলাম; দুর্ভাগ্যক্রমে গুহার স্ত্রীলোকেরা বৃথা দোষারোপে প্রহারোদ্যতা হইলে আমি পলাইবার সময়ে ধৃত হইলাম।

সেনা। কি এত স্পর্দ্ধা! সিংহের অঙ্গে অস্ত্রোত্তোলন—এখনি তার সমুচিত দণ্ড বিধান করিব। আর নিস্তার নাই; সমগ্র দেশটীকে অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিব। আজ্ঞা পাইলে, সেই পাপিষ্ঠাদিগকে পিঞ্জরাবদ্ধা করিয়া এখনি জাঁহাপনার চরণতলে উপহার দিব—তাতার দেশীয় বাদশাহকে কি না হেয়জ্ঞান করা? ধিক শতধিক্ সৈন্যগণ! আর রণসাজে আবশ্যক নাই; এখনও নিশ্চিন্তভাবে দণ্ডায়মান, তোমাদের ধমনীতে কি উষ্ণ শোণিত নাই। এখনি আজ্ঞাপালনে যত্নবান হও।

সৈন্যগণ। জয় তাতারের জয়—জয় বাদশাহের জয়—এই চীৎকার ধ্বনিতে সকলেই বীরমদোদ্ধত হইয়া গহ্বরাভিমুখে উপস্থিত। দেখিল, যে স্ত্রীলোকেরা ক্রন্দনে ধরাতল সিক্ত করিতেছে। অগণিত সৈন্যের চীৎকারে ও হ্রেষারবে পাহাড়ের পাদদেশ কম্পিত হইল। তদ্দর্শনে ঝি বলিল, "সাহাজাদী! এখনি জেলেখার সহিত লুক্কায়িত হউন; ঐ না সৈন্যগণ এ স্থানে আসিতেছে? হাঁ তাইত দেখিতেছি। এখনি লুক্কায়িত হউন।"

ইত্যবসরে সকলেই তারস্বরে বলিল, "জয় বাদশাহের জয়।" ইহা শ্রবণে পাহাড়ীরা তীর, ধনু, বর্শা ও তরবারি লইয়া পাহাড়টী বেষ্টন করিল, যেন অগণিত কৃষ্ণ মস্তক শোভা পাইতেছে। সকলেই যুদ্ধোৎসাহী হইয়া ও ক্ষিপ্রতার সহিত অস্ত্রাঘাত করিল। কখন বা বাম হস্তে অসি সঞ্চালন, সজোরে বর্শা নিক্ষেপণ ও বিষাক্ত তীর নিক্ষেপণে ধন্য ধন্য রবে অন্তরের জ্বালা মিটাইয়া লইল, কেহ বা পলায়মান হইল। এ বিষম সময়ে সৈন্যের আর্ত্তনাদে নভোমণ্ডল কম্পিত হইল, সূর্য্যরশ্মি অস্ত্রোপরি প্রতিফলিত হইয়া উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের ন্যায় শোভিত, কেহ বা অস্ত্রাঘাত অসহ্য-বোধে পিপাসার্থ হইল; পাহাড়ীরা সুশিক্ষিত যোদ্ধৃবর্গের পরাক্রম অসহ্যবোধে রণে ভঙ্গ দিল; ইত্যবসরে সেনানী গুহাদ্বারে প্রবেশিয়া

পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর ন্যায় উহাদিগকে এক পাহাড়ীসহচরীসহ অশ্বপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া শিবিরাভিমুখে দৌড়াইলেন, ও রণশ্রান্ত সৈন্যেরা শিবিরে উপস্থিত হইয়া জয়োল্লাসে বিশ্রামলভার্থ যত্নবান হইল।

বর্ত্তমান সেনাপতি। জাঁহাপনা! এই লউন শীকার—ইহারাই কি সকলে প্রতিকূলাচরণ করিয়াছিলেন?

বাদ। হাঁ সেনাপতি! এই বালিকাটী আমায় অস্ত্রপ্রহারে উদ্যতা হইলে, আমি পলাইয়া ভাগ্যক্রমে প্রাণ বাঁচাই। এই কামিনীরা আমার প্রতি হিংসাপরায়ণা হইয়াছিল। হয় এই স্ত্রীলোকটী আমায় নিকা করিয়া অন্তঃপুরের শোভাবর্দ্ধন করুক; না হয় সপ্তদিবসের মধ্যে যমসদনে প্রেরিত হউক।

দেখ ফতিমা। অদ্যকার মত উহাদের বিশ্রামাগারে লইয়া যাও। এক্ষণে সেনাপতি ও বাদশাহ স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন।

বাদশাহের আজ্ঞায় নানা প্রলোভনের আয়োজন হইল। তিনি এক মোহন ফাঁদ পাতিয়া পলায়মান হইলেন। সহচরীরা বাদশাহের আজ্ঞা যাহাতে বিন্দুমাত্র উপেক্ষিত না হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবতী হইল। একে নূতন শীকার, তায় রূপসী, যেন সাক্ষাৎ কন্দর্পদেবের বিলাসিনী। তাহার কুন্তলপাশ মন্দ মন্দ সমীরণস্পন্দনে মেঘাবরণ হইতে সদ্যোমুক্ত চন্দ্রকিরণের সমতুল্য শোভায় শোভমান হইতেছে, তাহার উন্নত নাসিকা দর্শনে বাদশাহের অন্তরে এক নব যৌবনের উৎস সৃজন করিতেছে, কখন বা চঞ্চল তরঙ্গ ফেনরাশিতে পরিণত হইয়া ঘাত প্রতিঘাতে বাদশাহের হৃদয় দেশ ভগ্ন করিতেছে। এখন তাঁর হৃদ্‌নদীটী পূর্ণিমায় জুয়ারের জলে পূর্ণ বাদশাহ তার রূপচ্ছটায় আকৃষ্ট হইয়া জ্বলন্ত পাবকে পতিত পতঙ্গের ন্যায় যন্ত্রণায় অস্থির। সেই রমণীর সৌন্দর্য্যে কাশ্মীর দেশীয় তুষারবিনিন্দিতা অতিশুভ্রকায়া নর্ত্তকীদিগকে অবধি অধোমুখী হইতে হয়। সেই বীর-কেশরী এক্ষণে বিলাসরাজ্যপ্রান্তে উপনীত। উন্নতনাসিকা নারীর

কামনা দুর্জ্জয় ও মধুর—আর বাদশাহও সুরসিক অভিজ্ঞ নায়ক, সেই যজ্ঞসুধাপাত্রের উপযুক্ত পাত্র। যেমন যোগ্য কর্ণধার ব্যতীত তরণী বাহনে ক্লেশকর ও সাগরনিমজ্জিত শৈলের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে; সেইরূপ সুজেফা নাম্নী তরণী লইয়া যোগ্য কর্ণধার ব্যতীত বৈতরণী পার হওয়া দুঃসাধ্য। পূর্ণিমায় জুয়ারের জলে তরণী খানি ছাড়িয়া দিলে উহা পালভরে ঝট্ পট্ করিতে করিতে নিশ্চিন্ত মনে বৈতরণীর পরপারে পঁহুছায়। বাদশাহ ও যোগ্য নায়ক—তরণী বাহনে তাঁর আর হাল টানিতে হয় না; এ সুযোগ ছাড়া তাঁহার পক্ষে অতীব মূঢ়ের কার্য্য।

বাদ। দেখ্ ফতিমা! হামারি হুকুম তামিল হুয়া ত?

ফ। দোহাই জাঁহাপনা! আমি চতুরতা সহকারে নব নব কৌশল উদ্ভাবিত করিয়াছি। যতদূর বুঝি—এখনও ইহাতে বহু বিলম্ব ঘটিবে।

বাদ। কাঁহে, দেখ্ ফতিমা! আবি কুচ মালুম দেতা নহি?

ফ। না জাঁহাপনা! জলদমালার আবির্ভাব যেমন বারিবর্ষণের পূর্ব্ব লক্ষণ সত্য; কিন্তু বারিবর্ষণ না হইলে ভরসা হয় না, এই নবধৃতা মৃগীর পক্ষেও তদ্রূপ। জাঁহাপনা! এত অধৈর্য্য হবেন না—এ স্বচ্ছ ঝরণার জল স্বল্পাঘাতেই কলুষিত হইবে। এখনও বহু বিলম্ব ঘটিবে। ইহা শ্রবণে বাদশাহ ইরাণীর কাছে গমনোদ্যত।

এখন বাদশাহের হৃদ্‌সরোবরোচ্ছলিততরঙ্গরাশি ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণে উর্দ্ধোত্থিত হইয়া পতিত হইতেছে ও সেই তরঙ্গের স্পন্দনে এক পঙ্কজিনী অপরটীর অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া হাসি হাসি মুখে শিরঃসঞ্চালন পূর্ব্বক গুঢ় রহস্য ব্যক্ত করিয়া জানাইতেছে; যে এ চঞ্চল তরঙ্গে ভাসমান থাকা উভয়েরই ক্লেশকর; হয়ত বাত্যাহত হইয়া মৃণালকান্তি মলিনতা প্রাপ্ত হইবে; আর না হয়, এস্থানে উভয়ের উৎপত্তি অসম্ভব। তাই বলি ভাই! হাস্যমুখী নলিনি! আর এ মানসসরোবরে

ভাসমান থাকা তত নিরাপদ নয়। কেন বল দেখি, সহসা তরঙ্গোদয় হল—কৈ মেঘ ত দৃষ্ট হয় না; বোধ হয়, কালক্রমে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের উৎপত্তি; আমাদের ও তদবস্থা হইয়াছে। আর নয় ভাই! ময়ূখমালীর প্রখর দীপ্তিতে কতই অঙ্গশোভাবর্দ্ধন করিতাম। চল এইবার, আমাদের রাজত্ব বুঝি ফুরাইল; কেন বৃথা মাঝে মাঝে বন্য অরসিক অলিকে ক্ষত বিক্ষত করিতে দিই। চল চল এখন মোরা অপর এক সরোবরে ভাসিয়া যাই—কেমন সেই ভাল নয়?

অপর। হাঁ আমার ও তাই ইচ্ছা—এখন উভয়ে পাশাপাশি থাকিয়া নব নব অনুরাগে মৃণালে চতুর ভৃঙ্গের ষটপদ্ জড়াইয়া রাখিব; দেখিব সে কেমনে ছাড়াইয়া পলাইতে সক্ষম হয়। আর যদি প্রজাপতি আসিয়া নানাবর্ণরঞ্জিত রামধনুপ্রভ পক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক পীযূষপানে মত্ত হয়, সেও ভাল; তথাপি এই মানস সরোবরকূলে আর থাকা আদৌ নিরাপদ নহে। আইস! এক্ষণে চল মোরা স্ব স্ব মনোনীত স্থানান্বেষণে যত্নবতী হই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ইরাণীর চিন্তা।

ইরাণী। স্বগত—তাইত এ আবার কি? কোথায় আমার মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিব, না এই অন্তঃপুরমধ্যে আর এক কুমুদিনীর উৎপত্তি। এ কি দেখি?• এক আকাশে দুই চাঁদের আবির্ভাব। বাদশাহ ত এতদিন ধরিয়া আমার কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণ করিতেন; এখন ত আর সে আড়ম্বর নাই। কেন সহসা এরূপ হল? বলি বাদশাহ না হয়

ক্ষেপিয়াছেন, আমি ত আর ক্ষেপি নাই। বাদশাহের অন্তরে বাসনাপুঞ্জ অনুক্ষণ জাগরিত—তাতে আমার ক্ষতি কি ? যখন স্বার্থে আঘাত লাগিবে, তখন মণিহারা ফণিনীর ন্যায় আস্ফালন করিব। তিনি ক্ষণিক সুখ-সাগরে ভাসমান থাকেন থাকুন—তাতে কোন বাধা নাই। নারী প্রেমের ভাগ সহসা দিতে নারাজ—কয়েক মাস পূর্ব্বে দেলেরাকে আনাইবার কথা বলিয়াছিলাম; সেও ত আসিয়া আমার হৃদয়মণিটীর অধিকারিণী হইত। বাদশাহেরা একটীতে পরিতৃপ্ত হন না—যেমন রাজ্যে শ্রেষ্ঠত্বলাভের বাসনা; তদ্রূপ বিলাসিতার শীর্ষস্থান কামনা। এখন এ বিষয়ে শুভদ্রোহী হইলে, শেষে স্রোতের টানে তলাইয়া যাইব। যাক এখন ধৈর্য্যের বলে জয়ী হইব। পুরুষের কামনাস্রোতের মধ্যদেশে কোনরূপ অন্তরায় জন্মিলে, উহা ঘুর্ণীপাকে চুর্ণীকৃত হয়। হউক না কেন আর এক বিলাসিনী, উহার সহকারিত্বে আমি এক পাকা খেলোয়ার হইব। উঃ এত রূপরাশি মানুষে কভূ সম্ভবে না; বোধ হয় অপ্‌সরী—অপ্‌সরীরা জিনী স্বরূপ, উহাদের সংস্পর্শে পাপসঞ্চার হয়; তবে কেন বৃথা আক্ষেপ করি ? (প্রকাশ্যে) হাঁ হাঁ ফতিমা ত এস্থানে আছে। বলি ফতিমা !

ফতিমা। কি বিবি সাহেব ! কেন সাহাজাদী ! বাদশাহ নূতন শীকার করিয়াছেন—সেই শীকার বশীকরণার্থেই দিবারাত্রি শ্রম করিতে হয়। বড় ঝঞ্ঝাটের কাজ ! কোথায় চন্দ্র সন্দর্শনে উৎফুল্ল হব, না একে বশ কর—ওকে বশ কর—বাবা ! বাবা ! আমরা সূক্ষ্ম কাজ করি—এসব অপর বাঁদীর শোভা পায়; এতে আমার বদ্‌নাম হইতে পারে,—কালক্রমে অপর বাদশাহও ঐরূপ হুকুম করিবেন; বস্ সারা জীবনটী এ কাজে কাটাই আর কি ? তাই বলি বাঁদীগিরি আর শোভা পায় না—কখন বা চোক রাঙ্গানি সহ্য করিতে হয়—তাই বলি নিকাই ভাল। এবার বাদশাহ আসিলে এ কাজে ইস্তাফা দিব। সাহাজাদী ! বাঁদীগিরি বড় শ্রমের কাজ—এ বয়সে এত শ্রম অসহ্য।

ই। বলি ফতিমা! এত চটিস্ কেন? সকলেই কি বাদশাহের প্রধানা বেগম হয়? হাঁরে, ঐ নূতন শীকারটী দেখিতে কেমন বল্ দেখি?

ফ। সাহাজাদী! দেখিতে যেন স্ফুটস্ত পদ্মটী, সরঃকামগমনা ও নিতম্বের শোভায়—বোধ হয়, যেন বিকশিত স্থলপদ্ম; তাই এত সৌন্দর্য্যচ্ছটার পূর্ণ বিকাশ। যেমন মরুভূমে বারি সন্দর্শনে আনন্দ আইসে, যেমন জয়পুরের শ্বেত প্রস্তরে সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হইলে, উহা এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে, যেমন কাশ্মীর দেশীয় চিত্র বিচিত্র পুষ্পরাশি স্তরে স্তরে ফুটিয়া কাতারে কাতারে সৌধাবলীর ন্যায় শোভা পাইতে থাকে ও মৃদু মন্দ সমীরণের দ্বারা স্পন্দিত হইয়া শিরঃসঞ্চালনচ্ছলে অভিবাদন করে—তাহার মধ্যদেশ দিয়া যদি সঙ্গীতকামিনীরা তানে তানে গমনকালে কোন নায়কসান্নিধ্যে পতিতা হয়েন—তদানীন্তন কল্পিত শোভাকে ও পরাভূতা হইতে হয়। যেমন বর্ষাকালে তুষারমণ্ডিত জম্বুর উপত্যকোপরি সূর্য্যরশ্মি-পতনে উহা রামধনুর ন্যায় বহুরূপী শোভা ধারণ করে—সে শোভা ও মন্দীভূত হয়। এই যুবতীর নয়নচ্ছটায় নক্ষত্ররাজির চাকচিক্য হতত্বিট হয়। সাহাজাদী! আর কি শুনিতে চান—একদিনে সমগ্র রূপবর্ণনায় অসমর্থ।

ই। ফতিমা! বাঁদী হইয়া আমায় অগ্রাহ্য করিতে তোর ভয় হয় না?

ফ। সাহাজাদা! আমার আবার ভয় কি? ভয় থাকিলে বাদীগিরি অচল হইত। কত স্থানে কত রকম বাদশাহ, নবাব আছেন; ও সব আমার সওয়া আছে—এই দেখুন না কেন; বাদশাহ সত্যসন্ধ, দেখা যাক্ কতদূর বকশিশের দৌড়। বাদশাহের হুকুম, যে তিনি হাতীর উপরে চড়িয়া ঐ নারীসহ শীকারে বহির্গত হইবেন; সে আড়ম্বরে পারস্য বাদশাহকে ও লজ্জা পাইতে হয়। ঐ যে জাঁহাপনা এই দিকে আসিতেছেন।

ইরাণী। জাঁহাপনা! আজ কেন এত বিষণ্ণভাব—ইহার কারণ কি?

তবে কি একফুলে ভ্রমরের রসনা অটুট থাকে না—ফুলটী বাতাসভরে স্পন্দিত হলে, অবশ্য ভ্রমরটী লজ্জাবনত হয় ; কিন্তু সে কতক্ষণের জন্যই বা ; কিন্তু পাশাপাশি পুষ্পদ্বয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভৃঙ্গ অবশ্য একটীকে মনোনীত করে সত্য ; কিন্তু তাবলে অন্যটীর মনে কি আঘাত লাগে না—সেই কোমল আঘাতেই হয় পুষ্পদ্বয়ের বিকৃতি জন্মায়, না হয়—উহারা স্পন্দিত হইয়া অসূয়ার ভাব অন্তরে পোষণ করে ; পরিশেষে উভয়ে সাগর মন্থনে অমৃত-রাশির বিনিময়ে গরলরাশি উদ্গীরণ করিয়া ভ্রমরের অন্তরে এক চির অশান্তি আনয়ন করে। আমি সরলা—শৈশবে এত জ্বালা সহনে অক্ষমা ; এখন সুখের পথে বহুদূর অগ্রণী—সে কারণে যা একটু ঘ্যান ঘ্যানানি।

বাদ। কৈ আমি ত হৃদ্‌রাজ্যে দুই পুষ্প রোপন করি নাই—এক পাহাড়ীকে ধৃতা করিয়া কেবলমাত্র অন্তঃপুরের শোভা বর্দ্ধন করিব ; ইহাই আমার একান্ত বাসনা।

ই। আচ্ছা! এতে আমার কোন অমত নাই ; তবে ভবিষ্যতের কথা স্বতন্ত্র।

বাদ। সাহাজাদী! তুমি আমার যে সেই থাকিবে ; তবে চিন্তা কিসের? স্বামীর বাসনা পূর্ণকল্পে কি তার সহকারিণী হইবে না। তোমার জন্যই ত সুজেফা বনবাসিনী, অদ্যাবধি কোন সংবাদ নাই ; তবে সে কি বন্য শার্দ্দূলকর্ত্তৃক গ্রসিত? তোমার সুখে সদা সুখী হইতাম—তাহা কি বিস্মৃতা?

ফতিমা! ফতিমা! জল্‌দি আও।

ফ। সেলাম্ জাঁহাপনা! সেলাম্! জাঁহাপনা! ইহার কতকটা কিনারা হইয়াছে। উস্ মেয়া আদমী পাহাড়ী ভাষাসে বহুৎবাৎচিৎ করতা হ্যায়, হাম্ কুচ সমজ্‌তা নহি। কত বাক্যজালে বিমুগ্ধ করাইবার প্রয়াস পাইলাম ; কিন্তু সবই নিষ্ফল। শেষে ভয় প্রদর্শন করিলে স্বর খুব নরম করিয়া আমায় সুধাইল। সে কথার কত ভাবভঙ্গী—কত রঙ্গঢঙ্গ ও বাহার,

যে আসল কথাটী বুঝা ভার। আমিও জঁাহাপনার কাছে বহু ছল চাতুরীতে অভ্যস্তা; আর খোদার মর্জ্জিতে সেই বলে বলীয়সী। এক্ষণে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করাই দূষ্য হইয়াছে; তাই মনে মনে আক্ষেপ করি, যে বাঁদীগিরিতে ইস্তাফা দিব। এ বড় ঝঞ্ঝাটের কাজ—জঁাহাপনা! সত্য বলিতে কি, এ কাজে হতে শীঘ্র অবসর লইব।

বাদ। আচ্ছা! ফতিমা! এটী হাঁসিল করিলে নিকা করিব। আমার অন্তরে কত রকম তুফান উঠে, সে চঞ্চল তুফান প্রতিরোধ করিতে আমার কি হাত আছে? খোদার মর্জ্জি, যে উহাকে লইয়া সুখী হই, এই কল্পনাস্রোতে দিবারাত্র ভাসমান; বোধ হয়, ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্তি হওয়া দুরূহ। স্ত্রীজাতিরা এ বিষয়ে সিদ্ধহস্তা।

ফ। না জঁাহাপনা! যদি তাই হ'ত, ইরাণী কখনই বশ্যতা স্বীকার করিত না। আমি ত বাঁদী—এ বাঁদীর অন্তরে কামনাপুঞ্জ সদা জাগরূক রহিয়াছে—সেই দুর্জ্জয়বাসনা মোর হৃদ্‌ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইয়া এক মহা বৃক্ষে পরিণত। সেই বৃক্ষে ভূরি ভূরি স্পৃহাবর্দ্ধক ফল ও নব নব পুষ্প রাশি জন্মিতেছে। কি আশ্চর্য্য জঁাহাপনা! প্রতি বৃন্তই কি পুষ্প-গুচ্ছে শোভিত? তাই বলি আমাদের দুর্জ্জয় কামনা; তবে নারীর হৃদয়ে সবই সহ্য হয়; সেই জন্যই ত ফল্গুনদীর ন্যায় অন্তঃসলিলে বই ও ধীরে ধীরে তরণী বাহনে বৈতরণী পার করিয়া দিই। পুরুষের হৃদ্‌বাসনা অনলশিখার ন্যায় উর্দ্ধগামী ও চঞ্চল; কিন্তু নারীর ভিন্নরূপ ধারণ করে। উহাতে চির তুষরাবৃত উত্তরমেরুর সাগরের ন্যায় গভীরতা আছে। প্রথমটীর তেজে মানুষ পুড়িয়া ছারখার হয় সত্য; কিন্তু কিছু বিলম্ব ঘটে। দ্বিতীয়টীতে তত জ্বালা যন্ত্রণা নাই—যেন আস্ত মানুষকে মৃত করিয়া রাখে—জঁাহাপনা! এখন শুনিলেন ত সব?

বাদ। ফতিমা! শুনেই বা কি করিব? কামদগ্ধ ব্যক্তির বিচার শক্তি কোথায়?

ফতিমা। জাঁহাপনা! আমি বাঁদী—আপনার আজ্ঞাবাহিকা, আমার একমাত্র জপ্‌মালা যে কিরূপে উহাকে বশীকৃত করিব। জাঁহাপনা! ক্ষণিক বিশ্রামলাভ করুন; আর আমিও পাহাড়ীর কাছে যাই; এই বলিয়া সেই স্থানে ধাবমান হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রলোভন।

ফ। সাহাজাদী! বাদশাহের ঐকান্তিক ইচ্ছা, যে আপনি পাটরাণী হইয়া শোভাবৰ্দ্ধন করুন; আর ছোটরাণী আপনার সহচরীরূপে থাকিবেন। বাদশাহ যে প্রাণে প্রাণে ভাল বাসেন—তাহা বলা অনাবশ্যক; তাই বলি কেন বৃথা অকালে প্রাণ হারাইবেন। বাদশাহ আপনাতে একান্ত আসক্ত; তবে ত সব লেঠা মিটিয়া গিয়াছে।

পাহাড়ী। কেন মিছে আমায় লোভোদ্দীপক কথা শুনাও। ওসব অশ্লীল ভাষা পরস্ত্রীর নিকটে শোভা পায় না। বারম্বার নিষেধ করিতেছি, এখনি দূর হও।

পাহাড়ী ঝি। অ্যারে আপ্ কেসা মাপিক আদ্‌মী হ্যায়। আব্ লোককো কুছু ইয়াদ্ নহি। এঠো মেয়া আদ্‌মী—এস্কো উপরি এতা জুলুম। এস্কা খসম হ্যায়। তেরা বাদশাহকো পাশ যানেশে কেঁয়া করেঙ্গা!, যো হোগিয়া ও বাত্ ছোড়দে, আবি নয়া্ বাত বোলো। তোরা মুলুক্‌সে ধরম্ একদম চলগিয়া। এ মেয়া আদমী, তোরা বাদশাহকো ডর নাহি করেঙ্গা, কেয়া ঝুট মুট বল্‌তা হ্যায়।

কেঁয়ো রাণী মা! এই বাৎ আচ্ছী হ্যায়?

রাণী মা। হাঁ, এই বাত ত হামারি হ্যায়।

ফ। এখনও চিন্তা করুন। বাদশাহ কুপিত হইলে নিস্তার নাই, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিবেন না, ওরূপ শঠতা আমি অনেক দেখিয়াছি, শেষে হাত পা আছড়াইয়া হায় হায় করিতে হয়—নারীর পক্ষে আয়ও সুখ ছাড়িয়া ভবিষ্যৎ সুখকামনা করা অতীব মূঢ়ের কার্য্য। আজ সপ্তম দিবস অতীত, আমার খাতিরে নয় আর একদিন অপেক্ষা করিতে পারেন। দেখো পাহাড়ী! আপ্‌লোক বহুত হুসিয়ারসে কাম কিয়ো।

পাহাড়ী। কেন মিছে উত্যক্ত কর—বাঁদীর সম্মুখে আসিতে লজ্জা হয় না? এখনি দূর হও; সতীত্বের বিনিময়ে প্রাণ বিসর্জ্জনও শ্রেয়ঃ। মৃত্যু কি এতই ভয়প্রদ, না কখনই নয়। জেলেখার ভাগ্যে যা ঘটে ঘটুক, তাতে চিন্তা কি? এই বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে খোদাকে ভজনা করিয়া জানাইলেন, "হে খোদা! নারীর অঙ্গে এই কলঙ্ক কালিমালেপন যেন কোনক্রমে না হয়?"

ফ। খোদাকে ডাকা সাঙ্গ হয়েছে—আমি দূরে সরিয়া যাইতেছি। আঃ মর্ মাগী!. আমায় অবজ্ঞা, কেন বাঁদা হয়ে কি সব গেছে—না—না—এখন বাঁদী, দু'দিন পরে সাদি হবে। দাঁড়া অগ্রে তোর মুণ্ডপাত করি; তৎপরে ছোট রাণীর মুণ্ড খাব। বড় তেজ, দিবারাত্র আমার হিংসায় মরে, কেন রে বাপু, আমি বাঁদী, যদি বাপের বেটী হই ত, এর প্রতিকার করিবই করিব; বাঁদী ত মহা বিলাসের সামগ্রী—বাদশাহের বাঁদী ছাড়া রাজ্যচলা অসম্ভব। আমাদের কাছে ছল চাতুরী? যেমন জলাভাবে মীনের জীবন ধারণ অসম্ভব—বাঁদী অভাবে বাদশাহের রাজ্য চালান তদ্রূপ। বাঁদীকে এত ঘৃণা—জানে না, বাঁদীরা বাদশাহের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। বেগমেরা ভাতার ধরিবার সময় আমাদের সাহায্যপ্রার্থী, কত কষ্টি পাথর, মাদুলি ও কবচ ঝুলায়—তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

বাঁদী থেকে পাটরাণী হয়। কোরাণ স্পর্শ করে সাদি করিলেই সব লেঠা মিটে যায়। এখনি বাদশাহের কাছে চলিলাম—এই বলিয়া গমনোদ্যতা।

এদিকে বাদশাহ সব অন্তরাল হইতে শুনিয়া ফতিমাকে জানাইলেন, যে কি উপায়ে কার্য্যোদ্ধার হয়।

ফ। জাঁহাপনা! আসুন, এক্ষণে একবার সচেষ্ট হউন।

বাদ। হে ক্ষীনাঙ্গি! আজ কেন এত অসদয়? এই লও আমার কণ্ঠমালা—এই বলিয়া মালা উন্মোচনে উহার হস্তে দিতে উদ্যত।

পা। কেন আজ এত পিড়া পিড়ি করেন—সবই স্বেচ্ছায় শোভা পায়—বল প্রয়োগে কার্য্য সাধিত হয় না, ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন; ব্রত উদ্‌যাপনের পর যা হয় করিব।

বাদ। না সাহাজাদী! আমার একান্ত বাসনা, যে রাজহংসের ন্যায় সলিলে সন্তরণ করিয়া শরীরের সর্ব্ব জ্বালা জুড়াই—আমার দুর্জ্জয় স্পৃহা, যে বিম্বাধর চুম্বনে জীবনটাকে খরস্রোতে ভাসাইয়া দিই; আর মরাল মরালীর সনে নির্জ্জন বিহারে নানাবিধ লোভোদ্দীপক কৌতুক শিক্ষা করি! হে কল্পনাসুন্দরি! মনে এক প্রকার যন্ত্রণা আইসে, যদি শেলসম যন্ত্রণাটী তুলিয়া কল্পতরুমূলে বারি সেচন কর। মীন যেমন সন্তরণে সরোবরের শোভা বর্দ্ধন করে, আমিও তদ্রূপ তোমার মানস সরোবরে শোভাবর্দ্ধন করিব। হে প্রমদা! আমার ক্ষীণ দেহে প্রণয়বারি সেচনে যত্নবান হও, না হয় কণ্টকপূর্ণ সুখের উচ্ছেদ সাধন করিয়া দাও। হে শিখিপুচ্ছবিনিন্দিকেশপাশবিন্যাসকারিণি, হে পম্পাসরোবরোত্থিত বীচিমালাসৌন্দর্য্যশোভাতিক্রমকারিণি জীবনস্বরূপিণি সংসারসঙ্গিনি অমূল্যনিধি! তুমি যখন রাজহংসীর ন্যায় ভাসমানা হইয়া আনন্দলহরী-গুলি উত্থাপিত করিবে, সেই শোভা সন্দর্শনে, কৌমুদীবিধৌত নদী সৈকতে দণ্ডায়মান হইয়া আমার সাধ্য কি, যে সেই কুসুমসন্নিভ লাবণ্যচ্ছটায় আকৃষ্ট না হই? যখন কস্তুরীগন্ধোন্মত্ত অলিকুল সমীরণ সংস্পর্শে

গুঞ্জন করিবে; তদ্দর্শনে ইন্দ্রিয়সংযমী হইয়া যতই নিশ্চল থাকি না কেন—সে নিশ্চলতা আমার সাধ্যাতীত। যখন অলিকুল গুঞ্জনে প্রিয় বিরহিণীদের সনে প্রেম সম্ভাষণ করিবে, ও দংষ্ট্রাগ্রদ্বারা মধু লুণ্ঠনে যত্নবান হইবে—সেই কামনার চরমোৎকর্ষ দর্শনে কার চিত্তবৃত্তিসমূহ দ্রবীভূত না হয়? অতএব হে সুন্দরি! তোমার প্রণয়বারির কল-কল ধ্বনি শ্রবণে আমার বালির বাঁধ বুঝি ভাসিয়া যায়—তবে বল, বল, কিরূপে তোমার চিত্তাকর্ষণ করিতে পারি। যদি প্রগাঢ় প্রণয় সম্বন্ধে সন্দিহান হও, যে বাদশাহেরা অগ্রে কাকুতি মিনতি করিয়া শেষে পলায়মান হয়েন, সে ধারণা ভ্রান্ত। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, যে তোমায় রমণীর শিরোমণি করিয়া রাখিব; তা হলে ত তুমি পরিতৃপ্তাকাঙ্ক্ষ হইবে? আর যদি ধর, যে আমরা অলির ন্যায় নানা ফুলে আনাগনা করি, তোমার অনুপম সৌন্দর্য্যচ্ছটা তার সাক্ষী স্বরূপ। এই দুর্ল্লভ সৌন্দর্য্যসুধা ত্যাগে ভ্রমরের সাধ্য কি যে পলায়ন করে। এই প্রকারে নানাবিধ কল্পনাকুসুম রচনা করিয়া বাদশাহ তার চিত্তবিনোদনার্থ সচেষ্ট হইলেন! ইহা শ্রবণে পাহাড়ী ক্রন্দন স্বরে জানাইলেন, "আমার এক ব্রত আছে, সেই ব্রত উদ্‌যাপনের পর ইহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিব। আপনাকে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিতে হইবে।"

বাদ। সাহাজাদী! নিশ্চল থাকা আমার সাধ্যাতীত। এই ছুরিকাঘাতে হয় আমার জীবন লীলা সাঙ্গ করিয়া দাও; না হয় প্রণয়বারি-দানে অগ্রণী হও।

পাহাড়ী ইত্যবসরে ছুরিকা হস্তে বলিল—"রে দুর্দ্দান্ত লম্পট! এত স্পর্দ্ধা তোর, এই যে ছুরিকা দেখিতেছিস্, ইহার দ্বারা অগ্রে তোর হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করিব; শেষে মোর জীবন নাশ জানিবি? এখনি সম্মুখ হইতে দূর হও; নতুবা নিস্তার নাই! জানিস্ না, যে তুই মত্ততা প্রযুক্ত নিশীথে ধূর্ত্ত চোরের ন্যায় আমার সতীত্ব নাশের উপক্রম করিয়াছিলি?

এতেও তোর দুর্জ্জয় বাসনা পরিতৃপ্ত হয় নাই। ধিক্ শতধিক তোরে! রে নরপিশাচ! আমার জীবন লইবি—"এতে কি ডরাই মোরা" মৃত্যুই শান্তি—সেই মৃত্যু আলিঙ্গনে হাসি হাসি মুখে স্বর্গধামে চলিয়া যাইব।" এই বলিতে বলিতে নতজানু ও উর্দ্ধমুখী হইয়া খোদার উপাসনা করিতে লাগিলেন; আর অশ্রু বিসর্জ্জনে ধরাতল সিক্ত করিয়া এক মহা-তেজে উদ্দীপিতা হইয়া সেই শাণিত ছুরিকা হস্তে যোদ্ধৃবেশে দণ্ডায়মানা।

ফতিমা। জাঁহাপনা! বড় ভয়াবহ দৃশ্য—এখনি পলান। উঃ উঃ চক্ষু হইতে ঘন ঘন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত। সেই কোমলাঙ্গী এক্ষণে ভীষণ মূর্ত্তিধারণে সংহারবাসনায় দণ্ডায়মানা, হৃদয়ের অমিততেজঃপুঞ্জে শোভমানা হইয়া আরক্তিম লোচনের ঘন ঘন দৃষ্টিতে হিন্দুদেবী অসুরমর্দ্দিনী মুক্তকেশীর ন্যায় বামপদ হেলাইয়া হুঙ্কার ছাড়িতেছে, কখন বা ভীম কলেবরা গর্জ্জিতা ফণিনীর ন্যায় উদ্ধফণা ধারণে কখন বা মহিষ-মর্দ্দিনী কাত্যায়নীর ন্যায় তাম্বুলরক্তলোলজিহ্বা বিস্তার; আর কখন বা বক্ষের স্পন্দনে পয়োধর নতোন্নত হইয়া অতীব রমণীয় দৃশ্য আনয়ন করিতেছে। সেই রমণীর বিলাস কক্ষ এক্ষণে ভীষণ সমরাঙ্গনের প্রান্তভূমি বলিয়া বিবেচিত। একটু অগ্রসর হইলেই, ছুরিকাঘাতে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিবে; তাই বলি, পলায়ন করুন। এ সব ভয়াবহ দৃশ্য দর্শনে বাদশাহ অতি ক্ষুণ্ণমনে সেই রমণীর পানে এক একবার দৃষ্টিপাত করিতেছেন; আর কত কি ভাবিয়া তাঁর হৃদয়স্রোতে মিশাইয়া দিতেছেন; এখন বাদশাহের সহিষ্ণুতা চরম সীমায় উপনীত; উহা অসহ্য বোধে সদম্ভে তিনি আরও উহার সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "রে চণ্ডালি! তুই বাদশাহকে হেয়জ্ঞান করিস্, জানিস্ না আমি কে? এ বিশাল সাম্রাজ্যে কাহারও স্পর্দ্ধা দৃষ্ট হয় নাই। আমায় নরপিশাচ বলিয়া নির্দ্দেশ করিস্, এত যোগ্যতা তোর? কল্য তুই ইহার সমুচিত দণ্ড পাইবি, জানিবি এক প্রাণীর তরে চারি প্রাণীর প্রাণ নাশ।"

পাহাড়ী। তুই যেই হ'উস্ না—গাত্র স্পর্শমাত্র আত্মঘাতিনী হইব—এই ছুরিকাই আত্মরক্ষার মহা অবলম্বন স্বরূপ। আর এই অস্ত্রে তোর জীবন শেষ জানিবি।

বাদ। রে কাল ভৈরবী পাহাড়ী! জানিস্ না, যে আমি সামসুল আলম, তাতারের একছত্র বাদশাহ। এক অঙ্গুলির সঙ্কেতে তোদের যমালয়ে পাঠাইতে পারি।

পাহাড়ী। তুমিই সেই সামসুল আলম—এই বলিয়া পতন ও মূর্চ্ছা। এই সময়ে ইরাণী ও অপরাপর সহচরীরা কি হয়েছে কি হয়েছে বলিয়া সকলেই দৌড়াইয়া আসিল। কেহ বা ব্যজন ও চক্ষুতে বারিসিঞ্চন করিতে লাগিল। এই প্রকারে বহুক্ষণ পরে চৈতন্যলাভে ও লজ্জায় বদনাবৃতা করিয়া বলিলেন, "দেখ ফতিমা! এই সেই বাদশাহ! যাঁর একমাত্র বেগম হইয়া অন্তঃপুরের শোভাবর্দ্ধন করিতাম; তবে কেনই বা এই অরণ্যানীতে আগমন—আর তাঁর মুখশ্রীর এত পরিবর্ত্তন? ইনিই কি ইরাণীর প্ররোচনায় নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন? এই জেলেখা নাম্নী কন্যাটী আমার"—এই কথায় মহা আন্দোলন উপস্থিত—চতুর্দ্দিকে জনরব প্রচারিত, যে এই সেই সুজেফারাণী।

ইত্যবসরে এক সন্ন্যাসী হর হর বোম বোম বলিয়া জিজ্ঞাসিলেন—বাদশাহ! আপনার জেলেখা ও সুজেফারাণী কোথায়, শীঘ্র হাজির করুন।

বাদ। কেন ঠাকুর। এ দুঃসময়ে আসিবার কি প্রয়োজন?

স। জেলেখার সহিত বাকদত্ত ছিলাম—সেই জন্যই ত এ স্থানে আসা।

বাদ। ঠাকুর! জেলেখা কে? কৈ তাহারা কোথায় সব?

স। কেন জাঁহাপনার কন্যা। তাঁরা জাঁহাপনার ঘর আলোকিত করিতেছে। সন্ন্যাসীর আগমনবার্ত্তা পাইয়া সুজেফা ও জেলেখা তথায় আসিয়া প্রণাম করিলেন।

সন্ন্যাসী। জাঁহাপনা! এই রত্নদ্বয়কে লউন। ইহা শ্রবণে বাদশাহ সাতিশয় বিস্মিত হইলেন।

জেলেখা। ঠাকুর! আশ্রমের সব মঙ্গল ত? জেরিম কোথায়?

স। জেরিমকে আশ্রমে রাখিয়া আসিয়াছি। হর হর বোম বোম, মা সুজেফা! মনে করিও না, যে পাহাড়ের ঘটনাবলী আমার অদৃশ্যভাবে সংঘটিত? উহার কিয়দংশ দূরদেশ হইতে অবলোকন করিয়াছিলাম। আহা! দুরাবস্থার উপর দুরাবস্থা—সে কেবল তোমাদের পরীক্ষার্থে—ঐ যে পাহাড়া সৈন্যদিগের সমাবেশ, উহা আমাকর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছিল। মা! বাদশাহের ধনাগার পূর্ণাঙ্কিত করিয়া দিব। আর বৃথা আক্ষেপ করা নিষ্প্রয়োজন। জীবমাত্রেই কর্ম্মসূত্রে গ্রথিত, উহা খণ্ডন করা দুঃসাধ্য—এক্ষণে কেমন আছ মা?

সু। ঠাকুর! আপনার কিছুই অবিদিত নাই?

জে। প্রভু! ইচ্ছা হয়, যে সংসারমায়াত্যাগে ইষ্টদেবের ধ্যান করি।

স। এ কিশোর বয়সে এ সব শোভা পায় না—অগ্রে বিবাহ হউক, কিছু কাল ভোগসুখে রত হও, তার পর যা ইচ্ছা হয় করিও।

জে। যে আজ্ঞা প্রভুর! আবার কবে দর্শনলাভ হবে। এই বলিয়া তাঁর পাদদ্বয় ধারণে ভক্তি ও মুক্তির পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগিল।

স। সময় ক্রমে পাবে—আচ্ছা জেলেখা! দীক্ষামন্ত্র ভুল নাই ত?

জে। প্রাণ যায় সেও স্বীকার তথাপি ভুলিবার নয়। যদিও যবনী; তথাপি হিন্দু রমণীর ন্যায় দীক্ষিতা। মসলেম ধর্ম্মে আগ্রহ নাই। এখন নিরামিষ আহারে কাল কাটাই। ঠাকুর! আপনি আর কিরূপে ভুলাইবেন?

স। মা! তোমরা ত সকলেই বাদশাহের সান্নিধ্যে হাজির—তোমাদের সুখতারা গগনে উদিত। আইস সকলকে বাদশাহের সহিত এক্ষণে পুনর্মিলিত করাইয়া দিই। জাঁহাপনা! এই সেই সুজেফা ও জেলেখা, এদের লইয়া সুখে কালযাপন করুন। দেখিবেন যেন ধর্ম্মভ্রষ্ট

হইবেন না। সুজেফার মনস্তাপে রাজ্যনাশ সংঘটিত জানিবেন। পাপের প্রায়শ্চিত্তে ঈশ্বরই অনুকূল হন। বাদশাহ! এ নষ্টরত্নদ্বয়কে যেন চরণে ঠেলিবেন না। রাজত্বের স্থায়িত্ব প্রজাবৃন্দের সুখস্বচ্ছন্দে—প্রজার মঙ্গলে রাজার মঙ্গল। সেই মঙ্গল পদদলনে বিলাস ক্রোড়ে নিমগ্ন ছিলেন; তাহা জ্ঞান চক্ষে একবার চিন্তা করুন। প্রজারা ধার্ম্মিক রাজার বিজয়কামী হয়। ধর্ম্মবলই মহাবল—সেই বলে আপনি যাবতীয় বিপদ অতিক্রমণে সক্ষম হইবেন। ধর্ম্মই মোক্ষপদ আনয়ন করে।

বাদ। ঠাকুর! কি উপায়ে রাজ্য এক্ষণে পুনঃ প্রাপ্তিলাভ হয়।

স। জাঁহাপনা! রাজ্যের উন্নতি চারিটী শক্তির উপরে নির্ভর করে; যোগ্য মন্ত্রীত্ব, বাণিজ্য বিস্তার, বল সঞ্চয় ও ধর্ম্মভাব। অর্থকৃচ্ছ্রতা কালক্রমে পূরণ করাইয়া দিব। আপনি পাহাড়ী সৈন্যদিগকে শিক্ষাদান করুন। আর বিলম্ব সহে না, এক্ষণে চল্লাম।

বাদ। ঠাকুর! কিয়ৎকাল অবস্থান করুন। খোদার মর্জ্জিতে পত্নী ও কন্যালাভ—এক্ষণে রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তি হইলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

স। জাঁহাপানা! প্রজাবৃন্দের উপর উৎপীড়নে মহা অনর্থক ঘটিবে।

বাদ। ঠাকুর! আপনার আজ্ঞাই শিরোধার্য্য, আপনার নাম ধাম কি?

স। নাম সন্ন্যাসী—যে স্থানে অবস্থান, সেই আমাদের ধাম; তবে কাপালিক সন্ন্যাসীর ন্যায় বনে বিচরণ করি; কিন্তু মন্ত্র তন্ত্র স্বতন্ত্র। নরবলি ও লুণ্ঠনে বীতশ্রদ্ধ, এতদ্ভিন্ন সবই এক। আজীবন জীবনোৎসর্গে মঙ্গল কামনা করাই আমাদের চির ব্রত—সেই ব্রত উদ্‌যাপনের প্রয়াসী।

বাদ। ঠাকুর! এ অধমের কাল'মোহ এক্ষণে অপসারিত প্রায়। এক্ষণে কেমনে সে পথের পথিক হওয়া যায়?

স। সাত্ত্বিকভাবে ঐ ধর্ম্মসাধনা হয়—জেলেখা এ বিষয়ে দীক্ষিতা।

বাদ। জেলেখা এ কঠোর সাধনায় ব্রতী; বড়ই আশ্চর্য্য! বলুন সে ব্রতটী কি?

স। সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় সত্য; কিন্তু সাধনায় হৃদয়ের বল চাই; হৃদয়ের বল পাইতে হইলে চিত্তসংযমী ও শুদ্ধাচারী হইয়া ব্রহ্মচারীর ন্যায় জীবনোৎসর্গ শ্রেয়ঃ। চিত্তসংযমী ব্যক্তির স্বায়ত্ত শাসন থাকা বিধেয়। শুদ্ধাচারী হইতে হইলে দেহের ও মনের পবিত্রতার প্রয়োজন। নিষ্কাম, নিঃস্পৃহ ও ইন্দ্রিয়সংযমী হইয়া আত্মশুদ্ধব্যক্তিরই ধর্ম্মাচরণ করিতে হয়। পশুবৃত্তির আধিক্যে ধর্ম্মের বিকাশ হয় না। কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে দেহ ও মন উভয়ের নিত্য সম্বন্ধ; বস্তুতঃ মন একটী স্বতন্ত্র পদার্থ। নৈতিক শক্তির প্রভাবে মন দেহ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন থাকিবে। ইহা ধ্রুব সত্য, যে মন দেহের ন্যায় জয়সাধ্য নহে। নৈতিকবলে চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধিতে মুক্তির পথ সুগম হয়। আত্মাই ঈশ্বরের এক অনন্ত অংশস্বরূপ; সেই আত্মশুদ্ধিতে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। চৈনিক নৈয়ায়িকদের মতে আত্মা অন্যরূপ। বাদশাহ! আমরা হিন্দু—হিন্দুমতেই ধর্ম্ম প্রচার করি—নিরামিষ ভোজন সন্ন্যাসধর্ম্মের এক-মহাব্রত স্বরূপ। দৈহিক পুষ্টিসাধনে নৈতিক শক্তির হ্রাস হয়। ইন্দ্রিয় তর্পণ খাদ্যের দ্বারা মানুষ যতই আবিষ্কার করুক না কেন—উহা কেবল জড়জগতের উন্নতির কারণ। যতই বিলাসিতার পুষ্টি সাধন, ততোধিক আধ্যাত্মিক জগতের বহুদূর পশ্চাতে অবস্থান। মসলেমধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র। আবার বারান্তরে দেখা করিব—এই বলিয়া সন্ন্যাসী নিষ্ক্রান্ত।

বাদ। তাইত সন্ন্যাসী আমায় এক মস্ত বেকুব বানাইয়া গেল, কৈ ইরাণী ত নির্ব্বাক, বড়ই তাজ্জব ব্যাপার; আর জেলেখা কিশোরী—পিতৃ-সমীপে ব্যক্ত করিতে সাহস পাইবে না। দেখি ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়। ঐ যে ফাতমাই ত এদিকে আসিতেছে—দেখি উহার কি মনোভাব।

ফ। সেলাম জাঁহাপনা! জাঁহাপনা! এখন যে নীরব, ইহার কারণ কি? কাজের সঙ্গে সঙ্গে বক্‌শিশ কোথায় গেল; আর কিছু কাজ আছে না কি? বালচারি বাদশাহগিরিতে—তাই বলি খোদা যাকে তাকে

কি বাদশাহ বানায়—এ কাজের ঝঞ্ঝাট ও ঢের; তাই বলি বাদশাহ হওয়া বড়ই শক্ত।

ইরাণী। দেখ ফতিমা! তোর বড় লম্বা লম্বা কথা—একটু কসুর হইলে অমনি বাঁদীগিরি কাজে ইস্তাফা দেওয়া হয়। আমরা বেগম—কৈ আমাদের ত এত তেজ দম্ভ খাটে না—বলিহারি বাঁদীগিরিতে। জাঁহাপনা এত আস্কারা দিলে টের পাবেন দুদিন পরে; এখন দেখি স্রোতের জল কোন্ দিকে টলে?

ফ। কেন সাহাজাদী! এলেই বা সুজেফা—প্রণয়বারি বর্ষণে এখনও বহু বিলম্ব; ভালবাসা যেন জুয়ারের জল, স্বল্পাঘাতেই করে টলমল—ঝগড়া হ'লে বলা হয়, "দোহাই ফতিমা! আমার প্রাণ বাঁচা।" এত হাঁপাইলে প্রণয়কলহ করা বৃথা—উহার বাঁধন কত—আমি অত শত বুঝি না, ঝগড়ার হারজিত আছেই আছে—এখন টেরটী পান।

ই। কেন ফতিমা! তুইত আমার দলে—তোর তলব বাড়াইয়া দিব, আর বাঁদীগিরি শীঘ্র ঘুচাইয়া দিব; কেমন তা হলে ত হবে? বাদশাহ যখন তখন তোর কথা বলেন, যে ফতিমার হাবভাব যেন দেলেলার ন্যায়; এক্ষণে ফতিমাকে নিকা করিলেই সব গোল মিটিয়া যায়।

ফ। হাঁ সব শুনেছি—বক্‌শিশের লোভে কত শ্রম করিলাম—এখন দেখছি সব মিছা। কাম কতে হনেসে কুছু ইয়াদ রয়তানহি। আবি সাহাজাদীকী মর্জ্জি।

ই। হাঁ—এখন তুই সুজেফার বাঁদী হয়ে পুরষ্কারের প্রার্থী—বেশ মজার কথা, বড় লম্ফ ঝম্ফ যে? এখন হত মজা একবার এগিয়ে দেখ্ না?

ফ। সাহাজাদী। এইসা দিন নহি রহেগা, খোদার মর্জ্জি! যদি বাদশাহ আমার হাতে থাকেন, তখন কার, কত আস্ফালন তাহা বুঝা যাবে।

ই। যখন হবে—তখন এ সব শোভা পাবে—'এখন বাঁদীর মত থাকা ভাল। বাদশাহ প্রশ্রয় দিয়া এস্‌রাজের ন্যায় একটা চড়ন চড়াইয়া-

ছেন; তাইত সরু সুরে বুলি বাহির হয়। বাঁদীকে বাঁদীর মত রাখিতে হয়—আমার উপর টেক্কা—কথায় কথায় কাজে ইস্তাফা!

ফ। হাঁ বহু দিবস বাদশাহের কাছে আছি—তাই এত জ্বালা—এত আস্ফালন—ও বুঝেছি; এই বলিয়া সুজেফার সমীপে উপস্থিত।

ই। স্বগত—আহা! আমার সৌভাগ্যরবি অস্তমিত প্রায়—জাঁহাপনার আসা যাওয়া বন্ধ। ফতিমা উজান ঠেলে পরপারে গিয়াছে; উহাকে হস্তগত করা, আর কালভূজঙ্গী পোষা উভয়েই সমান। দেখা যাক্ পরে কি হয়।

এদিকে ভানুদেবের উদয়ে যেমন চন্দ্রের স্নিগ্ধ রশ্মি মলিনতা প্রাপ্ত হয়; তদ্রূপ সুজেফা নাম্নী চন্দ্রকান্তমণির আবির্ভাবে ইরাণীর চিত্রপটখানি বাদশাহের অন্তর হইতে দিন দিন অপসৃত হইতে লাগিল। যেমন তুষারমণ্ডিত ধবলগিরি ধবলকান্তিতে প্রকৃতির শোভা বিস্তার পূর্ব্বক দর্শকের হৃদয়ে এক অভিনব আনন্দ সঞ্চার করে ও শৃঙ্গসংলগ্ন তুষারখণ্ড অধিত্যকা উপত্যকা পার হইয়া স্রোতস্বিনীর ন্যায় কলকলশব্দে প্রবাহিত হইয়া পর্ব্বতের সন্নিহিত ভূমিকে আর্দ্রীকৃত করিতে থাকে; তদ্রূপ সুজেফানাম্নী পূর্ণা কল্লোলিনী বেগবতী স্রোতস্বিনীর ন্যায় তরতরিত বেগে ধাবমানা হইয়া বাদশাহের হৃৎকন্দরস্থ আশালতাগুলিকে সঞ্জীবিত করিতে লাগিল। একজন (ইরাণী) তপ্তকাঞ্চনশ্যামাঙ্গী; কিন্তু অধিকা পিপাসার্ত্তা; অপরজন (সুজেফা) যেন ধবলগিরির ধবলকান্তির পূর্ণচ্ছটায় বিরাজমানা হইয়া মুদিতা কুমুদিনীর ন্যায় শোভমানা; কিন্তু অধিক সংযতচিত্তা। একজনের সৌন্দর্য্যচ্ছটাপূর্ণ বিস্ফারিত লোচনদ্বয়; কিন্তু সরলতাপূর্ণ দৃষ্টিবিরহিত—যেন পৌরুষব্যঞ্জক; অপরটী সৌন্দর্য্যগর্ব্বে গর্ব্বিতা, কিন্তু মুদিতা মৃণালিণীর ন্যায় কৌমুদীবিধৌত নদীসৈকতে দণ্ডায়মানা। একজনের অন্তরস্থ আলোড়িত ফেনরাশি উত্থিত হইয়া পুলিনদেশে ঢলিয়া পড়িতেছে; অপরের হৃদয়নদীটী চন্দ্রসন্দর্শনে উৎফুল্ল

হইয়া বুঝি বা চন্দ্রের সনে সম্মিলিত হইবার উপক্রম করিতেছে; কিন্তু লজ্জাই মূলাধার। একজন অপূর্ণমনোরথে ও কম্পিতকলেবরে হৃদয় তরণীখানি নোঙ্গর করিয়া লইতেছে; কিন্তু হৃদয়স্থিত তরঙ্গমালার উদ্বোধানে প্রেম উছলিতেছে—অপরটী লতাপাতাচ্ছাদিত প্রেম ফাঁদ বিস্তারে মুহুর্মুহুঃ প্রতীক্ষা করিতেছে, যেন শীকারটী পদার্পণমাত্র হৃৎপিঞ্জরে ধরিয়া রাখিবে; কিন্তু অচিরে ফলবতী হইতেছে না। একজন ইন্দ্রিয়লিপ্সায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া সন্ন্যাসীর আশ্রমে আসীনা; কিন্তু দুর্জ্জয় বাসনা মধ্যে মধ্যে জাগরিতা হইয়া চঞ্চলা করিতেছে; অপরটী উন্মাদকর প্রেমরজ্জুধারণে সংযমিব্রতোদ্‌যাপনের পর বিলাসসাগরাভিমুখে ধাবিতা; কিন্তু ব্রতটী হৃৎকন্দরে আবির্ভূত হইয়া চিত্তবিকার জন্মাই-তেছে। দেখা যাক, বাদশাহের চিত্তটী কে অধিকার করিবে, দেখা যাক, সুজেফানাম্নী স্পর্শমণি বাদশাহের চিত্ত অধিকৃত করিবে, না ইরাণীনাম্নী পঙ্কজিনী মৃদুমৃদু সমীরণে তাড়িতা হইয়া প্রেমের হিল্লোলে পুষ্টিসাধন করিয়া লইবে।

বোধ হয়, নূতন প্রেম বড়ই উন্মাদকর—প্রেমকথা পুস্তকে পাঠ করি ও লোকমুখে শুনি; উহা যে কেবল আকাশকুসুমের ন্যায় নবা যুবক যুবতীদিগের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে তা নয়; উহা সাংসারিক ভালবাসা, স্নেহ ও প্রণয়াপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র। সেই অক্ষয় স্বর্গীয় প্রেমের বিনাশ সাধন নাই—উহার হ্রাসবৃদ্ধি মনুষ্যের মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে সত্য; কিন্তু পবিত্র প্রেম একবার মানবহৃদয়ে অঙ্কুরিত হইলে, উহাকে কুঠারাঘাতেও সমুৎপাটিত করা দুরূহ। ভালবাসা বা স্নেহ সংসারে সীমাবদ্ধ, পরীক্ষিত এবং অনুমিত; সেই নিমিত্তই সময়ক্রমে উহার তীক্ষ্ণতা (Intensity) হ্রাস পায়; কিন্তু প্রেমের তীক্ষ্ণতা ও উচ্চতা এতই অধিক, যে স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষে উহার উত্তুঙ্গ শৃঙ্গারোহণ করিতে অসমর্থবোধে পুনশ্চ সেই ভালবাসার রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

দেহ, মন ও প্রাণ তন্ময় হওয়ার নাম প্রেম; কিন্তু ভালবাসা সীমাবদ্ধ এবং পরীক্ষিত; সেই নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট রেখা অতিক্রমণে অসমর্থ; সেই জন্য উহা স্বাভাবিক এবং উহার উচ্চতা নাই। সীমাবদ্ধ মনুষ্যশক্তির সমীপে সহসা প্রেমের আবির্ভাব হয় না সত্য; কিন্তু সেই শক্তি যদ্যপি এক অনন্তশক্তির সহিত সম্মিলনেচ্ছুক হয়, তখন মনুষ্য শক্তিতে প্রেমের তাড়িতশক্তি ধূমায়মান অগ্নির ন্যায় সঞ্চারিত হইতে থাকে। মানুষ স্বীয় কল্পনাবলে সাংসারিক প্রণয় ও ভালবাসাকে প্রেমের ন্যায় উত্তুঙ্গ সিংহাসনে বসাইবার প্রয়াস পায়—সে কেবল স্বার্থসিদ্ধির জন্য। প্রেমের হ্রাস নাই; বরং উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ করে; কিন্তু ভালবাসার হ্রাসবৃদ্ধি সমভাবে পরিলক্ষিত হয়—অর্থাৎ অদ্য যে মানুষ ভালবাসে, কল্য তাহাকে সেইরূপ দৃষ্ট হয় না—কেন ইহার কারণ কি? যে মহাত্মারা উহাকে অপর চক্ষে দর্শন করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত পশুর ন্যায় এযাবৎকাল এ সংসাররূপ অরণ্যে পরিভ্রমণ করিয়া আসিতেছেন। রসনা পরিতৃপ্ত হইলে ভালবাসার হ্রাস হয়। মানুষ কোন এক সুন্দরী যুবতীকে ভালবাসে সত্য; কিন্তু যদ্যপি এক অধিকা রূপলাবণ্যবতী রমণী তাঁর স্থানাধিকার করে; তাহা হইলে নূতনের দিকে ভালবাসার স্রোত প্রধাবিত হয় কিনা? তাই বলি ভালবাসা ইন্দ্রিয়লালসার পুষ্টি সাধনের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে; তাই বলি সংসারে ভালবাসা অটুট কোথায়। এস্থলে ইহা বিচার্য্য, যে পুরাতন ছাড়িয়া নূতনের দিকে ভালবাসার গতি প্রধাবিত হয় কেন? বোধ হয়, পুরাতন সামগ্রীর উপভোগে লালসারূপ জিহ্বার আস্বাদনশক্তির হ্রাস পায়—সেই কারণেই এক অভিনব বস্তুর সন্দর্শনে উহারা চাঞ্চল্য প্রকাশ করে; আর জ্ঞান চক্ষে দেখিলে ইহা অনুমিত হয়, যে সাংসারিক ভালবাসার উচ্চতা ও নিশ্চলতার আমরা যতই ভাণ করি ও উহাকে সুচারুরূপে বর্ণনা করি না কেন, উহা ইন্দ্রিয় সঞ্চালনের পূর্ণ বিকাশস্বরূপ। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হইলে রুচিবিকার জন্মায়। যদ্যপি ইহা ধরা যায়, যে

সৌন্দর্য্য ও অসৌন্দর্য্যনির্ব্বাচন আমার মনের পছন্দশক্তির উপর নির্ভর করে এবং তদনুসারে ভালবাসিয়া কামনা নিবৃত্তি করি—তাহা হইলে সে ভালবাসার পবিত্রভাব রহিল কোথায়? আর যদি ইহা ধরা যায়—যাহাদের সৌন্দর্য্য নির্ব্বাচনশক্তি আমাদের অপেক্ষা ন্যূন, তাহাদের ভালবাসা কি ন্যূন—না তাহা নয়। যদি ইহা বলা যায়, যে ভালবাসা স্বেচ্ছায় প্রবাহিত হয়; তাহা হইলে একটী অপেক্ষাকৃতা কুৎসিতা নারী দর্শনে ভালবাসার চিহ্ন প্রকটিত হয় না কেন? কেন সেই স্থলেই কি যত গণ্ডগোল—না যত ভালবাসার প্রখর স্রোত প্রতিরুদ্ধ হয়? হায় রে মানুষ! তোমাদের ভালবাসাকে ও ধন্যবাদ। সুখস্বচ্ছন্দে আহার বিহার ও বসন ভূষণে অলঙ্কৃত করার নাম যদি ভালবাসা বলিয়া পরিগণিত হয় এবং উহার উদ্‌যাপন হয়, তাহা হইলে আমি নির্ব্বাক্। তাহা হইলে বারবিলাসিনীদিগের প্রতি ভালবাসায় কি দোষ জন্মায়? তবে কি ভালবাসা এক চুক্তিপত্র স্বরূপ? তবে কি উহা স্থিতিস্থাপকের ন্যায়? কেন তাতে ক্ষতি কি; কিন্তু জন্মস্থানের প্রতি ভালবাসা কেন অটুট থাকে? কেন মানুষ এক দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া অন্য দেশটীকে ভালবাসিতে সক্ষম নহে—কেন সে ক্ষেত্রে ভালবাসা প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হইবার কারণ কি? মাতা কোন্ সময়েই বা তাঁর কদাকার পুত্রটীকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন? সে কেবল স্নেহের আধিক্যবশতঃ নয় কি? কোন্ মানুষ স্বীয় জন্মভূমিকে হেয়জ্ঞান করেন, কেন সেই সময়েই কি ভালবাসা যত অটুট থাকে; কিন্তু যত গোল কি স্ত্রীজাতির বেলায়? তবে কি স্ত্রীজাতি একখণ্ড পতিত জমীর ন্যায়—হাঁ স্বার্থপর সমাজে তাহাই বটে। যে সমস্ত মনুষ্যেরা ধর্ম্ম ও সমাজের দোহাই দিয়া বিবেকশক্তির মস্তকে পদাঘাতপূর্ব্বক স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ্যর্থে তৎপর হয়েন—তাঁহাদের নিকটে উহা সমধিক পরিমাণে শোভা পায়? সেই সমস্ত ছদ্মবেশী ভদ্রলোকের সান্নিধ্যে ভালবাসা স্বেচ্ছায় প্রবাহিত হয়; ("Love looks not with the eye etc") কিন্তু সেই

মূঢ়েরা কি জ্ঞাত নহে, যে ভালবাসা কোন ক্রমেই স্বেচ্ছাচারী নহে ? প্রথম সন্দর্শনে যে রূপজ মোহ জন্মে, উহার স্থায়িত্ব অতি অল্পক্ষণের জন্য। সমবয়স্ক লোকের সহিত ভালবাসা জন্মায় ; কিম্বা উহা উচ্চতর সোপান হইতে নিম্নে অবতরণ করে ; অপেক্ষাকৃত পদমর্য্যাদাপন্ন ব্যক্তির প্রতি ভক্তির সঞ্চার হয়। এখন উন্মাদকর নূতন ভালবাসায় ইরাণী ভাসিয়া গেল। বাদশাহ সুজেফাকে আলিঙ্গন প্রতিদানে ব্যস্ত—সেই হৃদ্‌পিঞ্জরে স্বর্গীয় পক্ষীর ন্যায় শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতে উদ্যত। ইরাণীর ভাগ্য-রবি অস্তমিতপ্রায়। যদি বা ইরাণী স্ত্রীস্বভাবসুলভ চপলতায় শীকার ধৃতকরণার্থ ঝোপে লুক্কায়িত থাকেন—সে কেবল বাতুলতা মাত্র। এদিকে সুজেফা জেলেখা ও ফতিমাসহ বাদশাহের সমীপে আবির্ভূতা হইল। বাদশাহও উহাদিগকে আলিঙ্গনে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। বিলাস-কক্ষের যে স্থানে যে বস্তুর প্রয়োজন, তিনি মনোরঞ্জনের নিমিত্ত সেই সেই স্থানে উহা সংস্থাপনে সকলের ধন্যবাদার্হ হইলেন।

বাদ। সাহাজাদী! আমি মোহের বশবর্ত্তী হইয়া বনবাসিনী করিয়াছিলাম ; কিন্তু সেই কালমোহ এক্ষণে অপসারিত প্রায়। তোমার মনস্তাপে আমার রাজ্যনাশ ও বনবাস ঘটিল। একদিন ভাবিলাম, যে তোমরা আর ইহ জগতে নাই ; ইহা স্থিরীকরণে আশা ভরসা বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম। সহসা সভামধ্যে এক ভৈরবীমূর্ত্তি সন্ন্যাসী "রাজ্য গেলে ফিরাইয়া পাবে গা—লও জেলেখা—লও সুজেফা"—এই কথা বারংবার বলিল। আমি ভাবিলাম, তাইত এ কথার অর্থ কি ? এইরূপে হৃদ্‌মাঝারে নানা চিন্তার উদয়; এক্ষণে খোদার মর্জ্জিতে তোমা-দিগকে পুনঃপ্রাপ্তি হইয়া কি পর্য্যন্ত না যে আহ্লাদিত হইয়াছি, তাহা বর্ণনাতীত—এক্ষণে আমি সন্তুষ্ট। জেলেখা সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিতা ; এত কিশোর বয়সে ধর্ম্মশিক্ষা—বড়ই তাজ্জব ব্যাপার ; আর খোদার মর্জ্জি ! এক্ষণে জেলেখার যৌবনলাবণ্যচ্ছটা তদঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিভিন্নরূপে প্রকটিত,

যেন একটী স্ফুটন্তপদ্ম। উহার কুন্তলপাশ কমলাননে পতিত হওয়ায় অধিকতর রমণীয় দেখাইতেছে। বিবাহে বিলম্ব ঘটিলে মহা অনর্থক ঘটিবে। এখন নানা ভেট পাঠাইয়া সর্ব্বগুণবিভূষিত পাত্রের অনুসন্ধান লওয়া যাক।

সুজেকা। জাঁহাপনা! খোদার মর্জ্জি, যে নির্ব্বাসিতা হব। আমার দুর্ভাগ্য—তাতে জাঁহাপনার বা কি দোষ। ভিন্ন আহার বিহার ও বভিন্ন ভাষাশিক্ষা স্মরণে স্বীয় ভাগ্যকে কত তিরস্কার করিলাম ও অবিরল অশ্রুধারায় আমার গণ্ডস্থল প্লাবিত হইল; তদ্দর্শনে জেলেখা একদিন বলিল, "মা! কি হয়েছে, কাঁদছ কেন?" ঝি ও আমায় কত সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা পাইল। একদিন পাহাড়ীসর্দ্দার জেলেখাকে সঙ্গে লইয়া মেলা উপলক্ষে আসিলে আমি উন্মাদিনীপ্রায়া হইয়া নদীতীরে উহার উদ্ধারার্থে উপনীতা হইলাম; কিন্তু সবই নিষ্ফল। এখন শুনিতেছি, যে জেলেখা জলমগ্না হইয়া কোন চড়ায় সংলগ্না হইলে, কতিপয় দস্যুকর্ত্তৃক বন্দী হয়; অবশেষে এক সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক মুক্তা। একদিন স্বপ্নে দৃষ্ট হইল, যে সিপাহীরা আমাদের অনুসন্ধানার্থে বহির্গত। হঠাৎ জাগরিত হইয়া জেলেখার পার্শ্বদেশে বসিয়া কত অশ্রুপাত করিলাম; আর একদিন জাঁহাপনা আশ্রয়প্রার্থী হইলে, জেলেখা সুপ্তোত্থিতা হইয়া জাঁহাপনার নামে চীৎকার করিল; ভাবিলাম নিদ্রার ঘোরে এই সমস্ত প্রলাপ নিঃসৃত হইতেছে—এখন সেই প্রলাপ সত্যে পরিণত হইল। সবই খোদার মর্জ্জি! মানুষ উপলক্ষ মাত্র। বাদশাহ ও মন্ত্রমুগ্ধসর্পের ন্যায় তৎসমুদায় শ্রবণে তন্দ্রাভিভূত হইলেন। শেষে ফতিমা বলিল, "জাঁহাপনা! এখন যে নিস্তব্ধ; আর একবার বনবাসী করিয়া দেখুন না কত মজা পাইবেন, আর হাঁ করিয়া গল্প শুনিবেন—কেমন সেই ভাল নয়?" এই বলিয়া তন্দ্রাভঙ্গ করাইলেন। আর বাদশাহ ও হঠাৎ তন্দ্রাবসানে বলিলেন, আঃ—আঃ—

ফ। তার পর আমি সেই, আপনি কৈ? এখন হলত।

বাদ। দেখ্ ফতিমা! তোর কাছে আমি পরাস্ত হলাম। তোর দ্বারা অনেক অসম্ভব সংঘটিত। সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তি হইলে তোকে নিকা করব—তাহলে ত হবে। এখন খোদাকে ভজনা কর্।

ফ। আমার এই ভাল, নিকা হলে অত স্বাধীনতা সম্ভবপর নহে।

বাদ। ফতিমা! যাতে তুই সুখী হস্, আমি তাই করিব।

ফ। বাদশাহের অদর্শনে নারীর সুখ কিসে—কেবল আড়ম্বর সহকারে সহচরী দ্বারা পরিবেষ্টিতা থাকাত নারাজন্মের সার্থকতা নয়?

বাদ। দেখ্ ফতিমা! তোর কমলানন দর্শনে আমি কেন বল দেখি সব বিস্মৃত হই? আহা! ঐ আধ আধ মধুময় অমৃতবর্ষণে আমার হৃদকন্দরস্থ নির্জ্জীব কামনাস্রোত সহসা উচ্ছলিত হয়। তোর বিশালাক্ষি দর্শনে হৃদয়ের অমিততেজ ও বীরদর্প সমূহ বিসর্জ্জনে কেন বল দেখি কামনার শেলসম যন্ত্রণায় অধিকতর প্রজ্বলিত হইতে থাকি? হাঁ রে অবোধ! শারদীয় জ্যোৎস্নাচ্ছটার ন্যায় তোর লাবণ্যচ্ছটা, বঙ্কিমনয়ভঙ্গী ও বর্ত্তুল ভ্রূলতাতাড়নে শশধরসম শোভা উপভোগকল্পে শত শত মৃগী কিরাতের ফাঁদ ভ্রমে উহাতে জীবনত্যাগেও শ্লাঘাবতী হয়। আহা! কস্তুরীগন্ধসম কুসুমপরাগসৌরভোন্মত্ত ভৃঙ্গাবলীকে পুষ্পভ্রমে উহার সান্নিধ্যে আনয়ন করে; কিন্তু পরিশেষে অতি নৈরাশ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করে। আমার পক্ষেও তাই।

ফ। হাঁ—হাঁ—এখন দুদিন ভুলিতে পারেন—তার পর যে কে সেই; বাদশাহগিরি দেখে আমার হাড় জ্বালাতন হল। তাই বলি, এ কার্য্যে নারীদের ইস্তাফা দেওয়াই ভাল। আমরা নারী সবেতে হারী—পুরুষ দর্শনে এত বিমোহিতা হই, যে কামনা ভিন্ন আর গত্যন্তর থাকে না। আহার নাই, নিদ্রা নাই, সবই বাদশাহের পায়ে বিসর্জ্জন—আর কেবল পলকে পলকে মনোরঞ্জন। আর ভাগ ত লেগেই আছে, ওষ্ঠে পৃষ্ঠে ভাগ। আমরা নারী, ভাগ দেখে শিহরিয়া মরি—এতে জিতি

আর হারি। এখন বড় ভাগটীত সুজেফার—তারপর—অপর এক ভাগ ইরাণীর। শ্রদ্ধার ভাগটী ত আমার।

বাদ। তার পর আবার কি? তোমার ত হলেই হল!

ফ। তাই কি হবে?

বাদ। অবশ্য হবে—নিশ্চয় হবে—এক হাজার বার হবে, কেমন তা হলে ত তুমি মোর কাছে রবে? অপর সব নদীর জলে ভেসে যাবে, আমি থাকিতে তুমি সবই পাবে—অন্যায় করেছি কি কবে? আর যখন তরণী ঘূর্ণী জলে যায় যায় হবে—অমনি নোঙ্গর করিবে; আর সময় বুঝে দর চড়াইবে, কেমন সেই ভাল নয়?

ফ। এ সব ঠাট্টা সব সময়েই কি ভাল লাগে—আপনি বাদশাহ, বাদশাহের এক চিন্তা—আমাদের শতেক চিন্তা।

বাদ। কেন তুমি ত আমার বেগম, সবই তোমার প্রাপ্য; তবে কেন বৃথা ভাব? লেয়াও সুরা, সঙ্গীত লাগা—ইহা শ্রবণে সঙ্গীত কামিনীরা সুরাপাত্র হস্তে মধুর কণ্ঠস্বরে ও সঙ্গীত তানে বাদশাহের সম্মুখে উপস্থিত; ইতিমধ্যে সুজেফা ও জেলেখা বাদশাহের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া বলিলেন, "বেলা অত্যধিক, স্নান আহারের সময় অতীত প্রায়"—এই বলিয়া বাদশাহের হস্ত ধারণে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবিষ্টা হইলেন। বাদশাহকে পাইয়া সুজেফার আনন্দের আর সীমা রহিল না। যেমন পূর্ণশশীকে পাইয়া নিশীথে অরণ্যস্থ পর্য্যটনকারী পথিকের অন্তরে প্রীতি জন্মে, বাদশাহ ও নষ্ট রত্নদ্বয়কে পাইয়া তদ্রূপ প্রীত হইলেন ও ইরাণী নাম্নী পঙ্কজিনীর প্রেমসম্ভাষণ পরিহারে প্রাচ্য মেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত হইবার উপক্রম করিলেন। এখন জীবনের জড়তা ত্যাগে নব শক্তিতে উদ্দীপিত ও অন্তঃপুরস্থ কার্য্যাবলীতে চিত্তনিবেশ করিলেন, কখন বা দরবারে তৎপরতাপ্রদর্শন, কখন বা সৈন্যদিগকে সমরকৌশলশিক্ষা দান, কখন বা খোদার কাছে প্রজাবৃন্দের মঙ্গল কামনায় রত হইলেন।

ক্রমশঃ ক্ষীণ আশা পরিবর্দ্ধিত হইয়া আশালতায় পরিণত; তৎপরে ফল ফুলে শোভিত হইবার উপক্রম করিল। সেই দুর্ব্বলচেতা বিলাসী বাদশাহের অধীনে বহু যোগ্যতর বীরকুঞ্জর এক্ষণে বিদ্যামান।

ষষ্ঠ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বর্ম্মণের মন্ত্রণাগার।

এদিকে বর্ম্মণ দিল্লী হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সিপাহীদিগকে অট্টালিকার মধ্যে স্থাননির্দ্দেশ করিয়াদিলেন; তদ্দর্শনে সিপাহীরা তাঁহার সরলতায় অনুমাত্র সন্দিহান না হইয়া রাজস্বের অপেক্ষায় রহিল। বাহ্যতঃ বর্ম্মণ রাজস্ব সংগ্রহকল্পে সৈন্যসংস্কারের ব্রতী হইলেন ও সৈন্যেরা প্রভু সন্দর্শনে উৎফুল্ল হইয়া ঘন ঘন অভিবাদন করিল। হিরাসিং, সুধাসিং এবং শক্তিসিং প্রভৃতি কর্ম্মী সেনানীত্রয় প্রভুর আদেশ মত সমরনৈপুণ্য প্রদর্শনে বর্ম্মণের শ্রদ্ধাস্পদ হইল। সেই কূটচক্রী বর্ম্মণ অপার বিলাসত্যাগে এখন উন্নতির সোপানে দণ্ডায়মান—দিনের পর দিন ও মাসের পর মাস গত, উহারা বন্দীর ন্যায় অবস্থান করিল। ইত্যবসরে হিরাসিং বর্ম্মণ কর্ত্তৃক আহূত হইলেন।

বর্ম্মণ। শুন হিরা! সুধা ও শক্তিসিংহের কি খবর?

হিরা। প্রভু! উহারা সকলেই সুস্থ আছেন; কিন্তু শক্তিসিং এত স্বল্প বেতনে রাজকার্য্য গ্রহণেচ্ছুক নহেন। উহার স্থানে অপর এক

সেনানীর নিয়োগ প্রয়োজনীয়; নতুবা যুদ্ধবিগ্রহ একেবারে অচল হইবে—আর সুধাসিং বিলাসিতায় ও কেশবিন্যাসে সদা ব্যস্ত; কিন্তু বীরাগ্রগণ্য নহে। উহার স্বভাব বাশী কাঁটালী চাঁপার ন্যায় কোমল, উহার মিষ্টভাষে ও সরলতায় সৈন্যগণ শিরঃসঞ্চালনে ভক্তি ও মুক্তির পুষ্পাঞ্জলি দেয়। তিনি বয়োবৃদ্ধ, সুতরাং কার্য্যে অপটু; আবার ঐরূপ সেনানীর অবিদ্যমানে সৈন্যদিগকে সংযত রাখা সুকঠিন। এক্ষণে অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হউন।

বর্ম্মণ। শুন হিরা! শক্তিসিংহকে এ সময়ে বরখাস্ত করা অনাবশ্যক। তোমার হস্তে সংস্কারভার অর্পণ করিলাম—এখন যা ভাল হয় করিবে। সৈন্যদিগের অভিজ্ঞতালাভের জন্য আমি আর এক পক্ষকাল অপেক্ষা করিতে পারি। তুমি কি জ্ঞাত নহ, যে দিল্লীর বাদশাহের সহিত বল পরীক্ষা করিব। এই প্রভূত অর্থরাশি সংগ্রহণে আর একদল রণপিপাসু সৈন্য সংগ্রহে প্রীতিবর্দ্ধন কর—এই লও সকলের বকশিশ। বীরবর! এখনি শিবিরে যাও এবং ভারতে ক্ষত্রিয়দিগের কীর্ত্তিস্তম্ভ রক্ষাকল্পে সচেষ্ট হও। তুমি কি মনে কর, যে আমার ধমনীতে উষ্ণ শোণিত শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয় না—নিশ্চয়ই। আলির নেতৃত্বে আমি বিজয়কামনার প্রত্যাশী; দেখিও আলিকে সত্বর পাঠাইতে যেন বিস্মৃত হইও না।

হিরা। প্রভু! দিল্লীর বাদশাহের অগণিত সৈন্য; কালক্রমে আরও অধিক বৃদ্ধি পাইবে। সে ক্ষেত্রে এত হীনবলে কিরূপে সমরনৈপুণ্য প্রদর্শনে সমুৎসুক হই। শুনেছি অমর সিং নামে এক সেনানী আছে; যাঁর যশসৌরভে দিঙমণ্ডল নিনাদিত; সেই দুর্দ্ধর্ষ জাট সেনানীর সম্মুখীন হওয়া পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। বহু সৈন্যনিয়োগাপেক্ষা সেনানীর নিয়োগ বিধি সঙ্গত; কারণ অনুৎসাহই পরাজয়ের মূলীভূত। প্রাচীন দুর্গসংস্কার ও আর কয়েকটী কেল্লা নির্ম্মিত হইয়াছে,—আমার মতে কতিপয় সৈন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া উপর্য্যুপরি বাধাপ্রদান করুক। আমি অন্য

সেনানীর সহকারী হইতে অপমানাপেক্ষা সহস্রাংশে গৌরব শ্রেয়ঃ মনে করি। বিজয়কামনা জীবনের মূলমন্ত্র; যেরূপে হউক না কেন সাফল্যলাভের প্রার্থী। এই যুদ্ধনীতি প্রভুর সম্মুখে ন্যায় বিচারার্থে ধৃত। এদিকে শক্তি-সিং, সুধাসিং ও আলিমহম্মদ সকলে অভিবাদন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন।

বর্ম্মণ। তোমাদের জয় হউক। এস সেনানীত্রয়! এক্ষণে সকলের মন্ত্রণাপ্রার্থী। দেখ আলি! তোমার বীরত্ব ও নির্ভিকতা চিরখ্যাত; এখনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হব। কি বল, নীরব রহিলে যে? শুন শক্তিসিং! তুমি এ তরুণবয়সে বীরাগ্রণী। জয় পরাজয় সবই দৈবের অধীন, তবে উদ্যম ও কৌশল ইহার মূলীভূত। একের অভাবে অন্যের ব্যতিক্রম ঘটে—আর বিজয়লক্ষ্মী অঙ্কশায়িনী হয় না—জীবনের মূলমন্ত্র সাফল্য—উহা স্মরণে আইস সকলে হাস্যমুখে ভীষণ সমরপ্রাঙ্গনে ধাবিত হই—কি আশ্চর্য্য! ক্ষত্রিয়ের অন্তরেতে ভয়! না কভু নয়, এখনি দুন্দুভি বাজাও—ধর অসি, বর্যা, ঢাল, বর্ম্ম পরে সবে—তুরঙ্গোপরি স্থাপন; ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের তরে জীবন বিসর্জ্জন শ্রেয়ঃ; এ তুচ্ছ—প্রাণের মমতা ছাড়ি আজি এ ধরায়—চল চল সবে—সারি সারি শত্রুপার্শ্বে ধাই—দেখি কত বল ধরে যবনেরা?—বীরদর্পে যোদ্ধা মোরা কভু নাহি ডরি—আর শৃগালের ন্যায় জীবন ধারণ? আর নাহি চাই, এ দৃঢ়পন ধরিতে—জানে এ (তুচ্ছ) হৃদয়, দেখি হেন সাধ্য কার? প্রতিরোধ করে কে সংহারিতে আমায়? শুন সুধাসিং! তোমার ন্যায় বীরচূড়ামণির বিদ্যমানে সৈন্যের বিদ্রোহী হওয়া অসম্ভব। শুনেছি সৈন্য-গণের জীবন মরণ তোমার হস্তে নির্ভর করে, তবে পৃষ্ঠদেশ সংরক্ষণে যত্নবান হও। জয় পরাজয় অদৃষ্টসাপেক্ষ। জয়ের মূল উৎসাহ—উহার ব্যতিক্রমে সর্ব্বকর্ম্ম পণ্ড হইবে; দেখিও হুকুম যেন উপেক্ষিত না হয়। শুন হিরা, সুধা ও শক্তিসিং! তোমরা সকলে আলির সহকারিত্বে ক্ষত্রধর্ম্ম রক্ষাকল্পে যত্নবান হইবে।

আলি শুন! তুমি পৃষ্ঠদেশ সংরক্ষণে আমার একমাত্র সহকারী হও,

তোমার সহযোগে সৈন্যচালনা করিয়া দেখিব, দিল্লীর বাদশাহের কত শক্তি ? ক্ষত্রিয়েরা এযাবৎকাল শপথ ভঙ্গ করে নাই। শুন আলি! তুমি যবন; এতদ্ভিন্ন অন্য সংশয় নাই; তবে ভাগ্যচক্র ভবিষ্যৎগর্ভে নিহিত। আমি নিশ্চয় জানি, যে অনুগতভাবে কার্য্য করিলে ভগবান কখনই এত বিরূপ হবেন না; যাও শিবিরে প্রস্থান কর ও সৈন্যদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন কর।

শক্তিসিং। প্রভু! এবংবিধ কার্য্যতৎপরতায় সাফল্য সম্ভবে। আপনার ন্যায় বীরকুঞ্জরের সম্মুখে সমর নীতি ভেদকরা দুরূহ। যখন গাজনীর বক্তিয়ারের নিকটে ছিলাম, তিনিও এই প্রণালীতে কার্য্য ক্ষতে করিতেন।

বর্ম্মণ। তবে এক্ষণে সকলে সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হও।

সকলে। যো হুকুম প্রভুর! এক্ষণে বলিয়া সকলে জয় ক্ষত্রিয়ের জয় জয় বলিয়া শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাদশাহের ষড়যন্ত্র ও আস্ফালন।

বাদশাহ। অমর সিং! কতিপয় সিপাহীকে গয়াজেলার বীরেন্দ্র সিংহের নিকটে রাজস্ব সংগ্রহকল্পে পাঠাইলাম—কৈ অদ্যাবধি ত কোন সংবাদ পাই নাই—তবে কি তারা অর্থলুব্ধ হইয়া বীরেন্দ্র কর্ত্তৃক বন্দি? সেনানি! এখনি রণসম্ভার সংগ্রহে অভিযান কর; আর বিলম্ব সহে না।

অমর। জাঁহাপনা! ভয় কি! বীরেন্দ্র কত শক্তি ধরে? আজ্ঞা পাইলে এখনি সমরলিপ্সা মিটাইয়া লইব। আমি জ্ঞানচক্ষে দেখিতেছি, যে

বর্ম্মণকে ছাড়িয়া অদূরদর্শিতার পরাকাষ্ঠা হইয়াছে ; কারণ সে বাঙ্গালী,—বাঙ্গালীরা ধূর্ত্ত ও চতুর রাজনৈতিক। অনিশ্চয়তার নাম যুদ্ধ—কেবল সৈন্যসংগ্রহে সর্ব্বসময়ে বিজয়কামনা করা দুরূহ। রাজশক্তি একবার পরাজিত ও উপেক্ষিত হইলে, প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা সেই দুর্ব্বলতা বোধে উহার উচ্ছেদসাধনে অগ্রসর হইবেন ; তাই বলি অগ্রপশ্চাৎ চিন্তিয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। আমার মতে যুদ্ধ স্থগিত রাখাই বিধিসঙ্গত—প্রথমে একদল গুপ্তচর পাঠাইয়া সংবাদ লইব ; তৎপরে ক্ষেত্র কর্ম্ম বিধীয়তে।

বাদ। তবে কি যুদ্ধকার্য্য স্থগিত রাখিতে চাও ?

অমর। হাঁ জাঁহাপনা! কারণ হঠকারিতায় কার্য্যসিদ্ধি অসম্ভব। আপনি উজীরের সহিত মন্ত্রণাপ্রার্থী হউন। এখন বাদশাহ উজীরকে তাঁর মন্ত্রণাগারে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

উজীর। সেলাম জাঁহাপনা! এ অসময়ে কেন হে হেন দাসকে ডাকা। জাঁহাপনা! আপনার কুশল ও এ রাজ্যের সব মঙ্গল তো? বলি অমরসিং! আপনার শারীরিক কুশল ত ?

অমর। উজীর! জাঁহাপনা এক্ষণে মন্ত্রণার প্রার্থী।

বাদ। উজীর! এ দুর্দ্দিনে আমি কূট মন্ত্রণার প্রার্থী, রাজ্য টলটলায়মান, রাজস্ব সংগ্রহকল্পে কতিপয় প্রেরিত সিপাহীর অদ্যাবধি কোন সংবাদ মিলে নাই। যাহাতে সর্ব্বদিক রক্ষা পায়, তার উপায় অবধারিত করুন ; নতুবা প্রাণ সংশয়। এত সান্নিধ্যে শত্রুর প্রশ্রয় দেওয়া মূঢ়ের কার্য্য। সকলই সময় সাপেক্ষ—তাই কূট মন্ত্রণার প্রার্থী।

উ। জাঁহাপনা! আপনি আমাদের মস্তক স্বরূপ। অত চাঞ্চল্য প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন ; সত্য বলিতেছি, বর্ম্মণ যতই শক্তি সংগ্রহ করুক না কেন, উহারা কদলী বৃক্ষের ন্যায় ধরাশায়ী হইবে। জাঁহাপনা! কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরুন, এত অধৈর্য্যে কাফের মারা সম্ভবপর নহে।

বাদশাহ। অমরসিং! আগে ভাবিতাম, বাঙ্গালী কাফেরদের

প্রাণবায়ু বড়ই স্বল্প; এক্ষণে সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৈপরীত্য সংঘটিত। আর আসন্ন বিপদ উপেক্ষা করা বিধিসঙ্গত নহে।

অমর। জাঁহাপনা! খোদাবন্দ! আমি কিছুই সংগোপন করি নাই।

বাদ। উজীর! আপ্ সব ঠিক্ শুন্‌লিয়া?

উ। হাঁ খোদাবন্দ! এখন রণসাজে সজ্জিত হওয়া যাক; নতুবা দিল্লীর সিংহাসন অবধি রক্ষা করা দায়—সেনানীকে যুদ্ধার্থে আজ্ঞা প্রদান করুন; নতুবা আশু ফললাভ অনায়াসসাধ্য নহে।

ইত্যবসরে বাদশাহ উজীরের পক্ষ সমর্থনে অমরসিংহকে বলিলেন, যে তিনি চত্বারিংশসহস্র সৈন্য লইয়া অগ্রসর হউন; আবশ্যক মত অপর একদল অশ্বারোহী প্রেরিত হইবে, আর কাল বিলম্বের আবশ্যক নাই। এদিকে দিল্লীর সিংহাসন টলটলায়মান—সব যায়—সব যায়—উজীর! এখনি রণভেরী বাজাও, বড় অসহ্য, কাফের দেখে ডর—খোদা! একবার আমার সহায় হও—আপনার বড় সাধের মসলেম্ সমাজ চিরকালের জন্য বুঝি বা অস্তমিতপ্রায়। যদি এ সোনার রাজ্য ছারখার হয়; আর কেহ খোদা খোদা বলিয়া মস্‌জিদে ভজনা ও মহম্মদের নামের মহিমা রাজ্যে রাজ্যে কীর্ত্তন করিবে না—তবে কি মুসলমানেরা পাহাড়ের গহ্বরে গহ্বরে গুপ্ত মূষিক ও ভীরু তস্করের ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া হৃদয়ের বীরদর্প-সমূহ সমুতপাটিতকল্পে কাফেরদিগের সনে সম্মিলিত হইয়া আবার এক অভিনব ধর্ম্ম সৃজন করিবে, না এই চির অভীপ্সিত সনাতন ধর্ম্ম পরিহারে অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইবে? হায়! হায়! প্রতিহিংসা-নলে অন্তর দগ্ধপ্রায়। হে বীরমদোদ্ধত বীরচূড়ামণি অমরসিং! হে কূটনীতিবিশারদ প্রাণপ্রিয় উজীর! তোমাদের ধমনীতে কি উষ্ণ শোণিত প্রবাহিত হয় না? সত্য বটে, বাদশাহের দেহে দুর্জ্জয় কামনাস্রোত সুষুপ্ত অবস্থায় লুক্কায়িত থাকে; সত্য বটে,'পরিমললোভোন্মত্ত বাদশাহ বিলাসকক্ষে আতুরা ভুবনমোহিনীর প্রণয়সুধাপানে আত্মহারা

হইয়া নীচাশয়তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে ; সত্য বটে, সৌন্দর্য্যসুধাপান-লিপ্স, বাদশাহ যুবতীর ফুল্লাধরের মধুর হাস্যলাভার্থ স্রোতস্বিনীর ঘূর্ণী-পাকে নিক্ষিপ্ত হইয়া শুষ্কতৃণবৎ নদীসৈকতে ভাসিয়া উঠে ও হৃদয়ের আগার পাতিয়া শেলসম যন্ত্রণা উন্মোচনে যত্নবান হয়েন ; কখন বা যথেচ্ছ মনোভাব প্রকাশে নারীর পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিত হয়েন ; কিন্তু সেই পিপাসা অতি হেয়বোধে মহম্মদের নামে অসিধারণে দণ্ডায়মান হইতে অণুমাত্র কার্পণ্য প্রকাশ করেন না। সেই অলীক সুখোন্মত্ত বাদশাহ কুসুমরচিতশয্যা বিনিময়ে এক্ষণে শাণিত অস্ত্রফলকোপরি শয়নে তিলেকের তরে সঙ্কুচিত হয় না—যেমন বিলাসিতায় অগ্রণী ; তদ্রূপ সুরভিকুসুম ত্যাগে সম্মুখসংগ্রামে সহাস্যমুখে মৃত্যু আলিঙ্গনে মহম্মদের সমীপে দণ্ডায়মান হইতে পশ্চাৎপদ নহেন। হে বীরচূড়ামণি অমরসিং ! একবার যোদ্ধৃবেশে উন্মুক্ত তরবারি ধারণে দণ্ডায়মান হও। উজীর ! এখনি এ বেশভূষা ত্যাগে রণসাজে সজ্জিত হব। এই লও রত্নমালা ও উষ্ণীষ। হয় রণক্ষেত্রে সমরলিপ্সা মিটাইয়া সহাস্যে স্বর্গধামে সেই অনন্তশক্তির সহিত সম্মিলিত হব ; নতুবা দিল্লীর সিংহাসন অধিকৃত করিয়া ভারত মহম্মদের নামে পুনশ্চ জয় জয় রবে কম্পিত করিবে। দেখিব, কাফেরেরা কত শক্তি ধরে ? অমরসিং ! চলুন, সকলে এখনি কালসমরে ঝম্ফ প্রদান করি—দেখি এতে খোদা মেহেরবাণী করেন কিনা ? উজীর ! রাজ্যের সমস্ত ভার তোমার হস্তে ন্যস্ত ; দেখিও ধরম্ রাখিও—এই লও কোরাণ, উষ্ণীষ ও রত্নমালা—আর এই রাজদণ্ড ধারণে ন্যায়বিচার ও উচ্চপদের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সচেষ্ট হইবে—দেখিও শেষে যেন খোদার নিকটে দায়ী হইতে না হয়। খুব সাবধান, আমি চল্লাম—এই বলিয়া অসংখ্য চমূ ও সেনাপতি সমভিব্যাহারে রণভেরী বাজাইতে বাজাইতে সমর প্রাঙ্গণাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সমরপ্রাঙ্গন।

বাদশাহ দূর হইতে দৃষ্টি করিলেন, যে পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় কেবল অগণিত কৃষ্ণ মস্তক শোভা পাইতেছে; আর কেবল ঝণঝণাশব্দ ও হ্রেষারব।

বাদ। দেখ অমরসিং! কাফেরকে ছাড়িয়া এক্ষণে তার প্রতিফল পাইতেছি। এত সৈন্য কাফেরের—উঃ প্রাণ জ্বলে গেল—এত সৈন্য দর্শনে কিরূপে জয়ের আশা অন্তরে পোষণ করিতে পারি? অমরসিং! কালবিলম্বে দুর্দ্দশার একশেষ ঘটিত। সামরিক কার্য্যভার আপনার হস্তে ন্যস্ত; আপনার কর্ত্তব্য, যে কোথায় কে শক্তি সঞ্চয় করে, তাহা নিরাকরণ করা। মন্ত্রী সকলের কার্য্যসমালোচনায় এক সাময়িক কৌশলে উপনীত হইবেন—প্রত্যেকের উপর স্বতন্ত্র ভার বিন্যস্ত। যদি ঔদাস্যে দিল্লীতে নীরবে বসিয়া থাকিতাম, আমার ভাগ্যরবি তদবধি অস্তমিত হইত। এই-রূপে অমরসিংহকে তিরস্কারকালে তাঁর নয়নদ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হইল। স্বীয় অধীনে একদল সৈন্য ও অবশিষ্টাংশ সেনাপতির অধীনে অর্পণ করিলেন। তিনি বর্ম্মণের কার্য্যকলাপ দর্শনে স্তম্ভিত হইলেন।

অমর। জাঁহাপনা! ইহা গুপ্তচরপ্রমুখাৎ শ্রুত, যে শত্রুদের পার্ষ্ণি সৈন্য স্বল্প; সুতরাং আকস্মিক পৃষ্ঠদেশ আক্রমণে উহাদের বিশৃঙ্খলতা ঘটিবে। এই ভাবিয়া সকলেই ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত ও মার মার রবে পরস্পরের প্রতি অস্ত্রাঘাত করিল—শত্রুরা সেই অস্ত্রবেগ অসহ্যবোধেও পশ্চাৎপদ হইল না। এদিকে মেদিনীকম্পিত; রণঢক্কা ও উপর্য্যুপরি অস্ত্রের ঝণঝণাশব্দ আহত সৈন্যদের ক্রন্দনধ্বনি ডুবাইয়া দিল—যেন চারিদিকে বীররসের কাণ্ড। পরদিবস প্রত্যুষে বাদশাহ সৈন্যদিগকে বিশ্রামদান কালে দৃষ্ট হইল,

যেমন মেঘের অন্তরাল হইতে অসংখ্য তারকাবলীর আবির্ভাব হয়, তদ্রূপ পাহাড়ের অন্তরাল হইতে শত্রুসৈন্যেরা পঙ্গপালের ন্যায় নিঃসৃত হইতেছে; এই সময়ে ময়ূখমালীর প্রখরজ্যোতিঃ অস্ত্রফলকোপরি পাতিত হইয়া চিত্ত-মুগ্ধকর দৃশ্য উৎপাদন করিল। কেহ বা "জয় বাদশাহের জয়, কেহ বা জয় বর্ম্মণের জয়, জয় ক্ষত্রিয়ের জয়" বলিয়া রণক্ষেত্র কম্পিত করিল। শত্রু-সৈন্যেরা যন্ত্রণায় ছটফট্ করিল। হায়! হায়! একাল সমরে মৃত্যু আলি-ঙ্গন ব্যতীত গত্যন্তর নাই। বহুক্ষণ ধরিয়া ভীম বেগে শত্রুর সম্মুখীন হওন, পশ্চাৎধাবন ও কখন বা অৰ্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় মণ্ডলাকৃতি ধারণানন্তর, জয়ের আশা অনিশ্চিৎবোধে সকলে আকস্মিক পলায়নে প্রাণ বাঁচাইল। সৈন্যদের শৌর্য্যবীর্য্যদর্শনে উৎফুল্ল হইয়া সুরাপায়ী বর্ম্মণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সৈন্যেরাও সেই উৎসবে যোগদান করিল। যবন সৈন্যেরা চতুরের চূড়ামণি—উহারা নিশাথে সংগুপ্ত হইয়া সুযোগপ্রতীক্ষায় রহিল—এইবার বুঝি ক্ষত্রিয়ের ভাগ্যরবি ধীরে ধীরে অস্তমিত প্রায়; তবে কি যুদ্ধে কোন ত্রুটি সংঘটিত, না উহারা যবনসেনার সমকক্ষ নহে? না তা নয়। বোধ হয়, বর্ম্মণের মুসলমান সেনানী শক্তিসিংহের সহায়তায় অর্থলুব্ধ হইয়া এক অভিনব কৌশলজাল বিস্তার করিল। সেই দুর্ভেদ্য জাল ছিন্ন করা সরলতাপূর্ণ ও নির্ব্বোধ ক্ষত্রিয় কি অন্যান্য হিন্দুসেনানীর অন্তরে স্থান পায় না। অমরসিংহ এক্ষণে সেই কৌশলজাল বিস্তারার্থে দণ্ডায়মান। হায়! হায়! ক্ষত্রিয়দের যত কিছু বিপর্য্যয় সংঘটিত—সমস্তই কি সেনাপতিগণের কার্য্য শৈথিল্যে? যাহা চিরন্তন প্রথা, তাহা অদ্য কেন না সম্ভবে? এ সুযোগে অমরসিংহের আক্রমণ অসহ্যবোধে, বর্ম্মণের সৈন্যগণ আলির আজ্ঞা-প্রতীক্ষায় রহিল; এই অবসরে দীন্ দীন্ রবে যবনেরা দুর্গের বহির্দ্বার ও মধ্যদ্বার অধিকৃত করিল। দুর্গাভ্যন্তরে বর্ম্মণ, তাঁর স্ত্রী ও সরোজিনী প্রভৃতি স্ব স্ব ভাগ্যের কথা স্মৃতিপটে জাগরিত করিলেন। এক্ষণে দুর্গের লৌহ ফটক বন্ধ, আলির ইঙ্গিতে দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। অমরসিংহ শত্রুদের

পলায়নকালে লৌহপিঞ্জরাবদ্ধ শিকারের ন্যায় বাদশাহসমীপে উপহারস্বরূপ প্রদান করিলেন। বাদশাহ তদ্দর্শনে প্রীত হইয়া অমরসিংহকে হীরকাঙ্গুরীদানে আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন, "তুমিই যথার্থ অদ্য আমার সম্মান রক্ষা করিয়াছ।" অমরসিংহ ও সৈন্যদিগের এবংবিধকার্য্যে তুষ্ট হইয়া ভূরি ভূরি স্বর্ণরৌপ্য দান ও যুদ্ধের জয় চিহ্নস্বরূপ সুরা অবাধে বিতরণ করিলেন। সৈন্যেরা কৃতজ্ঞতাসহকারে শিরঃসঞ্চালনপূর্ব্বক "জয় বাদশাহের জয় জয়" রবে নভোমণ্ডল নিনাদিত করিল। মৃগেন্দ্র যদ্রূপ মৃগদর্শনে সমধিক প্রীত হয়, বাদশাহ ও তদ্রূপ উঁহাদের বন্দী করিয়া প্রহৃষ্ট হইলেন এবং অমরের সহিত দিল্লীনগরাভিমুখে রওনা হইলেন। সৈন্যগণ দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া জয় জয় বলিয়া বজ্রধ্বনিতে নগর কম্পিত করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বাদশাহের দিল্লীতে প্রত্যাগমন।

বাদ। উজীর! তোমার মন্ত্রণাবলে যুদ্ধে জয় লাভ হইয়াছে—সিংহাসনোপরি অধিরূঢ় থাকিলে সর্ব্বাশায় জলাঞ্জলি দিতে হইত। আর খোদার মর্জ্জিতে মুসলমান রাজ্য লুপ্ত হইবে না—ইহাপেক্ষা অত্যধিক আনন্দ কি সম্ভবপর? পারিতোষিক স্বরূপ এই রাজতরবারি গ্রহণে আমার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখ। উজীর! নিশ্চয় বলিতেছি, যে আর এক বৎসর পরে এই কাফের দিল্লী হরণ করিত। স্ত্রীপুত্রত্যাগ সকলই সম্ভবপর; কিন্তু রাজ্যলিপ্সা নহে। এই কথা সমাপ্ত হইবার পর, সৈন্যগণ "আলি আলি" রবে কাতারে কাতারে আসিয়া "জয় বাদশাহের জয়, জয়

দিল্লীর জয়—জয়” বলিয়া দণ্ডায়মান হইল ; সঙ্গে সেই ধূর্ত্ত ম্যানেজার ও তাঁর পরিজনবর্গ।

উ। জাঁহাপনা! সত্য বটে; কৈ আমাদের ত আর সেরূপ ঘটে নাই।

বাদ। উজীর! আমি অসাধ্যসাধন করিয়াছি, তুমি আন্তরিক ধন্য-বাদার্হ। খোদার মর্জ্জিতে কয়েকখানি গ্রাম তোমায় জায়গীর স্বরূপ দিব।

উ। জাঁহাপনা! খোদার মর্জ্জি, যে আপনি যথার্থ বাদশাহ হইবার যোগ্য। এ কাজ বড় কঠিন—এই দেখুন আমার শীর্ণকায়। এই লউন আপনার উষ্ণীষ, রত্নমালা, কোরাণ ও রাজদণ্ড; যার যা, তার তা শোভা পায়। ইহা শ্রবণে বাদশাহ সাতিশয় প্রহৃষ্ট হইলেন।

বাদ। উজীর! এই সেই কাফের।

রে কাফের! তুই বাদশাহকে হেয়জ্ঞান করিস্? দেখি তুই কত স্পর্দ্ধা ধরিস্, হয় আগুনে পুড়াইব, না হয় কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিব।

জল্লাদ! এখনি ইহাদের বধ্যস্থানে লইয়া যাও। দেখিও, কল্য সূর্য্যোদয়ের প্রারম্ভে বম্মণের ছিন্নমস্তক আমার সম্মুখে হাজির করিবে।

জল্লাদ। দোহাই খোদাবন্দ! তাই হবে—এই দণ্ডাজ্ঞাশ্রবণে বম্মণ ভাবিলেন, “যদি মৃত্যু ঘটে ; তবে বীরের ন্যায় মৃত্যুকামনাই শ্রেয়ঃ। যবনের হস্তে মৃত্যু বড়ই ক্লেশকর”—এইরূপ আক্ষেপে বীরেন্দ্রের সর্ব্ব শরীর ক্রোধে প্রজ্বলিত ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অবিরল ধারায় নিঃসৃত হইল। মৃত্যু আসন্নবোধে বীরেন্দ্র বীরকেশরীর ন্যায় গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া বলিলেন, “বাদশাহ! তুমি যেমন আমার রক্তে দিল্লী নগরী প্লাবিত করিবে, নিশ্চয় জানিও, যে অচিরে কাপালিকদের হস্তে কি দুর্গতি ঘটে।”

বাদশাহ তচ্ছ্রবণে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন—আর জল্লাদ তৎক্ষণাৎ উহাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল।

জল্লাদ। রে কাফের! এত স্পর্দ্ধা তোর, যে বাদশাহকে হেয়জ্ঞান করিস্—চল্ এখনি তোকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখি—এই সময়ে

উহার পরিজনবর্গকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করাইয়া কারাগারাভিমুখে গমন করিল।

বীরেন্দ্র সারারাত্রি স্বীয় ভাগ্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে ঈশ্বরের নাম লইয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইলেন, রাত্রি অবসান প্রায়—কুলায় অবস্থিত পক্ষীকুল কিচ্‌মিচ্‌ রবে রজনীর অবসান জানাইয়া দিল। বীরেন্দ্র সন্তপ্তচিত্তে বলেন্দ্রসিংহের ভার্য্যার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ স্মরণে অশ্রুপাত করিয়া জানাইলেন, "হে ঈশ্বর! আমায় পাপপঙ্কিল পথ হইতে মুক্তিদান করুন। এই সময়ে জহ্লাদ বীরেন্দ্রকে স্নান করাইয়া বধ্যভূমিতে উপস্থিত।

বীরেন্দ্র। দেখ্‌ জহ্লাদ! তুই আমার প্রাণ লইবি—তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু সরোজিনী, তার সন্তানদ্বয় ও লাবণ্যবতীকে বাঁচাস্‌।

সরোজিনী! আজ জানিলাম, জগৎ প্রায়শ্চিত্তের স্থল; তোমার উপর প্রভুত্ব, সে কেবল তোষামোদপ্রিয় সারমেয়তুল্য নরপশুদিগের জন্য। হে দেবি! আমার পাপময় দেহের প্রায়শ্চিত্ত হউক—এক্ষণে চল্লাম। লাবণ্যবতী! লাবণ্যবতী! তোমায় বড় ঘৃণা করিতাম। হায়! হায়! এ পাষাণভেদী দুঃখ আর এ ক্ষুদ্র হৃদয় ধরিতে সক্ষম নহে। জহ্লাদ! জহ্লাদ! একবার আমার প্রাণাধিকা লাবণ্যকে দেখা—তোর পায়ে ধরি, ভিক্ষা করি—এই লও রত্নমালা—একবার তাদের আনয়ন কর, আমি শেষ বিদায় হই। ভাই জহ্লাদ! আয় একবার তোকে আলিঙ্গন করি, এই অসিকে চুম্বন করিতে দে। আহা! এ অসির বড়ই সৌভাগ্য—ভাই জহ্লাদ! একবার আন—আমার প্রাণ ফেটে যায়—এই লও অঙ্গুরী—এই বলিয়া মালা ও অঙ্গুরী প্রদান করিলেন।

জহ্লাদ। না বাবু! তা হবে না—কখনই তা হবে না—বাদশাহের কড়া হুকুম, "এখনি ছিন্নমস্তক হাজির করিব।" এখন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হউন; আর খোদাকে ডাকতে হয়, ভাল করে ডাকুন।

বীরেন্দ্র। ভাই! তুই প্রাণ লইবি—আয় একবার শেষ আলিঙ্গন করি। জহ্লাদ! ধরম রাখিস্‌—প্রাণ বাঁচাস্‌—ঈশ্বর তোর ভাল করিবে।

জহ্লাদ। উঃ বাবু! তু বড় অাচ্ছি হ্যায়, বাবু! বাবু! এতা চিক্‌চিকে মালা কাঁহা মিলা—বাদশাহকো পাশমে নহি রহা, এঠো আদমীকো জান মার্‌দেতা হ্যায়—বহুৎ গরম—বহুৎ গরম—এই মালাকো ওয়াস্তে বহুৎ আদমী জান দেতা হ্যায়, আউর জান লেতা হ্যায়। হ্যাম ছোটা আদমী, এঠো লেনেসে হ্যামারি কেয়া কাম হোগা? বাবু! বাবু! দেখ্‌ এক কাম করি—তোরা আওর মেরা আদমীকো ছোড়সে, চল সব ভাগ যাহি। হ্যামরা মন্‌সে বড়ি দুখ হোতা হ্যায়, কঁয়ো সেই বাৎ আচ্ছি নহি? হিয়িপর খাড়া রহো—হ্যামারি জরুকো আওর বালবাচ্ছা লেনেসে হিঁয়িপর আয়েঙ্গা। এই বলিয়া জহ্লাদ তার জরু ও পুত্রদ্বয়কে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল।

জহ্লাদস্ত্রী। ভাইয়া! এই মালাঠো বড়ি আচ্ছি হ্যায়—কাঁহাসে মিল্‌ গিয়া, ঐ বাবু দেদিয়া—নৈ নৈ ফেক্‌ দেও—জল্‌দি ফ্যেকো—বাদ্‌শাহকো হুকুম আবি তামিল কর্‌বো—দেখ্‌ খুব হুঁসিয়ার।

জহ্লাদ। চল্‌ চল্‌ হ্যামরা এই আদমীকো সব ছোড় দেঙ্গে ভাগ যাগা—কেঁয়ো এ বাৎ আচ্ছি নহি?

জহ্লাদস্ত্রী। নৈ—নৈ—হ্যাম আবি বাদশাহকো পাশ্‌ খবর দেগা।

জহ্লাদ। বাবু! হ্যামারি জরু বড়ি আচ্ছি নহি—হ্যাম কেয়া করেঙ্গা, আবি ঠিক্‌ রহো দেখো, হ্যাম তোরা শির্‌ তোড় দেঙ্গা।

বীরেন্দ্র। আচ্ছা—তবে আমায় একবার ঈশ্বরকে ডাকিতে দাও। এই বলিয়া নতজানু ও উর্দ্ধমুখ হইয়া "হে ঈশ্বর! হে ঈশ্বর!" বলিতে বলিতে উহার মস্তক বহুকষ্টে দ্বিখণ্ডিত হইল। জহ্লাদ ইহা গ্রহণ করিয়া কম্পিত কলেবরে বাদশাহের সমীপে উপস্থিত।

জহ্লাদ। জাঁহাপনা! বড় ভয়! বড় ভয়! এই মুণ্ডচ্ছেদনকালে কে যেন বিকটরবে বলিল, "রে জহ্লাদ! তুই কি করিস্‌—তুচ্ছ পুরস্কারের প্রত্যাশায় এরূপ ভীষণ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত? রে মূঢ়! তুই না মানুষ, আমিও তাই, যাব সবে একস্থানে, কেন ভাবিছ মনে মনে; আর

সেই বাদশাহকে অল্পদিনের মধ্যে সেই স্থানে যেতে হবে। রে চণ্ডাল! ইহাপেক্ষা দস্যুবৃত্তি কি সহস্রাংশে শ্রেয়ঃ নহে! তুই কত নরনারীর জীবননাশে রত! হায়! হায়! এ নারকীয় কর্ম্ম ব্যতীত আর কি কোন সদুপায়ে জীবিকা অর্জ্জনের পথ নাই? বাদশাহ! বাদশাহ! ভীষণ, বড়ই ভীষণ; তখনি আমার হস্তপদ কম্পিত হইল। উঃ! উঃ! বড় শক্ত! বড় শক্ত! এককোপে কাটি নাই—চারিকোপ! চারিকোপ! প্রথম কোপেতে বলে, "হা ঈশ্বর! হা ঈশ্বর!" দ্বিতীয়েতে বলে, "গেলাম—গেলাম।" তৃতীয়েতে বলে, "মা—মা—মা"। আর চতুর্থেতে বলে, যে কি সব, তাহা না হয় স্মরণ। বাদশাহ! এই লউন তব খাঁড়া।

উজীর! জহ্লাদের কি এই কাজ, বলি এ সব পাপের বোঝা লবে কে? তুচ্ছ অর্থলোভে আমায় এ সব খুন খারাবি করিতে হবে—বড়ই তাজ্জব ব্যাপার! এই লও তোমার খাঁড়া—আর পোষাক লও; আর যেন কেহ জহ্লাদ সাজে না ও লোকে যেন জহ্লাদ জহ্লাদ বলে ডাকে না—এই বলিয়া বেগে চলিয়া গেল।

বাদ। ঠার! ঠার! কি হয়েছে! কি হয়েছে! কেন আজ এরূপ কথা শুনি? তুমি ত বহু হত্যাসাধন করিয়াছ—কৈ কখন ত এরূপ শুনি নাই। উজীর! শীঘ্র দেখ, কি হয়েছে? স্বগত—তাইত হুকুম প্রদানকালে, অন্তরে যেন শেলসম যন্ত্রণা আসিল; ভাবিলাম, "কারাগারে বন্দি করা উচিত ছিল। যাক্ এক্ষণে এত চাঞ্চল্য প্রদর্শন বৃথা—এত হাল্কা হলে বাদশাহের কাজ চলা ভার। নেপথ্যে—"বাদশাহ! বাদশাহ! শুন একবার—বুঝে সুঝে চল ওহে সংসার মাঝার—বাদশাহ বল্লে পরে, শ্রেষ্ঠ বলে মানি, রাজস্ব অভাবে কিনা মারিলে বর্ম্মণে।" প্রকাশ্যে—উজীর! উজীর! একি শুনি, ভীষণ—বড় ভীষণ—কোথা গেল উজীর! কৈ কোথা গেল সবে—তবে কি পলাইল? আলোক নির্ব্বাপিত হল—জ্বাল জ্বাল—সব যে আঁধার হল- আবার

কি শুনি, নেপথ্যে,—"এহেন তুচ্ছ কাজ তোমাতে হে কি সাজে—শ্রেষ্ঠ গুণধর বলি, সর্ব্বজন মাঝে—তবে কিরূপে এসব তোমাতে (হে) সম্ভবে ?" উঃ এ আবার কি শুনি, বড় ভীষণ! বড় ভীষণ! কোথা গেল সবে—ইহা শ্রবণে কতিপয় খোজা বলিল, "জাঁহাপনা! এই যে আমরা, কেন সহসা ঝটিকার প্রাদুর্ভাব; আর উজীর ও জহ্লাদ কোথা গেল সবে।"

বাদ। দেখ! দেখ! ইহা শ্রবণে খোজারা শতশত আলোক জ্বালিল।

উ। জাঁহাপনা! জাঁহাপনা! জহ্লাদকে বহুকষ্টে পাকড়াইয়াছি।

বাদ। জহ্লাদ! মুণ্ড কোথা গেল ?

জহ্লাদ। বাদশাহ! এই সেই মুণ্ড—ভীষণ—বড় ভীষণ—মুখে যেন শতশত দাবানল, কাঁপাইয়া দেয় হৃদয়স্থল; খালি বলে "জ্বাল প্রতিহিংসানল; জ্বাল প্রতিহিংসানল।"

বাদ। উজীর! এখনি ধর (হে) আমায়; নতুবা—পাই বড় ডর এই সেই মুণ্ড যেন—করিবারে চায় লণ্ডভণ্ড নিমিষেতে—আকাশ ব্যাপিয়া মুখে ছাড়িয়া হুঙ্কার—দিল্লীর সিংহাসন ফিরে গ্রাসিতে চায়। এখনি ধরহে আমায়; নতুবা (প্রাণ) যায়।

উ। বিকট, অতি বিকট—প্রাণ করে ছট্‌ফট্। কে নিবি, কে নিবি, রে এখনি আয়, বুঝি—বাদশার সিংহাসন টলমলপ্রায়। বাদশাহ! বাদশাহ! ছাড়লাম তব—রাজ্য বহুদিন পরে, এ সব পাপের—বোঝা, আর না সহিব, এখনি ছাড়িব—এ দিল্লী নগর, থাক সুখে রাজ্যেশ্বর! আমি হইয়াছি অনুচর বলে, লব কি পাপের বোঝা ? সে মনে দিও না ঠাই—এখন পলাই, পলাই, কিছু না চাই—স্বল্প রাজস্বের তরে (কিনা) জীবন হরণ ? কেমনে উজীর হয়ে এ সব সহিতে—পারি তুমি ত লবে প্রাণ মোর কোন্ দিনে ? আমি জেনেছি হে এখনি তায়, জহ্লাদ। জহ্লাদ! পলাইয়া চল যাই উভয়; তুই বড় সুহৃদ্‌জন মোর, নাহি কিছু—ভেদাভেদ, একবার আলিঙ্গিব তোরে।

বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ বলে, অবসর মাগি। এখনি সাজিয়া ফকির, ছাড়্‌ব ফিকির; করেছি বহুপাপ সঞ্চয় এ জীবনে। তাই বলি, ত্বরা করি যাব মক্কাধামে; তথায় মহম্মদের নামেতে গাহিব। অপার কীর্ত্তি ঘোষিত হউক (এ) ধরায়! বাদশাহ! ধরিতেছি তব পাদদ্বয়। কৃপাভিক্ষা বিতর শীঘ্র এ হেন দীনে।

জহ্লাদ। উজীর! প্রথম কোপেতে বলে হার হরি নাম—সে নাম সুধাপান যদি (ও) আমি যবন—এতে পরমাত্মার না হয় অন্তর্দ্ধান। দ্বিতীয় কোপেতে বলে, গেলাম, গেলাম। তৃতীয় কোপে বলে অট্টহাস্যে মা! মা! মা! চতুর্থ কোপে কিছু নাহি হয় স্মরণ।

উ। তারপর—তারপর——

জহ্লাদ। তারপর আকাশে কেবল কড় কড় ঝণঝণা শব্দ—সব অন্ধকার হয়ে গেলে—কে যেন আমার বল হরণ করিল, জাঁহাপনার কড়া হুকুম অবশ্য তামিল করিতে হবেই হবে; আমি কেবল প্রাণের ভয়ে এ কাজে রত হলাম—কাটিতে পারি নাই; বহু কষ্ট পেয়েছি—এত কাজ হাঁসিল করেছি—কৈ কখন ত এরূপ দেখি নাই? সেই নিমিত্তই ত অন্তরে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত; তাই বলি এ কাজে ইস্তাফা দিলাম।

উ। ভাই জহ্লাদ! আমি ও তোর সঙ্গে ইস্তাফা দিলাম; এক্ষণে মোহ অপসারিত প্রায়; আমার ইচ্ছা, যে মক্কায় গিয়া ফকির হব।

সেনাপতি। কি আশ্চর্য্য! সকলে যে চুপচাপ—জাঁহাপনা! আজ কেন এত নীরব দেখি—আপনি কি মনে করেন, যে দিল্লীর সেনানীর ধমনীতে এখনও উষ্ণ শোণিত নাই? উজীরের আর কি? এক্ষণে বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ—রাজকার্য্য হইতে অবসর দেওয়াই বিধিবদ্ধ। আপনি হয়, একার্য্য সৈন্যের দ্বারা সাধিত হইবার হুকুম দিন; না হয় জহ্লাদকে কিছু জায়গীর প্রদান করুন। এত অধৈর্য্য হলে কার্য্য চলা অসম্ভব এক কাফের মেয়ে এত নিরাশ—তাহলে ত আমাদের যুদ্ধকার্য্য একেবারে অচল হইত। এখনি জহ্লাদকে কিছু পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করুন।

বাদ। জহ্লাদ! এই সেই কাফেরের মস্তক? বড় বেকুব, রাজস্ব পাঠাইলে বধাজ্ঞা রদ্ হইত। জহ্লাদ! এই লও এক সহস্র মুদ্রা পুরস্কার; আর ঐ মস্তকটী লইয়া উহার পরিজনবর্গকে প্রদর্শন কর।

জহ্লাদ। যো হুকুম, খোদাবন্দ! এই বলিয়া জহ্লাদ পুরস্কার পাইয়া মস্তকটী লাবণ্যবতী ও সরোজিনীর সম্মুখে ধরিল; তদ্দর্শনে তাহারা সকলে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। লাবণ্যবতী হায়! হায়! বলিয়া ভূমে বিলুণ্ঠিতা ও সংজ্ঞাশূন্যা; কিন্তু সরোজিনীর শুশ্রূষায় চৈতন্যলাভানন্তর ভাবিল, "আমার অদৃষ্টে ত ঐরূপ দুর্গতি আছে যবনের হস্তে মৃত্যু অপেক্ষা আত্মহত্যাই শ্রেয়ঃ।" লাবণ্যবতী স্বামীর অবর্ত্তমানে জীবন ধারণ দুঃসহবোধে স্ববক্ষে অস্ত্রাঘাত করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে রুধিরস্রোত বেগে প্রবাহিত হইল। এই সংবাদ ঝটিতি বাদশাহের কর্ণে পঁহুছিল।

বাদশাহ। উজীর! আমি ভাবিয়াছিলাম, যে লাবণ্যবতীকে হারেমে রাখিয়া অন্তঃপুরের শোভাবর্দ্ধন করিব; কিন্তু হায়! সে আশায় নিরাশ। এক্ষণে সরোজিনী ও তার সন্তানদ্বয়কে আনয়ন করা যাক; নতুবা উহারাও এবংবিধ কার্য্যে ব্রতী হইবে। এই আশঙ্কায় এক খোজাকে হুকুম করিলেন। আর খোজাও বাদশাহের দুরভিসন্ধি বুঝিয়া কম্পিত কলেবরে তাদের কাছে গিয়া জানাইল, "মা তোদের ধর্ম্ম বিনষ্ট হবে, কিম্বা জীবননাশে বাদশাহ আক্ষেপ মিটাইয়া লইবে; শীঘ্র পলায়ন কর—ইহ শ্রবণে সরোজিনী স্তম্ভিত হইয়া ভাবিল, "তাইত কিরূপে পলাই—একে রাজ্যনাশ, বনবাস, পিতৃমৃত্যু; আর যাও বা ছিল রমণীর একমাত্র জীবনধন—সেও পলায়মান—তবে এ জগতে রহিবে কে? হায়! হায়! যদি এ মরণকালে মাতৃদর্শনলাভ হয়—সে মরণেও সুখ পাই। হা বিধাতঃ! তুমি এখনও পৃথিবীতে ধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছ; কৈ সে ধর্ম্ম অটুট কোথায়? এখনও নির্দ্দিষ্ট সময়ে চন্দ্রসূর্য্যের উদয় ও ষড়ঋতুর আবির্ভাব হয়—এখনও পৃথিবী শ্যামল শস্যে পরিপূর্ণ ও বৃক্ষসমূহ

ফল ফুলে শোভিত হয়। হা ভগবান্! যত দুঃখ কি মানুষের বেলায়? হা ঈশ্বর। 'তুমিই না মনুষ্যকে শ্রেষ্ঠজীবরূপে সৃজন করিয়াছ; সেই কারণেই কি দুর্দ্দশার অতলে নিমজ্জিত করিবার প্রয়াস পাইলে? হায়! হায়! এ সব কি ধর্ম্ম, না মনুষ্যকে প্রতারণামাত্র" এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মৃত্যুকে সহস্রাংশে শ্রেয়ঃ মনে করিলেন।

সরোজিনী। তাইত কি করি—এই দুই অপোগণ্ডকে কাহার হস্তে সমর্পণ করি—যদি প্রাণ বিনিময়ে ইহাদের জীবনরক্ষায় সক্ষম হই, সে মৃত্যু হাসি হাসি মুখে আলিঙ্গিব। খোজা! খোজা! আমাদের পলাইতে দাও—আমাদের প্রাণ বাচাও—প্রাণ বাচাও—এই কৃপা ভিক্ষা চাই! হা ঈশ্বর! তুমি না সর্ব্বান্তর্যামী—দুরন্ত যবনের হস্তে সতীত্ব নাশ, না হয় নিশ্চিত মৃত্যু ঘটিবে। সতীত্ব—ইহা যে মহাদুর্লভ পদার্থ—এ অমূল্য রত্নসম আছে কি ধরায়? এতে যদি পুত্রকন্যার জীবন যায়—সেই সুখ আলিঙ্গিব হাসি হাসি মুখে; কিন্তু অসতী বলে কি কলঙ্কিনী হব? না কভু নয়; এই দৃঢ়পন ধরিতে—জানে এ হৃদয়, নারীর জনম তায়—দাউ দাউ করে কেন জ্বলে পুড়ে যায়। সে হয় হউক, তথাপি দিব না কাকে, আসে যদি নিতে, পদাঘাতে নিক্ষেপিব—দূরে, দেখিব কার হেন সাধ্য আছে এ—ধরায়; কি এ পূরীষপূর্ণ কলেবর—বাঞ্ছা হয় যবনের, লোভিতে আমায়? যায় যাক্ মোর এ জীবন, সে ও ভাল; তথাপি না দেখিব, নিজহস্তে কাটিব—খণ্ড খণ্ড করে ঐ শৃগালের সম্মুখে; কিন্তু ধরিতে না দিব আমায়; মরিতে—শিখেছি ভাল, কভু না ডরাই কোন্ জনে? ছুরিকা সার্থক জনম্ হউক্ (হে) তোমার—লইবে কি প্রাণধন অন্য ললনার? (কেন) এ দুর্লভ প্রাণ, রাখিব কাহার তরে—বিশেষতঃ ঐ যবনের ঠাই, কেবল—পলাই পলাই, যশঃ ঘোষিত হউক—এ ধরায়, এই মনে অনুক্ষণ লয়।

খোজা। মাজী! ঐ না জল্লাদ আসিতেছে, হাঁ হাঁ তাইত দেখ্‌ছি।

জল্লাদ। খোজা! বাদশাহ যে জন্য পাঠাইল—সে সব কি ফেঁসে গেল?

খোজা। দেখ্ ভাই! আমরা ত বাদশাহের বান্দা; কিন্তু একবার ভাব দেখি—এ সব মেয়ে আদমী, এদের সতীত্ব নাশ করিবে—কিরূপে দেখিব বল্ দেখি? আমি খোজা—লোকে বলে, "আমার শরীরে দয়ার লেশমাত্র নাই;" কিন্তু এদের দেখে, কেন বল্ দেখি অন্তরে দয়ার সঞ্চার হয়? বাদশাহের পিপাসা আর নিবৃত্তি হয় না। আমি বলি, "এদের মারিতে হয় প্রাণে মার, ধর্ম্মনাশের কি প্রয়োজন?"

জল্লাদ। দেখ্ খোজা! তুই দিন দিন বড় আহ্লাদে হচ্ছিস্। বাদশাহ যা ইচ্ছা হয় করুক না কেন; বাদশাহের উপর কথা কওয়া কিম্বা বাধা প্রদান করা বিড়ম্বনামাত্র।

খোজা। দেখ্ ভাই জল্লাদ! এ মেয়েলোকদের ছোড় দেনেসে বাদশাহের কাছমে চল না বাতাই, যে ওসব আদমী একদম্ ভাগ্ গিয়া।

জল্লাদ। যদি বাদশাহ টের পায়, তোর কি বল্, আমি সংসার করি, শেষকালে কি গর্দ্দানটা দিয়ে প্রাণটা শেষে হারাইব—বড় ভয়ানক—খোজা—বড় ভীষণ! জান্ যাবে? না—না তা হবে না; আমিত লোকদের প্রাণে মারি, না আমার প্রাণটা কিনা শেষে যাবে?

খোজা। বাদশাহ কি বলেছে বল দেখি? বাদশাহ দিন দিন কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য; আর তোরা ত বলিদানের কাজে বেশ দুপয়সা অর্জ্জন করিতেছিস্; বলি, এত পয়সা খাবে কেরে? তুই কি মনে করিস্, যে আমি খোজা—খোজা বলেই কি ল'ব সব পাপের বোঝা? দেখ্ ভাই! হামলোক মন্‌মে কিয়া; ওস্কো সব্ ছোড়্‌দেঙ্গে চল্ সব ভাগ্ যাই, আবলোক্‌কো কাম্‌ছুটেগা; উসিসে কেয়া ডর্? এ সয়তান কাম্‌ছোড়কে আওর কি কুচ্ কাম নহি? দেখো তোরা পায়ে পড়ি—এ কাম্ ছোড় দেও ভাই! ছোড় দেও।

জল্লাদ। মাজী! তোদের যদি ছেড়ে দিই, তোরা কিরূপে পলাইবি?

সরো। কেন—আমরা দৌড়ে দৌড়ে পলাইব—বেটাছেলের পোষাক পরে এ নগর পার হব; আর দিনের বেলায় ঝোপের মাঝে লুক্কায়িত থাকিব। এই লও দশমুদ্রা, আমায় একটী পোষাক আনাইয়া দাও।

খোজা। পোষাকের জন্য চিন্তা কি—"এই লও একটী পোষাক," এই বলিয়া পোষাকটী সরোজিনীর হস্তে দিল। মাজী! পালাও, পালাও।

জল্লাদ! জল্লাদ! চাবি খুলিয়া দাও—মাজী! এখনি পলাইয়া যাও।

জল্লাদ। মাজী! এই ফটক খুলিয়াছি—পালান—পালান—আমাদের প্রাণ বাঁচান—প্রাণ বাঁচান—পালান—পালান—

খোজা। পালাও—পালাও; আর আমরাও বাদশাহের কাছে পলাই।

এদিকে সরোজিনী পুরুষের পোষাক পরিধানপূর্ব্বক পুত্র, কন্যা ও ইন্দুমতীকে সঙ্গে লইয়া শন শন শব্দে রাজপথ ধরিয়া চলিতে চলিতে ভাবিলেন, যে একে মেয়ে মানুষ; তায় দুইটী অপোগণ্ড সঙ্গে—কিরূপে কোন জনপদে নির্ব্বিঘ্নে পঁহুছান যায়—এই আশঙ্কায় তাঁর অন্তর চিন্তাপূর্ণ হইল। একে স্ত্রীলোক, তায় বিপন্না—কি আশ্চর্য্য! সেই সুখদয় কি তাঁর ভাগ্যে সংঘটিত? হে ঈশ্বর! হে অনন্তদেব! তোমার করুণাদানে এত কৃপণতা? তোমার করুণা অপার; আর কৃপণতা ও কঠোরতাও কি অপার? সেই করুণা কঠোরতার রসে মিশ্রিত হইয়া এক অনন্ত সাগরাভিমুখে ধাবিত হইতেছে; তন্মধ্যে করুণার সৌধাবলী লুক্কায়িত—সেই লুক্কয়িত দয়া কি যার তার ভাগ্যে সংঘটিত হয় না? হওয়া বড়ই সুকঠিন—সেই কারণে ঈশ্বর মনুষ্যকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হন। বোধ হয়, মরুভূমে জলাশয়ের আধিক্য ঘটিলে তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের মনে আনন্দভাবাপেক্ষা রুষ্টভাবে আইসে—সেই কারণে করুণাময় করুণানামক পদার্থটীকে এক কঠিন আচ্ছাদনে আবৃত রাখিয়া পরিশেষে উহা সম্প্রদানপূর্ব্বক অশেষবিধ ধন্যবাদার্হ হয়েন। বোধ হয়, উহার মধুরতা উপলব্ধি করাইবার জন্য তাঁর এতদূর আগ্রহ। যাহাই হউক, চক্রীর চক্রভেদ করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত।

বাদ। জল্লাদ! জল্লাদ! খোজা কোথায় গেল?

জল্লাদ। দোহাই বাদশাহ! আমি ইহার বিন্দুমাত্র অবগত নহি।

খোজা। দোহাই খোদাবন্দ! আমিও জানিনা—গিয়া দেখি, যে দরজা ভগ্নপ্রায়। জল্লাদকে কত বলিলাম; বোধ হয়, কোন দুষ্টলোকের কাজ; নতুবা এত স্পর্দ্ধা ধরে কে? এটা ষড়যন্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নয়।

বাদ। তাইত—তোমাদের ত বহুক্ষণ পাঠাইয়াছি—শীঘ্র সিপাহী-প্রেরণে রাজপথ বন্ধ কর; নতুবা কাহারও নিস্তার নাই জানিবে।

সকলে। যো হুকুম খোদাবন্দ! এই বলিয়া রাজপথ বন্ধ করাইল।

সন্ন্যাসী। অরাজক! ঘোর অরাজক! কি আশ্চর্য্য চারিদিকে হাহাকার রব শুনি—যেদিকে ফিরাই আঁখি, কেন সকলকে বিপন্ন দেখি? বাদশাহের জয় হউক—জাঁহাপনা! বর্ম্মণের পরিজনবর্গেরা কোথায়?

বাদ। ভণ্ড সন্ন্যাসী! এত আস্ফালন তোর—জানিস্ না আমি কে?

সন্ন্যাসী। সত্য বটে আপনি বাদশাহ; কিন্তু আপনার ন্যায় শত শত বাদশাহের ঐশ্বর্য্য এক দল কাপালিক দস্যুদুর্গে স্তুপীকৃত রহিয়াছে।

বাদ। রে দুষ্ট সন্ন্যাসি! এখনি তুই কারাগারে বন্দি হইবি। এই দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণে রক্ষিসৈন্যদ্বয় সন্ন্যাসীকে ধৃত করিতে উদ্যত হইলে, সন্ন্যাসীর ত্রিশূলাঘাতে তাহারা ক্ষত বিক্ষত হইল। ইহা দর্শনে, বিংশ সৈন্য তৎপ্রতি ভীমবেগে ধাবিত হইল; আর এক বংশীধ্বনিতে সন্ন্যাসীর প্রায় চারি সহস্র সৈন্য উপস্থিত। এইবার বাদশাহের সৈন্যেরা নতমুখে দণ্ডায়মান।

উজীর। একি—কোথা হতে এত সৈন্যের সমাগম? ঐ সন্ন্যাসীই বা কে? উহার এত শক্তি, যে আমা হেন বাদশাহকে হেয়জ্ঞান করে। এখনি দশসহস্র সৈন্য আনাও। এদিকে সৈন্য দুর্গ হইতে আসিয়া সারি সারি উপস্থিত হইলে, সন্ন্যাসীর আর এক বংশীধ্বনি শ্রবণমাত্র আবার বিংশসহস্র সৈন্য নিমেষে উপস্থিত হইল। এখন বাদশাহের অন্তরে কিঞ্চিৎ আতঙ্ক জন্মিল; বাদশাহ চিত্তসংযমী হইয়া বলিলেন, আপনি কে?”

সন্ন্যাসী। জাঁহাপনা! বীরেন্দ্রের স্ত্রী ও আমার সরোজিনীর পুত্রেরা কোথায় সব?

বাদ। স্বগত—তাইত বীরেন্দ্র, ও সরোজিনীর কথা কেন ইহার মুখে? এ সন্ন্যাসীর আবার পুত্র কে? প্রকাশ্যে—উজীর! এ কি শুনি?

উজীর। ঠাকুর! বীরেন্দ্র নিহত, তার পত্নীও মৃতা; সত্য কথা বলিতে কি, সরোজিনী আজ দুই দিবস পলায়িতা। তাই রাজপথ বন্ধ।

সন্ন্যাসী। উজীর! আচ্ছা আমার সনন্দটী কোথায়?

উ। তোমার আবার সনন্দ কি? তুমি সন্ন্যাসী—এটী যে বলেন্দ্রের?

স। হাঁ আমি সেই বলেন্দ্রসিংহ—প্রমাণ যোগসাধনা ও স্বাক্ষর।

উ। ভয়প্রদর্শনে যবনেরা বশ্যতাস্বীকার করে না; অন্য প্রমাণ কি?

স। সনন্দে আমার হস্তাক্ষরই যথেষ্ট প্রমাণ।

বাদ। তবে কেন আজ তিনবৎসরাবধি রাজস্ব পাঠাও নাই?

স। দিব কিসে? আমি সাধনায় রত ছিলাম—আর চারিদিকে অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টিতে প্রজাবৃন্দের দারুণ কষ্ট—প্রজারক্ষাই রাজধর্ম্ম।

বাদ। ঠাকুর! এত সৈন্যবল তুমি কিরূপে সংগ্রহ করিলে বল?

স। তাতারের বাদশাহের নিকট হইতে আমি এত সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছি—আবশ্যক হইলে, আর অধিক সৈন্য সমাবেশ করিতে পারি।

বাদ। তবেত দিল্লীর সিংহাসন কোন্ দিন অধিকৃত হবে?

স। না জাঁহাপনা! কথনই না; অর্থাভাবে কিরূপে রাজস্ব দিব—কাপালিক দুর্গে এত গুপ্তধন স্তূপীকৃত—যে পাঁচশত বাদশাহের ধন একত্রীভূত করিলে উহার সমতুল্য হয় কি না সন্দেহ? আমি অর্থপ্রিয় হইলে উহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণে স্বয়ং ধনবান হইতে পারিতাম।

বাদ। এত অর্থ! বল কি? আচ্ছা সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বনের কারণ কি?

স। অলীক সাংসারিক সুখই ইহার একমাত্র কারণ। আমার নিদ্রাবস্থায় এক মহাপুরুষের রূপে কে যেন বলিল, "রে মূঢ়! তুই

এখনও ভোগসুখোন্মত্ত; আত্মার সদ্‌গতির জন্য প্রস্তুত হ—যদি অর্থ-প্রয়াসী হস্‌, এখনি ট্যাসগঙ্গ শৈলে গিয়া ধর্ম্মাচরণ কর;" তারপর নিদ্রা-ভঙ্গ। এদিকে জনরব যে, বলেন্দ্র সিংহ আর জীবিত নাই—শুনিলাম যে বাদশাহ কর্ত্তৃক সরোজিনী ধৃতা; তচ্ছ্রবণে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। ভাবিলাম সন্ন্যাসী—আর ফিরিব না; আবার ভাবিলাম, স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষা করা স্বামীর কর্ত্তব্যকর্ম্ম; সেই নিমিত্তই এস্থানে উপনীত—অর্থলুব্ধ হইলে স্বতন্ত্র ব্যাপার ঘটিত। অর্থ আছে; কিন্তু গ্রহণ করিবার সামর্থ্য কৈ? এখন স্পৃহাশূন্য; আমার একান্ত ইচ্ছা, যে আত্মার সদ্‌গতি করিব। ইহাই সন্ন্যাস ধর্ম্মের মূলমন্ত্র। জাঁহাপনা! এক্ষণে সনন্দ প্রার্থী!

বাদ। ঠাকুর! এই লও তোমার সেই সনন্দ।

স। রাজার উৎপীড়নে রাজ্যনাশ জানিবেন, এক্ষণে চল্লাম।

বাদ। তোমার মঙ্গল হউক, আল্লার মর্জ্জি, যে তুমি অচিরে শান্তিলাভ কর—এই আশিষ্‌ গ্রহণ পূর্ব্বক নতশিরে যে কোথায় অন্তর্হিত হইলেন, তার আর চিহ্ন অবধি রহিল না।

উজীর। সন্ন্যাসীর উজ্জ্বলকান্তি দেহ, মস্তকে জটাভার দর্শনে এক মহাকর্ম্মীপুরুষ বলিয়া বোধ হয়।

উ। জাঁহাপনা! সেই সরোজিনীর প্রাণনাশে দিল্লীর ইতিহাস ভিন্নরূপে বর্ণিত হইত। খোদা যা করে—সবই মঙ্গলের জন্য—সেই নিমিত্ত অগ্রপশ্চাৎ ভাবা উচিত। ধৈর্য্যে ও সহিষ্ণুতায় হিন্দুরা এ যাবৎকাল শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়া আসিতেছে। এইবার রাজদরবার সাঙ্গ হইল ও সৈন্যগণ দলবদ্ধ হইয়া কাতারে কাতারে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সরোজিনীর ছদ্মবেশে কথপোকথন।

এদিকে বলেন্দ্রসিংহ সন্ন্যাসীর বেশে দ্রুতগমনে মীরপুর গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে এক ভদ্রবেশধারী সৈনিকপুরুষ সন্তানদ্বয় ও সহচরীসহ অতিথিরূপে দণ্ডায়মান ; আর তাঁর অদ্যাবধি শ্মশ্রু উঠে নাই, তাই মুখশ্রী এত মসৃন ও চিক্বণ। দেখিলে বোধ হয়, যে তাঁর অন্তর আতঙ্কপূর্ণ।

বলেন্দ্র। মহাশয়। আপনার নাম কি, বাটী কোথায় ও কেনই বা এস্থানে আগত ?

সরোজিনী। নাম সুজিতসিং—বাটী দূরবর্ত্তী গ্রামে।—ঈষৎ চমকিয়া বলিলেন, "আপনি কেনই বা ওরূপ কথা জিজ্ঞাসিতেছেন ? আমি ভদ্রলোক পথশ্রান্ত হইয়া এই দুই অপোগণ্ডকে লইয়া বিপন্ন।"

বলেন্দ্র। পথ চিনিতে পারেন নাই, সেই জন্যই কি বিপন্ন ?

সু। হাঁ মহাশয় ! পথ প্রদর্শনে আমি গয়াজেলায় পৌছিতে পারি।

বলেন্দ্র। অচ্ছা ! আপনার কে কে আছেন ?

সু। হাঁ আমার বড় কষ্ট, তা আপনাকে বলেই বা কি লাভ ? এই বলিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

বলেন্দ্র। আপনি বীরপুরুষ—নারীর ন্যায় এত কম্পিত হইতেছেন কেন ? তবে বুঝি কোন ব্যারাম আছে ?

সু। হাঁ আমার পিতার মৃত্যুতে দারুণ ক্লেশ উপস্থিত। কথা প্রসঙ্গে হস্তপদাদি কম্পিত হয়। আপনার কাছে কি কোন ঔষধ পাওয়া যায় ?

বলেন্দ্র। দিব কাহাকে—পাত্রাপাত্রভেদে ঔষধ দিই—আপনার কিশোর বয়স। বোধ হয় আপনি পথশ্রান্ত ; সেই নিমিত্ত এত কম্পিত ; ঔষধ দিবার কোন আবশ্যক দেখি না। আপনি আমার সঙ্গে শিবিরে

যাবেন কি ? তবে এদের লইয়া চলুন। সন্ন্যাসী ও নাছোড়বান্দা—তিনি বলিলেন, আসুন, আসুন। ভয় কি, আমরা হিন্দু, হিন্দুকে রক্ষা করাই আমাদের চির ব্রত। আমি দিল্লী হইতে সবেমাত্র ফিরিতেছি। আমার চারিটী লোকের আবশ্যক ? আপনি বলিতে পারেন, তাঁরা কোন্ পথ ধরিয়া গিয়াছেন ?

সু। না মহাশয়! আপনি সন্ন্যাসী—আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলা কি প্রয়োজন ? আমরা ছেলেপুলে লইয়া ঘর করি, আমাদের কাছে মিথ্যা কথা আদৌ পাবেন না—সত্য বলিতে কি, ইহার বিন্দুমাত্র জ্ঞাত নহি। স্বগত—যেথানে বাঘের ভয়—সেই থানে কি সন্ধ্যা হয়। ইনি সন্ন্যাসী, যেন সাক্ষাৎ কন্দর্পদেবের ন্যায়; কিন্তু হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন—অথচ মুসলমানের ন্যায় শ্মশ্রু। শরীর শীর্ণ; অথচ পূর্ণকান্তি, বোধ হয়, কোন গুপ্তচর—না আর কোন কথা একে বলো না—ইহার অধীনে এত সৈন্য; নিশ্চয়ই বাদশাহের সেনাপতি, আমাদের অনুসন্ধানার্থে বহির্গত; আর আমরা ত এর মুষ্টিমধ্যে পতিত। কি ছলে পলাই—আর যাব বা কিরূপে ? এত সৈন্য! যদি আসল বাক্যটী নিঃসৃত হয়, অমনি সংশয় জন্মিবে। বহুকষ্টে পলায়মানা—না আর কোন কথা বাড়ান হবে না। আমি মেয়ে ছেলে, কত কেঁপে কেঁপে বলিয়াছি—এখন পলায়নের কৌশল আঁটা চাই! প্রকাশ্যে—মহাশয়! এ গ্রামের নাম কি ?

ব। এটী মীরপুরগ্রাম বলিয়া প্রসিদ্ধ—এ স্থান হইতে গয়া বহুদূর। আপনি বুঝি লেখাপড়া জানেন না ?

সু। না মহাশয়! আমার বাবা বিদ্যা শিখান নাই—তিনি বিদ্যা শিক্ষায় বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। যাও দুই একখানি বই পড়িয়াছিলাম তাহাও বিস্মৃত; এখন অর্থাভাবে শিক্ষায় স্পৃহা জন্মে; কিন্তু সৎগুরুর অভাব। যাও বা মিলিল—বেশী শিক্ষা হল না। তিনি যে কোথায় অদৃশ্য; তাঁর আর কোন নিদর্শন হল না।

স। আপনার গুরুর নাম কি ?

সু। গুরুর নাম কি ধরিতে আছে ? গুরু পরমারাধ্য দেবতা ; তাঁর মূর্ত্তি অন্তরে সদা জাগারিত। আপনারা সন্ন্যাসী হইয়া নাম করিতে পারেন—আমরা সাংসারিক লোক, ওসব মুখে আনা অবধি মহাপাপ।

স। বড়ই আশ্চর্য্য ! বেটাছেলে হইয়া গুরুর নাম করেন না। আচ্ছা ইহাদের যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে ; ইহারা ও কি এই কথা বলিবে ?

বালক ও বালিকা। হাঁ ! আমরাও গুরুর নাম জানি না—গুরু পয়সা দেয় না, ভাল খেতে দেয় না, কেন তাঁর নাম করিব ? যে খাবার দিবে তার নাম করিব—আপান যদি ভালবাসেন আপনার নাম করিব।

স। দেখুন সুজিতসিং ! ছেলেটী বড় চালাক—বয়সকালে এক প্রতিভাশালী ব্যক্তি হবে।

সু। হাঁ মহাশয় ! বালকটী যার তার সঙ্গে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে—উহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারি না ; শাসনের বহির্ভূত। আমার লেখা পড়ায় জ্ঞান স্বল্প—এদের ত তাই হবে—তবে আর কথা কি ?

স। মহাশয় ! আপনার কমলানন দর্শনে পূর্ণচন্দ্রকান্তি অবধি ম্রিয়মাণ হয়। আপনার বাক্যচ্ছটা কাঁটালি চাঁপার ন্যায় মিষ্টতা ও কোমলতাপূর্ণ। আচ্ছা ! একটু সরবৎ পান ও গঞ্জিকা সেবন করুন।

সু। না মহাশয় ! অম্লরোগে কিছুই সহ্য হয় না। সে কারণে পিতা বিদ্যাশিক্ষা দেন নাই। তাঁর ধারণা, যে বিদ্যাশিক্ষা ও মাদক দ্রব্য সেবনে মনুষ্যের হৃদয় কঠোরতাপূর্ণ হয়। আমায় এরূপ অন্যায় অনুরোধ আর করিবেন না।

স। দেখুন, আমার কোন কথা রক্ষা না করিবার কারণ কি ?

সু। রাখিব কিরূপে—আপনি সন্ন্যাসী ও সিদ্ধপুরুষ, আমার শিরোমণি ; আমার কর্ত্তব্য যে সেবায় পুরিতুষ্ট করা—তা না করিয়া কিনা একত্রে পান ভোজন—বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার ! আমি আদৌ পছন্দ করি

না—ও আমার দেশের এরূপ পদ্ধতি নয়।

স। আমার গয়ার বিষয় জানা আছে; কৈ এসব ত আদৌ ছিল না।

সু। হাঁ আজ কয়েক বৎসরে রীতিনীতির প্রচলন সম্পূর্ণ বিপরীত।

স। তবে একটু সরবৎ পান করুন না কেন?

সু। না মহাশয়! আপনি মহা সিদ্ধপুরুষ, আমায় এরূপ অন্যায় অনুরোধ করিবেন না—ইষ্টদেবের তপোজপ্ না করে কিছুই স্পর্শ করি না।

স। আপনি এত কিশোর বয়সে তপোজপ্ করেন?

সু। হাঁ পৃথিবীর সুখ অলীকবোধে দান ধ্যানে রত হই।

স। তবে বলুন—আপনি একজন ধার্ম্মিক পুরুষ; আর আমি সন্ন্যাসী; আসুন উভয়ে একাসনে আসীন হইয়া ইষ্টদেবের নাম ধ্যান করি।

সু। তান্ত্রিক মতে আমার ইষ্টদেব ভিন্নরূপ—তিনি নিরাকার নহেন সাকার—তাঁর অনন্ত শক্তি নাই, আবার আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু তাঁহাতে আমি শান্তিলাভ করিয়া মুক্তিস্রোতে ভাসমান হই।

স। কি আশ্চর্য্য, আপনার দেবতার শক্তি বড়ই চমৎকার। আচ্ছা সে দেবতা মানিলে কি হয়?

সু। উহার নিকটে মানসিক করিলে কোন কালে না কোন কালে অভিষ্টসিদ্ধি হয়—আমার অভিষ্টসিদ্ধি ভিন্ন প্রকারে—দেবতাও ভিন্নরূপ; আবার তাতে পূর্ণব্রহ্মশক্তির আবির্ভাব। শাস্ত্রে কথিত আছে—ভিন্ন-রুচিঃ হি লোকঃ।

স। আপনি যে শাস্ত্র পড়িয়াছেন—দেখিতেছি, বোধ হয়, আপনি লেখা পড়া জানেন—সেটা অপ্রকাশ করাই নম্রতাই ভূষণ স্বরূপ—কথিত আছে—অতি বিদ্বাংসঃ অপি আত্মনি অপ্রত্যয়ং—অর্থাৎ যে ব্যক্তি যত অধিক বিদ্বান—সেই ব্যক্তিই আপনার উপর ততোধিক অবিশ্বাস আনয়ন করে। বোধ হয়, আপনি শিক্ষিত, বিনয়ই উহার একমাত্র ভূষণ।

সু। আপনি যাতে তুষ্ট হয়েন হউন, আমার তাতে কোন ক্ষতি নাই।

স। আপনি আমার কোন অনুরোধ রক্ষা করিলেন না—আমি সন্ন্যাসী—আচ্ছা একটী হরিতকি খাইতে কি দোষ জন্মায়?

সু। আচ্ছা আমায় প্রদান করুন, হস্ত উত্তোলনে গ্রহণ পূর্ব্বক বলিলেন, "আহা বড় মধুর, ইহাতে পিপাসা দূর করে—আমায় অনেক দূর হাঁটিয়া যাইতে হইবে—আর একটা দিন।"

স। এটী আমলকী—আপনি কি লইবেন?

সু। হাঁ দিন,—আমার অম্লরোগ আছে; বোধ হয়, ইহাতে ভাল হয়—আচ্ছা ঠাকুর! মাথাধরার ঔষধ কি পাওয়া যায়?

স। হাঁ খুব পাওয়া যায়; তবে কিসের জন্য মাথাধরা শুনিলে, আমি উহার ব্যবস্থা করিতে পারি।

সু। না ঠাকুর! হরিতকীতে মাথাধরা সারিয়াছে, নমস্কার, এখন আসি।

স। না—না—আমার বিশেষ দরকার আছে—দাঁড়ান—দাঁড়ান। দেখুন, আমার এক ভার্য্যা আছেন; তবে পার্থক্য এই, যে আপনি পুরুষ।

সু। দোহাই ঠাকুর! আমি বেটাছেলে—আমার কাছে এ সব কথা আপনার ন্যায় মহাত্মার শোভা পায় না—আপনি আমার ইষ্টদেব স্বরূপ। আর মোহের কথায় ভুলাইবেন না—এখন এই আশীর্ব্বাদ করুন যে, পুত্র কন্যাদ্বয় লইয়া যেন সুখ স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে পারি।

স। দেখুন আর একটী কথা বলিব কি—না আপনি রাগ করিবেন?

সু। আমার আবার রাগ কি? বলুন আর কি বলিবার আছে?

স। দেখুন, মহাশয়! আমার সন্তানটীর সহিত আপনার সন্তানের অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে।

সু। ঠাকুর! ছিঃ! ছিঃ! আমি সত্য বলিতেছি, উহাদের বিষয় কিছুই জানি না—মাপ করুন, বহু বিলম্ব ঘটিতেছে—চল্লাম, আর নয়; আমরা ত ঠিক গয়া জেলায় থাকি না—এই বলিয়া সুজিৎসিং নক্ষত্রবেগে রাজপথ ধরিয়া, কখন বা অরণ্য মধ্যদিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বলেন্দ্রের দরবার ও জগৎ সিংহের অভিষেক।

এই সময়ে বলেন্দ্রসিংহ সৈন্য সমভিব্যাহারে গয়ায় উপস্থিত। তখন খোঁজ খোঁজ রব পড়িয়া গেল। বলেন্দ্র এক সভা আহ্বান করিলেন ও প্রজাবৃন্দকে সনন্দটী প্রদর্শনে এক মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, যে বর্দ্ধণ ও তাঁর পত্নী আর ইহজগতে নাই। দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়াছি, যে সরোজিনী, শৈবলিনী, জগত সিংহ ও ইন্দুমতী সকলেই পলায়নে স্ব স্ব জীবন রক্ষা করিয়াছেন। রাজস্ব রদ্ হইয়াছে। বীরেন্দ্র আমার পরিজনবর্গের উপর যদ্রূপ স্বেচ্ছাচারিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন—উহা রক্তমাংসগঠিত মনুষ্যের পক্ষে অসহনীয়। উহার প্রাণদণ্ডে আমি সাতিশয় প্রহৃষ্ট। এখন জগৎসিংহ প্রভৃতির দর্শন পাইলে জগৎকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া এবং সরোজিনী ও শৈবলিনীর সহিত শেষ সাক্ষাৎলাভে সত্বর বিদায় হই; আর শৈবলিনীর বিবাহার্থে রাজ্যের একাংশ প্রদান করি; আর নগরের স্থানে স্থানে পান্থশালা, দেবালয়, পাঠশালা ও চিকিৎসালয় প্রভৃতি সংস্থাপনের আজ্ঞা প্রদানে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করি। বলেন্দ্র সিংহের দরবারের এই সংবাদ রাজ্যের চারিধারে নক্ষত্রবেগে ছড়াইয়া পড়িল; আর সরোজিনীর উদ্দেশে দেশবিদেশে দূত প্রেরিত হইল। এখন লোকমুখে কেবল বলেন্দ্র সিংহের কথা। এক্ষণে সরোজিনী সংবাদ পাইলেন, যে বলেন্দ্রসিংহ দরবার আহ্বানে স্বয়ং তাঁদের প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। সরোজিনী সৈনিক পরিচ্ছদত্যাগে রাজধানীতে উপনীতা হইয়া দেখিলেন যে, সত্য সত্যই সিপাহীরা বলেন্দ্র সিংহের গাত্রে চামর ব্যজন করিতেছে, বৈতালিকেরা স্তুতিপাঠ ও ব্রাহ্মণেরা যাগ যজ্ঞ সম্পাদনে ব্যস্ত। এই সমস্ত সন্দর্শনে সলজ্জায় স্বামী সমীপে উপস্থিত হইবামাত্র

সভামণ্ডলীরা সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক "জয় রাজা বলেন্দ্র সিংহের জয়, জয় রাজা জগৎ সিংহের জয়, জয়," বলাতে আনন্দের রোল উত্থিত হইল। সকলেই উল্লাসে মগ্ন। সভায় ব্যক্ত হইল, যে সরোজিনী সৈনিকপোষাক ধারণে কিরূপে বলেন্দ্র সিংহকে প্রতারিত করিয়া নিরাপদে স্বীয় রাজধানীতে, উপস্থিত ও মীরপুর গ্রামে ঐ সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাইয়াও পরস্পরকে চিনিতে সক্ষম হয়েন নাই। রাজ্যের চারিধারে ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল। এক্ষণে সকলে সম্মিলিত হইয়া জগৎ সিংহের উপরে শ্বেতছত্র ধারণ ও চামর ব্যজন করিতে লাগিল। জগৎসিংহ সিংহাসনারূঢ় হইলে অধীরা সরোজিনী সানন্দে স্বামীসকাশে দণ্ডায়মানা।

বলেন্দ্র। সরোজিনী! মায়াপাশ ছিন্ন করিয়াছি। এক্ষণে এই সন্ন্যাসধর্ম্মে সারাজীবন কাটাইব, আমার মৃত্যুর পর তোমরা শ্রাদ্ধক্রিয়াদি দ্বারা শুদ্ধাচারী হইবে; জীবদ্দশায় বিপন্না হইলে তাতার বাদশাহের কাছে দূত পাঠাইয়া সাহায্য চাহিবে; দশসহস্র রাজকীয়সৈন্য রাজ্যের রক্ষার্থে সদা দণ্ডায়মান থাকিবে—এই বলিয়া জগৎসিংহ, শৈবলিনী, সরোজিনী ও অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক তাতারাভিমুখে গমনোদ্যত। সরোজিনী অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন ও স্বামীকে শেষ বিদায় দানে ব্যথিতা হইলেন। মণিহারা ফণিনীর যদ্রূপ ক্ষোব জন্মায়, চন্দ্রের অদর্শনে কুমুদিনী যদ্রূপ ক্লিষ্টা হয়, সরোজিনীর মানসিক অবস্থাও তদ্রূপ হইল। এক্ষণে সকলেই তারস্বরে বলিল, "জয় বলেন্দ্র সিংহের জয়, জয় জগৎ সিংহের জয়, জয় ক্ষত্রিয়রাজের জয়", এই সঙ্কেত ধ্বনি শ্রবণে সন্ন্যাসীর সৈন্যগণ তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। নপাড়ার মধু, বিন্দু ও উষা, মুকুর্য্যে, চাটুর্য্যে ও চক্রবর্ত্তী মহাশয়েরা সকলেই ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয় বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সড়ারাম দত্তের মুখ আর মলিন। এখন যার তার মুখে জগত সিংহের অদ্ভূৎ রাজ্যপ্রাপ্তির কথা বিঘোষিত হইল।

সপ্তম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সামসুলের রাজ্যলাভ।

সামসুল। উজীর মহাশয় ও সেনাপতিগণ! আজ প্রায় দুই বৎসর অতীত, আমি কাপালিকের ন্যায় পথভ্রষ্ট ও বনচারী। সৈন্যবলই মহাবল—তন্মধ্যে পঞ্চবিংশ সহস্র সৈন্য বর্ত্তমান—কৈ এখনও সন্ন্যাসীর কোন সংবাদ নাই। কালবিলম্বে শত্রুরা আমাদের উচ্ছেদসাধনের প্রয়াস পাইবে। সেই জটাজুটধারী সন্ন্যাসী একমাত্র ভরসার স্থল, আর আল্লার কাছে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে জানাইতেছি, "হে আল্লা!—হে খোদা! এ দানের প্রতি সদয় হও; আর করুণাদানে কার্পণ্য প্রকাশ করিও না। আহা! জেলেখা আমার নয়নতারা, সুজেফা ও ইরাণী অন্ধের যষ্টি স্বরূপ। হায় খোদা! আমার রাজ্যনাশ, বনবাস, শেষে কিনা জীবননাশ অবধি ঘটিবে। আহা! আজ কোথায় বিবাহের স্থলে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হবে। মরি! মরি! আমার কন্যাটী যেন স্ফুটন্ত চম্পক; আহা! এ পুষ্পটী যে কাহাকে সম্প্রদান করিব তাই ভাবিয়া অস্থির। আমার বাসনা, যে চীনরাজপুত্রের সহিত বিবাহদানে কন্যাটীকে সুখী করিব। লালসিং, মোহনসিং, উজীর! এক্ষণে তোমাদের কি মত?

লালসিং। জাঁহাপনা! আমার একান্ত বাসনা, যে ইদেল্‌ফেতের পর্ব্বোপলক্ষে নিশীথে ভীমপরাক্রমে শত্রুদিগের উচ্ছেদসাধন করিব ও সঙ্গে

সঙ্গে অপর সেনানীদ্বয় পার্শ্বদেশ আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে। এক্ষণে জাঁহাপনার মর্জ্জি।

বাদ। উজীর! তুমি যে নীরব, কেন ইহার কারণ কি?

উজীর। জাঁহাপনা! যদি বিজয় কামনা করেন, স্বয়ং বিংশসহস্র সৈন্যের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করুন। অবশিষ্ট সৈন্যদিগকে অশ্বারোহী, পদাতিক ও তীরন্দাজে বিভাগ করিয়া অশ্বারোহীদিগকে আমাদের পৃষ্ঠদেশ সংরক্ষণে আদেশ করুন। এইরূপ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, আশু ফললাভের সম্ভাবনা; নতুবা সর্ব্বকর্ম্ম অচিরে পণ্ড হইবে।

বাদ। উজীর! আমারও তাই মত। দেখত বহির্দ্দেশে কেন এত জয়ধ্বনি? বোধ হয়, সন্ন্যাসীর আগমন বার্ত্তা। ঐ যে ঠাকুর এই দিকে আগতপ্রায়—আসুন—আসুন—আপনার সব কুশল ত?

স। জাঁহাপনার মর্জ্জিতে সব কুশল, ইহা চরপ্রমুখাৎ শ্রুত, যে মুরশীদখাঁ বেতনদানে অসমর্থ হওয়ায় চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খলা সংঘটিত; এখন মহাসুযোগ উপস্থিত। এই সৈন্যগণকে লউন; কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই।

বাদ। আচ্ছা! আপনার আজ্ঞাই শিরোধার্য্য—এখন আশিষ্ করুন।

জে। ঠাকুর! আমার উপায় কি করিলেন?

স। কয়েক দিবস দাম্পত্যসুখে রত হও; তারপর ওসব কথা। এখন আসি—এই বলিয়া সন্ন্যাসীর অন্তর্ধান। প্রায় এক পক্ষকাল উপস্থিত; পূর্ণিমার চন্দ্র পূর্ণকলা প্রাপ্ত হইয়া মেঘের অন্তরালে লুকোচুরী খেলিতেছে। নীলাম্বরা এক্ষণে চন্দ্রমার সনে সম্মিলনেচ্ছুক; কিন্তু নক্ষত্রপুঞ্জ পাছে রুষ্ট হয়; এই আশঙ্কায় মেঘের সহযোগে মাঝে মাঝে উহার সহিত অঙ্গ-ভঙ্গীম সহকারে বিজলীখেলা করিতেছে। নীলাম্বরা বড়ই চতুরা,—পূর্ণিমায় বিবসনা হইলে চন্দ্রের স্নিগ্ধরশ্মি আরও অধিকতর নির্ম্মল ও উজ্জ্বল দেখায়। এক আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ এবং চন্দ্রের উদয়—যে কারণেই হউক না কেন উভয়েরই সমধিক যত্ন হইতেছে। নিশাবশানে সূর্য্যের প্রখর জ্যোতিঃতে

উহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশুষ্কতা ধারণ করে—সেই বিশুষ্কতা দূরীকরণার্থ চুপে চুপে আশাম্বরা হিমাংশুমালা পান করিয়া শীতলতা প্রতিদানে যত্নবতী হইতেছে। বর্ষাবসানে আকাশের চন্দ্র এবং তারকাবলী যদ্রূপ অধিকতর নির্ম্মল ও সমুজ্জ্বল হয়; তদ্রূপ ইরাণীনাম্নী মেঘের জলবর্ষণের পর বাদশাহের হৃদয়াকাশ আরও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বাদশাহ এক্ষণে স্বজেক্ষা নাম্নী চন্দ্রমণিটীকে বক্ষে ধারণ করতঃ সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। এখন চতুর্দ্দিকে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল—রণসম্ভার সংগ্রহের আর বিরাম নাই। বাদশাহ হিরাসিংকে প্রধান সেনানীপদে বরণ করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইলেন, আর একদল সৈন্য স্বীয় অধিনায়কত্বে রাখিয়া অবশিষ্টাংশকে বিভাগ ও পরিজনবর্গের রক্ষার্থে শিবির উঠাইয়া লইলেন।

বাদ। হে বীরকুঞ্জর লালসিং! সঙ্কেতমাত্র পর্ব্বতের ঝোপ হইতে সসৈন্যে নিঃসৃত হইবে—দেখিও প্রথমাক্রমণে যেন বিশৃঙ্খলা না ঘটে; দুর্গপরিখা উল্লঙ্ঘনের প্রয়াস পাইবে; আর হিরাসিং ও মোহন সিংহের অধীনে সহকারীরূপে কার্য্য করিবে—দেখিও খুব সাবধান।

এখন রাত্রি পূর্ণিমার উজ্জ্বলতায় শোভা পাইতেছে। ইদেলফতের পর্ব্বোপলক্ষে সেই অবিশ্বাসী মুরশিদের সৈন্যগণ সুরাপানোন্মত্ত। রজনীর নিস্তব্ধতাবোধে হিরাসিংহের সঙ্কেতে প্রায় বিংশসহস্র সৈন্য যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান—এইবার রণ দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। লালসিংহের সৈন্য শক্রর সম্মুখীন হইল—কেহ বা সঙ্গীনে শক্রদিগকে ধরাশায়ী করিতেছে—কখন বা শক্ররা অস্ত্রাঘাত অসহ্যবোধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতেছে, কোথায় বা সৈন্যেরা আলি আলি শব্দে উপর্য্যুপরি তরবারির আঘাতে শক্রদিগকে বিনষ্ট করিতেছে; তীরন্দাজগণ ঝাঁকে ঝাঁকে তূণীর ছাড়িয়া শক্রদিগকে বিধ্বস্ত করিতেছে; কেহ বা অস্ত্রাঘাতে যন্ত্রণায় ছটফট ও অশ্বপদতলে নিষ্পেষিত হইয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিতেছে—এখন মুরশিদ খাঁ অশ্বারোহণে সমুৎপিষ্ণের উৎসাহকল্পে ধাবমান; কিন্তু সেই দুর্জ্জয় রণদুর্ম্মদ তাতার

সৈন্সের সম্মুখে কোন ক্রমে তিষ্ঠিতে পারিতেছেন না। এই সময়ে বাদশাহ উপর্য্যপরি আক্রমণের পর মধ্যদুর্গে উপস্থিত—যুদ্ধক্ষেত্র এখন কোলাহলপুর্ণ—দেখিতে দেখিতে ভানুদেব আরক্তিম কলেবরে পূর্ব্বদিকে উদিত। এক্ষণে বাদশাহের অন্তরে ক্ষীণ আশা অঙ্কুরিত, আর লাল-সিংহের দর্শনলাভে মহা হুলস্থুল উপস্থিত। মুরশিদের সৈন্যেরা পশ্চাত ধাবনের সময় ভ্রমক্রমে পরিখামধ্যে নিক্ষিপ্ত। কেহ বা সামসুলের জয়, কেহ বা মুরশিদের জয় বলিয়া দুর্গাভ্যন্তর মুখরিত করিতেছে। এখন ভাগ্যরবি ধীরে ধীরে সামসুল আলমের দিকে ঢলিয়া পড়িতেছে। সূর্য্যোদয়ের প্রারম্ভে সব পরিষ্কার—সেই দুর্গটী এক্ষণে বাদশাহ কর্ত্তৃক অধিকৃত; আর মুরশিদ খাঁ পলায়মান। মুরশিদের পরিজনবর্গ বন্দী হইল। মীন যেমন জাল সংস্পৃষ্ট হইবামাত্র যন্ত্রণায় ছটফট করে, মুরশিদখাঁর পরিজনবর্গের তদবস্থা হইল।

বাদ। এই না ধূর্ত্ত সেনাপতির পরিজনবর্গ—"এখনি ইহাদিগকে দ্বিখণ্ডিত কর—আর সহ্য হয় না"—নিমেষে তাঁর আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। দুর্গের মধ্যভাগে রুধির ধারা প্রবাহিত,—পশু, পক্ষী শিবা ও গৃধ্রের প্রাদুর্ভাবে বাদশাহের অন্তরে অশান্তি আনয়ন করিল। বৃক্ষরাজি আনতশীরে দণ্ডায়মান—তাহারা যেন রণশ্রান্তিতে শিরঃসঞ্চালনচ্ছলে অভি-বাদনে অসমর্থ হওয়ায় প্রভাত সমীরণ সংস্পর্শে কুর্ণিশ করিয়া জানাইতেছে, "হে বাদশাহ! আমরা তোমার অদর্শনে এযাবৎকাল ফলে ফুলে শোভিত হই নাই; যদি বা সাময়িক ঋতুর সমাগমে লজ্জাবনত হইয়া কুসুমনিচয় বক্ষে ধারণ করিয়াছিলাম—সে কেবল স্বাভাবিক ক্রিয়া সম্পাদনার্থ। যদি বা ঋতুর তাড়নায় সৌরভে অরণ্যাণী আমোদিত করিয়াছিলাম—সে কেবল তার পুনরাগমনের প্রতীক্ষায়। যদি বা স্তরে স্তরে প্রতিবৃন্তে পুষ্পস্তবক কৃত্রিম সোহাগে ধারণকল্পে প্রয়াস পাইয়াছিলাম—সে কেবল তার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত। যেমন এক পদ্মিনীবক্ষোপরি প্রজাপতি ও অলি,

উভয়ের সমাগমে পদ্মিনী অলির চুম্বনে আকৃষ্টা হইয়া বক্ষাবরণ উন্মোচনে সমধিক যত্নবতী হয় ; আর প্রথমটীকে দূরীভূত করিবার মানসে পদ্মিনী দোদুল্যমানা হইয়া চঞ্চল অলির প্রতি টলিয়া পড়ে ও পরাগরাশিতে পরিপ্লুতকরণার্থে, তন্মধ্যে অলিকে লুক্কায়িত রাখিয়া বহুরূপী ছলনায় বক্ষাবরণ উন্মুক্ত করে না, সেইরূপ আমরাও মুরশিদের রাজত্বকালে পরাগ সমূহ নিঃশেষিত হইবার ছলে ফল প্রসব করি নাই। যদি বা রামধনুপ্রভ পুষ্পগুচ্ছে শোভিতা হইয়াছিলাম—সে কেবল ক্ষণিক শঠতা ও চিত্তবিনোদনের জন্য ; যদি বা পরাগসমূহ সংগোপনে অক্ষুণ্ণ অবস্থায় রাখিয়াছিলাম, পরিশেষে তোমার অদর্শনে নৈরাশ্যে সংরক্ষিত মৃণাল নিঃশেষিত হইবার ছলে লজ্জাবতীলতার ন্যায় ফলপ্রসবে অসমর্থ হইয়া বারংবার তিরস্কৃত হইয়াছিলাম। প্রত্যূষে দৃষ্ট হইল, যে মুরশিদ খাঁ এক পরিখার মধ্যে নিক্ষিপ্ত। বাদশাহ তদ্দর্শনে বিস্মিত ও মুরশিদের দেহ শতধা খণ্ডিত হইল। বাদশাহের আস্ফালন গাজনার উপর নিপতিত ; এক্ষণে সুযোগ প্রতীক্ষায় রহিলেন ; কিন্তু বিধি বাম—কি করিবেন, রাজ্যের চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত ; এখন সংস্কার আবশ্যক—সেই সংস্কার সাধন বহু সময় সাপেক্ষ। বাদশাহ সুজেফা, ইরাণী, জেলেখা ও ফতিমাকে লইয়া শয়নকক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, সে শোভা—সে সৌন্দর্য্য নাই—কেবল কতকগুলি আলেখ্যের ভগ্নাবশেষ আছে। বাদশাহ বিলাসকক্ষের অবস্থা পরিদর্শনে বুঝিলেন, যে চারিধারে তরুলতাবিহীন উদ্যান। সে কৃত্রিম উৎস নাই, আছে কেবল প্রস্তরময় সোপান ও ঘোর অবিশ্বাসী মুরশিদের ও তাহার স্ত্রী পুত্রদ্বয়ের আলেখ্য। এই দৃশ্যাবলী দর্শনে বাদশাহ ঈষৎ কুপিত হইয়া বলিলেন, স্বগত—"রে চণ্ডাল মুরশিদ খাঁ! তুচ্ছ প্রলোভনমুগ্ধ হইয়া কোথায় কোন্ অনন্ত সলিলে ভাসিয়া গেলি? তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। খোদা! খোদা! আজ বহুদিবস রাজ্যভ্রষ্ট ও বন্যপশুর ন্যায় বিচরণ—খোদা! তোমার মর্জ্জিতে আবার সৌভাগ্য রবি উদিত ;

এক্ষণে আমি শান্তির প্রয়াসী। আহা! কন্যাটী যেন স্ফুটন্ত শ্বেত অপরাজিতা—এরূপ কন্যা যার গৃহে বিরাজমানা, তার ভাবনা কিসের?

বাদ। আচ্ছা জেলেখা! তুমি কি পছন্দ কর?

জে। পিতঃ! এ নারীর হৃদয়ে সন্ন্যাসীর ধ্যান ভিন্ন অন্য কিছুই নাই।

বাদ। সুজেফা! জেলেখার সদা বিরাগভাব—এ পূর্ণ যৌবনে আর একাকিনী রাখা হবে না। আমি এখন তোমাদের সম্মতির প্রার্থী। আহা! বিবাহদানে কতকটা উহার পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। দেখ্ ফতিমা! তুই যে নীরব, কেন এর কারণ কি?

ফতিমা। বাদশাহের অসম্ভব কাণ্ড—এ কার্য্যে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র নারীর প্রবেশসাধ্য নহে। কথায় বলে, "বড় গাছে বড় ঝড়"—আমরা বাঁদী—বাঁদীগিরি করে শেষে সারা জীবনটা এইভাবে কাটাই আর কি?

বাদ। ফতিমা! তুই বড় আক্ষেপ করিস্। হ্যাঁরে চুপ করে রহিলি যে?

ফ। না চুপ করি নাই; এত বড় কথাটার জবাব দিতে বিলম্ব ঘটে।

বাদ। ফতিমা চতুরা, কথায় কথায় হারমানিতে হয়। আমার ন্যায় বাদশাহের বুদ্ধি ফতিমার কাছে শোভা পায় না। কেন এখন যে নিস্তব্ধ?

ফ। নীরব হব না কেন? বাদশাহেরা সঙ্কটে পড়িলে বকশিশ ঘোষণা করেন—কার্য্য হাঁসিল হলে, আর মনে থাকা ভার হয়।

বাদ। আচ্ছা ফতিমা! মন্ত্রীপুত্রের সঙ্গে বিবাহে ক্ষতি কি?

ফ। না—না তা হবেনা—আপনার মত বাদশাহের কাছে থেকে একপ্রকার মায়ায় বিজড়িত—সে মায়াপাশ ছেদন করে নারীর পক্ষে পলায়ন করা বড়ই অসম্ভব। নারীর হৃৎকমলে প্রণয় অঙ্কুরিত হইলে, উহা উৎপাটিত করা দুরূহ। জাঁহাপনারা খেয়ালবশতঃ স্বেচ্ছাচারকার্য্যে ব্রতী হন; আমরা কিন্তু তদ্রূপ নহি। পুরুষ পথপ্রদর্শক বা পাণ্ডা, নারী তীর্থের যাত্রীস্বরূপ। একজন কামনা উদ্দীপিত করিবার মানসে ব্যাধের ন্যায় লতাপাতাচ্ছাদনে শীকার ধৃতকরণার্থে ফাঁদ পাতিয়া লুক্কায়িত

থাকেন ; অপর জন তাঁর সহকারিণী হয়েন ; একজন মোহপাশ ছেদনে সমর্থ, অপর জন প্রবেশমাত্র আবদ্ধা হয়েন। একজন শান্তিপ্রিয় ; কিন্তু চঞ্চল ; অপরটী শান্তিদায়িকা এবং সরলা। একজন চন্দ্রকৌমুদী-স্নাত হইয়া রসনা পরিতৃপ্ত করিয়া লয়েন, অপরটী নব নব কেলি সহকারে চিত্তরঞ্জনের প্রয়াস পান ; কিন্তু নাছোড়বান্দা। তাই বলি জাঁহাপনা! আপনি আমার সুখতারা—সে তারা ফেলে কি আর অন্য আকাশে উদিত হবার সাধ্য আছে? স্ত্রীজাতি আয়ত্তসুখ ত্যাগে কখন ভাবীসুখ কামনা করে না। আমার পুরস্কারলাভ করা দূরে থাকুক—এখন যাহা আছে ; বরং তাহাই সামলান ভার।

বাদ। ফতিমা! তোমার মধুর বাক্যচ্ছটা, যত ভালবাসার শাখা, প্রশাখা, ফল ফুল ও কচি কচি পাতা—সবই কি তোমার অন্তরে মুকুলিত? আল্লার মর্জ্জিতে অবাধে কর্ত্তৃত্ব করিতেছ। আমরা পুরুষকার প্রদর্শন করি, তোমরা দৈবশক্তির উপাসিকা। উভয়ের মধ্যে যতদূর সাদৃশ্য সম্ভবে ; তদপেক্ষা পার্থক্য সমধিক ; তাই বলি দুনিয়ার অদ্ভূৎ সৃষ্টি। আচ্ছা ফাতমা! ইরাণীর মনটা কেন আজ এত ভার ভার দেখি?

ই। জাঁহাপনা! আমার কক্ষে আদৌ গমন করেন না ; অবশ্য পিঞ্জরাবদ্ধ নবপক্ষীর প্রতি আদর যত্ন কিছু বেশী ; কিন্তু তা বলে পুরাতনটী কি একেবারে বিস্মৃত হবেন? এই বলিয়া অশ্রুপাত করিলেন ; তদ্দর্শনে বাদশাহ ব্যথিত হৃদয়ে বলিলেন, "কৈ তোমার প্রতি ত কোনরূপ অন্যায়াচরণ করি নাই ; বরং আজীবন রঙ্গরসে জীবনের সমস্ত খেদ মিটাইয়া লইয়াছি। আমরা বাদশাহ—জগতের শ্রেষ্ঠবস্তুর প্রার্থী, একের কাছে অত ধরা বাঁধা নয়। আমাদের রাজ্যের পদ্ধতি, আর কোরাণের, আজ্ঞা এইরূপ ; অবশ্য কোরাণ মানিতে হইবে—যে বাদশাহ কোরাণ মানে না, সে মস্‌লেম সমাজের অযোগ্য ; তবে ত ওসব আন্দোলন বৃথা? যাও এখনি বিশ্রামাগারে গমন কর, আমি পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছি।

যদি বল সুজেফা—সুজেফার দ্বারা রাজ্যপ্রাপ্তি; আর ঐ সন্ন্যাসীর বাক্যাবহেলনে রাজ্যটী অচিরে মরুভূমে পরিণত হইবে। যদিও আমি যবন, তথাপি নীতিশিক্ষায় ও ধৈর্য্যে হিন্দুরা আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; স্বেচ্ছাচারিত্ব প্রকাশে সর্ব্বসময়ে রাজ্যচলা অসম্ভব—সেই নিমিত্ত কোন দৈবশক্তির আশ্রয়গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। ইরাণী! তুমি কেন এসব প্রলাপ কহিতেছ? তুমি আমার সেই হৃৎপিঞ্জরের পাখী—ভালবাসায় মাখামাখি; তবে সুজেফাকে ও ফতিমাকে যে চক্ষে দেখি, নিশ্চয় বলিতে পারি তোমার দিব নাকো ফাঁকি। বাদশাহ কাহারও কাছে এত ধরা বাঁধা নহে—এই ফতিমাকে নিকা করিলে, তখন কি হবে বল দেখি? এখন জেলেখার বিবাহে বড় ব্যস্ত—তাই বলি করিও না অত উত্যক্ত; আর জেলেখা সকলের সমান, যেন এক বৃক্ষে দুটী পল্লব; তন্মধ্যে একটী ফুল। সুজেফার বনবাসে আমার রাজ্যনাশ ও বনবাস হইয়াছিল; অবশেষে প্রাণনাশ অবধি ঘটিত। এত মনস্তাপে কি রাজ্যে মঙ্গল ঘটে? যদি ধৈর্য্য সহকারে হারেমে থাকিতে চাও ত ভাল; নতুবা অন্তর্হিত হও। ইহা শ্রবণে ইরাণী জীবনের অতীত ঘটনাবলী স্মৃতিপটে এক একবার জাগরিত করিয়া সন্তপ্তচিত্তে অন্তঃপুরে প্রবিষ্টা হইলেন।

ফতিমা। দেখুন জাঁহাপনা! ইরাণীর তেমন শ্রী নাই; এখন চাতকিনীর ন্যায় পাগলিনীপ্রায়া হইয়া অন্তঃপুরে বিচরণ করিতেছে। আহা! ভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের কি অদ্ভুৎ পরিবর্ত্তন! আসুন বিশ্রাম করিগে।

কি আশ্চর্য্য! জাঁহাপনা! যে ইরাণীর অদর্শনলাভে জাঁহাপনা পলকে পলকে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইতেন, সেই ইরাণীর কক্ষ কিনা এক্ষণে সৌন্দর্য্যহীন? সেই ইরাণী কিনা ফতিমার অনেক নিম্নে—যে ফতিমা সাহাজাদী! সাহাজাদী! বলিয়া অমৃতবর্ষণ করিত; সেই ফতিমা কিনা একবার ভ্রূক্ষেপ করে না? কি আশ্চর্য্য! পুরাতন কাঞ্চনে অনুরাগ ও স্পৃহা আদৌ প্রধাবিত হয় না? কেন দুইত কাঞ্চন—মণিমুক্তায় শোভমান; তবে না হয় প্রথম-

টীর চাকচিক্য কিছু বেশী; বলিহারি নূতনকে; তবে ত কালের ক্রীড়ায় সঙ্গে সঙ্গে আমারও ঐরূপ দশা ঘটিতে পারে—যাক্ এখন অন্তঃপুরে গমন করিয়া ইরাণীর অবস্থা দেখিগে—এই বলিয়া তাঁহারা চলিয়া গেল।

এক মৌলবি। দেখ ভাই! সকলেই ভদ্র বলিয়া পরিচয় দেয়—সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পসার সব নষ্টপ্রায়; আর মসলেম সমাজের মানাসম্ভ্রম রক্ষা করা দায়। পারসি ভাষায় বুৎপত্তিলাভে এই বুঝি, যাহারা শ্রমজীবির ন্যায় স্বল্প অর্জ্জনে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে—তাহাদিগকে ছদ্মবেশধারী ভদ্রলোক বলিয়া মনে করি। শুনিতে পাই, বহুনীচবংশীয় শ্রমজীবিরা বাদশাহের কার্য্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আপনাদিগকে ভদ্রবংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হয় না—আমার মতে বাদশাহই প্রধানভদ্রলোক ও অন্যান্য ভদ্রবংশীয় ব্যক্তিগণ এবং কৃতবিদ্য পুরুষেরা সম্ভ্রান্ত এবং ভদ্র হইতে পারেন।

অপর মৌ। হাঁ আমারও তাই মত; তবে কোন কোন গ্রন্থকারেরা উল্লেখ করেন, যে সামান্য মজুরেরা অবধি ভদ্রলোক হইতে পারেন ও সময়ে সময়ে নানা অন্তঃসারশূন্য যুক্তি প্রদর্শন করেন। আজকাল রাজকর্ম্মচারীর সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হওয়ায় আমরা ক্রমশঃ নগণ্য হইতেছি—মসলেম সমাজের গৌরবরবি অস্তমিতপ্রায়, চল চল আর এস্থানে থাকা উচিত নয়।

এক মৌ। তাইত আধুনিক সমরনীতিবিশারদগণের প্রতিপত্তি কিছু বেশী। যে স্থানে যত সামরিক প্রথা প্রচলিত, সেই সেই স্থানে ততোধিক ধর্ম্মকর্ম্ম অপসারিত। যদি বাদশাহ ধর্ম্ম রক্ষণকল্পে যত্নবান হয়েন—সে ধর্ম্ম নৈতিক ধর্ম্ম নহে; উহা রাজনৈতিক ধর্ম্ম।

অপর মৌ। নৈতিক ও রাজনৈতিক ধর্ম্মে প্রভেদ কি?

এক মৌ। রাজনৈতিক ধর্ম্মে রাজার স্বার্থ বিজড়িত; কিন্তু নৈতিকধর্ম্ম প্রজার ইষ্টানিষ্ট রক্ষার্থে সৃষ্ট। যে বাদশাহ ঋতুর সঙ্গে সঙ্গে পোষাকপরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের ন্যায় ধর্ম্মের সংস্কারসাধন ও পরিবর্ত্তনে

ব্রতী হয়েন ; সেই সেই ধর্ম্মে চিরসত্যতা কোথায় ? নৈতিকধর্ম্মই যথার্থ ধর্ম্ম—উহা অক্ষয়, অপরিবর্ত্তনশীল ও চিরন্তন।

অপর মৌ। তবে ভাই! চল্ চল্, অন্য রাজ্যে স্থানান্তরিত হওয়া যাক্।

এক মৌ। দাঁড়া, দাঁড়া, বাদশাহের কার্য্যের দিকে কিঞ্চিৎ লক্ষ করা যাক্।

অপর মৌ। গতিক বড়ই মন্দ—আর নয়, আমি চল্লাম।

এক মৌ। তবে চল—মসলেম সমাজের ধর্ম্ম রক্ষাকল্পে প্রাণ বিসর্জ্জন শ্রেয়ঃ, চল আমিও যাই ; তবে মুরশিদের চরিত্রে বড়ই ব্যথিত। ঐ না বাদশাহ আসিতেছে, হাঁ হাঁ পলাইয়া চল যাই উভয়।

এ দিকে বাদশাহ যুদ্ধের জয়চিহ্নস্বরূপ শ্রান্ত সৈন্যদিগের মধ্যে অবাধে সুরাপানের ব্যবস্থা করিলেন ; আর সৈন্যেরাও কৃতজ্ঞতা সহকারে বাদশাহের মঙ্গলকামী হইল। এক্ষণে বাদশাহ উজীর ও অমরসিংকে লইয়া পর্ব্বতোপরি আরোহণ পূর্ব্বক প্রজাবৃন্দের দারিদ্র্য দর্শনে বলিলেন, উজীর! উহাদের বদনে যেন বিষাদের ছায়া ; সকলে যেন দুর্ব্বিষহ সংসারভারে প্রপীড়িত ; অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টিতে রাজ্যে কেবল হাহাকার রব ; কেহ বা স্ত্রীপুত্র লইয়া অন্যত্র পলায়মান—কেহ বা আশার পথ চাইয়া আছে, যে ক্ষেত্রসমূহ অচিরে শ্যামলশস্যে পূর্ণ হইবে ; কোথায় বা অনাহারী প্রজাবৃন্দের জীর্ণশীর্ণ কলেবর দর্শনে আমার অন্তর ব্যথিত। উজীর! এ অবনতির স্রোত ফিরাইতে আরও বহু বিলম্ব ঘটিবে। মুরশিদের শাসনকালে রাজ্যে সামরিক বিচারের প্রাধান্যলাভ ও প্রজারা স্ব স্ব মনোভাব প্রকাশে অসমর্থ হইয়াছিল। সেই প্রবঞ্চক যমসদনে প্রেরিত। পাপ এতই ক্ষণস্থায়ী, যে মানবসমাজে উহার পূর্ণবিকাশ হয় না—যেমন নিমেষে পুষ্টিসাধন, তদ্রূপ জলবুদ্বুদের ন্যায় লুপ্তপ্রায় হয়।

উজীর। জাঁহাপনার বাক্য বর্ণে বর্ণে সত্য। পৃথিবী বড় শক্ত স্থান —সেনাপতির উপরে অন্ধবিশ্বাস স্থাপনে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। জাঁহাপনা! পূর্ব্বাপর ভাবিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইলে, পুনশ্চ বৈরনির্য্যাতন সহ্য করিতে হইত

না। কি আশ্চর্য্য ! ক্ষণিক সুখের তরে পাপপথে মনুষ্যের পদস্খলিত হয় ?

বাদ। উজীর! বাদশাগিরি বড় শক্ত কাজ—কি সাংসারিক, কি সামরিক, সকল বিষয়েই একটু শৈথিল্যেই ব্যতিক্রম সংঘটিত হয়। নিশ্চয় জানিও, যে সাংসারিক মনুষ্যেরা আমাপেক্ষা সহস্রগুণে সুখী ; আমি ইরাণীকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত ; আর তার অন্যায় আবদারে আমার সহিষ্ণুতা সীমার বহির্ভূত—দিনরাত্র ঘ্যান ঘ্যানানি ত লেগেই আছে, যেন সর্ব্বকার্য্যের অন্তরায় স্বরূপ। উজীর! তোমার মন্ত্রণাপ্রার্থী ; এক্ষণে মান বাঁচাও।

উ। জাঁহাপনা—এত অধৈর্য্য হলে সর্ব্বকার্য্য অচল হবে। সংসারে সহিষ্ণু ব্যক্তির পুরস্কার হাতে হাতে ; সুজেফার প্রত্যাগমনে ইরাণী ঈর্ষানলে দগ্ধপ্রায়া ; এক্ষণে ইন্ধনে অগ্নি সংযোগে ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিবে। একে সুজেফা, তায় জেলেখা কণ্টক—আবার ফতিমাকে বিবাহ করিলে কি জানি আবার ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিতে থাকিবে ? তখন বলিবেন, "উজীর ! রক্ষা কর।" পুরুষের ধৈর্য্যই একমাত্র অবলম্বন। জাঁহাপনা কি কখন পঞ্জাব মুল্লুকের কাণ্ড আদৌ শ্রবণ করেন নাই ? পঞ্জাবী মেয়া আদমীর মধ্যে এ সব বড় ভয়ঙ্কর ব্যাপার। সকলেরই ইচ্ছা, স্বামীকে হস্তগত করা। তাই বলি সব সময়সাপেক্ষ ; সময় বিরূপ হইলে সুখের বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। গোলাপে কণ্টক আছে ; তাই বলি অপ্রতিহত সুখলাভ বড়ই সুকঠিন ; আবার সুখের সম্পূর্ণতা দুঃখ লইয়া—যে দুঃখের ছায়া স্পর্শ করে নাই, তার সুখের সম্পূর্ণতা নাই ; তাই বলি রেখে ঢেকে ভালবাসাই প্রকৃত ভালবাসা। যিনি ভ্রম ও মোহাধিক্য বশতঃ প্রাণভরে প্রণয়াঙ্কুর রোপন করেন, তাঁকে পরিশেষে পরিতাপানলে দগ্ধপ্রায় হইতে হয়। প্রবাদ আছে যে, সাহসী ও বীরপুরুষ ব্যতীত কেহই নারীর চিত্তকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়েন না। নারীরা লঘুচেতা পুরুষকে ক্রীতদাসের ন্যায় হেয়জ্ঞান করে ; অতএব আপনার ন্যায় বীরকেশরীকে বলা নিষ্প্রয়োজন।

বাদ। উজীর! তুমি যথার্থ জায়গীর পাইবার যোগ্য পুরুষ ; তোমার মধুর বাক্যচ্ছটায় অভিমান তুচ্ছবোধে কেন বল দেখি মন্ত্রণাপ্রার্থী হই? এক্ষণে বেলা অত্যধিক ; আইস স্ব স্ব শিবিরে গমন করি।

এই সময়ে হর হর বোম বোম রবে সন্ন্যাসী ললাটে সিন্দূরফোঁটা ধারণে ভৈরবী বেশে বহু সৈন্যসংগ্রহে সামন্তুলের দুর্গের প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান। বাদশাহ গুপ্তচর প্রমুখাৎ সংবাদ পাইয়া ভয়বিহ্বল হইলেন, যে এক সন্ন্যাসী তাঁর সাক্ষাৎ লাভের প্রতীক্ষা করিতেছেন। সন্ন্যাসীর আগমনবার্ত্তায় বাদশাহের চিন্তাস্রোত আরও পরিবর্দ্ধিত হইল। সন্ন্যাসী আহূত হইলে বাদশাহের সম্মুখে কুর্ণিশ করিয়া জানাইলেন, "বাদশাহের জয় হউক।"

বাদ। ঠাকুর! আপনার আগমনে আমার কৌতূহল জন্মিতেছে।

স। জাঁহাপনা! দিল্লীর অভিজ্ঞ সেনানী অমরসিংহের অধিনায়কত্বে প্রায় বিংশ সহস্র সৈন্য বিদ্যমান ; আর আপনি ত্রিংশ সহস্র সৈন্য কেবল যাঁর অধীনে ন্যস্ত করিলে আমি কাপালিক দস্যুদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে পারি। কার্য্য নিষ্ফল হইলে ধনসম্পদ সংরক্ষণ দুঃসাধ্য হইবে, বহু নরনারী এবং দিল্লীর উজীরের জামাতা কন্যাসহ দস্যুহস্তে বন্দী।

বাদ। আচ্ছা আমি তাহাই করিতেছি। রাজশক্তি সৈন্যবলের উপর নির্ভর করে—আপনি অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হউন। ঠাকুর! এত কল্পনাতীত অর্থ তাদের কিরূপে সম্ভবে?

উজীর। জাঁহাপনা! কাপালিকদের অর্থরাশি লুণ্ঠন করা শ্রেয়ঃ।

বাদ। যদি গাজনীর অধিপতি এই অবসরে রাজ্যটী আক্রমণ করে?

স। আমি দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে এই চুক্তিনামা পাইয়াছি, যে বিপদকালে দিল্লীশ্বর সাহায্যপ্রদানেচ্ছুক হবেন, আর রাজ্যের চতুষ্পার্শ্বে গুপ্তচরের মধ্যে কেহ বা গোয়ালা সাজিয়াছে, কেহ বা ক্ষৌরকার্য্যে ব্যাপৃত, কেহ বা ধীবর, ভিক্ষুক ও সন্ন্যাসীর ন্যায় ছদ্মবেশে রাজ্যের

তথ্য সংগ্রহণেচ্ছুক। জাঁহাপনা! আয়োজনের কোনরূপ ত্রুটিসাধন করি নাই—আর শুভকার্য্যে বিলম্ব নিষ্প্রয়োজন।

বাদ। ঠাকুর! কল্য আমরা রওনা হইব—ইহা সুনিশ্চিত।

জে। পিতঃ! আমি আপনার অনুগামিনী হইব।

স। জেলেখা অনূঢ়া, কি জানি অলক্ষিতভাবে কোন্ বিপদ ঘটিবে?

জে। মন্ত্রীকন্যার সাহায্যে ধনাগার বহিষ্কৃত হইবে। অধঃস্থ সুড়ঙ্গের উপরিভাগে এক কৃত্রিম সরোবর—সেই সরোবরের মধ্যস্থলে এক ভাসমান কৃত্রিম স্থলপদ্মটীই উহার লক্ষীকৃতস্থল। কন্যার কর্ত্তব্য, যে পিতার অনুসরণ করা; অতএব এই ভিক্ষাপ্রার্থী, যেন বাধা দিবেন না।

স। জেলেখা! তুমি নাছোড়বান্দা—তবে একান্ত যাবে ত চল।

বাদ। ঠাকুর! কল্য প্রাতে জেলেখাসহ তথায় রওনা হইব। এদিকে সৈন্যমহলে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল, বাদশাহের অন্তঃপুর মধ্যে গমনকালে সুজেফা অনেক কান্নাকাটির পর বলিলেন, "যদি বা বহুদিন পরে আকাশের চাঁদ হাতে পাইলাম তাহাও অদৃষ্টক্রমে অদৃশ্য হইতে চলিল;" আর ইরাণী ও ফতিমা কত অশ্রুপাত করিল। বাদশাহ জেলেখা সহ অপর সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণে বহির্গত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কাপালিকদিগের বিরুদ্ধে অভিযান ও প্রত্যাগমন।

প্রায় একমাসকাল অশ্বারোহণে যাইতে যাইতে ভুটান দেশে উপনীত হইলেন—তথায় কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভানন্তর শুনিলেন, যে কতিপয় কাপালিক দস্যু দুর্গমধ্যে অবস্থান করিতেছে। ইহা শ্রবণমাত্র, সকলে

আলি আলি রবে যুদ্ধযাত্রা করিলেন—দেখিলেন, যে কেল্লার মধ্যদেশ পরিখার দ্বারা সুরক্ষিত। সেনাপতির আজ্ঞায় রামগড় ফটক শাণিত কুঠার দ্বারা চূর্ণীকৃত হইল। প্রবেশমাত্র কতিপয় দস্যু তাতার সৈন্যকর্ত্তৃক নিধন প্রাপ্ত হইল। সৈনেরা প্রায় সমস্ত ফটক ভগ্নকরতঃ প্রবেশের পথ সুগম করিল। তৎপার্শ্বে প্রায় পাঁচশত দস্যু সঙ্গীন ও বল্লম হস্তে দণ্ডায়মান। দস্যুদিগের উপর্য্যুপরি আক্রমণের প্রতিরোধকালে কবলা খাঁ নিহত হইলেন। অমরসিংহ দস্যুদের সমরনৈপুণ্য দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। এইরূপে কয়েক সপ্তাহ অবধি বাদশাহকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল—সমতল ভূমিতে যুদ্ধ করা অপেক্ষা পরিখা অতিক্রমণে দুর্গ অধিকার করা সাতিশয় ক্লেশদায়ক। এই সময়ে একদল তীরন্দাজ ঝাঁকে ঝাঁকে বিষাক্ত তীর ছাড়িয়া সৈন্যদিগকে ধরাশায়ী করিল। তদ্দর্শনে বাদশাহ ভাবিলেন—যে এরূপ হট্‌কারিতায় দুর্গাধিকার করিলে, অধিক সৈন্যের বিনাশসাধন সম্ভবপর। উহা দূরীকরণার্থ বাদশাহ অবরোধের ব্যবস্থা করিলেন; তদ্দর্শনে জেলেখা জানাইলেন, "হে পিতঃ! উহাদের অগ্নি সংযোগে পোড়াইয়া মারুন; নতুবা কালবিলম্বে দস্যুরা মন্ত্রীকন্যার প্রাণ বিনষ্ট করিবে। এক্ষণে খড়, পাট ও ছিন্নতাঁবু সংগ্রহে দগ্ধীভূত করুন।" নিমেষে ধূমায়মান অগ্নি বায়ুসংস্পর্শে আরও প্রচণ্ড মূর্ত্তিধারণ করিল—দস্যুরা একে একে আত্মসমর্পন করিল; ইতিমধ্যে সৈন্যেরা দস্যুদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিয়া গুপ্ত ধনাগার নিঃশেষকল্পে ও মন্ত্রীকন্যার উদ্ধারসাধনার্থে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এদিকে অমরসিং মন্ত্রীকন্যা ও তাঁহার স্বামীর উদ্ধার সাধনে সমধিক প্রীত হইলেন এবং কয়েক দল দস্যুও ধনভাণ্ডার লইয়া দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। উজীরও নষ্টরত্নদ্বয়কে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

দিল্লীর বাদশাহ! উজীর! সন্ন্যাসী এক মহাসিদ্ধ পুরুষ—এত প্রেরিত ধনরত্নের সঙ্কুলান হওয়া তোষাগারে সুকঠিন। কি আশ্চর্য্য!

খোদার মর্জ্জি! ইহাতে রাজ্যের মধ্যে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল—সকলের মুখে এই একমাত্র জনরব, যে উজীরকন্যা জামাতাসহ দিল্লীতে উপনীতা। উজীরের স্ত্রী হস্তোত্তোলনে আল্লার কাছে প্রার্থনা করিলেন, "দোহাই আল্লা! আপনার সবই আশ্চর্য্যখেলা—সে খেলা বুঝা মনুষ্যের সাধ্যাতীত।" এক্ষণে উজীর অবকাশ লইয়া কন্যা, জামাতা ও স্ত্রী সমভিব্যহারে স্বীয় কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া নষ্টরত্নদ্বয়কে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দে উচ্ছলিত হইলেন।

বাদশাহ। অমরসিং! কত সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে।

অমরসিং। দোহাই জাঁহাপনা! অর্দ্ধেকের উপর বিনষ্ট; পরিশেষে সম্মুখ সংগ্রাম বিড়ম্বনা বোধে সুড়ঙ্গমধ্যে অগ্নি সংযোগে উহাদের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছি এবং কতিপয় দস্যুদিগকে জয়চিহ্ন স্বরূপ আনীত; আজ্ঞা পাইলে নিমেষে হাজির করাইতে পারি। দস্যুদুর্গের ন্যায় পরিখা ও সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ শ্রেয়ঃ। কি আশ্চর্য্য! জাঁহাপনা! দুর্গের পর দুর্গ দর্শনে দূর হইতে বোধ হয়, যেন দুর্গের শ্রেণী—উহারা তরবারিসঞ্চালন ও বর্ষানিক্ষেপণে এত সিদ্ধহস্ত, উহাদের ভীমকায়, শৌর্য্যবীর্য্য ও রণ-কৌশল দর্শনে তাতার অশ্বারোহীগণকে অবধি নতশির হইতে হয়। এ যুদ্ধে দিল্লী ও তাতারের প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্য নিঃশেষিত প্রায়। উহাদের প্রকাণ্ড অট্টালিকা বড় বড় শালবৃক্ষের দ্বারা সংরক্ষিত হওয়ায় দুর্ভেদ্য প্রাচীরের কার্য্য সাধিত হয়। অধিক সন্নিকটস্থ হইলে বন্যপশুর আবাসস্থল বলিয়া অনুমিত হয়; বস্তুতঃ স্তূপীকৃত ইষ্টকরাশি অতিক্রমণে উহার লুক্কায়িত শোভা প্রকাশ পায়। মধ্যদুর্গে নরকঙ্কাল স্তূপীকৃত—কত শত রাজপুত্রীরা বন্দিনী, কেহ বা আত্মহত্যা ও স্বধর্ম্ম বিসর্জ্জনে অল্প-মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে—অনুমিত হয়, যে এক মহারাণার আবাসস্থল—দারিদ্র্যের চিহ্ন আদৌ পরিলক্ষিত হয় না।

বাদ। অমরসিং! এখনি যুদ্ধের জয়চিহ্ন স্বরূপ সমগ্র নগরী লতাপুষ্পে শোভিত হইতে আজ্ঞা দিন, কয়েদীদিগকে মুক্তিদান করুন; আর ভেরীর

দ্বারা ঘোষণা করুন, যে জগৎসিংহ এবং তাতারের বাদশাহ সামসুল আলমের সহিত চির সৌহার্দ্দে আবদ্ধ হইলাম—আর দেখুন অমরসিং! সেই দস্যুদিগকে ঝটিতি এস্থানে হাজির করুন।

অম। যো হুকুম খোদাবন্দ! এই বলিয়া উহাদের লইয়া তথায় উপস্থিত।

বাদ। অমরসিং! তোমার ন্যায় বীরচূড়ামণির কার্য্যকলাপ দর্শনে আমি সমধিক প্রীত; তুমি বহুমূল্য পুরস্কারের যোগ্য। এক্ষণে এই দস্যুরা চিরকারাদণ্ড ভোগ করুক।

অমর। যো হুকুম, জাঁহাপনা! সেনাপতির আজ্ঞায় সৈন্যেরা কাতারে কাতারে আসিয়া বাদশাহের সম্মুখে দণ্ডায়মান। উহারা জয় বাদশাহের জয় জয় বলিয়া সভাগৃহ কম্পিত করিল। বাদশাহও অবাধে সুরাবিতরণের আজ্ঞা দিলেন। দিল্লী নগরীতে কি ধনী, কি নির্ধন, সকলের মুখমণ্ডলে উল্লাসের চিহ্ন। বেলা অত্যধিকবোধে বাদশাহ সকলকে বিদায় দিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন। সৈন্যমণ্ডলী জয় দিল্লীশ্বরের জয়—জয় মহম্মদের জয় বলিয়া পালে পালে দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তাতার বাদশাহের কক্ষ।

এদিকে সামসুল জেলেখা এবং ধনসম্ভার সহ স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলে পর, সুজেফা, ফতিমা, ইরাণী ও অন্যান্য সহচরীরা বাদশাহকে বহুদিবস পরে পাইয়া অপার আনন্দসলিলে ভাসমানা হইলেন।

বাদ। খোদার মর্জ্জি ব্যতীত এত অর্থরাশি কিরূপে সম্ভবপর? খোদার মর্জ্জিতে আকস্মিক ভাগ্যপরিবর্ত্তন! এই কল্পনাতীত অর্থসাহায্যে

গাজনীর বিরুদ্ধে অভিযান করিব। এখন জেলেখার বিবাহে ব্যস্ত; প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—রাজ্যের পার্শ্বে প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রশ্রয় দান, আর সুধাভ্রমে বিষপান উভয়ই সমতুল্য। হিরাসিং! এক্ষণে তোমার কি মত? কেন বল দেখি, উজীর হাঁপাইতে হাঁপাইতে এদিকে আসিতেছে? ইহার কারণ কি—তবে কি কোন অশুভ ঘটিল?

হিরা। হাঁ জাঁহাপনা আমারও তাই মত, দেখি উজীর কেন এত ব্যস্ত?

উজীর। জাঁহাপনা! জেলেখার বিবাহে আর কালবিলম্বের কি প্রয়োজন? এখনি রাজতালিকায় এক হিসাব নিকাশ বাহির করুন।

বাদ। উজীর! স্থির হও—কি জান যেরূপ ব্যয় ও আড়ম্বর হওয়া আবশ্যক—সেইরূপ একটী খরচা অনুমানে ধরিয়া রাখা হউক।

উ। খোদাবন্দ! তাতার দেশের বাদশাহের যেরূপ মানসম্ভ্রম ও পদমর্য্যাদা আছে, উহা রক্ষার্থ ন্যূনকল্পে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইবে; ইহার কমে কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। দিল্লীশ্বর, জগৎসিংহ ও তাঁদের অনুচরবর্গ ও পরিজনবর্গকে আহ্বান করিতে বহু ব্যয় ভূষণ পড়িবে; বহুমূল্য রত্নরাজি ও নানা উপঢৌকন বিনিময়ে বন্ধুত্ব স্থাপন বিধেয়—উহার ব্যতিক্রম রাজনীতি বিরুদ্ধ। রাজনৈতিক হিসাবে জগৎসিংহের দাবীদাওয়া শীর্ষস্থানীয়; কারণ উহার পিতার সাহায্যে এত ধনদৌলত, অধিকন্তু নষ্টরাজ্যের উদ্ধারসাধন এবং জেলেখা ও সুজেফার ন্যায় মহা কমনীয় রত্নদ্বয়ের পুনঃপ্রাপ্তিলাভ—ইহা কি কম সৌভাগ্যের কথা? এসব যে চীনমুলুকের যাদুকার্য্যের ন্যায় অসম্ভব ঘটনাবলী বলিয়া অনুমিত হয়।

বাদ। উজীর! তোমার কাছে এত অর্থ অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু এত অর্থাপব্যয়ের আমি সম্পূর্ণ প্রতিকূল। যখন জেলেখার দৌলতে অর্থাগম, তখন এ সমগ্র বিষয়ের সেইত অধিকারিণী। আমার দৃঢ়সঙ্কল্প, হয় গাজনীর অবসান; আর না হয় তাতারের উচ্ছেদ সাধন ঘটিবে।

কণ্টক—চিরকণ্টক—সেই কণ্টক উন্মূলনে হৃদয়ের অনন্ত জ্বালা জুড়াইব। ইহাতে যদি আল্লা প্রতিকূল হয়েন; তথাপি এদৃঢ় সঙ্কল্প হইতে কখনই পশ্চাৎপদ হইব না।

উ। জাঁহাপনার আজ্ঞাই শিরোধার্য্য—আমরা আপনার মতপ্রার্থী।

বাদ। হাঁ সত্য বটে; কিন্তু বিশলক্ষ মুদ্রা স্বতন্ত্রভাবে ফেলিয়া রাখ।

উ। যো হুকুম খোদাবন্দ! এই দেখুন তালিকা।

বাদ। এইবার আমি স্বাক্ষর করিব, সেইক্ষণে তাঁর অঙ্গ কম্পিত হইল।

উ। খোদাবন্দ! কোন আশঙ্কা নাই, অমঙ্গলের চিহ্ন নহে—বোধ হয়, আপনার ক্রোধ উদ্দীপিত; তিনি মন্ত্রীর হস্তে সমগ্র কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে গেলেন। উজীর ইত্যবসরে দেশবিদেশে রাজদূত প্রেরণে বিবাহের নিমন্ত্রণ সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন ও কিছু কিছু উপহারও পাঠাইলেন। রাজ্যের চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইল যে, বাদশাহের একমাত্র কন্যা জেলেখার শুভ পরিণয় অবশ্যম্ভাবী। এ বিবাহে কি ধনী, কি নির্ধন, সকলেরই উৎসাহদান প্রার্থনীয়। এইরূপে নানা আয়োজনের বন্দোবস্ত হইল। কোথায় বা ঢাক্, ঢোল্, জয়ঢাক, শিঙ্গে, শানাই, মৃদঙ্গ, কাড়ানে-কড়া ইত্যাদি ইত্যাদি যত প্রকারের বাদ্যযন্ত্র সম্ভবে, উহাদিগকে একত্রীভূত করায়, তাতার এক অনন্ত আনন্দের উৎসবে পূর্ণ হইল। কোথায় বা নাচ গান; রঙ্গ রসপূর্ণ নৃতগীতে সমগ্র নগরী যেন এক সৌন্দর্য্যের আধার হইল; কোথায় বা উজীরের হুকুমে ধনী, নির্ধন, অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি সকলেই অবাধে সুরাপান ও পানভোজন করিতে লাগিল। কোন স্থানে কৃত্রিম তরুলতা-আবরণে নগরী এক শ্যামল শস্যে পরিপূর্ণ হইয়া রাজ্যের অভাব ও দারিদ্র্যদশা মোচন করিল। কোন কোন স্থান অসংখ্য দীপমালায় সজ্জিত হইয়া শত শত সূর্য্যের পুঞ্জীকৃত দীপ্তিকেও পরাভূত করায় বোধ হইল, যেন রজনীতে ভ্রমক্রমে আবার ভানুদেবের উদয়; কোথায় বা শিশুরা সুপ্তোত্থিত হইয়া দিবাভ্রমে মাতৃসমীপে খাদ্যের

জন্য আবদার করিল,—যেন কিছুতেই ভুলিবার নহে। পিতা মাতা রাত্রি অধিকবোধে উহাদের অশেষবিধ সান্ত্বনাবাক্যদানে প্রয়াস পাইলেন ; কিন্তু কেহ বা কর্ণপাত করে? উহাদের জ্ঞান অনুসারে ধারণা—সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কখন বা ক্রন্দন করিতেছে। কোথায় বা আলিঙ্গনপ্রিয়া যুবতীরা নিদ্রা অতৃপ্তবোধে গবাক্ষোপরি সূর্য্যরশ্মি ভ্রমে ভানুদেবকে গালিগালাজ বর্ষণে যত্নবতী হইতেছেন ; কেহ বা প্রণয় সম্ভাষণে বিলম্বঘটায় গবাক্ষ ছিদ্র দিয়া সূর্য্যরশ্মিবোধে ঔৎসুক্য প্রকাশে যত্নবতী হইতেছেন ; কিন্তু পরিশেষে আলোকরশ্মি ভ্রমে নায়কের সম্মুখে ক্ষিপ্রকারিতার জন্য তিরস্কৃতা। কোথায়ও বা নায়িকারা প্রণয়কলহে উত্যক্তা হইয়া মুদিতা মৃণালিনীর ন্যায় ক্ষণিক তন্দ্রারপর রজনীর অবসানবোধে সন্তপ্তচিত্তে প্রাতঃকালীন গৃহস্থলী কার্য্যে উদ্যোগী ; কিন্তু রজনীর গভীর নিস্তব্ধতাবোধে ও দীপমালা ভ্রমে নৈরাশ্যে পুনশ্চ তৎপার্শ্বে শয়িতা ; কোথায় বা শিশুদের ক্রন্দনস্বরে পিতা জাগরিত হইয়া তিরস্কার প্রদানোন্মুখ—কখন বা অসহ্যবোধে প্রহারোদ্যত ; ইত্যবসরে করুণাময়ী জননী উহাদের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া সতৃষ্ণদৃষ্টিতে ও পুত্র বাৎসল্যে উভয়ের গণ্ডগোল মিটাইয়া লইতেছেন। কোথায় বা জননী পুত্ররক্ষার্থে স্বামী কর্ত্তৃক ভ্রমে প্রহৃতা হইয়া উদ্দীপিত ক্রোধানল প্রশমিত করিতেছেন—যেন এক বিচিত্র কাণ্ড! কোথায় বা কুসুমনিচয় মত্তঅলিকুল কর্ত্তৃক চুম্বিত হইবার আশায় সমীরণভরে দোলায়মান হইয়া শিরঃসঞ্চালনে প্রেম দৃঢ়ী-করণার্থে অধর চুম্বন করিতেছে। কোথায় বা জলকুম্ভোত্তলনকারী বিজয়-কুঞ্জর জেলেখার কণ্ঠে মাল্যপ্রদান করায় বোধ হইল, যেন মন্দাকিনীতটে রতিদেবীর শোভায় শোভমানা। কোথায় বা করীগণ ভানুদেবের তেজঃপুঞ্জ নিবারণকল্পে কুসুমমালায় জেলেখার অঙ্গসৌষ্ঠব বিভূষিত করিয়া রাখিল ; কখন বা ময়ূরজিনিয়া কেশপাশ এলাইয়া ও মণিমুক্তাখচিত হারে বিভূষিতা, কোথায় বা সহচরীরা শ্বেত চামর হস্তে ধারণ করতঃ প্রীতি

জন্মাইতেছে ; এক্ষণে মৃদু মন্দ সমীরণ কর্তৃক স্পন্দিত কুন্তলপাশ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উন্মুক্ত চন্দ্রের ন্যায় মুখপদ্মের শোভা বিস্তার করিল—এইরূপে নানা আয়োজনে এক দ্বিতীয় অমরাবতীর সৃষ্টি হইল। এখন হৃদাকাশে পূর্ণচন্দ্র তারকাবলী সহযোগে উদিত হইলে সর্ব্ব গোল মিটিয়া যায়। ঐ পূর্ণচন্দ্রটী কাঞ্চন ও মণিময় শোভায় শোভান্বিত হইয়া জেলেখা নাম্নী কুমুদিনীকে হৃৎপিঞ্জরে ধরিয়া রাখিলে সর্ব্ব ক্ষোভ মিটিয়া যায় ; তন্মধ্যে বাদশাহ জানাইলেন, যে আয়োজনের ক্রটী আছে কিনা ; তচ্ছ্রবণে ফতিমা ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিল, "জাঁহাপনা ! সব প্রস্তুত, এখন কেবল চন্দ্রোদয়ের অপেক্ষা। যেমন চন্দ্রের স্নিগ্ধ রশ্মি ব্যতীত কুমুদিনী শোভা পায় না ; জেলেখা নাম্নী কুমুদিনীর অবস্থাও তদ্রূপ।"

এদিকে উজীর হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাদশাহের হারেমের দিকে উপস্থিত ; তদ্দর্শনে বাদশাহ বলিলেন, "উজীর ! কি হয়েছে, কি হয়েছে, এত হাঁপাইবার কারণ কি ?"

উ। ইহা দূত প্রমুখাৎ শ্রুত, যে চীনরাজপুত্র আজ প্রায় পঞ্চবৎসর অতীত নিরুদ্দেশ ; বোধ হয়, কোন দস্যুকর্তৃক অপহৃত।

বাদ। উজীর ! এখনি দিল্লীর সম্রাটের নিকটে দূত প্রেরণ কর।

উ। যো হুকুম খোদাবন্দ ! আমি এক রাজদূতকে ঝটিতি পাঠাইতেছি।

বাদ। স্বগত—খোদা। খোদা ! প্রতিপদে কি বিঘ্ন ঘটাইবে ? বড় তাজ্জব ব্যাপার—বাদশাহের এত লাঞ্ছনা—কৈ আমার হৃদয় ত পাষাণে গঠিত নহে। বাদশাহগিরি বড় ঝকমারী, এতে আদৌ সুখশান্তি নাই। অদ্য গাজনীর অধিপতি এ রাজ্যটী আক্রমণ করিবে—কল্য দিল্লীর সম্রাট্ আমায় সবংশে নিধন করিবে, কখন বা সৈন্যেরা বিদ্রোহী হইবে ; হয় ত শুনিব, যে সর্দ্দার সৈন্যের সহযোগে ষড়যন্ত্রের পুষ্টিলাভার্থ গুপ্ত ঘাতক নিয়োগে রত। 'এ সমস্ত শ্রবণে কাহার প্রাণ আতঙ্কপূর্ণ না হয় ? আমাপেক্ষা সাধারণ সাংসারিক লোক সহস্রাংশে সুখী—তাহারা যেমন গিরির

উত্তুঙ্গ শৃঙ্গারোহণ করে না ; তদ্রূপ তাহাদের আকস্মিক অধঃপতনও নাই ; খোদা! এ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে আমার শরীর শীর্ণ ; কখন বা স্বপ্নদর্শন করি, যে ঘাতকেরা পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিতেছে ; এ সব দেখিলে বা শুনিলে হৃৎকম্প আইসে। আমার ইচ্ছা, যে জামাতার হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া সস্ত্রীক মক্কায় গিয়া ফকিরের ন্যায় শেষ জীবন অতিবাহিত করিব। বোধ হয়, পাপাধিক্য হেতু খোদার এত কোপ। সত্য আমি বাদশাহ ; কিন্তু ন্যায়পক্ষপাতিত্ব ও পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা আবশ্যক, তদভাবে যেমন মানব সমাজে নিন্দনীয়, তদপেক্ষা আল্লার সমীপে অধিকতর নিন্দাস্পদ। আমারা সময়ে সময়ে আল্লার উপর দোষারোপ করি ; কিন্তু উহা হঠকারিতা-মাত্র। আমার ইচ্ছা, যে যোগ্য পাত্রে বিবাহ দানে সুখী হইব ; কিন্তু দৈব বিরূপ। ঐ যে উজীর এস্থানে আসিতেছে—দেখা যাক উহার কি মন্তব্য।

উজীর। জাঁহাপনা! দিল্লীর কারাগারে চীন রাজপুত্র ত নাই।

বাদ। উজীর! হিরাসিংকে লইয়া একবার অনুসন্ধান কর দেখি?

উজীর। সেনাপতি মহাশয়! চলুন ত চীন রাজপুত্রের অনুসন্ধানার্থ কারাগারে প্রবেশ করি। বিবাহে বড়ই গণ্ডগোল ; এ যাত্রায় মান সম্ভ্রম রক্ষা হওয়া ভার—আসুন, একবার তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখি। ইহাতে আমাদের কি হাত আছে? দৈববিড়ম্বনাই যত অনর্থের মূল—এই বলিয়া উভয়ে কারাগারাভিমুখে গমন করিলেন। ইতিমধ্যে কয়েদীরা অঙ্গুলি নির্দ্দেশে জানাইল, যে দস্যুরাজ্ জেলেখার কাছে শপথগ্রহণ পূর্ব্বক পাত্রানুসন্ধানার্থ বহির্গত হইয়াছিলেন ; বোধ হয়, ইনি সেই চীনরাজপুত্র।

উ। মহাশয়! আপনার নাম কি ও কিরূপে কারাগারে আবদ্ধ?

চীনরাজপুত্র। মহাশয়! আমার নাম সেলিম বা বকতিয়ার এবং পিতার নাম ওমর খাঁ—তিনি চীনদেশীয় প্রান্ত সীমার একমাত্র দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান সর্দ্দার—তার ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বর দর্শনে চীনসম্রাটকে ও অবাধে তাঁর বধসাধনার্থ সচেষ্ট হইতে হয়। আমায় সহচরীদিগের সনে হাস্যরসে

সদা মগ্ন দেখিয়া ক্রোধান্ধ পিতা এই দণ্ডাজ্ঞা করিলেন, "যতক্ষণ না আমি চারিশত মৃগ বধসাধনে যোগ্যতর হই, তদবধি আমি রাজ্যের প্রান্ত সীমায় পদার্পণ করিতে পারিব না।" তাঁর ক্রোধানল প্রশমনার্থে কত কৃপাভিক্ষা করিলাম, ইহাতে তিনি দয়ার্দ্র না হইয়া বরং দ্বিগুণ ক্রোধোদ্দীপিত হইয়া দুইটী অশ্ব ও কতিপয় অনুচর সহ আমায় নির্ব্বাসিত করিলেন। 'আমি বন্ধু সহ কোন গিরিগুহায় উপনীত হইয়া কপোলে হস্ত বিন্যাস করতঃ চিন্তা-মগ্ন—ইতিমধ্যে সহসা একদল তাম্রবর্ণ বীরপুঙ্গব দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম, সেই দস্যুরা আমার হস্তপদ বন্ধনে দস্যুদুর্গে আবদ্ধ করিল; তদবধি আমার উদ্ধার সাধনে কেহই যত্নবান হয়েন নাই; আমিই সেই সেলিম।

উ। ইহার কি প্রমাণ আছে?

সেলিম। আমার পিতৃসন্নিধানে সংবাদ প্রেরণই ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ। "আচ্ছা! তাহাই হইবে"—এই বলিয়া উজীর ও সেনাপতি উভয়ে বাদশাহের সমীপে ঘটনাগুলি যথাযথ বিবৃত করিলেন।

বাদ। আচ্ছা—এই দণ্ডেই চীনদেশে রাজদূত প্রেরণের ব্যবস্থা করুন। এই আজ্ঞা প্রদানে তিনি স্বীয় কক্ষে প্রস্থান করিলেন।

উ। যো হুকুম খোদাবন্দ! তাঁর আজ্ঞামত এক দূতকে বহুমূল্য সামগ্রী, খেলাত, দুইটী শ্বেতহস্তী, ও এক পত্রসহ বিদায় দিয়া সকলের সহিত শিবিরে প্রস্থান করিলেন। বাদশাহের ভৃত্যদ্বয় কিসমন্ ও পেশমন্ বিবাহের কথায় আরও উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

কিস্। দেখ্ পেশমন্! দুশ রগড়, সাতশ মজা—লুটবি যদি আয়—হ্যাঃ—হ্যাঃ—বড় মজা, বেশ মজা, বাদশাহের মেয়ের বিয়ে—বাপরে বাপ্! বলিহার খোদাকে—দেখ্ ভাই! আমরা কয়েকদিন নেশায় বিভোর হয়ে থাকিব। কত বড় বড় বাদশাহ, নবাব, সর্দ্দার, হাবিলদার, হাতি, ঘোঁড়া চোড়ে ও শালের জোড়া পরে সভায় চিক্‌মিক্ করিতে থাকিবে। দেখ ভাই! আমি সেই সময়ে একটা হাতী চড়ে বড় বড় হুকুম করিব;

আর তুই মন্ত্রণা দিবি—কেমন সেই ভাল নয়? বাদশাহের নফরের বেয়াদবী হলে সাতখুন মাপ। দেখ্, জেলেখা যেন বিদ্যুৎছটায় আঁকা—বাপরে বাপ্! এত ঝিক্‌মিকে মেয়ে কি বাদশাহের গৃহে সম্ভবে? না কখনই নয়—নিশ্চয়ই অপহৃতা; এসব বাদশাহের জাল জুয়াচুরী—মানুষ ধরা জাল; আর ঐ যে ফতিমাবিবি—ও বেটী বড়ই শেয়ান, যার তার সঙ্গে রঙ্গরস করে; আহা! ওর বেণীর শোভা কত—যেন হিল্‌বিলে সর্পের মত; এমন ভাবে জড়ায়, যে শেষে অস্থিপঞ্জর অবধি চূর্ণ হয়। দেখ্, আমি কি একদিন বাদশাহ সাজ্‌ব না, হাঁ নিশ্চয় সাজ্‌ব; একশবার; কি বলিস্, চুপ করে রহিলি যে?

পেশ্। আরে তোর বয়স ত অল্প—আমি এ বয়সে কত বড় বড় বাদশাহ দেখিলাম; আমার একমাত্র সন্দেহ হয়, যে এত বড় একটা ধেড়ে মেয়ে কোথা থেকে ধরে আনিল; ওর রূপে ঝলসাইয়া আমি পড়ে মূর্চ্ছা গেলাম, কত জল ঢালার পর সংজ্ঞা হল, যেখানে যত পাহারা দিই না কেন, ঐ জেলেখাকে ছেড়ে দূরে দূরে থাকি; আর অলি ও প্রজাপতির জ্বালায় উত্যক্ত হতে হল। বাদশাহের কড়া হুকুম, যেন অলির দৌরাত্ম্য না বাড়ে। কি আশ্চর্য্য! ঐ লেড়কীর আসা অবধি এক ঝঞ্ঝাট বেড়ে গেছে। দেখ্ কিশমন! ঘরে জেলেখার লাবণ্যচ্ছটায় আলোকমালা আর শোভা পায় না; আর বাদশাহের মেয়ে ধরা ব্যবসা একচেটে। বলিহারি! যত শীকার কি বাদশাহের নজরে পড়ে—আমাদের চক্ষে কি একটাও পড়ে না? বলিহারি বাদশাহগিরিতে, বাদশাহের বেগম পাক্‌ড়ান কল বড়ই মজ্‌বুত; আর বেগমেরা ত বাদশাহ বাদশাহ বলে মরে। কি আশ্চর্য্য! আমাদের কি একজনও পছন্দ করে না?

কিশ্। দেখ্ ভাই! বাদশাহের ঝাঁজ বড়ই বেশী—তাই বেগমদের সঙ্গে এত মেশামিশি। কি জানিস্ আমাদের ঝাঁজ নাই, ফাঁদ নাই, আর তেমন জালও নাই; তবে কিরূপে শীকার পাকড়াইব। এই

ত এতদিন ধরে পাহারা দিচ্ছি, কৈ একটী ত ভুলেও জালে পড়ে না। ও সব বাঙ্গালার রোহিৎ, কাত্‌লা মৎস্য—ও সব পাক্‌ড়াইতে গেলে বড় বড় জাল চাই; আর ঐ যে ফতিমা বিবি, ওর বড় ঘাই—জালে পড়িলে ছিঁড়ে পলায়; আমি বহুরূপে দেখেছি, কিছুতেই কিছু হবার নহে। আমার ইচ্ছা, যে নূতন শীকার পাকড়াই, তবে নূতন আসবাব ও সরঞ্জাম চাই সুজেফা ও জেলেখা বড় মনোলোভা—পরাভূত করে যেন চন্দ্রের আভা, আহা ফুটন্ত শেফালিকা, আর নয় ত বাঙ্গালার বেল চাঁপা, বড় মজা বেশ মজা, আয় দুজনে ফাঁদ পেতে ধরে লই।

পেশ্‌। হাঁ হাঁ তোর যেমন লম্বা চওড়া কথা, ওসব সাজসজ্জা বাদশাহের সাজে—আমাদের প্রাণে শেল বাজে। ভেবে ভেবে হ'লাম সার—রত্ন মিলা হবে ভার—ভারের ভার বহিব কত—একদিকে ত সংসারের ভার—অপরদিকে বাদশাহের হুকুম গুলজার—সর্ব্বদিক সামলান ভার; তাই বলি যাতনা দিস্‌ না আর?

কিশ্‌। তবে চল ত দেখি, ভিতরের কতদূর ব্যাপার।

পেশ্‌। আমি বুড়ামানুষ—আমার আশা ভরসা সব চুরমার।

কিশ্‌। ওরে এ কথাটী বলিতে নাই, বুড়া হলে বেশী মজা লুটতে হয়

পেশ্‌। চুপ! চুপ! বাদশাহ জানিলে গর্দ্দান যাবে—তখন কি হবে? তখন আমোদ করা ঘুচে যাবে, আর কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে দুনিয়া ফাঁক দেখিতে হবে।

কিশ্‌। পেশ্‌মন! তুই বুড়া—ভয়টা কিছু বেশী, আর আমি চুপে চুপে হাসি। দেখ্‌ আমি ফাঁকি দিতে জানি, আর তোকেও চিনি। ঐ যে আর একটী বেগম ছিল—ওর সঙ্গে কত মজা লুটিতাম—এখন সে চাঁদও নাই; তাই ফাঁদ পাতি নাই।

পেশ্‌। দেখ্‌ ভাই! আমার যে লোভ নাই, অমন কথাটী বলি নাই; তবে যদি সম্মুখে পাই, শীকারের পালান ভার হয়; কি জানিস্‌ আস্বা-

দটা এখনও ভুল নাই। তোর ন্যায় বন্ধু থাকিতে কেন কষ্টে মরি ভাই!

কিশ্। আচ্ছা দাঁড়া! দাঁড়া! এ সুযোগে একটা শীকার কেন, একজোড়া শীকার দিব—বলি রাখিবি কোথায়? বাদশাহ যদি টের পায়, প্রাণরক্ষা হবে দায়—না—না সে হবে না ভাই! বুঝে সুজে কাজে ধাই।

পেশ্। নারে—না—শীকার লুকাইবার স্থান আছে ঢের—তা না হলে বাদশাহের কাছে হইত টেকা দায়। এই যে বড় দাড়ি দেখ্‌ছিস্—এর মধ্যে একটা, আর একটা তোর ঘরে রবে। কেমন তা হলেত হবে?

কিশ্। বলিস্ কিরে—শেষে কি আমার প্রাণটা যাবে—আর তুমি মজা লুটিবে; হাঁ হাঁ দুনিয়ার খেলাই এই—তোর কিছু দোষ নাই।

পেশ্। আমার খাঁচা নাই, যা আছে এই দাড়ি—তাই কাজ হাঁসিল করিতে এইটা ঘন ঘন নাড়ি। কিশ্‌মন! তুই এখনও তত পাকা হস্ নাই; তাই এত ফাঁকা ফাঁকা কথা কস্। তোর দ্বারা যা কাজ হবে, বুঝা গেছে সব—এখন চল্ চল্ অন্তঃপুরে যাই। বাদশাহ না আসি'ছে ঐ—হাঁ—হাঁ—পলাই পলাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিবাহের আয়োজন।

এদিকে রাজদূত চীনদেশে উপনীত হইলে চীনসর্দ্দার ওমর খাঁ রাজদূত দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ওমর খাঁ সামসুলের মঙ্গলকামনায় প্রত্যুত্তরে জানাইলেন, যে, আজ প্রায় পঞ্চ বৎসর গত, বর্কতিয়ার নামে আমার একমাত্র পুত্রটী মৃগয়াচ্ছলে নিরুদ্দেশ। উহার পরিণয় আমার সম্মতি সাপেক্ষ। এই লিখিয়া ও নানা উপঢৌকনদানে দূতকে বিদায় দিয়া

অন্তঃপুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। দূতবর কুশলসংবাদ আনয়নে বাদশাহের কর্ণকুহর অমৃতরসে পরিপ্লুত করিতে লাগিল।

বাদ। উজীর! এইত সেই চীনরাজপুত্র; এক্ষণে পুনরায়োজন কর।

উ। জাঁহাপনা! প্রকাশ্য দরবারে মতপ্রার্থী হইলে সর্ব্বসংশয় বিদূরীত হইবে। উজীরের কথায় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া বাদশাহ অতি ক্ষিপ্রতাসহকারে দরবার আহ্বানে যত্নবান হইলেন এবং সকলের মতসংগ্রহে বিবাহের দিন অবধারিত হইল। বাদশাহের হুকুম এখন চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত; এই সময়ে বাদশাহের সংশয় দূরীভূত হওয়ায় তাঁর নয়নজ্যোতিঃ অধিকতর প্রজ্বলিত হইল, রাজ্যের সর্ব্বস্থানে আনন্দধারা প্রবলবেগে প্রবাহিত হইল। কয়েকমাস পূর্ব্বে রাজপতাকাসমূহ নিম্নদেশে পতিত ছিল; কিন্তু এখন উচ্চে উড্ডীন হইতেছে। রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের মুক্তিতে যখন আনন্দধারা প্রবাহিত হয়, যখন অংশুমালা স্তরে স্তরে পতিত হইয়া মলিনা কুমুদিনীর অধর চুম্বনে সুষুপ্ত বাসনাপুঞ্জ একে একে জাগরিত করিয়া দেয়; আর যখন কুমুদিনীও পরাগরাশি পরিপ্লুতকরণানন্তর ময়ূখমালীর সতৃষ্ণ দৃষ্টির অন্তরালে থাকিবার প্রয়াস পায়, সেই দৃশ্যাবলীর শোভা ও ইহার নিকটে নতশির হইয়া থাকে। যখন নায়কনায়িকারা প্রেমালিঙ্গন দৃঢ়করণার্থ অলির ন্যায় গুঞ্জরণে উন্মত্ত হয়; আর প্রমদাও ক্ষণিক বিশ্রামলাভের আশায় মৃণালরূপ বাহুলতা বিস্তার পূর্ব্বক ঔৎসুক্য প্রকাশ করে, সেই সমগ্র পুঞ্জীকৃত শোভা যুগপৎ পরাভূত হয় ইহার তুলনায়। যেমন নীলাম্বরা চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি উভয়কে প্রাপ্ত হইয়া সমধিক প্রীতা হয়েন; কিন্তু চন্দ্রের প্রতি অনুরাগ ভাব অধিকতর উদ্বেলিত না হওয়ায়, চন্দ্রমা অতি ক্ষুণ্ণমনে কুমুদিনীর প্রণয়সম্ভোগার্থে নিরূপিত সময়ে আকাশমার্গে আর উদিত হয়েন না; বোধ হয় নীলাম্বরার মনস্তাপেই হউক, কিম্বা কুমুদিনীর প্রতি স্পৃহাপরিবর্দ্ধনার্থেই হউক—যে কারণেই হউক না কেন, চন্দ্রমার পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পায়—সেই নিমিত্ত

সময়ে সময়ে রাহুগ্রস্ত হয়েন ও অর্দ্ধচন্দ্রের উদয় হয়। বোধ হয়, পরস্পর বিজড়িত বস্তুর সম্বন্ধ দর্শনে যতদূর প্রীতি না জন্মে, তদপেক্ষা নগরীর শোভারাশি সমধিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সমগ্র দৃশ্যাবলীতে দর্শকের মনে প্রতীতি জন্মিল, যে শুভ পরিণয় অবশ্যম্ভাবী; রাজান্তঃপুরে আনন্দের মহাধুম পড়িয়া গেল; ফতিমা, হুরাণী, সুজেকা, জেলেখা ও অন্যান্য সহচরীবৃন্দ সকলেই এক্ষণে বিবাহের আড়ম্বরে যোগদান ও আনুসঙ্গিক সরঞ্জামে নিবিষ্টচিত্তা হইলেন। সকলেরই মুখে সেই এক কথা, যে বাদশাহের সুখতারা জেলেখা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উদিত হইয়াছে। এদিকে দিল্লীর সম্রাট মন্ত্রী ও অমরসিংহকে সঙ্গে লইয়া বিংশসহস্র অশ্বারোহীর সহিত, নানা সামরিক বাদ্যযন্ত্র, করী, তুরঙ্গ, রথ, উষ্ট্র প্রভৃতি যাবতীয় বিলাস ও পদমর্য্যাদোপযোগী আবশ্যকীয় আসবাব ও সরঞ্জাম সম্ভবে—তৎসমুদায় সংগ্রহে সুরেশ্বরের ন্যায় ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া তূরীনিনাদে তাতারের প্রান্তসীমায় ইয়ারকণ্ড নগরীতে আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করাইলেন। গয়াজেলা হইতে জগৎসিংহ মন্ত্রী ও পারিষদবর্গসহকারে দশসহস্র সৈন্য ও একশত করী লইয়া রণঢক্কা বাজাইতে বাজাইতে যথাযোগ্য কুর্ণিশ সম্পাদনে বাদশাহের সমীপে তাহাদের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। ওমরখাঁ দুইশত হস্তী ও অনুচরবর্গসহ বিচিত্র বসনভূষণে বিভূষিত হইয়া চীণের রণবাদ্য বাজাইতে বাজাইতে লক্ষাধিক সৈন্যের সহিত আকাশ নীলিমায় বিমিশ্রিত হইয়া তাতার অশ্বারোহীর সম্মুখে উপনীত হইলেন। মাঝে মাঝে মলয়ানিল ফলভারাবনত বৃক্ষের শিরোদেশ তাড়নে অভিবাদনচ্ছলে মণিকুণ্ডল-বিমণ্ডিত, বিচিত্র বেশভূষান্বিত ও দিব্যমাল্যে বিভূষিত সম্মিলিত বাদশাহ, রাজপুত্র ও সেনানীর শিরঃপুচ্ছ সঞ্চালিত করিয়া কাশ্মীরের পুষ্পকেশরীসমূহের কম্পিতশোভাকে ও পরাভূত করিল। কখন বা ময়ূখমালা অস্ত্রফলকোপরি প্রতিফলিত হইয়া অভ্যাগত রাজন্যবর্গের

সুরাপানকালে এক অসীম আনন্দ সঞ্চার করিল। তুরঙ্গক্ষুরোৎক্ষিপ্ত ধূলিপটলে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন হওয়ায়, হেমমালায় পরিশোভিত, প্রভাকরের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর কোন কোন সর্দ্দার জেলেখার প্রতিকৃতি দর্শনে বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে ইন্ধন সংযোগে প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় প্রদীপ্ত হইলেন; কিন্তু তুষ্ণীম্ভাবাবলম্বনে কমলদলেক্ষণা, কমলার ন্যায় শোভমানা, সুদীর্ঘ-কৃষ্ণকুন্তলবেণীবিশিষ্টা মেখলা-শোভিত—কটি ও দেবতরুসৌন্দর্য্য-বিনিন্দিতা জেলেখাকে দর্শনে হাহতোস্মি হাহতোস্মি বলিয়া মূর্চ্ছা যাইলেন। কেহ কেহ বা তাঁর বালারুণসম আরক্তিম কমলানন, স্তনভারাবনতবক্ষঃস্থল, ক্ষীণ মধ্যদেশ ও সুচারুজঘনদেশ নিরীক্ষণে সম্মিলনলাভাশায় প্রজ্বলিত দাবানলের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া নিরন্তর দগ্ধান্তর হইলেন। কেহ বা অসিতনয়না চারুহাসিণীর চিত্র নিরীক্ষণে হৃদয়ের বেগ কথঞ্চিৎ সংযমনকল্পে বাত্যাহত কদলীর ন্যায় সঞ্চালিত; কেহ বা ক্ষত্রকুলোচিত মানে জলাঞ্জলি দিয়া তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ পদ্মদলেক্ষণ শশিপ্রভ, কেহ বা শ্যামকলেবর বীরাগ্রগণ্য পুরুষপ্রবর হইয়াও সেই কমলাননলাভের আশায় অন্তরে ঈর্ষানল পোষণেচ্ছুক হইলেন। এইরূপে সভাগৃহে শান্তি না হইয়া বরং এক মহা অশান্তির উদয় হইল। পুরুষ কর্ম্মসূত্রে গ্রথিত—সেই সমগ্র লাবণ্যচ্ছটা প্রত্যক্ষীভূত হওয়াতে উঁহাদিগকে পুষ্পকেশরীর ন্যায় সঞ্চালিত হইতে হইল। পরের পরাক্রম সহনে সক্ষম বলিয়া নরের নাম পুরুষ; কিন্তু রূপসমষ্টিদর্শনে মানুষ ত কোন ছার; দেবেন্দ্র অবধি অহল্যার রূপবহ্নিতে দগ্ধপ্রায় হইয়া সম্মিলনের আশায় সমুৎসুক হইয়াছিলেন; তবে বাদশাহ, সর্দ্দার ও ওমরাহগণের হৃদয়ে সেই মদনানল পরিবর্দ্ধিত না হবে কেন? এখন বাদশাহ উঁহাদের পদমর্য্যাদা ও গৌরববৃদ্ধিকরণার্থ হিরাসিংকে বিভূষিত করিয়া নিমন্ত্রিত অতিথিদিগকে আপ্যায়িতকরণার্থে প্রেরণ করিলেন।

কৃতবিদ্য মৌলবীগণ সভাস্থলের শোভা সংবর্দ্ধনার্থ সচেষ্ট হইলেন; তন্মধ্যে কেহ বা কোরাণ হস্তে শ্লোক রচনায় জয়স্তুতি করিল। সকলের অভিমতানুসারে পাত্রপাত্রী সুনীল সাঁজোয়ায় সসজ্জ হইয়া সভাস্থলে আনীত হইল। আর আর সকলে সুবর্ণমণ্ডিত বিচিত্র আসনে উপবিষ্ট হইলে গ্রহমণ্ডল-বিমণ্ডিত গগনমণ্ডলের ন্যায় শোভমান হইল। সৈন্যগণ কাতারে কাতারে আসিয়া জয় জয় রবে নভোমণ্ডল কম্পিত করিল। চতুর্দ্দিকে বাজী, নাচগান ও পানভোজনে আনন্দের তুফানরাজি উচ্ছলিত হইল। উজীর মৌলবী সহকারে পাত্রপাত্রীর সমীপস্থ হইয়া ওমরখাঁ ও অপরাপর সর্দ্দারগণের মত প্রতীক্ষা করিলেন; সকলেই একস্বরে জানাইলেন, যে এই শুভ অবসর। বৃদ্ধ মৌলবী কোরাণ হস্তে শ্লোকোচ্চারণ পূর্ব্বক উহাদিগকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করাইয়া দিলেন। কাহারও পানভোজনের ত্রুটিসাধন হইল না,—সকলেই বাদশাহের গুণকীর্ত্তনে ধন্যবাদার্হ হইলেন; আর বাদশাহ স্বীয় গৌরব রক্ষা অক্ষুণ্ণকরণার্থ কোরাণ সংস্পর্শে কন্যাকে সমগ্র রাজ্যটী অর্পণ করিলেন। সকলেই "জয় সামসুলের জয় জয়" বলিলে সভাগৃহ মুহুর্মুহুঃ ধ্বনিত হইল; তদ্দর্শনে চীনদেশীয় সৈন্যগণ ঐরূপ আনন্দধ্বনিতে যোগদান করিল। এক্ষণে বাদশাহে বাদশাহে কোলাকুলির ধুম পড়িয়া গেল।

এই অবসরে বাদশাহ জেলেখাকে পাত্রস্থ করিয়া বরকন্যা উভয়কে অন্তঃপুর মধ্যে প্রেরণ করাইয়া বহু অভ্যাগতকে বিদায়দান পূর্ব্বক আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন ও সভামধ্যে ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল। সকলে বিদায়গ্রহণকালে সৌন্দর্য্যগর্ব্বে গর্ব্বিত ও প্রভাকরের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ কলেবরে আসন ত্যাগোন্মুখ; ইত্যবসরে উজীর সভাগৃহে ঝটিতি উপস্থিত হইয়া জানাইলেন, জাঁহাপনা! জাঁহাপনা! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! জেলেখার হৃৎপিণ্ডটী দস্যুচর কর্ত্তৃক উৎপাটিত—রুধির-ধারা বেগে প্রবাহিত? আসুন—আসুন—শীঘ্র আসুন।

বাদ। বল কি! বল কি! কোথায়—কোথায়—জেলেখা কোথায়, শীঘ্র বল আমায়? উজীর! আমার সব গেল, আর রাজ্য টেকে না—খোদা! খোদা! আমার অদৃষ্টে এই নিদারুণ বজ্রাঘাত। এই বলিয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, "হাঁ তাইত দেখিতেছি—বলি জেলেখা! জেলেখা! মা আমার। উজীর! ঝটিতি হাকিমকে হাজির কর। খোজা! খোজা! জল্‌দি পানি ছিটাও—কে মেরেছে, কে মেরেছে? জল্‌দি দেখাও। এই কাপালিক দস্যুরা—এরা কিরূপে বহির্গত হল?

বাদশাহ এই বলিতে বলিতে অস্ত্রফলা তদঙ্গে বিদ্ধ করিয়া দিলেন; তদ্দর্শনে এক ভীমকায় দস্যুপতি বলিল, "বাদশাহ! বড় সাধের দস্যুপুরী লুণ্ঠিত—বড় ইচ্ছা ছিল, যে সবংশে নিধন করিব; কিন্তু কি করিব, বিধি বাম! বাদশাহ! তোমার ন্যায় আমরাও ধাম্মিক।"

বাদ। চুপরাও বেকুব! এই বলিয়া সজোরে পদাঘাত।

দস্যু। উঃ গেলাম—গেলাম—জল দাও—জল দাও—বড় সুখের মৃত্যু, জেলেখা মৃতা। দস্যুরাজ! তুমি কোথায়? হিংসা! প্রতিহিংসা! দস্যুরাজ! বড় খেদ মনে, যে বাদশাহ ও সন্ন্যাসী এখনও জীবিত। বাদশাহ! এখনও ভূরি ভূরি গুপ্তধন প্রোথিত আছে; আবার দস্যুরাজ্যের আর্বির্ভাব হবে—হবে—হবে, এই বলিতে বলিতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

বাদ। হিরাসিং! এখন কাপালিকদিগের বন্ধন উন্মোচন করিয়া যমালয়ে পাঠাও; আর বিলম্ব সহে না। এই বধাজ্ঞা শ্রবণে সারি সারি দণ্ডায়মান দস্যুগণ মহা তর্জ্জন গর্জ্জনসহকারে বলিল, "বাদশাহ! বাদশাহ! বহু গুপ্তচর পশ্চাতে ধাবিত; কার সাধ্য, যে সেই ভীষণ প্রতিহিংসানলকে নির্ব্বাপিত করে? বাদশাহ! সেই রত্নপুরী নিঃশেষিত প্রায়—বড় খেদ মনে, যে সন্ন্যাসী এখনও জীবিত। সন্ন্যাসী! সন্ন্যাসী! আয় একবার দৃঢ়ালিঙ্গনে মৃত্যু কামনা করি—জেলেখা! জেলেখা!

বড় সাধ ছিল—তোর হৃৎপিণ্ডে কালীকে তুষ্ট করিব; কিন্তু কি বলিব, বিধি বাম। নিমেষে সেনাপতির সঙ্কেতে সৈন্যগণ উন্মুক্ত তরবারির আঘাতে দস্যুগণকে কদলীবৃক্ষের ন্যায় ধরাশায়ী করিল। বসুন্ধরা ভাদ্র মাসে মুষলধারার ন্যায় রুধির স্রোতে প্লাবিত হইল। সেই ভীমকায় দস্যুদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শতধা খণ্ডিত ও চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত হইল, সব ফুরাইল।

এক্ষণে বাদশাহ প্রধান সেনাপতিকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুর মধ্যে দৃষ্টি করিলেন, যে জেলেখার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সুজেফা, ফতিমা, ইরাণী ও অপরাপর সহচরীরা রোরুদ্যমানা। সকলেই হায় হায় করিতেছে, বাদশাহ জেলেখাকে ব্যজন করিতেছেন, খোজারা শুশ্রূষায় ব্যস্ত। বাদশাহ হাকিমের প্রতীক্ষায় আছেন—ঐ যে উজীর! উজীর! শীঘ্র এস—শীঘ্র এস; হাকিম! এস—এস—একবার আমার জেলেখাকে দেখ।

হাকিম। ভয় নাই জাঁহাপনা! কোন ভয়ের কারণ নাই।

জেলেখা। পিতঃ! সন্ন্যাসী কোথায়? মা! মা! মা! দস্যুরা মেরেছে, এ মরণে দুঃখ নাই। বাবা! মা! তোমরা সকলে দাঁড়াও। খোদা! খোদা! ইষ্টদেব! ইষ্টদেব!

বাদ। ঠাকুর! শীঘ্র আসুন—শীঘ্র আসুন—জেলেখাকে একবার দেখুন। সর্ব্বনাশ উপস্থিত! আমার জেলেখাকে মেরেছে! ঠাকুর! এ যাত্রা রক্ষা করুন আমায়—আর রাজ্য চাহি না। এই বলিয়া উষ্ণীষ ও তরবারি দূরে নিক্ষেপে ভূমে নিপতিত।

ঠাকুর। জেলেখা! জেলেখা! মা! মা! এই যে আমি সেই সন্ন্যাসী; এস মা! আমার, আমি তোমার সেই সন্ন্যাসী। রে বালিকা! বড় সাধ ছিল মনে, যে তোকে সুখী করাইব; কিন্তু কি বলিব, যে বিধি বাম।

জে। ঠাকুর! ঠাকুর! আমার কি হবে? আমার আত্মার সদ্গতি কর, আর নয়, আমি চল্লাম। বাবা! মা! মা! চল্লাম আঃ—আঃ।

ঠাকুর। এ কি সর্ব্বনাশ—সর্ব্বনাশ কে করিল? কে করিল?

বাদ। দস্যুচর—দস্যুচর।

ঠাকুর। কেন পূর্ব্বে তাদের প্রাণ বিনষ্ট হল না! বড়ই আশ্চর্য্য

বাদ। আমার সবই অদৃষ্ট—সব ফুরাইল।

"যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাম্

জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষযত্নঃ

উৎপৎস্যতেঽস্তি মমকোঽপি সমান ধর্ম্মা

কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলাচ পৃথ্বী॥"

সম্পূর্ণ।